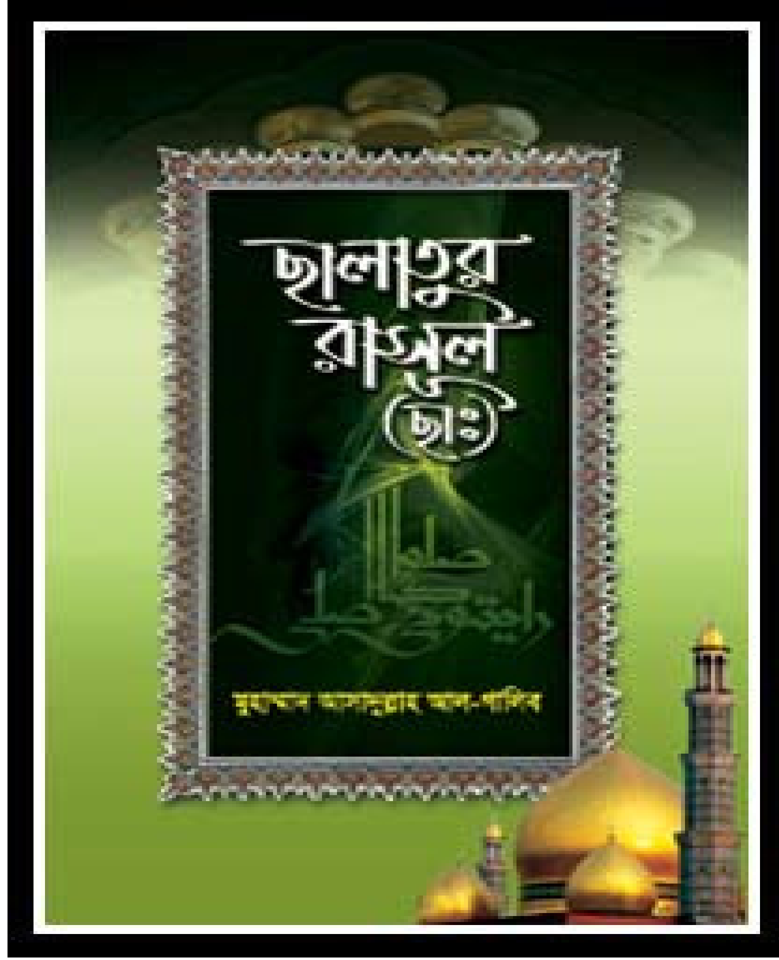



- বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ -

বাজাইল শাখা,সখিপুর,টাঙ্গাইল।

প্রকাশক-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা,রাজশাহী,বাংলাদেশ।

# সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ:*

আল্লাহ বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِىْ

‘আর তুমি ছালাত কায়েম কর

আমাকে স্মরণ করার জন্য’ *(ত্বোয়া-হা ২০/১৪)*।

**ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)**

অনুধাবন করুন

**সম্মানিত মুছল্লী !**

অনুধাবন করুন আপনার প্রভুর বাণী- ‘সফলকাম হবে সেই সব মুমিন যারা ছালাতে রত থাকে ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে’।[1] অতএব গভীরভাবে চিন্তা করুন! আপনার প্রভু আল্লাহ কিজন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন? মনে রাখবেন তিনি আপনাকে বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি। তাঁর সৃষ্ট এ সুন্দর সৃষ্টি জগতকে সুন্দরভাবে আবাদ করার দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়েই তিনি আপনাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। কে এখানে কত বেশী সুন্দর আমল করে এবং তার সৃষ্টিকর্তার হুকুম যথাযথভাবে পালন করে, তা পরীক্ষার জন্য আল্লাহ মউত ও হায়াতকে সৃষ্টি করেছেন।[2] আপনার হাত-পা, চক্ষু-কর্ণ, নাসিকা-জিহবা সর্বোপরি যে মূল্যবান জ্ঞান-সম্পদ এবং ভাষা ও চিন্তাশক্তির নে‘মত দান করে আপনাকে আপনার প্রভু এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তার যথার্থ ব্যবহার আপনি করেছেন কি-না, তার কড়ায়-গন্ডায় হিসাব আপনাকে আপনার সৃষ্টিকর্তার নিকটে দিতে হবে।[3]

কেউ আপনার উপকার করলে আপনি তার নিকটে চির কৃতজ্ঞ থাকেন। সর্বপ্রদাতা আল্লাহর নিকটে আপনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন কি? একবার ভেবে দেখুন দুনিয়ার সকল সম্পদের বিনিময়ে কি আপনি আপনার ঐ সুন্দর দু’টি চক্ষুর ঋণ শোধ করতে পারবেন? পারবেন কি আপনার দু’টি হাতের, পায়ের, কানের বা জিহবার যথাযথ মূল্য দিতে? আপনার হৃৎপিন্ডে যে প্রাণবায়ুর অবস্থান, সেটি কার হুকুমে সেখানে এসেছে ও কার হুকুমে সেখানে রয়েছে? আবার কার হুকুমে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে? [4] সেটির আকার-আকৃতিই বা কি, তা কি কখনও আপনি দেখতে পেয়েছেন? শুধু কি তাই? আপনার পুরো দেহযন্ত্রটাই যে এক অলৌকিক সৃষ্টির অপরূপ সমাহার। যার কোন একটি তুচ্ছ অঙ্গের মূল্য দুনিয়ার সবকিছু দিয়েও কি সম্ভব?

অতএব আসুন! সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি মন খুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাঁর প্রেরিত মহান ফেরেশতা জিব্রীলের মাধ্যমে শিখানো ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে 'ছালাত' আদায়ে রত হই।[5] স্বীয় প্রভুর নিকটে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি।

**হে মুছল্লী!**

ছালাতের নিরিবিলি আলাপের সময় আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকটে হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিন।[6] ছালাত শেষ করার আগেই আপনার সকল প্রার্থনা নিবেদন করুন। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে চোখের পানি ফেলুন। আল্লাহ আপনার হৃদয়ের কথা জানেন। আপনার চোখের ভাষা বুঝেন। ঐ শুনুন পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর আকুল প্রার্থনা- 'প্রভু হে! নিশ্চয়ই আপনি জানেন যা কিছু আমরা হৃদয়ে লুকিয়ে রাখি ও যা কিছু আমরা মুখে প্রকাশ করি। আল্লাহর নিকটে যমীন ও আসমানের কোন কিছুই গোপন থাকেনা'।[7] অতএব ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও গভীর আস্থা নিয়ে বুকে জোড়হাত বেঁধে বিনীতভাবে আপনার মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে যান। দু'হাত উঁচু করে রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করুন। অতঃপর তাকবীরের মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা করুন। যাবতীয় গর্ব্ব ও অহংকার চূর্ণ করে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সম্মুখে রুকূতে মাথা ঝুঁকিয়ে দিন। তারপর সিজদায় গিয়ে মাটিতে মাথা লুটিয়ে দিন। সর্ব্বদা স্মরণ রাখুন তাঁর অমোঘ বাণী- 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে জেনে রেখ আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর'। [8] তিনি বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার হৃদয়কে সচ্ছলতা দ্বারা পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব দূর করে দেব। কিন্তু যদি তুমি সেটা না কর, তাহ'লে আমি তোমার দু'হাতকে (দুনিয়াবী) ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব মিটাবো না'।[9]

অতএব আসুন! আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ও জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত ও প্রার্থনার অনুষ্ঠান 'ছালাতে' রত হই 'তাকবীরে তাহরীমা'-র মাধ্যমে দুনিয়ার সবকিছুকে হারাম করে একনিষ্ঠভাবে বিনম্রচিত্তে বিগলিত হৃদয়ে!!

**সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক!**

**জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।**

**আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি !!**

---

* মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'নবুঅতের নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ-৫; ১০ম নববী বর্ষে ইয়ামনের ঝাড়-ফুঁককারী কবিরাজ যেমাদ আযদী মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

উপর কথিত জিন ছাড়ানোর তদবীর করতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে উপরোক্ত খুৎবা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বায়‘আত করে ইসলাম কবুল করেন।

[1]. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ= সূরা মু’মিনূন ২৩/১-২।

[2]. اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً = মুল্ক ৬৭/২।

[3]. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ = যিলযাল ৯৯/৭-৮।

[4]. وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إلاَّ قَلِيْلاً = বনু ইসরাঈল ১৭/৮৫।

[5]. صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ বুখারী (দিল্লী) ‘আযান’ অধ্যায়-২, ১/৮৮ পৃঃ, হা/৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬; মিশকাত-আলবানী (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫হি:/১৯৮৫খৃ:) হাদীছ সংখ্যা/৬৮৩ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘দেরীতে আযান’ অনুচ্ছেদ-৬।

[6]. إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِيْ رَبَّهُ... ‘নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন ছালাত আদায় করে, তখন সে তার প্রভুর সঙ্গে মুনাজাত করে’ অর্থাৎ গোপনে আলাপ করে’। -বুখারী হা/৫৩১, ১/৭৬ পৃঃ; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৭১০ ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৭; আহমাদ, মিশকাত হা/৮৫৬ ‘ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ-১২।

[7]. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ = ইবরাহীম ১৪/৩৮।

[8]. لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ = ইবরাহীম ১৪/৭।

[9]. হাদীছে কুদসী; আহমাদ, তিরমিযী হা/২৪৬৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; ঐ, মিশকাত হা/৫১৭২ ‘হৃদয় গলানো’ অধ্যায়-২৬, পরিচ্ছেদ-২; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৯।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ،

'তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে,

যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'...।[1]

**ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম ) (صـ مختصر صفة صلاة الرسول**

**(১) তাকবীরে তাহরীমা :** ওযূ করার পর ছালাতের সংকল্প করে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্লা-হু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা শেষে বুকে বাঁধবে। এ সময় বাম হাতের উপরে ডান হাত কনুই বরাবর রাখবে অথবা বাম কব্জির উপরে ডান কব্জি রেখে বুকের উপরে হাত বাঁধবে। অতঃপর সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে বিনম্রচিত্তে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে মুছল্লী তার সর্বোত্তম ইবাদতের শুভ সূচনা করবে।-

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা বা-'এদ বায়নী ওয়া বায়না খাত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা বা-'আদতা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্লা-হুম্মা নাক্বক্বিনী মিনাল খাত্বা-ইয়া, কামা ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ দানাসি। আল্লা-হুম্মাগ্সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদি'।*

**অনুবাদ :** হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গোনাহ সমূহ হ'তে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ'তে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা'।[2]

একে 'ছানা' বা দো'আয়ে ইস্তেফতাহ বলা হয়। ছানার জন্য অন্য দো'আও রয়েছে। তবে এই দো'আটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

**(২) সূরায়ে ফাতিহা পাঠ :** *দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ* বা 'ছানা' পড়ে *আ'ঊযুবিল্লাহ* ও *বিসমিল্লাহ* সহ সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্যান্য রাক'আতে কেবল *বিসমিল্লাহ* বলবে। জেহরী ছালাত হ'লে সূরায়ে ফাতিহা শেষে সশব্দে 'আমীন' বলবে।

**সূরায়ে ফাতিহা (মুখবন্ধ) সূরা-১, মাক্কী :**

أَعُوْذُ بِا للهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ (1) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (4) إِيَّاكَ الدِّينِ (5) اهْدِنَا نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
(الضَّالِّينَ (7 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الصِّرَاطَ

**উচ্চারণ :** *আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম। বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম। (১) আলহাম্দু লিল্লা-হি রবিবল 'আ-লামীন (২) আর রহমা-নির রহীম (৩) মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন (৪) ইইয়া-কা না'বুদু ওয়া ইইয়া-কা নাস্তা'ঈন (৫) ইহ্দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম (৬) ছিরা-ত্বাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম (৭) গায়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়া লায যোয়া-ল্লীন।*

**অনুবাদ :** আমি অভিশপ্ত শয়তান হ'তে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক (২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক (৪) আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি (৫) আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন! (৬) এমন লোকদের পথ, যাঁদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন (৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে'। আমীন! (হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন)।

**(৩) ক্বিরাআত :** সূরায়ে ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম কিংবা একাকী মুছল্লী হ'লে প্রথম দু'রাক'আতে কুরআনের অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করবে। কিন্তু মুক্তাদী হ'লে জেহরী ছালাতে চুপে চুপে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম মুক্তাদী সকলে প্রথম দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে।

**(৪) রুকূ :** ক্বিরাআত শেষে 'আল্লা-হু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করে রুকূতে যাবে। এ সময় হাঁটুর উপরে দু'হাতে ভর দিয়ে পা, হাত, পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে এবং রুকূর দো'আ পড়বে। **রুকূর দো'আ :** سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ *'সুবহা-না রবিবয়াল 'আযীম'* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান) কমপক্ষে তিনবার পড়বে।

**(৫) ক্বওমা :** অতঃপর রুকূ থেকে উঠে সোজা ও সুস্থিরভাবে দাঁড়াবে। এ সময় দু'হাত ক্বিবলামুখী খাড়া রেখে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং ইমাম ও মুক্তাদী সকলে বলবে ' *সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ'* (আল্লাহ তার কথা শোনেন, যে তার প্রশংসা করে)। অতঃপর 'ক্বওমা'র দো'আ একবার পড়বে।

**ক্বওমার দো'আ :** رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *'রববানা লাকাল হাম্দ'* (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা)। **অথবা** পড়বে- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ *'রববানা ওয়া লাকাল হাম্দু হাম্দান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি'* (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়)। ক্বওমার জন্য অন্য দো'আও রয়েছে।

**(৬) সিজদা :** ক্বওমার দো‘আ পাঠ শেষে *‘আল্লা-হু আকবর’* বলে প্রথমে দু’হাত ও পরে দু’হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে ও বেশী বেশী দো‘আ পড়বে। এ সময় দু’হাত ক্বিবলামুখী করে মাথার দু’পাশে কাঁধ বা কান বরাবর মাটিতে স্বাভাবিকভাবে রাখবে। কনুই ও বগল ফাঁকা থাকবে। হাঁটুতে বা মাটিতে ঠেস দিবে না। সিজদা লম্বা হবে ও পিঠ সোজা থাকবে। যেন নীচ দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে।

সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। এ সময় স্থিরভাবে বসে দো‘আ পড়বে। অতঃপর *‘আল্লা-হু আকবর’* বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে ও দো‘আ পড়বে। রুকূ ও সিজদায় কুরআনী দো‘আ পড়বে না। ২য় ও ৪র্থ রাক‘আতে দাঁড়াবার প্রাক্কালে সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসবে। একে ‘জালসায়ে ইস্তিরা-হাত’ বা ‘স্বস্তির বৈঠক’ বলে। অতঃপর মাটিতে দু’হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে।

**সিজদার দো‘আ :** سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *(সুবহা-না রবিবয়াল আ‘লা)* অর্থঃ ‘মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্ব্বোচ্চ’। কমপক্ষে তিনবার পড়বে। রুকূ ও সিজদার অন্য দো‘আও রয়েছে।

**দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো‘আ :**

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী ওয়ারহাম্নী ওয়াজ্বুরনী ওয়াহ্দিনী ওয়া ‘আ-ফেনী ওয়ার্ঝুক্বনী* ।

**অনুবাদ :** ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রুযী দান করুন’।[3]

**(৭) বৈঠক :** ২য় রাক‘আত শেষে বৈঠকে বসবে। যদি ১ম বৈঠক হয়, তবে কেবল ‘আত্তাহিইয়া-তু’ পড়ে ৩য় রাক‘আতের জন্য উঠে যাবে। আর যদি শেষ বৈঠক হয়, তবে ‘আত্তাহিইয়া-তু’ পড়ার পরে দরূদ, দো‘আয়ে মাছূরাহ ও সম্ভব হ’লে বেশী বেশী করে অন্য দো‘আ পড়বে। ১ম বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে বাম নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। এসময় ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী করবে। বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলি বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর ক্বিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এবং ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রেখে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলি নাড়িয়ে ইশারা করতে থাকবে। মুছল্লীর নযর ইশারার বাইরে যাবে না।

**বৈঠকের দো‘আ সমূহ :**

**(ক) তাশাহহুদ (আত্তাহিইয়া-তু):**

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

**উচ্চারণ :** *আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ ছালাওয়া-তু ওয়াত্ ত্বাইয়িবা-তু আসসালা-মু ‘আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আসসালা-মু ‘আলায়না ওয়া ‘আলা ‘ইবা-দিল্লা-হিছ ছা-লেহীন। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আনণা মুহাম্মাদান ‘আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহূ* ।

**অনুবাদ :** যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপরে ও আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল' *(বুঃ মুঃ)*।[4]

**(খ) দরূদ :**

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্তা 'আলা ইব্রা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ* ।

**অনুবাদ :** 'হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'।[5]

**(গ) দো'আয়ে মাছূরাহ :**

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্সী যুলমান কাছীরাঁও অলা ইয়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগ্ফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রহীম'* ।

**অনুবাদ :** 'হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ'তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'।[6]

এর পর অন্যান্য দো'আ সমূহ পড়তে পারে।

**(৮) সালাম :** দো'আয়ে মাছূরাহ শেষে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে *'আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'* (আল্লাহর পক্ষ হ'তে আপনার উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক!) বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম সালামের শেষে *'ওয়া বারাকা-তুহু'* (এবং তাঁর বরকত সমূহ) যোগ করা যেতে পারে। এভাবে ছালাত সমাপ্ত করে প্রথমে সরবে একবার *'আল্লা-হু আকবর'* (আল্লাহ সবার বড়) ও তিনবার *'আস্তাগফিরুল্লা-হ'* (আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) বলে নিম্নের দো'আসমূহ এবং অন্যান্য দো'আ পাঠ করবে। এ সময় ইমাম হ'লে ডাইনে অথবা বামে ঘুরে সরাসরি মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবে। অতঃপর সকলে নিম্নের দো'আ সহ অন্যান্য দো'আ পাঠ করবে।-

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু ওয়া মিন্কাস্ সালা-মু, তাবা-রক্তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম ।*

**অনুবাদ :** 'হে আল্লাহ আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'। এটুকু পড়েই উঠে যেতে পারেন। [7] পরবর্তী দো'আ সমূহ 'ছালাত পরবর্তী যিকর সমূহ' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

---

[1] . বুখারী হা/৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬; মিশকাত হা/৬৮৩, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৬।

[2] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮১২ 'তাকবীরের পর যা পড়তে হয়' অনুচ্ছেদ-১১।

[3] . তিরমিযী হা/২৮৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৯৮; আবুদাঊদ হা/৮৫০; ঐ, মিশকাত হা/৯০০, অনুচ্ছেদ-১৪; নায়লুল আওত্বার ৩/১২৯ পৃঃ।

[4] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯০৯ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ-১৫।

[5] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯১৯ 'রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ' অনুচ্ছেদ-১৬; ছিফাত ১৪৭ পৃঃ, টীকা ২-৩ দ্রঃ।

[6] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৪২ 'তাশাহহুদে দো'আ' অনুচ্ছেদ-১৭; বুখারী হা/৮৩৪ 'আযান' অধ্যায়-২, 'সালামের পূর্বে দো'আ' অনুচ্ছেদ-১৪৯।

[7] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০, 'ছালাতের পরে যিকর' অনুচ্ছেদ-১৮। 'সালাম ফিরানোর পরে দো'আ সমূহ' সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

## প্রয়োজনীয় সূরা সমূহ ( السور الضرورية )

সূরা ফাতিহা পাঠের পরে অন্যান্য সূরা সমূহ হ'তে কিংবা নিম্নোক্ত সূরা সমূহ হ'তে প্রথম দু'রাক'আতে যেকোন দু'টি সূরা ক্রমানুযায়ী পাঠ করবে।-

**(১) সূরা যিলযাল** (ভূমিকম্প) সূরা-৯৯, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَأَخْرَجَتِ (1) زِلْزَالَهَا الْأَرْضُ زُلْزِلَتِ إِذَا يَوْمَئِذٍ (3) مَا لَهَا الْإِنْسَانُ وَقَالَ (2) أَثْقَالَهَا الْأَرْضُ تُحَدِّثُ لَهَا أَوْحَى رَبَّكَ بِأَنَّ (4) أَخْبَارَهَا
(شَرًّا يَرَهُ (8 ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ (5) يَوْمَئِذٍ

**উচ্চারণ :** *(১) এযা যুলযিলাতিল আরযু যিলযা-লাহা (২) ওয়া আখরাজাতিল আরযু আছক্বা-লাহা (৩) ওয়া ক্বা-লাল ইনসা-নু মা লাহা? (৪) ইয়াওমাইযিন তুহাদ্দিছু আখবা-রাহা (৫) বেআন্না রববাকা আওহা লাহা (৬) ইয়াওমায়িযিইঁ ইয়াছদুরুন না-সু আশতা-তাল লেইউরাও আ'মা-লাহুম (৭) ফামাইঁ ইয়া'মাল মিছক্বা-লা যার্রাতিন খায়রাইঁ ইয়ারাহ (৮) ওয়ামাইঁ ইয়া'মাল মিছক্বা-লা যার্রাতিন শার্রাইঁ ইয়ারাহ /*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) যখন পৃথিবী তার (চূড়ান্ত) কম্পনে প্রকম্পিত হবে। (২) যখন ভূগর্ভ তার বোঝাসমূহ উদ্গীরণ করবে। (৩) এবং মানুষ বলে উঠবে, এর কি হ'ল? (৪) সেদিন সে (তার উপরে ঘটিত) সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। (৫) কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। (৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।'

**(২) সূরা 'আদিয়াত** (ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব সমূহ) সূরা-১০০, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ جَمْعًا (5) إِنَّ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2
فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ إِذَا بُعْثِرَ مَا لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلَا يَعْلَمُ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ
(رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11

**উচ্চারণ :** *(১) ওয়াল 'আ-দিইয়া-তে যাবহান (২) ফালমূরিয়া-তে ক্বাদহান (৩) ফালমুগীরা-তে ছুবহা (৪) ফাআছারনা বিহী নাক্ব'আন (৫) ফাওয়াসাত্বনা বিহী জাম'আ (৬) ইন্নাল ইনসা-না লেরবিবহি*

*লাকানূদ (৭) ওয়া ইন্নাহূ 'আলা যা-লিকা লাশাহীদ (৮) ওয়া ইন্নাহূ লেহুব্বিল খায়রে লাশাদীদ (৯) আফালা ইয়া'লামু এযা বু'ছিরা মা ফিল ক্বুবূর (১০) ওয়া হুছছিলা মা ফিছ ছুদূর (১১) ইন্না রববাহুম বিহিম ইয়াওমাইযিল লাখাবীর।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব সমূহের। (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নি বিচ্ছুরক অশ্বসমূহের। (৩) অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্ব সমূহের (৪) যারা সে সময় ধূলি উৎক্ষেপন করে। (৫) অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। (৬) নিশ্চয়ই মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। (৭) আর সে নিজেই (তার কর্মের দ্বারা) এ বিষয়ে সাক্ষী। (৮) নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের মায়ায় অন্ধ। (৯) সে কি জানেনা, যখন উত্থিত হবে কবরে যা কিছু আছে? (অর্থাৎ সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে) (১০) এবং সবকিছু প্রকাশিত হবে, যা লুকানো ছিল বুকের মধ্যে। (১১) নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক সেদিন (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন) তাদের কি হবে, সে বিষয়ে সম্যক অবগত।

**(৩) সূরা ক্বা-রে'আহ** (করাঘাতকারী) সূরা-১০১, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) وَتَكُونُ الْجِبَالُ (الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4 الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا
هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ فَأُمُّهُ (8) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (6) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
حَامِيَةٌ (11)

**উচ্চারণ :** *(১) আলক্বা-রে'আতু (২) মাল ক্বা-রে'আহ (৩) ওয়া মা আদরা-কা মাল ক্বা-রে'আহ (৪) ইয়াওমা ইয়াকূনুন না-সু কাল ফারা-শিল মাবছূছ (৫) ওয়া তাকূনুল জিবা-লু কাল 'ইহ্নিল মানফূশ (৬) ফাআম্মা মান ছাক্বুলাত মাওয়া-ঝীনুহু (৭) ফাহুয়া ফী 'ঈশাতির রা-যিয়াহ (৮) ওয়া আম্মা মান খাফফাত মাওয়া-ঝীনুহু (৯) ফাউম্মুহূ হা-ভিয়াহ (১০) ওয়া মা আদরা-কা মা হিয়াহ (১১) না-রুন হা-মিয়াহ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) করাঘাতকারী! (২) করাঘাতকারী কি? (৩) আপনি কি জানেন, করাঘাতকারী কি? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত (৫) এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত। (৬) অতঃপর যার (সৎকর্মের) ওযনের পাল্লা ভারি হবে, (৭) সে (জান্নাতে) সুখী জীবন যাপন করবে। (৮) আর যার (সৎকর্মের) ওযনের পাল্লা হালকা হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে 'হাভিয়াহ'। (১০) আপনি কি জানেন তা কি? (১১) প্রজ্বলিত অগ্নি।

**(৪) সূরা তাকাছুর** (অধিক পাওয়ার আকাংখা) সূরা-১০২, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ لَوْ تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2
(النَّعِيمِ (8 لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ

**উচ্চারণ :** *(১) আলহা-কুমুত তাকা-ছুর (২) হাত্তা ঝুরতুমুল মাক্বা-বির (৩) কাল্লা সাওফা তা'লামূনা (৪) ছুম্মা কাল্লা সাওফা তা'লামূন (৫) কাল্লা লাও তা'লামূনা 'ইলমাল ইয়াক্বীন (৬) লাতারাভুন্নাল জাহীম (৭) ছুম্মা লাতারাভুন্নাহা 'আয়নাল ইয়াক্বীন (৮) ছুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন 'আনিন না'ঈম।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, (২) যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। (৩) কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে। (৪) অতঃপর কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে (৫) কখনই না। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে (তাহ'লে কখনো তোমরা পরকাল থেকে গাফেল হ'তে না)। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে। (৭) অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা দিব্য-প্রত্যয়ে দেখবে। (৮) অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদের দেওয়া নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

**(৫) সূরা আছর** (কাল) সূরা-১০৩, মাক্কী **:**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(3) وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ  وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2)إِلَّا

**উচ্চারণ :** *(১) ওয়াল 'আছর (২) ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুস্র (৩) ইল্লাল্লাযীনা আ-মানু ওয়া 'আমিলুছ ছা-লেহা-তে, ওয়া তাওয়া-ছাও বিল হাক্কে ওয়া তাওয়া-ছাও বিছ্ ছাব্র।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) কালের শপথ! (২) নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (৩) তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে।

**(৬) সূরা হুমাযাহ** (নিন্দাকারী) সূরা-১০৪, মাক্কী **:**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ  (4) لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ  وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا  وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا
(عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9  عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي  الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا  (5) نَارُ اللَّهِ

**উচ্চারণ :** *(১) ওয়ায়লুল লেকুল্লে হুমাঝাতিল লুমাঝাহ (২) আল্লাযী জামা'আ মা-লাওঁ ওয়া 'আদ্দাদাহ (৩) ইয়াহসাবু আন্না মা-লাহূ আখলাদাহ (৪) কাল্লা লাইয়ুম্বাযান্না ফিল হুত্বামাহ (৫) ওয়া মা আদরা-কা মাল হুত্বামাহ্? (৬) না-রুল্লা-হিল মূক্বাদাহ (৭) আল্লাতী তাত্ত্বালি'উ 'আলাল আফ্ইদাহ (৮) ইন্নাহা 'আলাইহিম মু'ছাদাহ (৯) ফী 'আমাদিম মুমাদ্দাদাহ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) দুর্ভোগ সেই সব ব্যক্তির জন্য যারা পশ্চাতে নিন্দা করে ও সম্মুখে নিন্দা করে (২) এবং সম্পদ জমা করে ও গণনা করে (৩) সে ধারণা করে যে, তার মাল তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে (৪) কখনোই না। সে অবশ্য অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারী হুত্বামাহর মধ্যে (৫) আপনি কি জানেন 'হুত্বামাহ'

কি? (৬) এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি (৭) যা কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে (৮) এটা তাদের উপরে পরিবেষ্টিত থাকবে (৯) দীর্ঘ স্তম্ভ সমূহে।

**(৭) সূরা ফীল** (হাতি) সূরা-১০৫, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (طَيْرًا أَبَابِيلَ (3 أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1
(مَأْكُولٍ (5 (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ

**উচ্চারণ :** *(১) আলাম তারা কায়ফা ফা'আলা রাববুকা বে আছহা-বিল ফীল (২) আলাম ইয়াজ্'আল কায়দাহুম ফী তাযলীল? (৩) ওয়া আরসালা 'আলাইহিম ত্বায়রান আবা-বীল (৪) তারমীহিম বি হিজা-রাতিম মিন সিজ্জীল (৫) ফাজা'আলাহুম কা'আছফিম মা'কূল।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) আপনি কি শোনেন নি, আপনার প্রভু হস্তীওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? (৩) তিনি তাদের উপরে প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি (৪) যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল মেটেল পাথরের কংকর (৫) অতঃপর তিনি তাদের করে দেন ভক্ষিত তৃণসদৃশ।

**(৮) সূরা কুরায়েশ** (কুরায়েশ বংশ, কা'বার তত্ত্বাবধায়কগণ) সূরা-১০৬, মাক্কী:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4 أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ

**উচ্চারণ :** *(১) লেঈলা-ফে কুরায়েশ (২) ঈলা-ফিহিম রিহলাতাশ শিতা-ই ওয়াছ ছায়েফ (৩) ফাল ইয়া'বুদূ রববা হা-যাল বায়েত (৪) আল্লাযী আত্ব'আমাহুম মিন জূ'; ওয়া আ-মানাহুম মিন খাওফ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) কুরায়েশদের আসক্তির কারণে (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের (৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দান করেছেন এবং ভীতি হ'তে নিরাপদ করেছেন।

[শীতকালে ইয়ামনে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফরের উপরেই কুরায়েশদের জীবিকা নির্ভর করত। বায়তুল্লাহর খাদেম হওয়ার কারণে সারা আরবে তারা সম্মানিত ছিল। সেকারণ তাদের কাফেলা সর্বদা নিরাপদ থাকত।]

**(৯) সূরা মা-'ঊন** (নিত্য ব্যবহার্য বস্তু) সূরা-১০৭, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَوَيْلٌ (يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3 أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَٰلِكَ الَّذِي
(الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7 (سَاهُونَ (5

**উচ্চারণ :** *(১) আরাআয়তাল্লাযী ইয়ুকাযি্যবু বিদ্দীন? (২) ফাযা-লিকাল্লাযী ইয়াদু'উল ইয়াতীম (৩) ওয়া লা ইয়াহুয্যু 'আলা ত্বা-'আ-মিল মিসকীন (৪) ফাওয়ায়লুল লিল মুছাল্লীন (৫) আল্লাযীনা হুম 'আন ছালা-তিহিম সা-হূন (৬) আল্লাযীনা হুম ইয়ুরা-ঊনা, (৭) ওয়া ইয়ামনা'ঊনাল মা-'ঊন* ।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? (২) সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না (৪) অতঃপর দুর্ভোগ ঐ সব মুছল্লীর জন্য (৫) যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন (৬) যারা লোকদেরকে দেখায় (৭) এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে।

**(১০) সূরা কাওছার** (হাউয কাওছার-জান্নাতী জলাধার) সূরা-১০৮, মাদানী **:**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3

**উচ্চারণ :** *(১) ইন্না আ'ত্বায়না-কাল কাওছার (২) ফাছাল্লে লে রবিবকা ওয়ান্হার (৩) ইন্না শা-নিআকা হুওয়াল আবতার* ।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে 'কাওছার' দান করেছি (২) অতএব আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন (৩) নিশ্চয়ই আপনার শত্রুই নির্বংশ।

**(১১) সূরা কা-ফিরূণ** (ইসলামে অবিশ্বাসীগণ) সূরা-১০৯, মাক্কী **:**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) (عَبَدْتُمْ (4 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا (2) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
(وَلِيَ دِينِ (6 لَكُمْ دِينُكُمْ

**উচ্চারণ :** *(১) ক্বুল ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরূণ! (২) লা আ'বুদু মা তা'বুদূন (৩) ওয়া লা আনতুম 'আ-বিদূনা মা আ'বুদ (৪) ওয়া লা আনা 'আ-বিদুম মা 'আবাদতুম (৫) ওয়া লা আনতুম 'আ-বিদূনা মা আ'বুদ (৬) লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন* ।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) আপনি বলুন! হে কাফেরবৃন্দ! (২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যাদের ইবাদত কর (৩) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি (৪) আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত কর (৫) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।

**(১২) সূরা নছর** (সাহায্য) সূরা-১১০, মাদানী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)

**উচ্চারণ :** *(১) ইযা জা-আ নাছরুল্লা-হি ওয়াল ফাৎহ (২) ওয়া রাআয়তান্না-সা ইয়াদখুলূনা ফী দী-নিল্লা-হি আফওয়া-জা (৩) ফাসাব্বিহ বিহাম্দি রব্বিকা ওয়াস্তাগফির্হু, ইন্নাহূ কা-না তাউওয়া-বা।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) যখন এসে গেছে আল্লাহর সাহায্য ও (মক্কা) বিজয় (২) এবং আপনি মানুষকে দেখছেন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে (ইসলামে) প্রবেশ করছে (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অধিক তওবা কবুলকারী।

**(১৩) সূরা লাহাব** (অগ্নি স্ফুলিঙ্গ) সূরা-১১১, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)

**উচ্চারণ :** *(১) তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিউঁ ওয়া তাব্বা (২) মা আগনা 'আন্হু মা-লুহূ ওয়া মা কাসাব (৩) সাইয়াছ্লা না-রাণ যা-তা লাহাবিউঁ (৪) ওয়ামরাআতুহূ, হাম্মা-লাতাল হাত্বাব (৫) ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হৌক এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে (২) তার কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা কিছু সে উপার্জন করেছে (৩) সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহনকারিণী (৫) তার গলদেশে খর্জুর পত্রের পাকানো রশি।

[আবু লাহাব ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা ও নিকটতম শত্রু প্রতিবেশী। তার স্ত্রী ছিল আবু সুফিয়ানের বোন উম্মে জামীল।]

**(১৪) সূরা ইখলাছ** (খালেছ বিশ্বাস) সূরা-১১২, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

**উচ্চারণ :** *(১) ক্বুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ (২) আল্লা-হুছ ছামাদ (৩) লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ূলাদ (৪) ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) বলুন, তিনি আল্লাহ এক (২) আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন (৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন (৪) এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

**(১৫) সূরা ফালাক্ব** (প্রভাতকাল) সূরা-১১৩, মাদানী **:**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)

**উচ্চারণ :** *(১) কুল আ'উযু বি রবিবল ফালাক্ব (২) মিন শার্রি মা খালাক্ব (৩) ওয়া মিন শার্রি গা-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব (৪) ওয়া মিন শার্রিন নাফ্ফা-ছা-তি ফিল 'উক্বাদ (৫) ওয়া মিন শার্রি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের প্রতিপালকের (২) যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন (৩) এবং অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হ'তে, যখন তা আচছন্ন হয় (৪) গ্রন্থিতে ফুঁকদান কারিণীদের অনিষ্ট হ'তে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে যখন সে হিংসা করে।

**(১৬) সূরা নাস** (মানব জাতি) সূরা-১১৪, মাদানী **:**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)

**উচ্চারণ :** *(১) কুল আ'উযু বি রবিবন্না-স (২) মালিকিন্না-স (৩) ইলা-হিন্না-স (৪) মিন শার্রিল ওয়াস্ওয়া-সিল খান্না-স (৫) আল্লাযী ইয়ুওয়াস্ভিসু ফী ছুদূরিন্না-স (৬) মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

**অনুবাদ :** (১) বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধিপতির (৩) মানুষের উপাস্যের (৪) গোপন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হ'তে (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তর সমূহে (৬) জিনের মধ্য হ'তে ও মানুষের মধ্য হ'তে।

**ছালাত বিষয়ে জ্ঞাতব্য (معلومات في الصلاة)**

**১. ছালাতের সংজ্ঞা ( معنى الصلاة) :**

‘ছালাত’ -এর আভিধানিক অর্থ দো‘আ, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি।[1] পারিভাষিক অর্থ: ‘শরী‘আত নির্দেশিত ক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদতকে ‘ছালাত’ বলা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালাম দ্বারা শেষ হয়’।[2]

**২. ছালাতের ফরযিয়াত ও রাক‘আত সংখ্যা (فى فرضية الصلوة وعدد ركعاتها)** :

নবুঅত প্রাপ্তির পর থেকেই ছালাত ফরয হয়। তবে তখন ছালাত ছিল কেবল ফজরে ও আছরে দু’ দু’ রাক‘আত করে *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ‘আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন করুন সূর্যাস্তের পূর্বে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে’।[3] আয়েশা (রাঃ) বলেন, শুরুতে ছালাত বাড়ীতে ও সফরে ছিল দু’ দু’ রাক‘আত করে।[4] এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য ‘অতিরিক্ত’ (نَافِلَةً) ছিল তাহাজ্জুদের ছালাত *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৯)*। সেই সাথে ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে রাত্রির নফল ছালাত আদায় করতেন।[5] মি‘রাজের রাত্রিতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়।[6] উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত হ’ল- ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা।[7] এছাড়া রয়েছে জুম‘আর ফরয ছালাত, যা সপ্তাহে একদিন শুক্রবার দুপুরে পড়তে হয়।[8] জুম‘আ পড়লে যোহর পড়তে হয় না। কেননা জুম‘আ হ’ল যোহরের স্থলাভিষিক্ত। [9]

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে দিনে-রাতে মোট **১৭** রাক‘আত ও জুম‘আর দিনে ১৫ রাক‘আত ফরয এবং **১২** অথবা **১০** রাক‘আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। যেমন**(১) ফজর :** ২ রাক‘আত সুন্নাত, অতঃপর ২ রাক‘আত ফরয **(২) যোহর :** ৪ অথবা ২ রাক‘আত সুন্নাত, অতঃপর ৪ রাক‘আত ফরয। অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাত **(৩) আছর :** ৪ রাক‘আত ফরয **(৪) মাগরিব :** ৩ রাক‘আত ফরয। অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাত **(৫) এশা :** ৪ রাক‘আত ফরয। অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাত। অতঃপর শেষে এক রাক‘আত বিতর।

জুম‘আর ছালাত ২ রাক‘আত ফরয। তার পূর্বে মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বে কমপক্ষে ২ রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ এবং জুম‘আ শেষে ৪ অথবা ২ রাক‘আত সুন্নাত। উপরে বর্ণিত সবগুলিই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়মিত আমল দ্বারা নির্ধারিত এবং ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত, [10] যা অত্র বইয়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় সমূহে দ্রষ্টব্য।

**৩. ছালাতের গুরুত্ব ( أهمية الصلاة) :**

1) কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পরেই ইসলামে ছালাতের স্থান।[11]

2) ছালাত ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত, যা মি'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়।[12]

3) ছালাত ইসলামের প্রধান স্তম্ভ[13] যা ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকতে পারে না।

4) ছালাত একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা ৭ বছর বয়স থেকেই আদায়ের অভ্যাস করতে হয়।[14]

5) ছালাতের বিধ্বস্তি জাতির বিধ্বস্তি হিসাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।[15]

6) পবিত্র কুরআনে সর্বাধিকবার আলোচিত বিষয় হ'ল ছালাত।[16]

7) মুমিনের জন্য সর্বাবস্থায় পালনীয় ফরয হ'ল ছালাত, যা অন্য ইবাদতের বেলায় হয়নি।[17]

8) ইসলামের প্রথম যে রশি ছিন্ন হবে, তা হ'ল তার শাসনব্যবস্থা এবং সর্বশেষ যে রশি ছিন্ন হবে তা হ'ল 'ছালাত'। [18]

9) দুনিয়া থেকে 'ছালাত' বিদায় নেবার পরেই ক্বিয়ামত হবে।[19]

10) ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে।[20]

11) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত হিসাবে 'ছালাত'-কে ফরয করা হয়েছে, যা অন্য কোন ফরয ইবাদতের বেলায় করা হয়নি।[21]

12) মুমিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হ'ল 'ছালাত'।[22]

13) জাহান্নামী ব্যক্তির লক্ষণ এই যে, সে ছালাত বিনষ্ট করে এবং প্রবৃত্তির পূজারী হয় *(মারিয়াম ১৯/৫৯)*।

14) ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নিকটে নিজের জন্য ও নিজ সন্তানদের জন্য ছালাত কায়েমকারী হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন *(ইবরাহীম ১৪/৪০)*।

15) মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বশেষ অছিয়ত ছিল 'ছালাত' ও নারীজাতি সম্পর্কে।[23]

**৪. ছালাত তরককারীর হুকুম ( حكم تارك الصلاة) :**

ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী অথবা ছালাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিষ্কৃত। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে ছালাত তরক করে কিংবা উদাসীনভাবে ছালাত আদায় করে ও তার প্রকৃত হেফাযত করে না, সে ব্যক্তি সম্পর্কে শরী'আতের বিধান সমূহ নিম্নরূপ :

(ক) আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ... 'অতঃপর দুর্ভোগ ঐ সব মুছল্লীর জন্য' 'যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন'। 'যারা তা লোকদেরকে দেখায়'... *(মা'ঊন ১০৭/৪-৬)*।

(খ) অলস ও লোক দেখানো মুছল্লীদের আল্লাহ মুনাফিক ও প্রতারক বলেছেন। যেমন তিনি বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً- (النساء 142)-

'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা প্রতারণা করে আল্লাহর সাথে। অথচ তিনি তাদেরকেই ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন। তারা যখন ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায় লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*। অন্যত্র আল্লাহ তাদের 'ফাসেক্ব' (পাপাচারী) বলেছেন এবং বলেছেন যে, 'তিনি তাদের ছালাত ও অর্থ ব্যয় কিছুই কবুল করবেন না' *(তওবা ৯/৫৩-৫৪)*।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,... 'যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করল না ...সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ক্বারূণ, ফেরাঊন, হামান ও উবাই বিন খালাফের সঙ্গে থাকবে'।[24]

ছালাতের হেফাযত করা অর্থ রুকূ-সিজদা ইত্যাদি ফরয ও সুন্নাত সমূহ সঠিকভাবে ও গভীর মনোযোগ সহকারে আদায় করা। [25] উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) বলেন, (১) যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদের মোহে ছালাত হ'তে দূরে থাকে, তার হাশর হবে মূসা (আঃ)-এর চাচাত ভাই বখীল ধনকুবের ক্বারূণ-এর সাথে। (২) রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ব্যস্ততার অজুহাতে যে ব্যক্তি ছালাত হ'তে গাফেল থাকে, তার হাশর হবে মিসরের অত্যাচারী শাসক ফেরাঊনের সাথে। (৩) মন্ত্রীত্ব বা চাকুরীগত কারণে যে ব্যক্তি ছালাত হ'তে গাফেল থাকে, তার হাশর হবে ফেরাঊনের প্রধানমন্ত্রী হামান-এর সাথে। (৪) ব্যবসায়িক ব্যস্ততার অজুহাতে যে ব্যক্তি গাফেল থাকে, তার হাশর হবে মক্কার কাফের ব্যবসায়ী নেতা উবাই বিন খালাফের সাথে।[26] বলা বাহুল্য ক্বিয়ামতের দিন কাফের নেতাদের সাথে হাশর হওয়ার অর্থই হ'ল জাহান্নামবাসী হওয়া। যদিও সে দুনিয়াতে একজন মুছল্লী ছিল। অতএব শুধু ছালাত তরক করা নয় বরং ছালাতের হেফাযত বা রুকূ-সিজদা সঠিকভাবে আদায় না হ'লেও জাহান্নামী হ'তে হবে। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আমীন!)।

(ঘ) ছালাত তরক করাকে হাদীছে 'কুফরী' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[27] ছাহাবায়ে কেরামও একে 'কুফরী' হিসাবে গণ্য করতেন।[28] তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। তবে এই ব্যক্তিগণ যদি খালেছ অন্তরে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয় এবং ইসলামের হালাল-হারাম ও ফরয-ওয়াজিব সমূহের অস্বীকারকারী না হয় এবং শিরক না করে, তাহ'লে তারা 'কালেমায়ে শাহাদাত'কে অস্বীকারকারী কাফিরগণের ন্যায় ইসলাম থেকে খারিজ নয় বা চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। কেননা এই প্রকারের মুসলমানেরা কর্মগতভাবে কাফির হ'লেও বিশ্বাসগতভাবে কাফির নয়। বরং খালেছ অন্তরে পাঠ করা কালেমার বরকতে এবং কবীরা গোনাহগারদের জন্য শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যায়ে এক সময় তারা জান্নাতে ফিরে আসবে।[29] তবে তারা সেখানে 'জাহান্নামী' (اَلْجَهَنَّمِيُّوْنَ) বলেই অভিহিত হবে। [30] যেটা হবে বড়ই লজ্জাকর বিষয়।

(ঙ) বিভিন্ন হাদীছের আলোকে আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ), ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) এবং প্রাথমিক ও পরবর্তী যুগের প্রায় সকল বিদ্বান এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, ঐ ব্যক্তি 'ফাসিক্ব' এবং তাকে তওবা করতে হবে। যদি সে তওবা করে ছালাত আদায় শুরু না করে, তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড। ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০হিঃ) বলেন, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত জেলখানায় আবদ্ধ রাখতে হবে। [31] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তিকে ছালাতের জন্য ডাকার পরেও যদি সে ইনকার করে ও বলে যে

'আমি ছালাত আদায় করব না' এবং এইভাবে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তখন তাকে কতল করা ওয়াজিব।[32] অবশ্য এরূপ শাস্তিদানের দায়িত্ব হ'ল ইসলামী সরকারের। ঐ ব্যক্তির জানাযা মসজিদের ইমাম বা বড় কোন বুর্যগ আলেম দিয়ে পড়ানো যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গণীমতের মালের (আনুমানিক দুই দিরহাম মূল্যের) তুচ্ছ বস্তর খেয়ানতকারী এবং আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়েননি বরং অন্যকে পড়তে বলেছেন। [33] এক্ষণে আল্লাহকৃত ফরয ছালাতের সঙ্গে খেয়ানতকারী ব্যক্তির সাথে মুমিন সমাজের আচরণ কেমন হওয়া উচিৎ, তা সহজেই অনুমেয়।

**৫. ছালাতের ফযীলত সমূহ ( فضائل الصلاة) :**

(১) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনকে নির্লজ্জ ও অপসন্দনীয় কাজ সমূহ হ'তে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)।*

আবুল 'আলিয়াহ বলেন, তিনটি বস্ত না থাকলে তাকে ছালাত বলা যায় না। (১) ইখলাছ (الإخلاص) বা একনিষ্ঠতা, যা তাকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় (২) আল্লাহভীতি (الخشية), যা তাকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে (৩) কুরআন পাঠ (ذكر القرآن), যা তাকে ভাল-মন্দের নির্দেশনা দেয়।[34] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একদা জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল যে, অমুক ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদের) ছালাত পড়ে। অতঃপর সকালে চুরি করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, তার রাত্রি জাগরণ সত্বর তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখবে, যা তুমি বলছ (إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُوْلُ)'। [35]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ হ'তে পরবর্তী জুম'আ এবং এক রামাযান হ'তে পরবর্তী রামাযানের মধ্যকার যাবতীয় (ছগীরা) গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, যদি সে কবীরা গোনাহসমূহ হ'তে বিরত থাকে (যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না)'।[36]

(৩) তিনি বলেন, তোমাদের কারু ঘরের সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে তোমাদের দেহে কোন ময়লা বাকী থাকে কি?... পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের তুলনা ঠিক অনুরূপ। আল্লাহ এর দ্বারা গোনাহ সমূহ বিদূরিত করেন।[37]

(৪) তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করল, ছালাত তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর, দলীল ও নাজাতের কারণ হবে....। [38]

(৫) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'বান্দা যখন ছালাতে দন্ডায়মান হয়, তখন তার সমস্ত গুনাহ হাযির করা হয়। অতঃপর তা তার মাথায় ও দুই স্কন্ধে রেখে দেওয়া হয়। এরপর সে ব্যক্তি যখন রুকূ বা সিজদায় গমন করে, তখন গুনাহ সমূহ ঝরে পড়ে'। [39]

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, **(ক)** যে ব্যক্তি ফজর ও আছরের ছালাত নিয়মিত আদায় করে, সে জাহান্নামে যাবে না'। 'সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। [40] **(খ)** দিবস ও রাত্রির ফেরেশতারা ফজর ও আছরের ছালাতের সময় একত্রিত হয়। রাতের ফেরেশতারা আসমানে উঠে গেলে আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে এলে? যদিও তিনি সবকিছু অবগত। তখন ফেরেশতারা বলে যে, আমরা তাদেরকে পেয়েছিলাম (আছরের) ছালাত অবস্থায় এবং ছেড়ে এসেছি (ফজরের) ছালাত অবস্থায়'।[41] কুরআনে ফজরের ছালাতকে 'মাশহূদ' বলা হয়েছে*(ইসরা ১৭/৭৮)*। অর্থাৎ ঐ সময় ফেরেশতা বদলের কারণে রাতের ও দিনের ফেরেশতারা একত্রিত হয়ে সাক্ষী হয়ে যায়। [42] **(গ)** যে ব্যক্তি

ফজরের ছালাত আদায় করল, সে আল্লাহর যিম্মায় রইল। যদি কেউ সেই যিম্মা থেকে কাউকে ছাড়িয়ে নিতে চায়, তাকে উপুড় অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[43]

(৭) তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যেগুলিকে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপরে ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি এগুলির জন্য সুন্দরভাবে ওযূ করবে, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করবে, রুকূ ও খুশূ‘-খুযূ‘ পূর্ণ করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এগুলি করবে না, তার জন্য আল্লাহর কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন, ইচ্ছা করলে আযাব দিতে পারেন’।[44]

(৮) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে দুশমনী করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছু নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্ব্বদা আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধারণ করে। পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকটে কোন কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি’....।[45]

**মসজিদে ছালাতের ফযীলত :**

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহর নিকটে প্রিয়তর স্থান হ’ল মসজিদ এবং নিকৃষ্টতর স্থান হ’ল বাজার’। [46]

(২) ‘যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে) মসজিদে যাতায়াত করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারী প্রস্ত্তত রাখেন’। [47]

(৩) তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশী নেকী পান ঐ ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে দূর থেকে মসজিদে আসেন এবং ঐ ব্যক্তি বেশী পুরস্কৃত হন, যিনি আগে এসে অপেক্ষায় থাকেন। অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করেন।[48] তিনি বলেন, ‘প্রথম কাতার হ’ল ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায়। যদি তোমরা জানতে এর ফযীলত কত বেশী, তাহ’লে তোমরা এখানে আসার জন্য অতি ব্যস্ত হয়ে উঠতে’।[49]

(৪) ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে যে সাত শ্রেণীর লোক আশ্রয় পাবে, তাদের এক শ্রেণী হ’ল ঐ সকল ব্যক্তি যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লটকানো থাকে। যখনই বের হয়, পুনরায় ফিরে আসে।[50]

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অন্যত্র ছালাত আদায়ের চেয়ে আমার এই মসজিদে ছালাত আদায় করা এক হাযার গুণ উত্তম এবং মাসজিদুল হারামে ছালাত আদায় করা এক লক্ষ গুণ উত্তম।[51]

উল্লেখ্য যে ‘অন্য মসজিদের চেয়ে জুম‘আ মসজিদে ছালাত আদায় করলে পাঁচশত গুণ ছওয়াব বেশী পাওয়া যাবে’ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ‘যঈফ’। [52]

**মসজিদ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য :**

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন। [53] তবে যদি ঐ মসজিদ ঈমানদারগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়, তাহ'লে তা 'যেরার' (ضِرَار) অর্থাৎ ক্ষতিকর মসজিদ হিসাবে গণ্য হবে' *(তওবাহ ৯/১০৭)*। উক্ত মসজিদ নির্মাণকারীরা গোনাহগার হবে।

(২) মসজিদ থেকে কবরস্থান দূরে রাখতে হবে।[54] নিতান্ত বাধ্য হ'লে মাঝখানে দেওয়াল দিতে হবে। মসজিদ সর্বদা কোলাহল মুক্ত ও নিরিবিলি পরিবেশে হওয়া আবশ্যক।

(৩) মসজিদ অনাড়ম্বর ও সাধাসিধা হবে। কোনরূপ সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমক পূর্ণ করা যাবে না বা মসজিদ নিয়ে কোনরূপ গর্ব করা যাবে না। [55]

(৪) মসজিদ নির্মাণে সতর্কতার সাথে ইসলামী নির্মাণশৈলী অনুসরণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অমুসলিমদের উপাসনা গৃহের অনুকরণ করা যাবে না।

(৫) মসজিদে নববীতে প্রথমে মিম্বর ছিল না। কয়েক বছর পরে একটি কাঠের তৈরী মিম্বর স্থাপন করা হয়। যা তিন স্তর বিশিষ্ট ছিল। তিন স্তরের অধিক উমাইয়াদের সৃষ্ট। [56]

(৬) যে সব কবরে বা স্থানে পূজা হয়, সিজদা হয় বা যেখানে কিছু কামনা করা হয় ও মানত করা হয়, ঐসব কবরের বা স্থানের পাশে মসজিদ নির্মাণ করা হারাম এবং ঐ মসজিদে ছালাত আদায় করা বা কোনরূপ সহযোগিতা করাও হারাম। কেননা এগুলি শিরক এবং আল্লাহ শিরকের গোনাহ কখনই ক্ষমা করেন না (তওবা করা ব্যতীত)। [57]

(৭) মসজিদের এক পাশে 'আল্লাহ' ও একপাশে 'মুহাম্মাদ' লেখা পরিষ্কারভাবে শিরক। একইভাবে ক্বিবলার দিকে চাঁদতারা বা কেবল তারকার ছবি নিষিদ্ধ। মুসলমান 'আল্লাহ' নামক কোন শব্দের ইবাদত করে না। বরং তারা অদৃশ্য আল্লাহর ইবাদত করে। যিনি সূর্য, চন্দ্র, তারকা ও বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা। যিনি সাত আসমানের উপরে আরশে সমাসীন *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজমান। যিনি আমাদের সবকিছু দেখেন ও শোনেন *(ত্বোয়াহা ২০/৪৬)*। তাঁর নিজস্ব আকার আছে। কিন্তু তা কারু সাথে তুলনীয় নয় *(শূরা ৪২/১১)*।

(৮) মসজিদে ক্বিবলার দিকে 'আল্লাহ' ও কা'বা গৃহের ছবি এবং মেহরাবের দু'পাশে গম্বুজের আকৃতি বিশিষ্ট দীর্ঘ থাম্বাযুক্ত সুসজ্জিত টাইল্স বসানো যাবে না। মেহরাবের উপরে কোনরূপ লেখা বা নকশা করা যাবে না। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) মসজিদে চাকচিক্য করাকে বিদ'আত বলেছেন। [58]

(৯) 'আল্লাহ' বা 'মুহাম্মাদ' বা 'কালেমা' খচিত ভেন্টিলেটর বা জানালার গ্রীল ইত্যাদি নির্মাণ করা যাবে না।

(১০) মসজিদের বাইরে, মিনারে বা গুম্বজে 'আল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবর' এবং দেওয়ালে ও ছাদের নীচে দো'আ, কালেমা, আসমাউল হুসনা ও কুরআনের আয়াত সমূহ লেখা বা খোদাই করা যাবে না বা কা'বা গৃহের গেলাফের অংশ ঝুলানো যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদে এসবের কিছুই ছিল না।

(১১) মসজিদের ভিতরে-বাইরে কোথাও মাথাসহ পূর্ণদেহী বা অর্ধদেহী প্রাণীর প্রতিকৃতি বা ছবিযুক্ত পোস্টার লাগানো যাবে না। কেননা 'যে ঘরে কোন (প্রাণীর) ছবি টাঙানো থাকে, সে ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না'।[59]

(১২) মসজিদে অবশ্যই নিয়মিতভাবে আযান ও ইবাদতের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(১৩) মসজিদে (নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক) ওযূখানা ও টয়লেটের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(১৪) মসজিদ ও তার আঙিনা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং ইবাদতের নির্বিঘ্ন ও সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

(১৫) মসজিদে আগত আলেম ও মেহমানদের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে ও সর্বোচ্চ আপ্যায়ন করতে হবে। কেননা তারা আল্লাহর ঘরের মেহমান।

(১৬) পুরুষের কাতারের পিছনে মহিলা মুছল্লীদের জন্য পৃথকভাবে পর্দার মধ্যে পুরুষের জামা'আতের সাথে ছালাতের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মহিলাগণ নিয়মিতভাবে পুরুষদের সাথে জুম'আ ও জামা'আতে যোগদান করতেন।[60] তবে এজন্য পরিবেশ নিরাপদ ও অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন হবে এবং তাকে সুগন্ধিবিহীন অবস্থায় আসতে হবে।[61]

(১৭) কেবল মসজিদ নির্মাণ নয়, বরং মসজিদ আবাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে এবং নিয়মিতভাবে বিশুদ্ধ দ্বীনী তা'লীম ও তারবিয়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন মসজিদে নববীতে ছিল। বর্তমানে মসজিদগুলিতে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ দ্বীনী তা'লীমের বদলে অশুদ্ধ বিদ'আতী তা'লীম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাছাড়া জামা'আত শেষে দলবদ্ধভাবে সর্বোচ্চ স্বরে ও সুরেলা কণ্ঠে মীলাদ ও দরূদের অনুষ্ঠান করা কোন কোন মসজিদে নিয়মে পরিণত হয়েছে। ফলে ঐসব মসজিদ এখন ইবাদত গৃহের বদলে বিদ'আত গৃহে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্টগণ আল্লাহকে ভয় করুন!

(১৮) সুন্নাত থেকে বিরত রাখার জন্য 'সুন্নাতের নিয়ত করিবেন না' লেখা বা মসজিদে লালবাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা রাখা ঠিক নয়। কেননা ইক্বামত হয়ে গেলে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে যোগ দিলে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ছালাতের নেকী পেয়ে যায়।[62]

(১৯) জামে মসজিদের সাথে (প্রয়োজন বোধে) ইমাম ও মুওয়াযযিনের পৃথক কোয়ার্টার ও তাদের থাকা-খাওয়ার ও জীবন-জীবিকার সম্মানজনক ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

**(২০) মসজিদের আদব : (ক)** মসজিদে প্রবেশ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' নফল ছালাত আদায় করবে।[63] সরাসরি বসবে না। **(খ)** মসজিদে (খুৎবা ব্যতীত) উঁচু স্বরে কথা বলবে না বা শোরগোল করবে না।[64] **(গ)** সেখানে কোন হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা যাবে না।[65] **(ঘ)** মসজিদে কাতারের মধ্যে কারু জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করা যাবে না (ইমাম ব্যতীত)।[66] অতএব কোন মুছল্লীর জন্য পৃথকভাবে কোন জায়নামায বিছানো যাবে না। **(ঙ)** মসজিদে নববী ও মসজিদুল আক্বছা ব্যতীত[67] সকল মসজিদের মর্যাদা সমান। অতএব বেশী নেকী হবে মনে করে বড় মসজিদে যাওয়া যাবে না।

(২১) মসজিদ কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দকে সর্বদা মসজিদের তদারকি করতে হবে এবং এর সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। নইলে তাদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।[68] তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্ভীক অনুসারী, আল্লাহভীরু ও নিষ্ঠাবান মুছল্লী হ'তে হবে *(তওবা ৯/১৮)*। তারা যেন মসজিদে কোন বিদ'আত ও বিদ'আতীকে প্রশ্রয় না দেন। কেননা তাহ'লে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত হবে এবং তাদের কোন নেক আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।[69]

**জামা'আতে ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত :**

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঘরে অথবা বাজারে একাকী ছালাতের চেয়ে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ে ২৫ বা ২৭ গুণ ছওয়াব বেশী।' তিনি বলেন, দুই জনের ছালাত একাকীর চাইতে উত্তম। ...এভাবে জামা'আত যত বড় হয়, নেকী তত বেশী হয় (وما كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ)।[70]

(২) তিনি বলেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, আমার মন চায় আযান হওয়ার পরেও যারা জামা'আতে আসে না, ইমামতির দায়িত্ব কাউকে দিয়ে আমি নিজে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে আসি'।[71]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **(ক)** আল্লাহ ও ফিরিশতাগণ ১ম কাতারের লোকদের উপর বিশেষ রহমত নাযিল করে থাকেন। কথাটি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তিনবার বলেন। অতঃপর বলেন, ২য় কাতারের উপরেও।[72] অন্য বর্ণনায় এসেছে, সামনের কাতার সমূহের উপরে (الْمُقَدَّمَةِ عَلَى الصُّفُوْفِ)।[73] **(খ)** তিনি বলেন, যদি লোকেরা জানত যে, আযান, প্রথম কাতার ও আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ে কি নেকী রয়েছে, তাহ'লে তারা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। অনুরূপভাবে যদি তারা জানত এশা ও ফজরের ছালাতে কি নেকী রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও ঐ দুই ছালাতে আসত'।[74] **(গ)** তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতে পড়ল, সে যেন অর্ধরাত্রি ছালাতে কাটাল এবং যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে পড়ল, সে যেন সমস্ত রাত্রি ছালাতে অতিবাহিত করল'।[75] **(ঘ)** তিনি বলেন, মুনাফিকদের উপরে ফজর ও এশার চাইতে কঠিন কোন ছালাত নেই।[76] **(ঙ)** তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ৪০ দিন তাকবীরে ঊলা সহ জামা'আতে ছালাত আদায় করল, তার জন্য দু'টি মুক্তি লেখা হয়। একটি হ'ল জাহান্নাম হ'তে মুক্তি। অপরটি হ'ল নিফাক্ব হ'তে মুক্তি।[77] ইবনু হাজার বলেন, 'তাকবীরে ঊলা' (التكبيرة الأولى) পাওয়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সালাফে ছালেহীন ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর না পেলে ৩ দিন দুঃখ প্রকাশ করতেন। আর জামা'আত ছুটে গেলে ৭ দিন দুঃখ প্রকাশ করতেন'। [78]

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন গ্রাম বা বস্তিতে যদি তিন জন মুসলমানও থাকে, যদি তারা জামা'আতে ছালাত আদায় না করে, তাহ'লে তাদের উপর শয়তান বিজয়ী হবে। আর বিচ্ছিন্ন বকরীকেই নেকড়ে ধরে খেয়ে ফেলে'।[79]

(৫) 'যখন কোন মুছল্লী সুন্দরভাবে ওযূ করে ও স্রেফ ছালাতের উদ্দেশ্যে ঘর হ'তে বের হয়, তখন তার প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহর নিকটে একটি করে নেকী হয় ও একটি করে মর্যাদার স্তর উন্নীত হয় ও একটি করে গোনাহ ঝরে পড়ে। যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি ছালাতরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করতে থাকে ও বলে যে, 'হে আল্লাহ! তুমি তার উপরে শান্তি বর্ষণ কর'। 'তুমি তার উপরে অনুগ্রহ কর'। যতক্ষণ সে কথা না বলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা আরও বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর' 'তুমি তার তওবা কবুল কর'।[80]

(৬) যখন জামা'আতের এক্বামত হ'বে, তখন ঐ ফরয ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাত নেই।[81] অতএব ফজরের জামা'আতের ইক্বামতের পর সুন্নাত পড়া জায়েয নয়, যা প্রচলিত আছে। বরং জামা'আত শেষ হওয়ার পরেই সুন্নাত পড়বে।[82]

(৭) যে অবস্থায় জামা'আত পাওয়া যাবে, সেই অবস্থায় শরীক হবে এবং ইমামের অনুসরণ করবে।[83] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করল। অতঃপর মসজিদে রওয়ানা হ'ল এবং জামা'আতে

যোগদান করল, আল্লাহ তাকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় পুরস্কার দিবেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করেছে ও শুরু থেকে হাযির রয়েছে। তাদের নেকী থেকে তাকে মোটেই কম করা হবে না'।[84]

(৮) জামা'আতের পরে আসা মুছল্লীগণ এক্বামত দিয়ে পুনরায় জামা'আত করবেন। একজন হ'লে আরেকজন মুছল্লী (যিনি ইতিপূর্ব্বে ছালাত আদায় করেছেন) তার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন জামা'আত করার জন্য এবং এর নেকী অর্জনের জন্য।[85] তবে স্থানীয় মুছল্লীদের নিয়মিতভাবে জামা'আতের পরে আসা উচিত নয়।

(৯) তিনি বলেন, তোমরা সামনের কাতারের দিকে অগ্রসর হও। কেননা যারা সর্ব্বদা পিছনে থাকবে, আল্লাহ তাদেরকে (স্বীয় রহমত থেকে) পিছনে রাখবেন *(মুসলিম)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নাম পর্যন্ত পিছিয়ে দিবেন *(আবুদাঊদ)*।[86]

**ছালাতের নিষিদ্ধ স্থান :**

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, সমগ্র পৃথিবীই সিজদার স্থান, কেবল কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত'। [87] সাতটি স্থানে ছালাত নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীছটি যঈফ।[88]

**৬. ছালাতের শর্তাবলী (شروط الصلاة) :**

ছালাতের বাইরের কিছু বিষয়, যা না হ'লে ছালাত সিদ্ধ হয় না, সেগুলিকে 'ছালাতের শর্তাবলী' বলা হয়। যা ৯টি। যেমন−

(১) মুসলিম হওয়া[89] (২) জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া[90] (৩) বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া ও সেজন্য সাত বছর বয়স থেকেই ছালাত আদায় শুরু করা[91] (৪) দেহ, কাপড় ও স্থান পাক হওয়া [92] (৫) সতর ঢাকা। ছালাতের সময় পুরুষের জন্য দুই কাঁধ ও নাভী হ'তে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের দুই হাতের তালু ও চেহারা ব্যতীত মাথা হ'তে পায়ের পাতা পর্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ সতর হিসাবে ঢাকা।[93] (৬) ওয়াক্ত হওয়া[94] (৭) ওযূ-গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা *(মায়েদাহ ৬)*। (৮) ক্বিবলামুখী হওয়া [95] (৯) ছালাতের নিয়ত বা সংকল্প করা।[96]

**সতর ও লেবাস সম্পর্কে চারটি শারঈ মূলনীতি :**

(১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য হবে দেহকে ভালভাবে আবৃত করা। যাতে দেহের গোপনীয় স্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে। [97] (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হওয়া। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে।[98] (৩) অমুসলিমদের সদৃশ না হওয়া। [99] (৪) অপচয় ও অহংকার প্রকাশ না পাওয়া। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে।[100]

**মস্তকাবরণ :**

পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যে মস্তকাবরণ ব্যবহারের নিয়ম আদিকাল থেকে ছিল, আজও আছে এবং আরবদের মধ্যেও এটা ছিল। আল্লাহ বলেন, خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 'তোমরা ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। সেকারণ ছালাতের সময় উত্তম পোষাক সহ টুপী, পাগড়ী প্রভৃতি মস্তকাবরণ ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসগত সুন্নাত ছিল। আরবদের মধ্যে পূর্ব্ব থেকেই এগুলির প্রচলন ছিল, যা ভদ্র পোষাক হিসাবে গণ্য হ'ত। ইসলাম এগুলিকে বাতিল করেনি। বরং

মস্তকাবরণ ব্যবহার করা মুসলমানদের নিকট সৌন্দর্য্যের অর্ন্তভুক্ত।[101] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু টুপী অথবা টুপীসহ পাগড়ী বা টুপী ছাড়া পাগড়ী পরিধান করতেন।[102] ছাহাবীগণ টুপী ছাড়া খালি মাথায়ও চলতেন।[103] হাসান বাছরী বলেন, ছাহাবীগণ প্রচন্ড গরমে পাগড়ী ও টুপীর উপর সিজদা করতেন।[104] বিশেষ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথায় বড় রুমাল ব্যবহার করেছেন। [105] তবে তিনি বা তাঁর ছাহাবীগণ এটিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। বরং ইসলামের দুশমন খায়বারের ইহুদীদের অভ্যাস ছিল বিধায় আনাস বিন মালেক (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ এটিকে দারুণভাবে অপসন্দ করতেন।[106] ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে আগত দাজ্জালের সাথে সত্তুর হাযার ইহুদী থাকবে। তাদের মাথায় বড় 'রুমাল' (الطَّيَالِسَة) থাকবে বলে হাদীছে এসেছে। [107] আরবদের মধ্যে মাথায় 'আবা' (العَبَاء) নামক বড় রুমাল ব্যবহারের ব্যাপকতা দৃষ্ট হয়। যা প্রাচীন যুগ থেকে সে দেশে ভদ্র পোষাক হিসাবে বিবেচিত।[108] তবে ছালাতের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম কখনো বড় রুমাল মাথায় দিয়েছেন বলে জানা যায় না। এতে বরং ছালাতের চাইতে রুমাল ঠিক করার দিকেই মনোযোগ বেশী যায় এবং এর মধ্যে 'রিয়া'-র সম্ভাবনা বেশী থাকে। পাগড়ীর পরিমাপ বা রংয়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কালো পাগড়ী ব্যবহার করতেন।[109] মদীনার সাতজন শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবেঈ বিদ্বান খারেজাহ (মৃঃ ৯৯ হিঃ) বিন যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) সাদা পাগড়ী ব্যবহার করতেন।[110] মহিলাদের মাথা সহ সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখা অপরিহার্য। চেহারা ও দুই হস্ততালু ব্যতীত'। [111]

অতএব সূরা আ'রাফে *(৭/৩১)* বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে পূর্ব্বে বর্ণিত পোষাকের ইসলামী মূলনীতি সমূহ অক্ষুণ্ণ রেখে, যে দেশে যেটা উত্তম পোষাক হিসাবে বিবেচিত, সেটাই ছালাতের সময় পরিধান করা আবশ্যক। আল্লাহ সর্ব্বাধিক অবগত।

**জ্ঞাতব্য :** জনগণের মধ্যে পাগড়ীর ফযীলত বিষয়ে বেশ কিছু হাদীছ প্রচলিত আছে। যেমন (১) 'পাগড়ীসহ দু'রাক'আত ছালাত পাগড়ীবিহীন ৭০ রাক'আত ছালাতের চেয়ে উত্তম' (২) 'পাগড়ী সহ একটি ছালাত পঁচিশ ছালাতের সমান' (৩) 'পাগড়ীসহ ছালাতে ১০ হাযার নেকী রয়েছে'। (৪) 'পাগড়ীসহ একটি জুম'আ পাগড়ীবিহীন ৭০টি জুম'আর সমতুল্য' (৫) ফেরেশতাগণ পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় জুম'আর দিন হাযির হন এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাগড়ী পরিহিত মুছল্লীদের জন্য দো'আ করতে থাকেন' (৬) 'আল্লাহর বিশেষ একদল ফেরেশতা রয়েছে, যাদেরকে জুম'আর দিন জামে মসজিদ সমূহের দরজায় নিযুক্ত করা হয়। তারা সাদা পাগড়ীধারী মুছল্লীদের জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে'। [112]

হাদীছের নামে প্রচলিত উপরোক্ত কথাগুলি জাল ও ভিত্তিহীন। এগুলি ছাড়াও পাগড়ীর ফযীলত বিষয়ে কথিত আরও অনেক হাদীছ ও 'আছার' সমাজে চালু আছে, যার সবগুলিই বাতিল, মিথ্যা ও বানোয়াট। আল্লাহভীরু মুসলিমের জন্য এসব থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। বর্তমানে মুসলিম নারী-পুরুষের টুপী, পাগড়ী ও বোরকা-র মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। এ বিষয়ে সর্ব্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হবে, তা যেন অমুসলিমদের এবং মুসলিম নামধারী মুশরিক ও বিদ'আতীদের সদৃশ না হয়।

**৭. ছালাতের রুকন সমূহ ( أركان الصلاة) :**

'রুকন' অর্থ স্তম্ভ। এগুলি অপরিহার্য বিষয়। যা ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে ছালাত বাতিল হয়ে যায়। যা ৭টি। যেমন-

**(১) ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো :** আল্লাহ বলেন, وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ 'আর তোমরা আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠচিত্তে দাঁড়িয়ে যাও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*

**(২) তাকবীরে তাহরীমা :** অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবর' বলে দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠানো। আল্লাহ বলেন, وَلِرَبِّكَ فَكَبِّرْ 'তোমার প্রভুর জন্য তাকবীর দাও' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩)*। অর্থাৎ তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা কর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ- 'ছালাতের জন্য সবকিছু হারাম হয় তাকবীরের মাধ্যমে এবং সবকিছু হালাল হয় সালাম ফিরানোর মাধ্যমে'।[113]

**(৩) সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- *(লা ছালা-তা লেমান লাম ইয়াক্বরা' বেফা-তিহাতিল কিতা-বে)* 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না'।[114]

**( ৪ ও ৫) রুকূ ও সিজদা করা :** আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا... 'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ কর ও সিজদা কর...'*(হজ্জ ২২/৭৭)*।

**(৬) তা'দীলে আরকান বা ধীর-স্থির ভাবে ছালাত আদায় করা :**

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا فَقَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِيْ ....

'আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিলে তিনি তাকে সালামের জওয়াব দিয়ে বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি। এইভাবে লোকটি তিনবার ছালাত আদায় করল ও রাসূল (ছাঃ) তাকে তিনবার ফিরিয়ে দিলেন। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, এর চাইতে সুন্দরভাবে আমি ছালাত আদায় করতে জানিনা। অতএব দয়া করে আপনি আমাকে ছালাত শিখিয়ে দিন! ........ (অতঃপর তিনি তাকে ধীরে-সুস্থে ছালাত আদায় করা শিক্ষা দিলেন)'।[115] হাদীছটি حديث مسيئ الصلاة বা 'ছালাতে ভুলকারীর হাদীছ' হিসাবে প্রসিদ্ধ।

**(৭) ক্বা'দায়ে আখীরাহ বা শেষ বৈঠক :**

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মহিলাগণ জামা'আতে ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে উঠে দাঁড়াতেন এবং রাসূল (ছাঃ) ও পুরুষ মুছল্লীগণ কিছু সময় বসে থাকতেন। অতঃপর যখন রাসূল (ছাঃ) দাঁড়াতেন তখন তাঁরাও দাঁড়াতেন'।[116] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শেষ বৈঠকে বসা এবং সালাম ফিরানোটাই ছিল রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নিয়মিত সুন্নাত।

প্রকাশ থাকে যে, কঠিন অসুখ বা অন্য কোন বাস্তব কারণে অপারগ অবস্থায় উপরোক্ত শর্তাবলী ও রুকন সমূহ ঠিকমত আদায় করা সম্ভব না হ'লে বসে বা শুয়ে ইশারায় ছালাত আদায় করবে।[117] কিন্তু জ্ঞান থাকা পর্যন্ত কোন অবস্থায় ছালাত মাফ নেই।

**৮. ছালাতের ওয়াজিব সমূহ ( واجبات الصلاة) :**

রুকন-এর পরেই ওয়াজিব-এর স্থান, যা আবশ্যিক। যা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করলে ছালাত বাতিল হয়ে যায় এবং ভুলক্রমে তরক করলে 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয়। যা ৮টি। [118] যেমন-

১. 'তাকবীরে তাহরীমা' ব্যতীত অন্য সকল তাকবীর।[119]

২. রুকূতে তাসবীহ পড়া। কমপক্ষে *‘সুবহা-না রবিবয়াল ‘আযীম’* বলা।[120]

৩. ক্বাওমার সময় *‘সামি‘আল্লা-হু লেমান হামেদাহ’* বলা।[121]

৪. ক্বওমার দো‘আ কমপক্ষে *‘রববানা লাকাল হাম্দ’* অথবা *‘আল্লা-হুম্মা রববানা লাকাল হাম্দ’* বলা। [122]

৫. সিজদায় গিয়ে তাসবীহ পড়া। কমপক্ষে *‘সুবহা-না রবিবয়াল আ‘লা’* বলা।[123]

৬. দুই সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা ও দো‘আ পাঠ করা। যেমন কমপক্ষে *‘রবিবগফিরলী’* ২ বার বলা।[124]

৭. প্রথম বৈঠকে বসা ও ‘তাশাহহুদ’ পাঠ করা।[125]

৮. সালামের মাধ্যমে ছালাত শেষ করা।[126]

**৯. ছালাতের সুন্নাত সমূহ ( سنن الصلاة)**

ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ছালাতের বাকী সব আমলই সুন্নাত। যেমন (১) জুম‘আর ফরয ছালাত ব্যতীত দিবসের সকল ছালাত নীরবে ও রাত্রির ফরয ছালাত সমূহ সরবে পড়া। (২) প্রথম রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে আ‘ঊযুবিল্লাহ... চুপে চুপে পাঠ করা। (৩) ছালাতে পঠিতব্য সকল দো‘আ (৪) বুকে হাত বাঁধা (৫) রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা (৬) ‘আমীন’ বলা (৭) সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখা (৮) ‘জালসায়ে ইস্তেরা-হাত’ করা (৯) মাটিতে দু’হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানো (১০) ছালাতে দাঁড়িয়ে সিজদার স্থানে নযর রাখা (১১) তাশাহহুদের সময় ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ করা ও শাহাদাত আঙ্গুল নাড়াতে থাকা। এছাড়া ফরয-ওয়াজিবের বাইরে সকল বৈধ কর্মসমূহ।

**১০. ছালাত বিনষ্টের কারণ সমূহ ( مفسدات الصلاة)**

১. ছালাতরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু খাওয়া বা পান করা।

২. ছালাতের স্বার্থ ব্যতিরেকে অন্য কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে বাহুল্য কাজ বা ‘আমলে কাছীর’ করা। যা দেখলে ধারণা হয় যে, সে ছালাতের মধ্যে নয়।

৪. ইচ্ছাকৃত বা বিনা কারণে ছালাতের কোন রুকন বা শর্ত পরিত্যাগ করা।

৫. ছালাতের মধ্যে অধিক হাস্য করা।[127]

**১১. ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ ( مواقيت الصلاة)**

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা ফরয। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ‘মুমিনদের উপরে ‘ছালাত’ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে’ *(নিসা ৪/১০৩)*। মি‘রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পরের দিন [128] যোহরের সময় জিবরীল (আঃ) এসে প্রথম দিন আউয়াল ওয়াক্তে ও পরের দিন আখেরী ওয়াক্তে নিজ ইমামতিতে পবিত্র কা‘বা চত্বরে

মাক্বামে ইবরাহীমের পাশে দাঁড়িয়ে দু'দিনে পাঁচ পাঁচ দশ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতের পসন্দনীয় 'সময়কাল ঐ দুই সময়ের মধ্যে' নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।[129] তবে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্ব্বোত্তম আমল হিসাবে অভিহিত করেছেন।[130] ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ নিম্নরূপ :

(১) **ফজর:** 'ছুবহে ছাদিক' হ'তে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্ব্বদা 'গালাস' বা ভোরের অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায় করতেন এবং জীবনে একবার মাত্র 'ইসফার' বা চারিদিকে ফর্সা হওয়ার সময়ে ফজরের ছালাত আদায় করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্য্যন্ত এটাই তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল'। [131] অতএব 'গালাস' ওয়াক্তে অর্থাৎ ভোরের অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায় করাই প্রকৃত সুন্নাত।

(২) **যোহর :** সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢললেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং বস্তুর নিজস্ব ছায়ার এক গুণ হ'লে শেষ হয়। [132]

(৩) **আছর :** বস্তুর মূল ছায়ার এক গুণ হওয়ার পর হ'তে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু'গুণ হ'লে শেষ হয়। তবে সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালের রক্তিম সময় পর্য্যন্ত আছর পড়া জায়েয আছে।[133]

(৪) **মাগরিব :** সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পরেই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য্যের লালিমা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বাকী থাকে। [134]

**(৫) এশা :** মাগরিবের পর হ'তে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মধ্যরাতে শেষ হয়।[135] তবে যরূরী কারণ বশতঃ ফজরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এশার ছালাত আদায় করা জায়েয আছে।[136]

প্রচন্ড গ্রীষ্মে যোহরের ছালাত একটু দেরীতে এবং প্রচন্ড শীতে এশার ছালাত একটু আগেভাগে পড়া ভাল। তবে কষ্টবোধ না হ'লে এশার ছালাত রাতের এক তৃতীয়াংশের পর আদায় করা উত্তম।[137]

**ছালাতের নিষিদ্ধ সময় :**

সূর্য্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্য্যাস্ত কালে ছালাত শুরু করা সিদ্ধ নয়। [138]

অনুরূপভাবে আছরের ছালাতের পর হ'তে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং ফজরের ছালাতের পর হ'তে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কোন ছালাত নেই'। [139]

তবে এ সময় ক্বাযা ছালাত আদায় করা জায়েয আছে। [140]

বিভিন্ন হাদীছের আলোকে অনেক বিদ্বান নিষিদ্ধ সময়গুলিতে 'কারণবিশিষ্ট' ছালাত সমূহ জায়েয বলেছেন। যেমন- তাহিইয়াতুল মাসজিদ, তাহিইয়াতুল ওযূ, সূর্য্য গ্রহণের ছালাত, জানাযার ছালাত ইত্যাদি। [141]

জুম'আর ছালাত ঠিক দুপুরের সময় জায়েয আছে। [142]

অমনিভাবে কা'বা গৃহে দিবারাত্রি সকল সময় ছালাত ও ত্বাওয়াফ জায়েয আছে। [143]

[1] . الصلاة أي الدعاء والرحمة والإستغفار، صلي صلاة أي دعا، عبادة فيها ركوع وسجود = আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, পৃঃ ১৬৮১।

[2] . التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا= আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩১২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯১ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-১০।

[3] . গাফির/মুমিন ৪০/৫৫; মিরআত ২/২৬৯।

[4] . মুসলিম হা/৬৮৫; আবুদাঊদ হা/১১৯৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১১।

[5] . মুযযাম্মিল ৭৩/২০; তাফসীরে কুরতুবী।

[6] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ-৬।

[7] . আবুদাঊদ হা/৩৯১, ৩৯৩ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১।

[8] . জুম'আ ৬২/৯; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৫৪, 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ-৪২।

[9] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৭।

[10] . দ্রঃ ছহীহ ইবনু খুযায়মা 'ছালাত' অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদ; নাসাঈ 'ছালাত' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-৩।

[11] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-১।

[12] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ-৬।

[13] . আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৯ (..عموده الصلاة..) 'ঈমান' অধ্যায়-১।

[14] . مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ = আবুদাঊদ হা/২৪৭, মিশকাত হা/৫৭২ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, পরিচ্ছেদ-২।

[15] . মারিয়াম ১৯/৫৯ (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)

[16] . কুরআনে অন্যূন ৮২ জায়গায় 'ছালাতের' আলোচনা এসেছে। - আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম (বৈরূত : ১৯৮৭)।

[17] . বাক্বারাহ ২/২৩৮-৩৯; নিসা ৪/১০১-০৩।

[18] ও ৩৫. عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِيْ تَلِيْهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاَةُ =আহমাদ, ছহীহ ইবনু হিববান; আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৫৬৯; আলবানী, ছহীহ জামে' ছাগীর হা/৫০৭৫, ৫৪৭৮।

[19] . তদেব।

৩৬. الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَلاَةُ ، فَإِنْ يُحَاسَبُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا عَنْ أَنَسِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَمَلِهِ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ =ত্বাবারাণী আওসাত্ব, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৬৯, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮; আবুদাঊদ হা/৮৬৪-৬৬; নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৩০ 'ছালাতুত তাসবীহ' অনুচ্ছেদ-৪০।

৩৭. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ; নিসা ৪/১০৩।

৩৮. عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ - = মুসলিম হা/১৩৪ 'ঈমান' অধ্যায়; ঐ, মিশকাত হা/৫৬৯ 'ছালাত' অধ্যায়-৪; ইবনু মাজাহ হা/১০৮০।

[23] . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلاَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ = ইবনু মাজাহ হা/২৬৯৮ 'অছিয়তসমূহ' অধ্যায়; আবুদাঊদ হা/৫১৫৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩৩।

[24] . আহমাদ হা/৬৫৭৬, 'হাসান'; দারেমী হা/২৭২১, 'ছহীহ'; মিশকাত হা/৫৭৮ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, আলবানী প্রথমে 'জাইয়িদ' ও পরবর্তীতে 'যঈফ' বলেছেন (তারাজু'আত হা/২৯)।

[25] . মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাছাবীহ (দিল্লী: তাবি) ২/১১৮ পৃঃ।

[26] . ইবনুল ক্বাইয়িম, 'আছ-ছালাত ওয়া হুক্মু তারিকিহা' (বৈরুত : দার ইবনু হযম, ১ম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬), পৃঃ ৬৩; সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো : ১৪১২/১৯৯২), ১/৭২।

[27] . মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৭৪, ৫৮০; মির'আত ২/২৭৪, ২৭৯।

[28] . তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯; মির'আত ২/২৮৩।

[29] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৭৩-৭৪; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৫৯৮-৫৬০০ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়-২৮, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ-৪।

[30] . বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৮৫, অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-৪।

[31] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৭৩ পৃঃ ; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (কায়রো: ১৩৯৮/১৯৭৮), ২/১৩ পৃঃ।

[32] . নায়লুল আওত্বার ২/১৫; মিরক্বাত ২/১১৩-১৪ পৃঃ।

[33] . নায়ল ৫/৪৭-৪৮, 'জিহাদ' অধ্যায়, 'মৃত্যুদন্ডে নিহত ব্যক্তির জানাযা' অনুচ্ছেদ; এতদ্ব্যতীত আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০১১; যা-দুল মা'আদ ৩/৯৮ পৃঃ; আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয পৃঃ ৪৪; মুসলিম হা/২২৬২ (৯৭৮) 'জানায়েয' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-৩৭; বুলূগুল মারাম হা/৫৪২।

[34] . ইবনু কাছীর, তাফসীর আনকাবুত ২৯/৪৫।

[35] . আহমাদ হা/৯৭৭৭; বায়হাক্বী-শু‘আব, মিশকাত হা/১২৩৭, ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান’ অনুচ্ছেদ-৩৩; মির‘আত ৪/২৩৫।

[36] . মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪।

[37] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৫।

[38] . আহমাদ হা/৬৫৭৬, ‘হাসান’; দারেমী হা/২৭২১, ‘ছহীহ’; মিশকাত হা/৫৭৮ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, আলবানী প্রথমে ‘জাইয়িদ’ ও পরবর্তীতে ‘যঈফ’ বলেছেন (তারাজু‘আত হা/২৯)।

[39] . ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী; আলবানী, ছহীহুল জামে‘ হা/১৬৭১।

[40] . মুসলিম, মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৪-২৫, ‘ছালাতের ফযীলতসমূহ’ অনুচ্ছেদ-৩।

[41] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৬।

[42] . তিরমিযী, মিশকাত হা/৬৩৫।

[43] . মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৭।

[44] . আহমাদ, আবুদাঊদ, মালেক, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৭০।

[45] . বুখারী হা/৬৫০২, ‘হৃদয় গলানো’ অধ্যায়-৮১, ‘নম্রতা‘ অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত হা/২২৬৬ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, ‘আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর নৈকট্যলাভ’ অনুচ্ছেদ-১।

[46] . মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৬, ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৭।

[47] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৮।

[48] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৯।

[49] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৬ ‘জামা‘আত ও উহার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-২৩।

[50] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১, ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৭।

[51] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯২; ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬; আহমাদ হা/১৪৭৩৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৮৩৮।

[52] . ইবনু মাজাহ হা/১৪১৩; ঐ, মিশকাত হা/৭৫২।

[53] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৭, ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৭।

[54] . তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭৩৭।

[55] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৭১৮-১৯, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

[56] . ইবনু মাজাহ হা/১৪১৪; বুখারী হা/৯১৭-১৯; ফাৎহুল বারী ২/৪৬২-৬৩, 'জুম'আ' অধ্যায়-১১, 'মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান' অনুচ্ছেদ-২৬।

[57] . সূরা নিসা ৪/৪৮, ১১৬।

[58] . মির'আত ২/৪২৮।

[59] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৮৯, ৯২; 'পোষাক' অধ্যায়-২২, 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪।

[60] . বুখারী, মিশকাত হা/৯৪৮, ১১২৬, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৯২।

[61] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৯-৬০।

[62] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯।

[63] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪।

[64] . মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৯।

[65] . মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৬।

[66] . ইবনু মাজাহ হা/১৪২৯; আবুদাঊদ হা/৮৬২।

[67] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৩।

[68] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়-১৮।

[69] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭২৮ 'মানাসিক' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-১৫।

[70] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭০২,১০৫২; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৬। অত্র হাদীছে মসজিদ, বাড়ী ও বাজারের তুলনামূলক গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, বর্ণিত ২৭ গুণ ছওয়াব কেবল মসজিদের জন্য নির্ধারিত। অধিকন্তু বাড়ীতে ছালাত আদায় করা বাজারে ছালাত আদায়ের চাইতে উত্তম। অনুরূপভাবে বাড়ীতে কিংবা বাজারে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা সেখানে একাকী ছালাত আদায়ের চাইতে উত্তম। =দ্রঃ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাছাবীহ (, দিল্লী : ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৫/১৯৯৫) ২/৪০৯ পৃঃ; ত্বাবারাণী, বাযযার, ছহীহ আত-তারগীব হা/৪১১-১২; মির'আত হা/১০৭৩-এর ব্যাখ্যা, ৩/৫১০ পৃঃ।

[71] . বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৩, 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-২৩।

[72] . আহমাদ, দারেমী, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/১১০১; ছহীহুল জামে' হা/১৮৩৯ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ-২৪।

[73] . নাসাঈ হা/৬৬১; ছহীহুল জামে‘ হা/১৮৪২।

[74] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৮ ‘ছালাতের ফযীলতসমূহ’ অনুচ্ছেদ-৩।

[75] . মুসলিম, মিশকাত হা/৬৩০, অনুচ্ছেদ-৩।

[76] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৯; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৬; মির‘আত ৩/৫০৮।

[77] . তিরমিযী হা/২৪১; ঐ, মিশকাত হা/১১৪৪ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-২৮, পরিচ্ছেদ-২।

[78] . মির‘আত ৪/১০২।

[79] . আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৭, ‘জামা‘আত ও উহার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-২৩।

[80] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৭০২; মুসলিম, মিশকাত হা/১০৭২, অনুচ্ছেদ-৭ ও ২৩।

[81] . মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮ ‘জামা‘আত ও উহার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-২৩।

[82] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০৪৪ ‘ছালাতের নিষিদ্ধ সময় সমূহ’ অনুচ্ছেদ-২২।

[83] . তিরমিযী হা/৫৯১; আবুদাঊদ হা/৫০৬; ঐ, মিশকাত হা/১১৪২, অনুচ্ছেদ-২৮, পরিচ্ছেদ-২; ছহীহুল জামে‘ হা/২৬১।

[84] . আবুদাঊদ হা/৫৬৪; ঐ, মিশকাত হা/১১৪৫ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘মুক্তাদীর কর্তব্য ও মাসবূকের হুকুম’ অনুচ্ছেদ-২৮, পরিচ্ছেদ-২।

[85] . আবুদাঊদ হা/৫৭৪, ‘ছালাত’ অধ্যায়-২, ‘এক মসজিদে দু’বার জামা‘আত করা’ অনুচ্ছেদ-৫৬; তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৪৬, অনুচ্ছেদ-২৮।

[86] . মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯০, ১১০৪ ‘কাতার সোজা করা’ অনুচ্ছেদ-২৪।

[87] . اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী , মিশকাত হা/৭৩৭, ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৭।

[88] . তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭৩৮ আলবানী, ইরওয়া হা/২৮৭; যঈফুল জামে‘ হা/৩২৩৫।

[89] . وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ আলে ইমরান ৩/৮৫; তওবা ৯/১৭।

[90] . رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৮৭ ‘বিবাহ’ অধ্যায়-১৩, ‘খোলা‘ ও তালাক’ অনুচ্ছেদ-১১; নায়ল, ‘ছালাত’ অধ্যায় ২/২৩-২৪ পৃঃ।

[91] . আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭২; নায়ল ২/২২ পৃঃ।

[92] . মায়েদাহ ৫/৬, আ'রাফ ৭/৩১, মুদ্দাছ্ছির ৭৪/৪; মুসলিম মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, ১ অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৭৩৭, ৭৩৯, অনুচ্ছেদ-৭।

[93] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৫; নায়ল ২/১৩৬; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৫ 'ছালাত' অধ্যায়-৪; সূরা নূর ২৪/৩১; আবুদাঊদ হা/৪১০৪ 'পোষাক' অধ্যায়, ৩৪ অনুচ্ছেদ; শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ (কায়রো: মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭) হা/৪০৮৬।

[94] . إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا নিসা ৪/১০৩।

[95] . وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্বারাহ ২/১৪৪।

[96] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; ছহীহ বুখারী ও মিশকাত-এর প্রথম হাদীছ। রাবী হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। হজ্জ ও ওমরাহ্-র জন্য উচ্চৈঃস্বরে 'তালবিয়াহ' পাঠ ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতের জন্য মুখে নিয়ত পড়া বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিগত ইমামগণের কেউ মুখে নিয়ত পাঠ করেছেন বা করতে বলেছেন বলে জানা যায় না। হানাফী ফিক্বহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হেদায়া'-র খ্যাতনামা লেখক বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন আবুবকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (৫১১-৫৯৩ হিঃ) সহ পরবর্তী কালের কিছু ফক্বীহ অন্তরে নিয়ত করার সাথে সাথে মুখে তা পাঠ করাকে 'সুন্দর' বলে গণ্য করেন। যেমন হেদায়া-তে বলা হয়েছে, النية هى الإرادة والشرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاة يصلي، أما الذكر باللسان فلا معتبر به ويحسن لاجتماع عزيمته- 'নিয়ত অর্থ সংকল্প করা। তবে শর্ত হ'ল এই যে, মুছল্লী কোন ছালাত আদায় করবে, সেটা অন্তর থেকে জানা। মুখে নিয়ত পাঠ করার কোন গুরুত্ব নেই। তবে হৃদয়ের সংকল্পকে একীভূত করার স্বার্থে মুখে নিয়ত পাঠকে সুন্দর গণ্য করা চলে' (অর্থাৎ সংকল্পের সাথে সাথে মুখে তা উচ্চারণ করা)। =হেদায়া (দেউবন্দ, ভারত: মাকতাবা থানবী ১৪১৬ হিঃ) ১/৯৬ পৃঃ 'ছালাতের শর্তাবলী' অধ্যায়।

মোল্লা আলী ক্বারী, ইবনুল হুমাম, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) প্রমুখ খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বানগণ এ মতের বিরোধিতা করেছেন ও একে 'বিদ'আত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। -মিরক্বাত শারহ মিশকাত (দিল্লী ছাপা, তাবি) ১/৪০-৪১ পৃঃ; হেদায়া ১/৯৬ পৃঃ টীকা-১৩ দ্রষ্টব্য। অন্যান্য স্থান সহ ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে 'নাওয়াইতু 'আন উছাল্লিয়া' পাঠের মাধ্যমে মুখে নিয়ত পড়ার প্রথা চালু রয়েছে। অথচ এর কোন শারঈ ভিত্তি নেই। ছালাতের শুরু হ'তে শেষ পর্যন্ত পুরা অনুষ্ঠানটিই আল্লাহর 'অহি' দ্বারা নির্ধারিত। এখানে 'রায়' বা 'ক্বিয়াস'-এর কোন অবকাশ নেই। অতএব মুখে নিয়ত পাঠ করা 'সুন্দর' নয় বরং 'বিদ'আত'- যা অবশ্যই 'মন্দ' ও পরিত্যাজ্য। বাস্তব কথা এই যে, মুখে নিয়ত পাঠের এই বাড়তি ঝামেলার জন্য অনেকে ছালাত আদায়ে ভয় পান। কারণ ভুল আরবী নিয়ত পাঠে ছালাত বরবাদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। অথচ যারা এই বিদ'আতী নিয়ত পাঠে মুছল্লীকে বাধ্য করেন, তারাই আবার ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতেহা পাঠে মুক্তাদীর মুখে 'মাটি ভরা উচিত বা পাথর মারা উচিত' বলে ফৎওয়া দেন (মুফতী আব্দুল কুদ্দূস ও মুফতী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, 'সহীহ হাদীসের আলোকে হানাফীদের নামাজ' পৃঃ ১৩-১৪; হাদীছটি যঈফ, ইরওয়া হা/৫০৩)। অথচ সূরায়ে ফাতেহা পাঠের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নির্দেশ মওজুদ রয়েছে।

[97] . মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়-১৬, অনুচ্ছেদ-২।

[98] . আ'রাফ ৭/২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-২৫, 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ-২০; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৫০ 'পোষাক' অধ্যায়-২২; আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৩৭।

[99] . আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়-২২।

[100] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, ৪৩২১; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৮১।

[101] . সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৩৮-এর আলোচনা শেষে দ্রষ্টব্য।

[102] . যা-দুল মা'আদ ১/১৩০ পৃঃ।

[103] . মুসলিম হা/২১৩৮, 'জানায়েয' অধ্যায়, 'রোগীর সেবা' অনুচ্ছেদ।

[104] . বুখারী, তা'লীক্ব হা/৩৮৫, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৩।

[105] . বুখারী হা/৫৮০৭, 'পোষাক' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬।

[106] . যা-দুল মা'আদ ১/১৩৬-৩৭।

[107] . মুসলিম হা/৭৩৯২/২৯৪৪, 'ফিতান' অধ্যায়-৫২, অনুচ্ছেদ-২৫।

[108] . মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ 'ইলম' অধ্যায়-২, পরিচ্ছেদ-১।

[109] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১০, 'জুম'আর খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ হা/২৮২১-২২, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২২।

[110] . তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ (বৈরূত : দার ছাদের ১৪০৫/১৯৮৫) ৫/২৬২ পৃঃ।

[111] . নূর ২৪/৩১; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২, 'পোষাক' অধ্যায়-২২।

[112] . আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ ওয়াল মওযূ'আহ, হা/১২৭-২৯, ৩৯৫।

[113] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, 'যা ওযু ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ-১; মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯১, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-১০।

[114] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২, রাবী 'উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ)। দ্রষ্টব্য : কুতুবে সিত্তাহ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ।

[115] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-১০।

[116] . বুখারী, মিশকাত হা/৯৪৮ 'তাশাহহুদে দো'আ' অনুচ্ছেদ-১৭।

[117] . বুখারী; মিশকাত হা/১২৪৮ 'কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ-৩৪; ত্বাবারাণী কাবীর, ছহীহাহ হা/৩২৩।

[118] . মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, ‘ছালাতের আরকান ও ওয়াজিবাত’ গৃহীত: মাজমূ‘আ রাসা-ইল ফিছ ছালাত (রিয়াদ: দারুল ইফতা, ১৪০৫ হিঃ) পৃঃ ৭৮।

[119] . বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য, মিশকাত হা/৭৯৯, ৮০১, ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ-১০; ফিক্বহুস্ সুন্নাহ ১/১২০।

[120] . নাসাঈ, আবুদাঊদ তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১ ‘রুকূ’ অনুচ্ছেদ-১৩।

[121] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৮৭০, ৭৪, ৭৫, ৭৭।

[122] . বুখারী হা/৭৩২-৩৫, ৭৩৮, ‘আযান’ অধ্যায়, ৮২, ৮৩ ও ৮৫ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৮৬৮, ‘ছালাত’ অধ্যায়; মুসলিম হা/৯০৪, ৯১৩ ‘ছালাত’ অধ্যায়।

[123] . নাসাঈ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/ ৮৮১।

[124] . ইবনু মাজাহ হা/৮৯৭; আবুদাঊদ হা/৮৫০, তিরমিযী হা/২৮৪; নাসাঈ হা/১১৪৫, মিশকাত হা/৯০০, ৯০১ ‘সিজদা ও উহার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-১৪; নায়ল ৩/১২৯ পৃঃ; মজমু‘আ রাসা-ইল ৭৮ পৃঃ।

[125] . আহমাদ, নাসাঈ, নায়ল ৩/১৪০; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৯০৯, ‘তাশাহহুদ’ অনুচ্ছেদ-১৫।

[126] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১২ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-৩, ‘যা ওযূ ওয়াজিব করে’ অনুচ্ছেদ-১; আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৯৫০-৫১, ‘তাশাহহুদের দো‘আ’ অনুচ্ছেদ-১৭ ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৬ পৃঃ।

[127] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৫ পৃঃ।

[128] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৩ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়-২৯, ‘মিরাজ’ অনুচ্ছেদ-৬; নায়লুল আওত্বার ২/২৮ পৃঃ।

[129] . (الوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) আবুদাঊদ হা/৩৯৩; তিরমিযী হা/১৪৯; ঐ, মিশকাত হা/৫৮৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮২, ‘ছালাতের ওয়াক্তসমূহ’ অনুচ্ছেদ-১; নায়লুল আওত্বার ২/২৬ পৃঃ।

[130] . سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَىُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا- আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৭, ‘ছালাত আগেভাগে পড়া’ অনুচ্ছেদ-২; দারাকুৎনী হা/৯৫৬-৫৭।

[131] . আবুদাঊদ হা/৩৯৪, আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হ’তে; নায়ল ২/৭৫ পৃঃ; অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ‘তোমরা ফজরের সময় ফর্সা কর। কেননা এটাই নেকীর জন্য উত্তম সময়’ *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬১৪)*। সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, এর অর্থ হ’ল গালাসে প্রবেশ কর ও ইসফারে বের হও। অর্থাৎ ক্বিরাআত দীর্ঘ কর এবং ফর্সা হ’লে ছালাত শেষে বের হও, যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করতেন (আবুদাঊদ হা/৩৯৩)। তিনি ফজরের ছালাতে ৬০ হ’তে ১০০টি আয়াত পড়তেন। অথবা এর অর্থ এটাও হ’তে পারে যে, ‘তোমরা ফজর হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হও। ধারণার ভিত্তিতে ছালাত আদায় করো না’ *(তিরমিযী হা/১৫৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; ফিক্বহুস সুন্নাহ*

*১/৮০ পৃঃ)।* আলবানী বলেন, এর অর্থ এই যে, গালাসে ফজরের ছালাত শুরু করবে এবং ইসফারে শেষ করে বের হবে' *(ইরওয়া ১/২৮৭ পৃঃ)।*

[132] . মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১, 'ছালাতের ওয়াক্তসমূহ' অনুচ্ছেদ-১; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩; ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) একটি মতে (ছহীহ হাদীছে বর্ণিত) উক্ত সময়কালকে সমর্থন করেছেন। - হেদায়া, পৃঃ ১/৮১ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সময়' অনুচ্ছেদ।

[133] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩; নায়ল ২/৩৪-৩৫ পৃঃ 'আছরের পসন্দনীয় ও শেষ সময়' অনুচ্ছেদ।

প্রসিদ্ধ চার ইমাম সহ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এই মত পোষণ করেন। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অন্য মতে 'মূল ছায়ার দ্বিগুণ হওয়া' সমর্থন করেছেন এবং সেটার উপরেই হানাফী মাযহাবের ফৎওয়া জারি আছে। দলীল: হাদীছ-'তোমরা যোহরকে ঠান্ডা কর। কেননা প্রচন্ড গ্রীষ্মতাপ জাহান্নামের উত্তাপ মাত্র' (হেদায়া ১/৮১)। ঘটনা হ'ল এই যে, 'একদা এক সফরে প্রচন্ড দুপুরে বেলাল (রাঃ) যোহরের আযান দেওয়ার পর জামা'আতের জন্য এক্বামত দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, যোহরকে ঠান্ডা কর' অর্থাৎ দেরী কর। অন্য বর্ণনায় এসেছে 'ছালাতকে ঠান্ডা কর। কেননা প্রচন্ড দাবদাহ জাহান্নামের উত্তাপের অংশ' (তিরমিযী, আবু যর গেফারী (রাঃ) হ'তে, হা/১৫৭-৫৮, তুহফা হা/১৫৮, 'ছালাত' অধ্যায়, ১১৯ অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/৪০১-০২)।

উক্ত হাদীছে দু'টি বিষয় রয়েছে : ১. সময়টি ছিল সফরের। যেখানে খোলা ময়দানে কঠিন দাবদাহে যোহর আদায় করা বাস্তবিকই কঠিন ছিল। কিন্তু মুক্বীম অবস্থায় সাধারণ আবহাওয়ায় কিংবা ছাদ, ফ্যান ও এসিযুক্ত মসজিদের বেলায় এই হুকুম চলে কি? ২. এটি ছিল গ্রীষ্মের মওসুম। কিন্তু শীতকালে যখন দুপুরের রৌদ্র মজা লাগে, তখনকার হুকুম কেমন হবে? এক্ষণে ইবনু আববাস ও জাবের (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছে যেখানে 'মূল ছায়ার এক গুণ ও দু'গুণের মধ্যবর্তী সময়'কে আছরের ওয়াক্ত হিসাবে সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, সেখানে উক্ত সাময়িক যরূরী সমস্যাযুক্ত হাদীছের দোহাই দিয়ে আছরের শেষ সময় অর্থাৎ 'মূল ছায়ার দ্বিগুণ' উত্তীর্ণ হওয়ার পর আছরের ছালাত শুরু করা ঠিক হবে কি? বরং আবু যর (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছের সরলার্থ এটাই যে, অনুরূপ সাময়িক তাপদগ্ধ আবহাওয়ায় যোহরের ছালাত একটু দেরী করে পড়বে। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অন্য মতটি গ্রহণ করলে এবং ছহীহ হাদীছ এবং তিন ইমাম ও ছাহেবায়েনের মতামতকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'মূল ছায়ার এক গুণ' হওয়ার পর থেকে আছরের ওয়াক্ত নির্ধারণ করলে অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে মুসলমানগণ এক হ'তে পারতেন।

[134] ও ১৫১. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ওয়াক্ত সমূহ' অনুচ্ছেদ-১।

[136] . মুসলিম হা/১৫৬২ (৬৮১/৩১১) 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়-৫, 'ক্বাযা ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ-৫৫, আবু ক্বাতাদাহ হ'তে; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৭৯।

[137] . বুখারী, মিশকাত হা/৫৯০-৯১, 'ছালাত আগেভাগে পড়া' অনুচ্ছেদ-২; আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬১১; ফিক্বহুস্ সুন্নাহ 'যোহরের ওয়াক্ত' অনুচ্ছেদ ১/৭৬।

[138] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৩৯-৪০ 'নিষিদ্ধ সময়' অনুচ্ছেদ-২২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮১-৮৩ পৃঃ।

[139] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০৪১, 'নিষিদ্ধ সময়' অনুচ্ছেদ-২২।

[140] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০৪৩; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১২৭৭।

[141] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২ পৃঃ।

[142] . তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী, দ্রষ্টব্য: হা/১৮৩-এর ব্যাখ্যা, ১/৫৪১ পৃঃ ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২ পৃঃ।

[143] . নাসাঈ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/ ১০৪৫, 'নিষিদ্ধ সময়' অনুচ্ছেদ-২২।

## ত্বাহারৎ বা পবিত্রতা ( الطهارة)

ছালাতের আবশ্যিক পূর্ব্রশর্ত হ’ল ত্বাহারৎ বা পবিত্রতা অর্জন করা। যা দু’প্রকারের : আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, অর্থাৎ দৈহিক। ‘আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা’ বলতে বুঝায় হৃদয়কে যাবতীয় শিরকী আক্বীদা ও ‘রিয়া’ মুক্ত রাখা এবং আল্লাহর ভালবাসার ঊর্ধ্বে অন্যের ভালবাসাকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়া। ‘দৈহিক পবিত্রতা’ বলতে বুঝায় শারঈ তরীকায় ওযূ, গোসল বা তায়াম্মুম সম্পন্ন করা। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (البقرة) ২২২) – ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ (অন্তর থেকে) তওবাকারী ও (দৈহিকভাবে) পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ ‘পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কারু ছালাত কবুল হয় না এবং হারাম মালের ছাদাক্বা কবুল হয় না’। [1]

মুছল্লীর জন্য দৈহিক পবিত্রতা অর্জন করা অত্যন্ত যরূরী। কেননা এর ফলে বাহ্যিক পবিত্রতা হাছিলের সাথে সাথে মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, শয়তানী খেয়াল দূরীভূত হয় এবং মুমিনকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামে দৈহিক পবিত্রতা হাছিলের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে– ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম।

### (ক) ওযূ ( الوُضوء ) :

আভিধানিক অর্থ স্বচ্ছতা (الوَضاءة)। পারিভাষিক অর্থে পবিত্র পানি দ্বারা শারঈ পদ্ধতিতে হাত, মুখ, পা ধৌত করা ও (ভিজা হাতে) মাথা মাসাহ করাকে ‘ওযূ’ বলে।

**ওযূর ফরয :** ওযূর মধ্যে ফরয হ’ল চারটি। ১. কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ও ঝাড়া সহ পুরা মুখমন্ডল ভালভাবে ধৌত করা। ২. দুই হাত কনুই সমেত ধৌত করা, ৩. (ভিজা হাতে) কানসহ মাথা মাসাহ করা ও ৪. দুই পা টাখনু সমেত ধৌত করা।

যেমন আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... (المائدة 6)-

অর্থ : ‘হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য প্রস্ত্তত হও, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত কর.....’ *(মায়েদাহ ৬)*।[2]

অত্র আয়াতে বর্ণিত চারটি ফরয বাদে ওযূর বাকী সবই সুন্নাত।

### ওযূর ফযীলত ( فضائل الوضوء) :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,...... কালো ঘোড়া সমূহের মধ্যে কপাল চিতা ঘোড়া যেভাবে চেনা যায়.. ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের ওযূর অঙ্গগুলির ঔজ্জ্বল্য দেখে আমি তাদেরকে অনুরূপভাবে চিনব এবং তাদেরকে হাউয কাওছারের পানি পান করানোর জন্য আগেই পৌঁছে যাব’।[3] ‘অতএব যে চায় সে যেন তার ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে চেষ্টা করে’।[4]

(২) তিনি বলেন, 'আমি কি তোমাদের বলব কোন্ বস্ত দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ সমূহ অধিকহারে দূর করেন ও সম্মানের স্তর বৃদ্ধি করেন?..... সেটি হ'ল কষ্টের সময় ভালভাবে ওযূ করা, বেশী বেশী মসজিদে যাওয়া ও এক ছালাতের পরে আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা'।[5]

(৩) তিনি আরও বলেন, 'ছালাতের চাবি হ'ল ওযূ'।[6]

(৪) তিনি বলেন, 'মুসলমান যখন ফরয ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে ওযূ করে এবং পূর্ণ মনোনিবেশ ও ভীতি সহকারে সুষ্ঠুভাবে রুকূ-সিজদা আদায় করে, তখন ঐ ওযূ ও ছালাত তার বিগত সকল গুনাহের কাফফারা হিসাবে গৃহীত হয়। তবে গোনাহে কাবীরাহ ব্যতীত'।[7] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঐ ব্যক্তি গোনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেমনভাবে তার মা তাকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রসব করেছিল।[8]

(৫) ওযূ করার পর সর্বদা দু'রাক'আত *'তাহিইয়াতুল ওযূ'* এবং মসজিদে প্রবেশ করার পর দু'রাক'আত *'তাহিইয়াতুল মাসজিদ'* নফল ছালাত আদায় করবে। এই আকাংখিত সদভ্যাসের কারণেই জান্নাতে বেলাল (রাঃ)-এর অগ্রগামী পদশব্দ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বপ্নের মধ্যে শুনেছিলেন।[9] তবে মসজিদে গিয়ে জামা'আত চলা অবস্থায় পেলে কিংবা এক্বামত হয়ে গেলে সরাসরি জামা'আতে যোগ দিবে।[10]

**ওযূর বিবরণ ( صفة الوضوء) :**

ওযূর পূর্বে ভালভাবে মিসওয়াক করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

-لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

'আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করলে আমি তাদেরকে এশার ছালাত দেরীতে এবং প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[11] এখানে 'প্রতি ছালাতে' অর্থ 'প্রতি ছালাতের জন্য ওযূ করার সময়'।[12] অতএব ঘুম থেকে উঠে এবং প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের জন্য ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করা উত্তম। এই সময় জিহবার উপরে ভালভাবে হাত ঘষে গরগরা ও কুলি করবে।

**ওযূর তরীকা :** **(১)** প্রথমে মনে মনে ওযূর নিয়ত করবে।[13] অতঃপর **(২)** 'বিসমিল্লাহ' বলবে। [14] অতঃপর **(৩)** ডান হাতে পানি নিয়ে[15] দুই হাত কব্জি সমেত ধুবে[16] এবং আঙ্গুল সমূহ খিলাল করবে।[17] এরপর **(৪)** ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে কুলি করবে ও প্রয়োজনে নতুন পানি নিয়ে নাকে দিয়ে বাম হাতে ভালভাবে নাক ঝাড়বে।[18] তারপর **(৫)** কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী হয়ে থুৎনীর নীচ পর্যন্ত পুরা মুখমন্ডল ধৌত করবে [19] ও দাড়ি খিলাল করবে।[20] এজন্য এক অঞ্জলি পানি নিয়ে থুৎনীর নীচে দিবে।[21] অতঃপর **(৬)** প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই সমেত ধুবে। [22] এরপর **(৭)** পানি নিয়ে[23] দু'হাতের ভিজা আংগুলগুলি মাথার সম্মুখ হ'তে পিছনে ও পিছন হ'তে সম্মুখে বুলিয়ে একবার পুরা মাথা মাসাহ করবে।[24] একই সাথে ভিজা শাহাদাত আংগুল দ্বারা কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আংগুল দ্বারা পিছন অংশে মাসাহ করবে।[25] পাগড়ীবিহীন অবস্থায় মাথার কিছু অংশ বা এক চতুর্থাংশ মাথা মাসাহ করার কোন দলীল নেই। বরং কেবল পূর্ণ মাথা অথবা মাথার সামনের কিছু অংশ সহ পাগড়ীর উপর মাসাহ অথবা কেবল পাগড়ীর উপর মাসাহ প্রমাণিত।[26] অতঃপর **(৮)** ডান ও বাম পায়ের টাখনু সমেত ভালভাবে ধুবে [27] ও বাম হাতের আংগুল দ্বারা[28] পায়ের আংগুল সমূহ খিলাল করবে। **(৯)** এভাবে ওযূ শেষে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিবে[29] ও নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে-

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

**উচ্চারণ :** *আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহূ। আল্লা-হুম্মাজ‘আল্নী মিনাত্ তাউয়াবীনা ওয়াজ‘আল্নী মিনাল মুতাত্বাহ্হিরীন।*

**অর্থ :** ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল’ *(মুসলিম)।* হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন!! *(তিরমিযী)।*

ওমর ফারূক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযূ করবে ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে’।[30] উল্লেখ্য যে, এই দো‘আ পাঠের সময় আসমানের দিকে তাকানোর হাদীছটি ‘মুনকার’ বা যঈফ।[31]

**ওযূ ও মাসাহর অন্যান্য মাসায়েল ( مسائل أخري فى الوضوء والمسح ) :**

(১) ওযূর অঙ্গগুলি এক, দুই বা তিনবার করে ধোয়া যাবে।[32] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার করেই বেশী ধুতেন। [33] তিনের অধিকবার বাড়াবাড়ি।[34] ধোয়ার মধ্যে জোড়-বেজোড় করা যাবে।[35]

(২) ওযূর মধ্যে ‘তারতীব’ বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যরূরী।[36]

(৩) ওযূর অঙ্গগুলির নখ পরিমাণ স্থান শুষ্ক থাকলেও পুনরায় ওযূ করতে হবে।[37] দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। না পৌঁছলেও ওযূ সিদ্ধ হবে।[38]

(৪) শীতে হৌক বা গ্রীষ্মে হৌক পূর্ণভাবে ওযূ করতে হবে।[39] কিন্তু পানির অপচয় করা যাবে না। আল্লাহর নবী (ছাঃ) সাধারণতঃ এক ‘মুদ্দ’ বা ৬২৫ গ্রাম পানি দিয়ে ওযূ করতেন।[40]

(৫) ওযূর জন্য ব্যবহৃত পানি বা ওযূ শেষে পাত্রে অবশিষ্ট পানি নাপাক হয় না। বরং তা দিয়ে পুনরায় ওযূ বা পবিত্রতা হাছিল করা চলে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম একই ওযূর পাত্রে বারবার হাত ডুবিয়ে ওযূ করেছেন।[41]

(৬) ওযূর অঙ্গগুলি ডান দিক থেকে ধৌত করা সুন্নাত।[42]

(৭) ওযূ শেষে পবিত্র তোয়ালে, গামছা বা অনুরূপ কিছু দ্বারা ভিজা অঙ্গ মোছা জায়েয আছে।[43]

(৮) ওযূ থাক বা না থাক, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের পূর্বে ওযূ করায় অভ্যস্ত ছিলেন।[44] তবে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি এক ওযূতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন এবং এ সময় মোযার উপর ‘মাসাহ’ করেন।[45]

(৯) মুখে ওযূর নিয়ত পড়ার কোন দলীল নেই। ওযূ করাকালীন সময়ে পৃথক কোন দো‘আ আছে বলে জানা যায় না। অনুরূপভাবে ওযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার পৃথক পৃথক দো‘আর হাদীছ ‘জাল’।[46] ওযূ শেষে সূরায়ে ‘ক্বদর’ পাঠ করার হাদীছ মওযূ বা জাল। [47]

(১০) গর্দান মাসাহ করার কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই। ইমাম নবভী (রহঃ) একে 'বিদ'আত' বলেছেন।[48] 'যে ব্যক্তি ওযূতে ঘাড় মাসাহ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় বেড়ী পরানো হবেনা' বলে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে, সেটি মওযূ বা জাল। [49]

(১১) **'মাসাহ'** অর্থ স্পর্শ করা। পারিভাষিক অর্থ, 'ওযূর অঙ্গে ভিজা হাত নরমভাবে বুলানো, যা মাথা বা মোযার উপরে করা হয়'। জুতা ব্যতীত যে বস্ত দ্বারা পুরা পায়ের পাতা টাখনুর উপর পর্যন্ত ঢেকে রাখা হয়, তাকে 'মোযা' বলা হয়। চাই সেটা চামড়ার হৌক বা সুতী হৌক বা পশমী হৌক, পাতলা হৌক বা মোটা হউক'। আশারায়ে মুবাশশারাহ সহ ৮০ জন ছাহাবী মোযার উপর মাসাহর হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছ মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত'। নববী বলেন, সফরে বা বাড়ীতে প্রয়োজনে বা অন্য কারণে মোযার উপর মাসাহ করা বিষয়ে বিদ্বানগণের ঐক্যমত রয়েছে।[50]

(১২) ওযূ সহ পায়ে মোযা পরা থাকলে[51] নতুন ওযূর সময়ে মোযার উপরিভাগে[52] দুই হাতের ভিজা আংগুল পায়ের পাতা হ'তে টাখনু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ করবে। [53] মুক্বীম অবস্থায় একদিন একরাত ও মুসাফির অবস্থায় তিনদিন তিনরাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা চলবে, যতক্ষণ না গোসল ফরয হয় (অথবা খুলে ফেলা হয়)।[54]

(১৩) ওযূর অঙ্গে যখমপট্টি বাঁধা থাকলে এবং তাতে পানি লাগলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে তার উপর দিয়ে ভিজা হাতে মাসাহ করবে। [55]

(১৪) পবিত্র জুতা বা যে কোন ধরনের পাক মোযার উপরে মাসাহ করা চলবে।[56] জুতার নীচে নাপাকী লাগলে তা মাটিতে ভালভাবে ঘষে নিলে পাক হয়ে যাবে এবং ঐ জুতার উপরে মাসাহ করা চলবে।[57]

(১৫) হালাল পশুর মল-মূত্র পাক।[58] অতএব এসব পোষাকে লাগলে তা নাপাক হবে না।

(১৬) দুগ্ধপোষ্য কন্যাশিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে ঐ স্থানটুকু ধুয়ে ফেলবে। ছেলে শিশু হ'লে সেখানে পানির ছিটা দিবে। [59]

(১৭) বীর্য ও তার আগে-পিছে নির্গত সর্দির ন্যায় আঠালো বস্তকে যথাক্রমে মনী, মযী ও অদী বলা হয়। উত্তেজনাবশে বীর্যপাতে গোসল ফরয হয়। বাকী দু'টিতে কেবল অঙ্গ ধুতে হয় ও ওযূ করতে হয়। কাপড়ে লাগলে কেবল ঐ স্থানটুকু ধুবে বা সেখানে পানি ছিটিয়ে দিবে। আর শুকনা হ'লে নখ দিয়ে খুটে ফেলবে। [60] ঐ কাপড়ে ছালাত সিদ্ধ হবে।

**ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহ ( نواقض الوضوء ) :**

১. পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে দেহ থেকে কোন কিছু নির্গত হ'লে ওযূ ভঙ্গ হয়। বিভিন্ন ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, এটিই হ'ল ওযূ ভঙ্গের প্রধান কারণ। পেটের গন্ডগোল, ঘুম, যৌন উত্তেজনা ইত্যাদি কারণে যদি কেউ সন্দেহে পতিত হয় যে, ওযূ টুটে গেছে, তাহ'লে পুনরায় ওযূ করবে। আর যদি কোন শব্দ, গন্ধ বা চিহ্ন না পান এবং নিজের ওযূর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন, তাহ'লে পুনরায় ওযূর প্রয়োজন নেই। 'ইস্তেহাযা' ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই।[61]

**( খ) গোসলের বিবরণ ( صفة الغسل) :**

**সংজ্ঞা :** 'গোসল' (الْغُسْلُ) অর্থ ধৌত করা। শারঈ পরিভাষায় গোসল অর্থ : পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে ওযূ করে সর্বাঙ্গ ধৌত করা। গোসল দু'প্রকার : ফরয ও মুস্তাহাব।

(১) **ফরয :** ঐ গোসলকে বলা হয়, যা করা অপরিহার্য। বালেগ বয়সে নাপাক হ'লে গোসল ফরয হয়। যেমন- আল্লাহ বলেন, وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا 'যদি তোমরা নাপাক হয়ে থাক, তবে গোসল কর' *(মায়েদাহ ৬)*।

(২) **মুস্তাহাব :** ঐ গোসলকে বলা হয়, যা অপরিহার্য নয়। কিন্তু করলে নেকী আছে। যেমন- জুম'আর দিনে বা দুই ঈদের দিনে গোসল করা। সাধারণ গোসলের পূর্বে ওযূ করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। সাইয়িদ সাবিক্ব একে 'মানদূব' (পসন্দনীয়) বলেছেন।[62]

**গোসলের পদ্ধতি** : ফরয গোসলের জন্য প্রথমে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুবে ও পরে নাপাকী ছাফ করবে। অতঃপর *'বিসমিল্লাহ'* বলে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। অতঃপর প্রথমে মাথায় তিনবার পানি ঢেলে চুলের গোড়ায় খিলাল করে ভালভাবে পানি পৌঁছাবে। তারপর সারা দেহে পানি ঢালবে ও গোসল সম্পন্ন করবে। [63]

**জ্ঞাতব্য :** (১) গোসলের সময় মেয়েদের মাথার খোপা খোলার দরকার নেই। কেবল চুলের গোড়ায় তিনবার তিন চুল্লু পানি পৌঁছাতে হবে। অতঃপর সারা দেহে পানি ঢালবে। [64]

(২) রাসূল (ছাঃ) এক মুদ্দ (৬২৫ গ্রাম) পানি দিয়ে ওযূ এবং অনধিক পাঁচ মুদ্দ (৩১২৫ গ্রাম) বা প্রায় সোয়া তিন কেজি পানি দিয়ে গোসল করতেন। [65] প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপচয় করা ঠিক নয়।

(৩) নারী হৌক পুরুষ হৌক সকলকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্দার মধ্যে গোসল করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[66]

(৪) বাথরুমে বা পর্দার মধ্যে বা দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে নগ্নাবস্থায় গোসল করায় কোন দোষ নেই।[67]

(৫) ওযূ সহ গোসল করার পর ওযূ ভঙ্গ না হ'লে পুনরায় ওযূর প্রয়োজন নেই।[68]

(৬) ফরয গোসলের পূর্বে নাপাক অবস্থায় পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে মুখে কুরআন পাঠ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয আছে।[69] সাধারণ অপবিত্রতায় কুরআন স্পর্শ করা বা বহন করা জায়েয আছে। [70]

**মুস্তাহাব গোসল সমূহ :**

(১) জুম'আর ছালাতের পূর্বে গোসল করা।[71]

(২) মোর্দা গোসল দানকারীর জন্য গোসল করা।[72]

(৩) ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা।[73]

(৪) হজ্জ বা ওমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা।[74]

(৫) আরাফার দিন গোসল করা।[75]

(৬) দুই ঈদের দিন সকালে গোসল করা।[76]

**(গ) তায়াম্মুমের বিবরণ (صفة التيمم) :**

**সংজ্ঞা :** তায়াম্মুম (التيمم) অর্থ ‘সংকল্প করা’। পারিভাষিক অর্থে : ‘পানি না পাওয়া গেলে ওযূ বা গোসলের পরিবর্তে পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ইসলামী পদ্ধতিকে ‘তায়াম্মুম’ বলে’। এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর অন্যতম বিশেষ অনুগ্রহ। যা ইতিপূর্বে কোন উম্মতকে দেওয়া হয়নি। [77] আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ 6 (المائدة، مِنْهُ)-

‘আর যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা সফরে থাক অথবা পায়খানা থেকে আস কিংবা স্ত্রী স্পর্শ করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তাহ’লে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা ‘তায়াম্মুম’ কর ও তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর’...।[78]

**পদ্ধতি :** পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে *‘বিসমিল্লাহ’* বলে মাটির উপর দু’হাত মেরে তাতে ফুঁক দিয়ে মুখমন্ডল ও দু’হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার বুলাবে।[79] দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীছ যঈফ। [80]

**তায়াম্মুমের কারণ সমূহ :**

(১) যদি পাক পানি না পাওয়া যায় (২) পানি পেতে গেলে যদি ছালাত ক্বাযা হওয়ার ভয় থাকে (৩) পানি ব্যবহারে যদি রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে (৪) যদি কোন বিপদ বা জীবনের ঝুঁকি থাকে ইত্যাদি। উপরোক্ত কারণ সমূহের প্রেক্ষিতে ওযূ বা ফরয গোসলের পরিবর্তে প্রয়োজনে দীর্ঘদিন যাবৎ একটানা ‘তায়াম্মুম’ করা যাবে। [81]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

...إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ

‘নিশ্চয়ই পবিত্র মাটি মুসলমানদের জন্য ওযূর মাধ্যম স্বরূপ। যদিও সে ১০ বছর পর্যন্ত পানি না পায়’। [82]

**পবিত্র মাটি :**

আরবী পরিভাষায় ‘মাটি’ বলতে ভূ-পৃষ্ঠকে বুঝায়।[83] আরব দেশের মাটি অধিকাংশ পাথুরে ও বালুকাময়। বিভিন্ন সফরে আল্লাহর নবী (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ বালুকাময় মরুভূমির মধ্য দিয়ে বহু দূরের রাস্তা অতিক্রম করতেন। বিশেষ করে মদীনা হ’তে প্রায় ৭৫০ কি: মি: দূরে ৯ম হিজরীর রজব মোতাবেক ৬৩০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাবূক যুদ্ধের সফরে তাঁরা মরুভূমির মধ্যে দারুণ পানির কষ্টে পড়েছিলেন। কিন্তু ‘তায়াম্মুমের’ জন্য দূর থেকে মাটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। অতএব ভূ-

পৃষ্ঠের মাটি, বালি বা পাথুরে মাটি ইত্যাদি দিয়ে 'তায়াম্মুম' করা যাবে। তবে ধুলা-মাটিহীন স্বচ্ছ পাথর, কাঠ, কয়লা, লোহা, মোজাইক, প্লাষ্টার, টাইল্স, চুন ইত্যাদি দ্বারা 'তায়াম্মুম' জায়েয নয়।[84]

**জ্ঞাতব্য :**

(১) 'তায়াম্মুম' করে ছালাত আদায়ের পরে ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া গেলে পুনরায় ঐ ছালাত আদায় করতে হবে না। [85]

(২) ওযূর মাধ্যমে যেসব কাজ করা যায়, তায়াম্মুমের দ্বারা সেসব কাজ করা যায়। অমনিভাবে যেসব কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়, সেসব কারণে 'তায়াম্মুম' ভঙ্গ হয়।

(৩) যদি মাটি বা পানি কিছুই না পাওয়া যায়, তাহ'লে বিনা ওযূতেই ছালাত আদায় করবে।[86]

**পেশাব-পায়খানার আদব (آداب الخلاء) :**

(১) টয়লেটে প্রবেশকালে বলবে, اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবেছ ওয়াল খাবা-ইছ* (হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন (-এর অনিষ্টকারিতা) হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। অন্য বর্ণনায় শুরুতে بِسْمِ اللهِ *'বিসমিল্লা-হ'* বলার কথা এসেছে।[87] অতঃপর বের হওয়ার সময় বলবে غُفْرَانَكَ *'গুফরা-নাকা'* (হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি')।[88] অর্থাৎ আপনার হুকুমে পেশাব-পায়খানা হয়ে যাওয়ায় যে স্বস্তি ও অফুরন্ত কল্যাণ লাভ হয়েছে, তার যথাযথ শুকরিয়া আদায় করতে না পারায় হে আল্লাহ আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এর আরেকটি তাৎপর্য এই যে, হে আল্লাহ! আপনার দয়ায় যেভাবে আমার দেহের ময়লা বের হয়ে স্বস্তি লাভ করেছি, তেমনি আমার যাবতীয় অসৎ কর্মের পাপ হ'তে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(২) খোলা স্থানে হ'লে দূরে গিয়ে আড়ালে পেশাব-পায়খানা করবে।[89] এ সময় ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ ফিরে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ।[90] তবে ক্বিবলার দিকে আড়াল থাকলে বা টয়লেটের মধ্যে হ'লে জায়েয আছে। [91] (৩) সামনে পর্দা রেখে বসে পেশাব করবে।[92] অনিবার্য কারণ ব্যতীত দাঁড়িয়ে পেশাব করা যাবে না।[93] (৪) রাস্তায় বা কোন ছায়াদার বৃক্ষের নীচে (যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয়) পেশাব-পায়খানা করা যাবে না।[94] কোন গর্তে পেশাব করা যাবে না।[95] আবদ্ধ পানি, যাতে গোসল বা ওযূ করা হয়, তাতে পেশাব করা যাবে না। [96] (৫) নরম মাটিতে পেশাব করবে। যেন পেশাবের ছিটা কাপড়ে না লাগে। পেশাব হ'তে ভালভাবে পবিত্রতা হাছিল করা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন কর। কেননা অধিকাংশ কবরের আযাব একারণেই হয়ে থাকে'।[97] (৬) পায়খানার পর পানি দিয়ে বাম হাতে ইস্তেঞ্জা করবে।[98] অতঃপর মাটিতে (অথবা সাবান দিয়ে) ভালভাবে ঘষে পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে।[99] (৭) পানি পেলে কুলূখের (মাটির ঢেলা) প্রয়োজন নেই। [100] স্রেফ পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করায় ক্বোবাবাসীদের প্রশংসা করে আল্লাহ সূরা তওবাহ ১০৮ আয়াতটি নাযিল করেন।[101] তবে পানি না পেলে কুলূখ নিবে। এজন্য তিনবার বা বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করবে।[102] ডান হাত দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা যাবে না এবং শুকনা গোবর, হাড় ও কয়লা একাজে ব্যবহার করা যাবে না। [103] (৮) কুলূখ নিলে পুনরায় পানির প্রয়োজন নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, 'পানির বদলে কুলূখই যথেষ্ট হবে (فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ)'।[104] কুলূখ নেওয়ার পরে পানি নেওয়ার যে বর্ণনা প্রচলিত আছে, তার কোন ভিত্তি নেই।[105] (৯) পেশাবে সন্দেহ দূর করার জন্য কাপড়ের উপর থেকে বাম হাতে লজ্জাস্থান বরাবর সামান্য পানি ছিটিয়ে দিবে।[106] এর বেশী কিছু করা বাড়াবাড়ি। যা বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত। ভালভাবে এস্তেঞ্জার নামে ও সন্দেহ দূর করার নামে কুলূখ ধরে ৪০

কদম হাঁটা ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে কসরৎ করা যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি চরম বেহায়াপনার শামিল। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। (১০) পেশাব রত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে পবিত্রতা অর্জনের পর তার জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব (যদি সালাম দাতা মওজুদ থাকে)। [107] নইলে হাজত সেরে এসে ওযূ বা তায়াম্মুম ছাড়াও জওয়াব দেওয়া যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করতেন।[108] (১১) হাজত রত অবস্থায় (যরূরী প্রয়োজন ব্যতীত) কথা বলা যাবে না। [109]

---

[1] . মুসলিম, মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩০১, ৩০০ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, 'যা ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ-১।

[2] . সূরায়ে মায়েদাহ মদীনায় অবতীর্ণ হয়। সেকারণে অনেকের ধারণা ওযূ প্রথম মদীনাতেই ফরয হয়। এটা ঠিক নয়। ইবনু আবদিল বার্র বলেন, মাক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিনা ওযূতে কখনোই ছালাত আদায় করেননি। তবে মাদানী জীবনে অত্র আয়াত নাযিলের মাধ্যমে ওটার ফরযিয়াত ঘোষণা করা হয় মাত্র (দ্র : ফাৎহুল বারী 'ওযূ' অধ্যায় ১/১৩৪ পৃঃ)। যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, জিব্রীল প্রথম দিকে যখন তাঁর নিকটে 'অহি' নিয়ে আসেন, তখন তাঁকে ওযূ ও ছালাত শিক্ষা দেন'...(আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৪৬২; দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৩৬৬, 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ-২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৪১)।

[3] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৮, 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, পরিচ্ছেদ-৩।

[4] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৯০।

[5] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৮২।

[6] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩১২, 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-১।

[7] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, পরিচ্ছেদ-১।

[8] . মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪২ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'নিষিদ্ধ ওয়াক্ত সমূহ' অনুচ্ছেদ-২২।

[9] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩২২; তিরমিযী, আহমাদ, মিশকাত হা/১৩২৬ 'ঐচ্ছিক ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩৯।

[10] . মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮ 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-২৩।

[11] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, 'মিসওয়াক' অনুচ্ছেদ-৩।

[12] . কেননা উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা অন্য হাদীছে এসেছে مَعَ وُضُوْءٍ ও كُلِّ وُضُوْءٍ عِنْدَ كُلِّ অর্থাৎ 'প্রত্যেক ওযূর সাথে বা সময়ে' (আহমাদ ও বুখারী- তা'লীক্ব 'ছওম' অধ্যায়, ২৭ অনুচ্ছেদ); আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭০, ১/১০৯।

[13] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১।

[14] . আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০২, 'ওযূর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪; আবুদাঊদ হা/১০১-০২; সুবুলুস সালাম হা/৪৬৩; নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী একে 'ফরয' গণ্য করেছেন- আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/১১৭।

[15] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০১; নায়লুল আওত্বার ১/২০৬ 'কুলি করার পূর্ব্বে দু'হাত ধোয়া' অনুচ্ছেদ।

[16] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, আহমাদ, নাসাঈ, নায়লুল আওত্বার ১/২০৬ ও ২১০।

[17] . নাসাঈ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০৫ 'ওযূর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪।

[18] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪; দারেমী, মিশকাত হা/৪১১; মিরক্বাত ২/১৪ পৃঃ; মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন (রিয়াদ: ১ম সংস্করণ ১৪১৯/১৯৯৯) ১২/২৫৭ পৃঃ ।

[19] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, নায়লুল আওত্বার ১/২১০।

[20] . তিরমিযী হা/২৯-৩১, অনুচ্ছেদ-২৩; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০, নায়লুল আওত্বার ১/২২৪।

[21] . আবুদাঊদ হা/১৪৫, 'পবিত্রতা' অধ্যায়-১, 'দাড়ি খিলাল করা' অনুচ্ছেদ-৫৬।

[22] . বুখারী হা/১৪০, নায়লুল আওত্বার ১/২২৩।

[23] . তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৫ 'ওযূর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪।

[24] . মুওয়াত্তা, মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৩-৯৪।

[25] . নাসাঈ হা/১০২, ইবনু মাজাহ, নায়ল ১/২৪২-৪৩ ; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৪।

[26] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মির'আত হা/৩৯৬, ৪০১ -এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ২/৯২, ১০৪।

[27] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৮।

[28] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০৬-০৭।

[29] . আবুদাঊদ হা/৩২-৩৩, ১৬৮; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬১, ৩৬৬ 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ-২; ছহীহাহ হা/৮৪১।

[30] . মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩।

[31] . আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৫ পৃঃ, হা/৯৬-এর ব্যাখ্যা।

[32] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৫-৯৭, 'ওযূর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪।

[33] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৭, ৩৯৭; নায়ল ১/২১৪, ২৫৮।

[34] . নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪১৭।

[35] . ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৭২-৭৩।

[36] . সূরা মায়েদাহ ৬; নায়লুল আওত্বার ১/২১৪, ২১৮।

[37] . মুসলিম হা/২৪৩, সুবুলুস সালাম হা/৫০।

[38] . বুখারী হা/১৪০, নায়লুল আওত্বার ১/২২৩, ২২৬।

[39] . মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৮।

[40] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৯ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-৩, ‘গোসল’ অনুচ্ছেদ-৫।

[41] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৯৪, ৪১১ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৪।

[42] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০০, ৪০১; ফাৎহুল বারী ১/২৩৫।

[43] . ইবনু মাজাহ হা/৪৬৫, ৪৬৮, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-১, ‘ওযূ গোসলের পরে তোয়ালে ব্যবহার’ অনুচ্ছেদ-৫৯; আলোচনা দ্রষ্টব্য: ‘আওনুল মা‘বূদ ১/৪১৭-১৮; নায়ল ১/২৬৬।

[44] . দারেমী, আহমাদ, মিশকাত হা/৪২৫-৪২৬ অনুচ্ছেদ-৪।

[45] . মুসলিম হা/৬৪২, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-২৫; আবুদাঊদ হা/১৭২, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-১, অনুচ্ছেদ-৬৬; নায়লুল আওত্বার ১/৩১৮।

[46] . মুহাম্মাদ তাহের পট্টনী, তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত, পৃঃ ৩২; শাওকানী, আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহা-দীছিল মাওযূ‘আহ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, হা/৩৩, পৃঃ ১৩।

[47] . আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৪৯।

[48] . আহমাদ হা/১৫৯৯৩, আবুদাঊদ হা/১৩২, আলবানী, উভয়ের সনদ যঈফ; নায়লুল আওত্বার ১/২৪৫-৪৭।

[49] . আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৪৪।

[50] . মির‘আতুল মাফাতীহ ২/২১২।

[51] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৮ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-৩, ‘মোযার উপরে মাসাহ’ অনুচ্ছেদ-৯; আবুদাঊদ হা/১৫১; নায়লুল আওত্বার ১/২৭৩।

[52] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫২২, ৫২৫ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-৩, ‘মোযার উপরে মাসাহ’ অনুচ্ছেদ-৯।

[53] . মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮।

[54] . মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭, ৫২০।

[55] . ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭৩; ইবনু মাজাহ, নায়লুল আওত্বার ১/৩৮৬, ‘তায়াম্মুম’ অধ্যায়।

[56] . আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫২৩।

[57] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০৩ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-৩, ‘অপবিত্রতা দূর করা’ অনুচ্ছেদ-৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৭৮৬; আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৯১ পৃঃ।

[58] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৩৫৩৯ ‘ক্বিছাছ’ অধ্যায়-১৬, অনুচ্ছেদ-৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১)।

[59] . আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫০১-০২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০।

[60] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০-২১।

[61] . আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৩ -এর টীকা দ্র:; দারাকুৎনী বর্ণিত ‘প্রত্যেক প্রবাহিত রক্তের জন্য ওযূ’ (الوضوء من كل دم سائل)-এর ব্যাখ্যায়।

[62] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪১।

[63] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৫।

[64] . মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৮।

[65] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯; চার মুদ্দে এক ছা‘ হয়। ইরওয়া, উক্ত হাদীছের টীকা ১/১৭০ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৯৬।

[66] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৭।

[67] . মুসলিম হা/৩৩৯; বুখারী হা/২৭৮; ঐ, মিশকাত হা/৫৭০৬-০৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৮।

[68] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫।

[69] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫১-৫২।

[70] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩।

[71] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৭-৩৯, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-৩, ‘মাসনূন গোসল’ অনুচ্ছেদ-১১।

[72] . ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪১।

[73] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৪৩।

[74] . দারাকুৎনী, হাকেম, ইরওয়াউল গালীল হা/১৪৯, ১/১৭৯ পৃঃ।

[75] . বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৪৬, 'ফায়েদা' দ্রষ্টব্য; নায়ল ১/৩৫৭।

[76] . বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৪৬, 'ফায়েদা' দ্রষ্টব্য; নায়ল ১/৩৫৭।

[77] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৯। এটি ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য আবুবকর-পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কেননা সম্ভবত: ৫ম হিজরী সনে বনুল মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মদীনার উপকণ্ঠে 'বায়দা' (البَيْدَاء) নামক স্থানে পৌঁছে আয়েশা (রাঃ)-এর গলার হার হারিয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটি খোঁজার জন্য কাফেলা থামিয়ে দেন। কিন্তু সেখানে কোন পানি ছিল না। ফলে এভাবেই পানি ছাড়া সকাল হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন (মায়েদাহ ৬)। ছাহাবী উসায়েদ বিন হুযায়ের (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, হে আবুবকর-পরিবার! এটি উম্মতের জন্য আপনাদের প্রথম অবদান নয় (مَا هِىَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِى بَكْرٍ)'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা উট উঠিয়ে দিলাম, যার উপরে আমরা ছিলাম এবং তার নীচে হারটি পেয়ে গেলাম' (বুখারী, ফৎহুল বারী হা/৩৩৪ 'তায়াম্মুম' অধ্যায়-৭, হা/৪৬০৮ 'তাফসীর' অধ্যায়-৬৫, অনুচ্ছেদ-৩; মুসলিম হা/৮৪২ 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ-২৮)।

[78] . মায়েদাহ ৫/৬, নিসা ৪/৪৩।

[79] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি মিশকাত হা/৪০২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৪; আবুদাঊদ হা/১০১-০২; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৮ 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ-১০।

[80] . আবুদাঊদ হা/৩৩০, অনুচ্ছেদ-১২৪; ঐ, মিশকাত হা/৪৬৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৬।

[81] . মায়েদাহ ৫/৬; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ-১০ ; বুখারী হা/৩৪৪, ১/৪৯ পৃঃ; আহমাদ, তিরমিযী ইত্যাদি মিশকাত হা/৫৩০।

[82] . আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৩০, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ-১০।

[83] . যেমন বলা হয়েছে, الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره। 'মাটি হ'ল ভূ-পৃষ্ঠ। চাই তা নিরেট মাটি হৌক বা অন্য কিছু হৌক' (আল-মিছবাহুল মুনীর)।

[84] . আলোচনা দ্রষ্টব্য : ছাদেক শিয়ালকোটি, ছালাতুর রসূল; টীকা, পৃঃ ১৪৮-৪৯।

[85] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৫৩৩; আবুদাঊদ হা/৩৩৮।

[86] . বুখারী হা/৩৩৬; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ ও অন্যান্য; নায়লুল আওত্বার ১/৪০০, 'পানি ও মাটি ব্যতীত ছালাত' অনুচ্ছেদ।

[87] . ইবনু মাজাহ হা/২৯৭; মিশকাত হা/৩৫৮। উল্লেখ্য যে, টয়লেট থেকে বের হবার সময় আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আযহাবা 'আন্নিল আযা ওয়া 'আ-ফা-নী বলার হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৪)।*

[88] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৭; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ-২।

[89] . তিরমিযী হা/১৪, ২০।

[90] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪।

[91] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৫, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৩।

[92] . আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭১।

[93] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৪।

[94] . আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৫।

[95] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৫৪।

[96] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৫৩।

[97] . দারাকুৎনী হা/৪৫৩, হাকেম পৃঃ ১/১৮৩; ছহীহুল জামে' হা/৩০০২; ইরওয়া হা/২৮০।

[98] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৪৮।

[99] . আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৬০।

[100] . তিরমিযী হা/১৯; মির'আত ২/৭২।

[101]. আবুদাঊদ হা/৪৪; আলবানী, ইরওয়া হা/৪৫, পৃঃ ১/৮৩-৮৪।

[102] . মুসলিম, মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৬, ৩৪১। টয়লেট পেপার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা ভাল। কেননা ইউরোপে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে (ডাঃ তারেক মাহমূদ, 'সুন্নাতে রাসূল (সঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান' (উর্দু থেকে অনুবাদ, ঢাকা : ১৪২০ হিঃ) ১/১৬৪।

[103] . মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬; ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩৪৭, ৩৭৫।

[104] . আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৪৯; মির'আত ২/৫৮ পৃঃ।

[105] . আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[106] . আবুদাঊদ হা/৩২-৩৩; আবুদাঊদ, নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত হা/৩৪৮, ৬১, ৬৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ-২; আবুদাঊদ হা/১৬৬-৬৮।

[107] . আবুদাঊদ হা/১৬-১৭; ঐ, মিশকাত হা/৪৬৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৬।

[108] . মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৬; মির‘আত ২/১৬১, ১৬৩।

[109] . আবুদাঊদ হা/১৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৫; ছহীহাহ হা/৩১২০।

## আযান ( الأذان)

**সংজ্ঞা :** 'আযান' অর্থ, ঘোষণা ধ্বনি (الإعلام)। পারিভাষিক অর্থ, শরী'আত নির্ধারিত আরবী বাক্য সমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে উচ্চকণ্ঠে ছালাতে আহবান করাকে 'আযান' বলা হয়। ১ম হিজরী সনে আযানের প্রচলন হয়।[1]

**সূচনা :** ওমর ফারূক (রাঃ) সহ একদল ছাহাবী একই রাতে আযানের একই স্বপ্ন দেখেন ও পরদিন সকালে 'অহি' দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা সত্যায়ন করেন এবং বেলাল (রাঃ)-কে সেই মর্মে 'আযান' দিতে বলেন।[2]

ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) সর্বপ্রথম পূর্বরাতে স্বপ্নে দেখা আযানের কালেমা সমূহ সকালে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বর্ণনা করেন। পরে বেলালের কণ্ঠে একই আযান ধ্বনি শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বাড়ী থেকে বেরিয়ে চাদর ঘেঁষতে ঘেঁষতে ছুটে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, 'যিনি আপনাকে 'সত্য' সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) *'ফালিল্লা-হিল হাম্দ'* বলে আল্লাহর প্রশংসা করেন'।[3] একটি বর্ণনা মতে ঐ রাতে ১১ জন ছাহাবী একই আযানের স্বপ্ন দেখেন'। [4] উল্লেখ্য যে, ওমর ফারূক (রাঃ) ২০ দিন পূর্বে উক্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আগেই বলেছে দেখে লজ্জায় তিনি নিজের কথা প্রকাশ করেননি।[5]

### আযানের ফযীলত ( فضل الأذان) :

(১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَّلاَ إِنْسٌ وَّ لاَ شَيْئٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه البخاريُّ-

'মুওয়াযযিনের আযানের ধ্বনি জিন ও ইনসান সহ যত প্রাণী শুনবে, ক্বিয়ামতের দিন সকলে তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে'। [6]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনের গর্দান সবচেয়ে উঁচু হবে'।[7]

(৩) মুওয়াযযিনের আযান ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্ত সজীব ও নির্জীব সকল বস্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐ আযান শুনে যে ব্যক্তি ছালাতে যোগ দিবে, সে ২৫ ছালাতের সমপরিমাণ নেকী পাবে। মুওয়াযযিনও উক্ত মুছল্লীর সমপরিমাণ নেকী পাবে এবং তার দুই আযানের মধ্যবর্তী সকল (ছগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে'।[8]

(৪) 'আযান ও এক্বামতের ধ্বনি শুনলে শয়তান ছুটে পালিয়ে যায় ও পরে ফিরে আসে'।[9]

(৫) যে ব্যক্তি বার বছর যাবৎ আযান দিল, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। তার প্রতি আযানের জন্য ৬০ নেকী ও এক্বামতের জন্য ৩০ নেকী লেখা হয়'। [10]

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইমাম হ'ল (মুছল্লীদের ছালাতের) যামিন ও মুওয়াযযিন হ'ল (তাদের ছালাতের) আমানতদার। অতঃপর তিনি তাদের জন্য দো'আ করে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি ইমামদের সুপথ প্রদর্শন কর ও মুওয়াযযিনদের ক্ষমা কর।[11]

**আযানের কালেমা সমূহ ( كلمات الأذان) : ১৫ টি:**

১. *আল্লা-হু আকবার* (অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) اللهُ أَكْبَرُ....৪ বার

২. *আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু* أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ....২ বার

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)

৩. *আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ* أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ...২ বার

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল)

৪. *হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ* (ছালাতের জন্য এসো) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ...২ বার

৫. *হাইয়া 'আলাল ফালা-হ* (কল্যাণের জন্য এসো) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ...২বার

৬. *আল্লা-হু আকবার* (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) اللهُ أَكْبَرُ ...২ বার

৭. *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ১ বার মোট= ১৫ বার। [12]

ফজরের আযানের সময় *হাইয়া 'আলাল ফালা-হ* -এর পরে اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ *আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাঊম'* (নিদ্রা হ'তে ছালাত উত্তম) ২ বার বলবে।[13]

**(খ) 'এক্বামত' (الإقامة)** অর্থ দাঁড় করানো। উপস্থিত মুছল্লীদেরকে ছালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারী শুনানোর জন্য 'এক্বামত' দিতে হয়। জামা'আতে হউক বা একাকী হউক সকল অবস্থায় ফরয ছালাতে আযান ও এক্বামত দেওয়া সুন্নাত।[14]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) প্রমুখাৎ আবুদাঊদে বর্ণিত পূর্ব্বোক্ত হাদীছ অনুযায়ী এক্বামতের কালেমা ১১টি। যথা : **১.** *আল্লা-হু আকবার* (২ বার) **২.** *আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ,* **৩.** *আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ,* **৪.** *হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ,***৫.** *হাইয়া 'আলাল ফালা-হ,* **৬.** *ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ,* (২ বার), **৭.** *আল্লা-হু আকবার* (২ বার), **৮.** *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* = সর্ব্বমোট ১১।[15]

উচ্চকণ্ঠের অধিকারী হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে 'আযান' দিতে বলেন এবং প্রথম স্বপ্ন বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ)-কে 'এক্বামত' দিতে বলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, বেলালকে দু'বার করে আযান ও একবার করে এক্বামত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল'।[16] এইভাবে ইসলামের ইতিহাসে দু'বার করে আযান ও একবার করে এক্বামত-এর প্রচলন হয়। ৮ম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের পর মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে মসজিদে নববীতে স্থায়ীভাবে মুওয়াযি্যন নিযুক্ত করেন। ১১ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে বেলাল (রাঃ) সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং নিজ শিষ্য সা'দ আল-ক্বারাযকে মদীনায় উক্ত দায়িত্বে রেখে যান। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন,

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، رواه أبو داؤد والنسائى-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় আযান দু'বার ও এক্বামত একবার করে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল, *'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ'* দু'বার ব্যতীত। [17]

প্রকাশ থাকে যে, এখানে দু'বার *আল্লা-হু আকবার*-কে একটি জোড়া হিসাবে 'একবার' (*মার্রাতান*) গণ্য করা হয়েছে। তাছাড়া 'আল্লাহ' (الله) শব্দের হামযাহ (ا) 'ওয়াছলী' হওয়ার কারণে প্রথম *'আল্লা-হু আকবার'*-এর সাথে পরের *'আল্লা-হু আকবার'* মিলিয়ে পড়া যাবে। একবার *'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ'* এবং প্রথমে ও শেষে একবার করে *'আল্লা-হু আকবার'* বলার মতামতটি *'শায'* (شاذ) যা অগ্রহণযোগ্য।[18] কেননা আবুদাঊদে আযান ও এক্বামতের কালেমা সমূহের যথাযথ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।[19]

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, মক্কা-মদীনা সহ সমগ্র হিজায, সিরিয়া, ইয়ামন, মিসর, মরক্কো এবং ইসলামী বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একবার করে এক্বামত দেওয়ার নিয়ম চালু আছে এবং এটাই প্রায় সমস্ত ওলামায়ে ইসলামের মাযহাব।[20] ইমাম বাগাভী বলেন, এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের মাযহাব। [21] দু'বার এক্বামত-এর রাবী হযরত আবু মাহযূরাহ (রাঃ) নিজে ও তাঁর পুত্র হযরত বেলাল (রাঃ) -এর অনুসরণে একবার করে 'এক্বামত' দিতেন।[22]

**তারজী' আযান (الترجيع في الأذان) :**

তারজী' (الترجيع) অর্থ 'পুনরুক্তি'। আযানের মধ্যে দুই শাহাদাত কালেমাকে প্রথমে দু'বার করে মোট চারবার নিম্নস্বরে, পরে দু'বার করে মোট চারবার উচ্চৈঃস্বরে বলাকে তারজী' বা পুনরুক্তির আযান বলা হয়। তারজী' আযানের কালেমা সংখ্যা হবে মোট ১৫+৪=১৯টি। তারজী' আযানের হাদীছটি হযরত আবু মাহযূরাহ (রাঃ) কর্তৃক আবুদাঊদে বর্ণিত হয়েছে।[23] ছহীহ মুসলিমে একই মর্মে একই রাবী হ'তে বর্ণিত অপর একটি রেওয়ায়াতে আযানে প্রথম তাকবীরের সংখ্যা চার-এর স্থলে দুই বলা হয়েছে।[24] তখন কলেমার সংখ্যা দাঁড়াবে তারজীসহ ১৭টি। আবু মাহযূরাহ বর্ণিত সুনানের হাদীছে এক্বামতের কালেমা *'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ'* সহ মোট ১৭টি বর্ণিত হয়েছে।[25] এটি মূলতঃ তা'লীমের জন্য ছিল।[26]

এক্ষণে ছহীহ হাদীছ মতে আযানের পদ্ধতি দাঁড়ালো মোট তিনটি ও এক্বামতের পদ্ধতি দু'টি। (১) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণিত বেলালী আযান ও এক্বামত যথাক্রমে ১৫টি ও ১১টি বাক্য সম্বলিত, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মক্কা-মদীনাসহ সর্বত্র চালু ছিল। (২) আবু মাহযূরাহ (রাঃ) বর্ণিত তারজী' আযানের ১৯টি ও ১৭টি এবং এক্বামতের ১৭টি। সবগুলিই জায়েয। তবে দু'বার করে আযান ও একবার করে এক্বামত বিশিষ্ট বেলালী আযান ও এক্বামত-এর পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য, যা মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক সকল যুগে সমাদৃত।

**সাহারীর আযান (الأذان في السحر) :**

সাহারীর আযান দেওয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রি থাকতে আযান দিলে তোমরা (সাহারীর জন্য) খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়। কেননা সে ফজর না হওয়া পর্যন্ত আযান দেয় না'।[27] তিনি আরও বলেন, 'বেলালের আযান যেন তোমাদেরকে সাহারী খাওয়া থেকে বিরত না করে। কেননা সে রাত্রি থাকতে আযান দেয় এজন্য যে, যেন তোমাদের তাহাজ্জুদ গোযার মুছল্লীগণ (সাহারীর জন্য) ফিরে আসে ও তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিগণ (তাহাজ্জুদ বা সাহারীর জন্য) জেগে ওঠে'।[28] এটা কেবল রামাযান মাসের জন্য ছিল না। বরং অন্য সময়ের জন্যও ছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় অধিক সংখ্যক ছাহাবী নফল ছিয়াম রাখতেন।[29] আজও রামাযান মাসে সকল মসজিদে এবং অন্য মাসে যদি কোন মসজিদের অধিকসংখ্যক প্রতিবেশী নফল ছিয়ামে যেমন আশূরার দু'টি ছিয়াম, আরাফাহর একটি

ছিয়াম, শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম ও তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হন, তাহ'লে ঐ মসজিদে নিয়মিতভাবে উক্ত আযান দেওয়া যেতে পারে। যেমন মক্কা ও মদীনায় দুই হারামে সারা বছর দেওয়া হয়ে থাকে।

সুরূজী প্রমুখ কিছু সংখ্যক হানাফী বিদ্বান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানার উক্ত আযানকে সাহারীর জন্য লোকজনকে আহবান ও সরবে যিকর বলে দাবী করেছেন। ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এই দাবী 'মারদূদ' বা প্রত্যাখাত। কেননা লোকেরা ঘুম জাগানোর নামে আজকাল যা করে, তা সম্পূর্ণরূপে 'বিদ'আত' যা ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি। উক্ত আযান-এর অর্থ সকলেই 'আযান' বুঝেছেন। যদি ওটা আযান না হয়ে অন্য কিছু হ'ত, তাহ'লে লোকদের ধোঁকায় পড়ার প্রশ্নই উঠতো না। আর রাসূল (ছাঃ)-কেও সাবধান করার দরকার পড়তো না।[30]

**আযানের জওয়াব ( إجابة المؤذن) :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তদ্রুপ বল'...। [31] অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মুওয়াযযিনের পিছে পিছে আযানের বাক্যগুলি অন্তর থেকে পাঠ করে এবং *'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ'* ও *'ফালা-হ'* শেষে *'লা-হাওলা অলা-কুবওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'* (নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত) বলে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।[32] অতএব আযান ও এক্বামতে *'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ'* ও *'ফালা-হ'* বাদে বাকী বাক্যগুলির জওয়াবে মুওয়াযযিন যেমন বলবে, তেমনই বলতে হবে। ইক্বামতের জবাব একইভাবে দিবে। কেননা আযান ও ইক্বামত দু'টিকেই হাদীছে 'আযান' বলা হয়েছে। [33]

উল্লেখ্য যে, (১) ফজরের আযানে *'আছ ছালা-তু খায়রুম মিনান নাঊম'*-এর জওয়াবে *'ছাদাক্বতা ওয়া বারারতা'* বলার কোন ভিত্তি নেই।[34] (২) অমনিভাবে এক্বামত-এর সময় *'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ'*-এর জওয়াবে *'আক্বা-মাহাল্লা-হু ওয়া আদা-মাহা'* বলা সম্পর্কে আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ'।[35] (৩) *'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'* -এর জওয়াবে *'ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম'* বলারও কোন দলীল নেই।

**আযানের দো'আ (دعاء الأذان) :**

আযানের জওয়াব দান শেষে প্রথমে দরূদ পড়বে।[36] অতঃপর আযানের দো'আ পড়বে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দো'আ পাঠ করবে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে'।[37]

اَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ -

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা রববা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ, ওয়াছ ছলা-তিল ক্বা-য়েমাহ, আ-তে মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ, ওয়াব'আছহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদতাহ'* ।

**অনুবাদ:** হে আল্লাহ! (তাওহীদের) এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের তুমি প্রভু। মুহাম্মাদ (ছাঃ) -কে তুমি দান কর 'অসীলা' (নামক জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং পৌঁছে দাও তাঁকে (শাফা'আতের) প্রশংসিত স্থান 'মাক্বামে মাহমূদে' যার ওয়াদা তুমি তাঁকে করেছ'। [38] মনে রাখা আবশ্যক যে, আযান উচ্চৈঃস্বরে দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে আযানের দো'আ পাঠ করা বিদ'আত। অতএব মাইকে আযানের দো'আ পাঠের রীতি অবশ্যই বর্জনীয়। আযানের অন্য দো'আও রয়েছে।[39]

**আযানের দো'আয় বাড়তি বিষয় সমূহ (الزوائد في دعاء الأذان) :**

আযানের দো'আয় কয়েকটি বিষয় বাড়তিভাবে চালু হয়েছে, যা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যারোপ করল, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল'।[40] ছাহাবী বারা বিন আযেব (রাঃ) রাতে শয়নকালে রাসূল (ছাঃ)-এর শিখানো একটি দো'আয় *'আ-মানতু বে নাবিইয়েকাল্লাযী আরসালতা'*-এর স্থলে *'বে রাসূলেকা'* বলেছিলেন। তাতেই রাসূল (ছাঃ) রেগে ওঠেন ও তার বুকে ধাক্কা দিয়ে *'বে নাবিইয়েকা'* বলার তাকীদ করেন।[41] অথচ সেখানে অর্থের কোন তারতম্য ছিল না।

প্রকাশ থাকে যে, আযান একটি ইবাদত। এতে কোনরূপ কমবেশী করা জায়েয নয়। তবুও আযানের দো'আয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য যোগ হয়েছে, যার কিছু নিম্নরূপ :

**(১)** বায়হাক্বীতে *(১ম খন্ড ৪১০ পৃ:)* বর্ণিত আযানের দো'আর শুরুতে *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বে হাক্কে হা-যিহিদ দাওয়াতে'* **(২)** একই হাদীছের শেষে বর্ণিত *'ইন্নাকা লা তুখ্লিফুল মী'আ-দ* **(৩)** ইমাম ত্বাহাভীর 'শারহু মা'আনিল আছার'-য়ে বর্ণিত *'আ-তে সাইয়িদানা মুহাম্মাদান'* **(৪)** ইবনুস সুন্নীর 'ফী 'আমালিল ইয়াওমে ওয়াল লায়লাহ'তে *'ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আতা'* **(৫)** রাফেঈ প্রণীত 'আল-মুহার্রির'-য়ে আযানের দো'আর শেষে বর্ণিত *'ইয়া আরহামার রা-হেমীন'*।[42] **(৬)** আযান বা ইক্বামতে *'আশহাদু আন্না সাইয়েদানা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'* বলা।[43] **(৭)** বর্তমানে রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে প্রচারিত আযানের দো'আয় *'ওয়ারঝুক্বনা শাফা'আতাহূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ'* বাক্যটি যোগ করা হচ্ছে। যার কোন শারঈ ভিত্তি জানা যায় না। এছাড়া *ওয়াল ফাযীলাতা*-র পরে *ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আতা* এবং শেষে *ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আ-দ* যোগ করা হয়, যা পরিত্যাজ্য। **(৮)** মাইকে আযানের দো'আ পাঠ করা, অতঃপর শেষে *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ, ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম* বলা।

**আযানের অন্যান্য পরিত্যাজ্য বিষয় :**

**(১) আযানের আগে ও পরে উচ্চৈঃস্বরে যিকর :** জুম'আর দিনে এবং অন্যান্য ছালাতে বিশেষ করে ফজরের আযানের আগে ও পরে বিভিন্ন মসজিদে মাইকে বলা হয় **(ক)** *'বিসমিল্লা-হ, আছছালাতু ওয়াসসালা-মু 'আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লা-হ ... ইয়া হাবীবাল্লাহ, ... ইয়া রহমাতাল লিল 'আ-লামীন।* এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দেওয়ার পরে সরাসরি আল্লাহকেই সালাম দিয়ে বলা হয়, *আছছালাতু ওয়াসসালামু 'আলায়কা ইয়া রববাল 'আ-লামীন'*। এটা বিদ'আত তো বটেই, বরং চরম মূর্খতা। কেননা আল্লাহ নিজেই 'সালাম'। তাকে কে সালাম দিবে? তাছাড়া হাদীছে আল্লাহকে সালাম দিতে নিষেধ করা হয়েছে। [44] **(খ)** আযানের পরে পুনরায় *'আছছালা-তু রাহেমাকুমুল্লা-হ'* বলে বারবার উঁচু স্বরে আহবান করা *(ইরওয়া ১/২৫৫)*। এতদ্ব্যতীত **(গ)** হামদ, না'ত, তাসবীহ, দরূদ, কুরআন তেলাওয়াত, ওয়ায, গযল ইত্যাদি শোনানো। অথচ কেবলমাত্র 'আযান' ব্যতীত এসময় বাকী সবকিছুই বর্জনীয়। এমনকি আযানের পরে পুনরায় 'আছছালাত, আছছালাত' বলে ডাকাও হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ 'বিদ'আত' বলেছেন।[45] তবে ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ কাউকে ছালাতের জন্য ডাকেন বা জাগিয়ে দেন, তাতে তিনি অবশ্যই নেকী পাবেন। [46]

**(২) 'তাকাল্লুফ' করা :** যেমন- আযানের দো'আটি 'বাংলাদেশ বেতারের' কথক এমন ভঙ্গিতে পড়েন, যাতে প্রার্থনার আকুতি থাকেনা। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারণ নিজস্ব স্বাভাবিক সুরের বাইরে যাবতীয় তাকাল্লুফ বা ভান করা ইসলামে দারুণভাবে অপসন্দনীয়।[47]

**(৩) গানের সুরে আযান দেওয়া :** গানের সুরে আযান দিলে একদা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) জনৈক মুওয়াযিনকে ভীষণভাবে ধমক দিয়ে বলেছিলেন إِنِّيْ لَأُبْغِضُكَ فِي اللهِ 'আমি তোমার সাথে অবশ্যই বিদ্বেষ করব আল্লাহর জন্য'।[48]

**(৪) আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ানো :** আযান ও এক্বামতের সময় 'মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' শুনে বিশেষ দো'আ সহ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ানো, আযান শেষে দুই হাত তুলে আযানের দো'আ পড়া কিংবা উচ্চৈঃস্বরে তা পাঠ করা ও মুখে হাত মোছা ইত্যাদির কোন শারঈ ভিত্তি নেই।[49]

**(৫) বিপদে আযান দেওয়া :** বালা-মুছীবতের সময় বিশেষভাবে আযান দেওয়ারও কোন দলীল নেই। কেননা আযান কেবল ফরয ছালাতের জন্যই হয়ে থাকে, অন্য কিছুর জন্য নয়।

**(৬)** এতদ্ব্যতীত শেষরাতে ফজরের আযানের আগে বা পরে মসজিদে মাইকে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করা, ওয়ায করা ও এভাবে মানুষের ঘুম নষ্ট করা ও রোগীদের কষ্ট দেওয়া এবং তাহাজ্জুদে বিঘ্ন সৃষ্টি করা কঠিন গোনাহের কাজ।[50]

**আযানের অন্যান্য মাসায়েল (مسائل أخري في الأذان) :**

(১) মুওয়াযযিন ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে আযান দিবে। দুই কানে আংগুল প্রবেশ করাবে, যাতে আযানে জোর হয়। *'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ* ও *ফালা-হ'* বলার সময় যথাক্রমে ডাইনে ও বামে মুখ ঘুরাবে, দেহ নয়।[51] অসুস্থ হ'লে বসেও আযান দেওয়া যাবে। [52]

(২) যে ব্যক্তি আযান হওয়ার পর (কোন যরূরী প্রয়োজন ছাড়াই) মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল, সে ব্যক্তি আবুল ক্বাসেম [মুহাম্মাদ (ছাঃ)]-এর অবাধ্যতা করল। [53]

(৩) যিনি আযান দিবেন, তিনিই এক্বামত দিবেন। অন্যেও দিতে পারেন। অবশ্য মসজিদে নির্দিষ্ট মুওয়াযযিন থাকলে তার অনুমতি নিয়ে অন্যের আযান ও এক্বামত দেওয়া উচিত। তবে সময় চলে যাওয়ার উপক্রম হ'লে যে কেউ আযান দিতে পারেন।[54]

(৪) আযানের উদ্দেশ্য হবে স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এজন্য কোন মজুরী চাওয়া যাবে না। তবে বিনা চাওয়ায় 'সম্মানী' গ্রহণ করা যাবে। কেননা নিয়মিত ইমাম ও মুওয়াযযিনের সম্মানজনক জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ করা সমাজ ও সরকারের উপরে অপরিহার্য কর্তব্য।[55]

(৫) আযান ওযূ অবস্থায় দেওয়া উচিত। তবে বে-ওযূ অবস্থায় দেওয়াও জায়েয আছে। আযানের জওয়াব বা অনুরূপ যেকোন তাসবীহ, তাহলীল ও দো'আ সমূহ এমনকি নাপাক অবস্থায়ও পাঠ করা জায়েয আছে।[56]

(৬) এক্বামতের পরে দীর্ঘ বিরতি হ'লেও পুনরায় এক্বামত দিতে হবে না।[57]

(৭) আযান ও জামা'আত শেষে কেউ মসজিদে এলে কেবল এক্বামত দিয়েই জামা'আত ও ছালাত আদায় করবে।[58]

(৮) ক্বাযা ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের জন্য আযান আবশ্যিক নয়। কেবল এক্বামতই যথেষ্ট হবে। [59]

---

[1] . মির‘আত ২/৩৪৪-৩৪৫, ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘আযান’ অনুচ্ছেদ-৪।

[2] . আবুদাঊদ হা/৪৯৯, ‘আওনুল মা‘বূদ হা/৪৯৪-৪৯৫, ২/১৬৫-৭৫; আবুদাঊদ, দারেমী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৫০।

[3] . আবুদাঊদ, (আওনুল মা‘বূদ সহ) হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৬৫০।

[4] . মিরক্বাত শরহ মিশকাত ‘আযান’ অনুচ্ছেদ ২/১৪৯ পৃঃ।

[5] . আবুদাঊদ (আওনুল মা‘বূদ সহ) হা/৪৯৪ ‘আযানের সূচনা’ অনুচ্ছেদ।

[6] . বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘আযানের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-৫।

[7] . মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৪।

[8] . নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত হা/৬৬৭।

[9] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫।

[10] . ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৭৮।

[11] . আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬৬৩।

[12] . আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণিত; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৫০; আবুদাঊদ হা/৪৯৯, ‘কিভাবে আযান দিতে হয়’ অনুচ্ছেদ-২৮; মির‘আত হা/৬৫৫, ২/৩৪৪-৩৪৫।

[13] . আবুদাঊদ হা/৫০০-০১, ৫০৪; ‘আওনুল মা‘বূদ, আবু মাহ্যূরাহ হ’তে, হা/৪৯৬; মিশকাত হা/৬৪৫। ইবনু রাসলান, আমীরুল ইয়ামানী ও শায়খ আলবানী একে তাহাজ্জুদের আযানের সাথে যুক্ত বলেন *(সুবুলুস সালাম হা/১৬৭-এর ব্যাখ্যা, ১/২৫০; তামামুল মিন্নাহ ১৪৭ পৃঃ)*। আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, বরং ফজরের আযানের সাথে হওয়াটাই ‘হক’ (حق) এবং এটাই ব্যাপকভাবে গৃহীত মাযহাব’ (তুহফা ১/৫৯৩, হা/১৯৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ); রিয়াদ, লাজনা দায়েমাহ ফৎওয়া নং ১৩৯৬।

[14] . নাসাঈ হা/৬৬৭-৬৮; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৬৫, ‘আযানের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-৫।

[15] . আবুদাঊদ হা/৪৯৯, ‘আওনুল মা‘বূদ হা/৪৯৫।

[16] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬৪১, ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘আযান’ অনুচ্ছেদ-৪।

[17] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৬৪৩।

[18] . নায়লুল আওত্বার, 'আযানের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, ২/১০৬।

[19] . আবুদাঊদ হা/৪৯৯, 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'কিভাবে আযান দিতে হয়' অনুচ্ছেদ-২৮।

[20] . 'আওনুল মা'বূদ ২/১৭৫, হা/৪৯৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[21] . নায়লুল আওত্বার 'আযানের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, ২/১০৬।

[22] . আবুদাঊদ ('আওনুল মা'বূদ সহ), হা/৪৯৫-এর ভাষ্য পৃঃ ২/১৭৫ দ্রষ্টব্য।

[23] . আবুদাঊদ হা/৫০০, ৫০৩; ('আওনুল মা'বূদ সহ) হা/৪৯৬, মিশকাত হা/৬৪৫।

[24] . মুসলিম হা/৩৭৯।

[25] . 'আওনুল মা'বূদ হা/৪৯৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ২/১৭৬।

[26] . আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৬৪৪।

[27] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮০, 'দেরীতে আযান' অনুচ্ছেদ-৬; নায়ল ২/১২০।

[28] . মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮১; কুতুবে সিত্তাহর সকল গ্রন্থ তিরমিযী ব্যতীত, নায়ল ২/১১৭-১৮।

[29] . মির'আত ২/৩৮২, হা/৬৮৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[30] . ফাৎহুল বারী শরহ ছহীহ বুখারী 'ফজরের পূর্বে আযান' অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪।

[31] . মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'আযানের ফযীলত ও তার জবাব' অনুচ্ছেদ-৫।

[32] . মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮।

[33] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৮ 'আযান' অধ্যায়, মাসআলা-৯।

[34] . মির'আত ২/৩৬৩, হা/৬৬২-এর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

[35] . আবুদাঊদ হা/৫২৮; ঐ, মিশকাত হা/৬৭০; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪১, ১/২৫৮-৫৯ পৃঃ।

[36] . মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭। দরূদ-এর জন্য ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[37] . বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯; রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।

[38] . এটি হবে শাফা'আতে কুবরা-র জন্য (মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২, 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়-২৮, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ-৪)। যেমন আল্লাহ বলেন, عَسَى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ইসরা ১৭/৭৯ (অর্থ- 'সত্বর তোমার প্রভু তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে')।

[39] . মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬১।

[40] . مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ =বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইল্ম' অধ্যায়-২।

[41] . বুখারী হা/২৪৭ 'ওযূ' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৭৫; তিরমিযী হা/৩৩৯৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৪৫, অনুচ্ছেদ-১৬; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৮৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৬। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এ কথার অর্থ এটা নয় যে, মর্ম ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তন করা যাবে না বা মর্মগত বর্ণনা (بالمعني الرواية) জায়েয নয়। যেমন 'নবীউল্লাহ'র স্থলে 'রাসূলুল্লাহ' বলা বা মূল নামের স্থলে উপনাম বলা। কেননা হাদীছ শাস্ত্রে এরূপ বর্ণনা বহুল প্রচলিত। কিন্তু বর্তমান হাদীছ তার বিপরীত। এর অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে। যেমন (১) যিকরের শব্দ সমূহ তাওক্বীফী, যা পরিবর্তনযোগ্য নয়। (২) শব্দের মধ্যে কোন সূক্ষ্ম তাৎপর্য থাকতে পারে। (৩) জিব্রীলকে পৃথক করা। কেননা 'রাসূল' শব্দ দ্বারা জিব্রীলকে বুঝানো যায়। কিন্তু 'নবী' বললে কেবল রাসূল (ছাঃ)-কেই বুঝানো হয়। (৪) আল্লাহ তাঁকে 'অহি' করে থাকবেন এভাবেই দো'আ পাঠের জন্য। ফলে তিনি সেভাবেই বলেন ইত্যাদি। *ফাৎহুল বারী হা/২৪৭-এর আলোচনার সার-সংক্ষেপ, ১/৪২৭ পৃঃ।*

[42] . দ্রষ্টব্য: আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪৩ পৃঃ ১/২৬০-৬১; মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরক্বাত ২/১৬৩।

[43] . ফিক্বহুস সুন্নাহ পৃঃ ১/৯২।

[44] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯০৯, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ-১৫।

[45] . তিরমিযী, মিশকাত হা/৬৪৬-এর টীকা; ঐ, ইরওয়া হা/২৩৬, ১/২৫৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৩।

[46] . বুখারী হা/৫৯৫, 'ছালাতের সময়কাল' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৩৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৪ 'দেরীতে আযান' অনুচ্ছেদ-৬।

[47] . রাযীন, মিশকাত হা/১৯৩; اَلْأَصْغَرُ الرِّيَاءُ هُوَ الشِّرْكُ 'রিয়া হ'ল ছোট শিরক' আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৩৩৪ ' 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়-২৬, 'লোক দেখানো ও শুনানো' অনুচ্ছেদ-৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৫১।

[48] . ফিক্বহুস সুন্নাহ 'আযান' অধ্যায়, মাসআলা ২১/৩, ১/৯২ পৃঃ ; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৯২, ২১৯৪ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়-৮, 'তেলাওয়াতের আদব' অনুচ্ছেদ-১।

[49] . ফিক্বহুস সুন্নাহ 'আযান' অধ্যায়, মাসআলা-২১/২, ১/৯২ পৃঃ; বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২২৫৫, টীকা ৪; ইরওয়া হা/৪৩৩-৩৪।

[50] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৩ 'আযান' অধ্যায়, মাসআলা ২১ (৫)।

[51] . বুখারী, মুসলিম, ছহীহ ইবনু খুযায়মা, 'ছালাত' অধ্যায়, ৪১ অনুচ্ছেদ; তিরমিযী প্রভৃতি, ইরওয়া, ১/২৪০, ৪৮, ৫১ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ২/১১৪-১৬।

[52] . বায়হাক্বী, ইরওয়া ১/২৪২ পৃঃ।

[53] . মুসলিম, মিশকাত হা/১০৭৫ ‘জামা‘আত ও উহার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-২৩।

[54] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯০, ৯২ পৃঃ; মাসআলা-১৩, ২০।

[55] . আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; নায়লুল আওত্বার ২/১৩১-৩২; আবুদাঊদ, হা/২৯৪৩-৪৫ ‘সনদ ছহীহ’; মিশকাত হা/৩৭৪৮ ‘নেতৃত্ব ও বিচার’ অধ্যায়-১৮, ‘দায়িত্বশীলদের ভাতা ও উপঢৌকন’ অনুচ্ছেদ-৩।

[56] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫১-৫২।

[57] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৯, ৯২ পৃঃ ; ছালাতুর রাসূল, তাখরীজ : আব্দুর রঊফ, ১৯৮ পৃঃ।

[58] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯১ ‘আযান’ অধ্যায়, মাসআলা-১৮।

[59] . মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৪, ‘দেরীতে আযান’ অনুচ্ছেদ-৬; মির‘আত ২/৩৮৭।

# ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)



**ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ) (صـ صلاة الرسول**

**ছালাতের বিবরণ (صفة الصلاة) :**

ছালাতের বিস্তারিত নিয়ম-কানূন বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তবে নিম্নের হাদীছটিতে অধিকাংশ বিধান একত্রে পাওয়া যায় বিধায় আমরা এটিকে অনুবাদ করে দিলাম।-

‘হযরত আবু হুমায়েদ সা‘এদী (রাঃ) একদিন দশজন ছাহাবীকে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত সম্পর্কে আপনাদের চাইতে অধিক অবগত। তাঁরা বললেন, তাহ’লে বলুন। তখন তিনি বলতে শুরু করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতে দাঁড়াতেন, তখন (১) দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে তাকবীর বলতেন। অতঃপর ক্বিরাআত করতেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে (২) দু’হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে রুকুতে যেতেন। এসময় দু’হাত হাঁটুর উপর রাখতেন এবং মাথা ও পিঠ সোজা রাখতেন। অতঃপর *সামি‘আল্লা-হু লেমান হামিদাহ* বলে রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় (৩) দু’হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে সিজদায় গিয়ে দু’হাত দু’পাঁজর থেকে ফাঁক রাখতেন এবং দু’পায়ের আঙ্গুলগুলি খোলা রাখতেন (‘ক্বিবলার দিকে মুড়ে রাখতেন’ -*বুখারী হা/৮২৮; ঐ, মিশকাত হা/৭৯২*)।

অতঃপর উঠতেন ও বাম পায়ের পাতার উপর সোজা হয়ে বসতেন, যতক্ষণ না প্রত্যেক হাড় স্ব স্ব স্থানে ঠিকমত বসে যায়। অতঃপর দাঁড়াতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আতেও এরূপ করতেন। অতঃপর যখন দ্বিতীয় রাক‘আত শেষে (তৃতীয় রাক‘আতের জন্য) উঠতেন, তখন তাকবীর দিয়ে দাঁড়িয়ে (৪) দু’হাত কাঁধ বরাবর এমনভাবে উঠাতেন, যেমনভাবে তাকবীরে তাহরীমার সময় উঠিয়েছিলেন। এভাবে তিনি অবশিষ্ট ছালাতে করতেন। অবশেষে যখন শেষ সিজদায় পৌঁছতেন, যার পরে সালাম ফিরাতে হয়, তখন বাম পা ডান দিকে বাড়িয়ে দিতেন ও বাম নিতম্বের উপর বসতেন (قَعَدَ مُتَوَرِّكًا)। অতঃপর সালাম ফিরাতেন’। এ বর্ণনা শোনার পর উপস্থিত দশজন ছাহাবীর সকলে বলে উঠলেন ‘ছাদাক্বতা’ (صَدَقْتَ), ‘আপনি সত্য বলেছেন’। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করতেন’।[1]

এক্ষণে ছালাতের বিশেষ মাসআলাগুলি পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে আলোচিত হ’ল :

**১. নিয়ত (النية) :** ‘নিয়ত’ অর্থ ‘সংকল্প’। ছালাতের শুরুতে নিয়ত করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّا نَوَى... ‘সকল কাজ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই-ই পাবে, যার জন্য সে নিয়ত করবে’....। [2] অতএব ছালাতের জন্য ওযূ করে পবিত্র হয়ে পরিচ্ছন্ন পোষাক ও দেহ-মন নিয়ে কা‘বা গৃহ পানে মুখ ফিরিয়ে মনে মনে ছালাতের দৃঢ় সংকল্প করে স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টি কামনায় তাঁর সম্মুখে বিনম্রচিত্তে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। মুখে নিয়ত পাঠের প্রচলিত রেওয়াজটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতে এর কোন স্থান নেই। অনেকে ছালাত শুরুর আগেই জায়নামাযের দো‘আ মনে করে *‘ইন্নী ওয়াজ্জাহতু...’* পড়েন। এই রেওয়াজটি সুন্নাতের বরখেলাফ। মূলতঃ জায়নামাযের দো‘আ বলে কিছু নেই।

**২. তাকবীরে তাহরীমা ও বুকে হাত বাঁধা (التكبيرة التحريمة ووضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى على الصدر)** :

দুই হাতের আংগুল সমূহ ক্বিবলামুখী খাড়াভাবে কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে দুনিয়াবী সবকিছুকে হারাম করে দিয়ে স্বীয় প্রভুর মহত্ব ঘোষণা করে বলবে *‘আল্লা-হু আকবার’* (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)। অতঃপর বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বেঁধে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সম্মুখে নিবেদিত চিত্তে সিজদার স্থান বরাবর দৃষ্টি রেখে[3] দন্ডায়মান হবে। আল্লাহ বলেন, وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ- ‘আর তোমরা আল্লাহর জন্য নিবিষ্টচিত্তে দাঁড়িয়ে যাও’ *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। হাত বাঁধার সময় দুই কানের লতি বরাবর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী উঠানোর হাদীছ যঈফ। [4] ছালাতে দাঁড়ানোর সময় তাকবীরে তাহরীমার পর বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদীছগুলির কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. সাহ্ল বিন সা‘দ (রাঃ) বলেন,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِى الصَّلَوةِ، قَالَ أبو حَازِمٍ : لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ يَنْمِىْ ذَالِكَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، رواه البخارىُّ-

'লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ত যেন তারা ছালাতের সময় ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখে। আবু হাযেম বলেন যে, ছাহাবী সাহল বিন সা'দ এই আদেশটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করতেন বলেই আমি জানি'।[5]

'যেরা' (ذِرَاعٌ) অর্থ কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ হাত' *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। একথা স্পষ্ট যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখলে তা বুকের উপরেই চলে আসে। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত সমূহে পরিষ্কারভাবে যার ব্যাখ্যা এসেছে। যেমন-

২. ছাহাবী হুল্ব আত-ত্বাঈ (রাঃ) বলেন,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ فَوْقَ الْمَفْصِلِ، رواه أحمدُ- 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বাম হাতের জোড়ের (কব্জির) উপরে ডান হাতের জোড় বুকের উপরে রাখতে দেখেছি'।[6]

৩. ওয়ায়েল বিন হুজ্র (রাঃ) বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ، رواه ابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। এমতাবস্থায় দেখলাম যে, তিনি বাম হাতের উপরে ডান হাত স্বীয় বুকের উপরে রাখলেন'। [7]

উপরোক্ত ছহীহ হাদীছ সমূহে 'বুকের উপরে হাত বাঁধা' সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। ইমাম শাওকানী বলেন, وَلاَ شَيْءَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْمَذْكُوْرِ فِيْ صَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ- 'হাত বাঁধা বিষয়ে ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে ওয়ায়েল বিন হুজ্র (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের চাইতে বিশুদ্ধতম কোন হাদীছ আর নেই'।[8] উল্লেখ্য যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখা সম্পর্কে ১৮ জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এর বিপরীত কিছুই বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহূর ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি।[9]

এক্ষণে 'নাভির নীচে হাত বাঁধা' সম্পর্কে আহমাদ, আবুদাঊদ, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে চারজন ছাহাবী ও দু'জন তাবেঈ থেকে যে চারটি হাদীছ ও দু'টি 'আছার' বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দেছীনের বক্তব্য হ'ল- لاَ يَصْلُحُ وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْاِسْتِدْلاَلِ '(যঈফ হওয়ার কারণে) এগুলির একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়'।[10]

প্রকাশ থাকে যে, ছালাতে দাঁড়িয়ে মেয়েদের জন্য বুকে হাত ও পুরুষের জন্য নাভীর নীচে হাত বাঁধার যে রেওয়াজ চালু আছে, হাদীছে বা আছারে এর কোন প্রমাণ নেই। [11] বরং এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, ছালাতের মধ্যকার ফরয ও সুন্নাত সমূহ মুসলিম নারী ও পুরুষ সকলে একই নিয়মে আদায় করবে।[12]

**বুকে হাত বাঁধার তাৎপর্য :** ত্বীবী বলেন, 'হৃৎপিন্ডের উপরে বুকে হাত বাঁধার মধ্যে হুঁশিয়ারী রয়েছে এ বিষয়ে যে, বান্দা তার মহা পরাক্রান্ত মালিকের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে হাতের উপর হাত রেখে মাথা নিচু করে পূর্ণ আদব ও আনুগত্য সহকারে, যা কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ করা যাবে না'।[13]

**৩. ছানা :** 'ছানা' (الثناء) অর্থ 'প্রশংসা'। এটা মূলতঃ 'দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ' (دعاء الاستفتاح) বা ছালাত শুরুর দো'আ। বুকে জোড় হাত বেঁধে সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে বিনম্রচিত্তে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে মুছল্লী তার সর্বোত্তম ইবাদতের শুভ সূচনা করবে। -(পৃষ্ঠা ১৩ দ্রষ্টব্য)।

**৪. বিসমিল্লাহ পাঠ (التسمية) :** ছানা বা দো'আয়ে ইস্তেফতাহ পাঠ শেষে *'আঊযুবিল্লাহ'* ও *'বিসমিল্লাহ'* নীরবে পড়বে। অতঃপর সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে। প্রকাশ থাকে যে, *'আঊযুবিল্লাহ'* কেবল ১ম রাক'আতে পড়বে, বাকী রাক'আতগুলিতে নয়।[14] অমনিভাবে *'বিসমিল্লাহ'* সূরায়ে ফাতিহার অংশ হওয়ার পক্ষে যেমন কোন ছহীহ দলীল নেই, [15] তেমনি 'জেহরী' ছালাতে *'বিসমিল্লাহ'* সরবে পড়ার পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই।[16] বরং এটি দুই সূরার মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে পঠিত হয়' *(কুরতুবী)*।[17]

ইমাম কুরতুবী বলেন যে, সকল কথার মধ্যে সঠিক কথা হ'ল ইমাম মালেকের কথা যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ নয়'। যেমন 'কুরআন' খবরে ওয়াহেদ অর্থাৎ একজন ব্যক্তির বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং তা প্রতিষ্ঠিত হয় অবিরত ধারায় অকাট্ট বর্ণনা সমূহের মাধ্যমে, যাতে কোন মতভেদ থাকে না। ইবনুল 'আরাবী বলেন, এটি সূরা ফাতিহার অংশ না হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এতে মতভেদ রয়েছে। আর কুরআনে কোন মতভেদ থাকে না। বরং ছহীহ-শুদ্ধ বর্ণনা সমূহ যাতে কোন আপত্তি নেই, একথা প্রমাণ করে যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ নয়'। এটি সূরা নমলের ৩০তম আয়াত মাত্র। এ বিষয়ে ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য'। [18]

(১) আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابنُ خُزَيْمَةَ- وَفِي رِوايةٍ : لاَ يَجْهَرُوْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

**অর্থ :** আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। কিন্তু তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়তে শুনিনি'। [19]

(২) দারাকুৎনী বলেন, إِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْجَهْرِ بِهَا حَدِيْثٌ 'বিসমিল্লাহ' জোরে বলার বিষয়ে কোন হাদীছ 'ছহীহ' প্রমাণিত হয়নি। [20]

(৩) তবে ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে সবল-দুর্বল মিলে প্রায় ১৪টি হাদীছের প্রতি লক্ষ্য রেখে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হয়তোবা কখনো কখনো 'বিসমিল্লাহ' জোরে বলে থাকবেন। তবে অধিকাংশ সময় তিনি চুপে চুপেই পড়তেন। এটা নিশ্চিত যে, তিনি সর্বদা জোরে পড়তেন না। যদি তাই পড়তেন, তাহ'লে ছাহাবায়ে কেরাম, খুলাফায়ে রাশেদীন, শহরবাসী ও সাধারণ মুছল্লীদের নিকটে বিষয়টি গোপন থাকত না'।.... অতঃপর বর্ণিত হাদীছগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন, فَصَحِيْحُ تِلْكَ الْأَحَادِيْثِ غَيْرُ صَرِيْحٍ، وَصَرِيْحُهَا غَيْرُ صَحِيْحٍ 'উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলির মধ্যে যেগুলি ছহীহ, সেগুলির বক্তব্য স্পষ্ট নয় এবং স্পষ্টগুলি ছহীহ নয়'।[21]

### ৫. (ক) সর্বাবস্থায় ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার দলীল সমূহ-

**(أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة) :**

ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সকল প্রকার ছালাতে প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। প্রধান দলীল সমূহ :

(১) হযরত উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ *('লা ছালা-তা লিমান লাম ইয়াক্করা' বিফা-তিহাতিল কিতা-ব')* 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না'। [22]

(২) ছালাতে ভুলকারী (مسئ الصلاة) জনৈক ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ... ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ 'অতঃপর তুমি 'উম্মুল কুরআন' অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা পড়বে এবং যেটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন কুরআন থেকে পাঠ করবে'...। [23]

(৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ 'আমরা আদিষ্ট হয়েছিলাম যেন আমরা সূরায়ে ফাতিহা পড়ি এবং (কুরআন থেকে) যা সহজ মনে হয় (তা পড়ি)'।[24]

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নির্দেশ দেন যেন আমি এই কথা ঘোষণা করে দেই যে, ছালাত সিদ্ধ নয় সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত। অতঃপর অতিরিক্ত কিছু'।[25] এখানে প্রথমে সূরায়ে ফাতিহা, অতঃপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয়, সেখান থেকে অতিরিক্ত কিছু পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৫) আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا... *('ওয়া এযা কুরিয়াল কুরআ-নু ফাসতামি'উ লাহূ ওয়া আনছিতূ')*। অর্থ : 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক'... *(আ'রাফ ৭/২০৪)*।

আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, أَتَقْرَءُوْنَ فِيْ صَلاَتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ فَلاَ تَفْعَلُوْا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ نَفْسِهِ، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ- 'তোমরা কি ইমামের ক্বিরাআত অবস্থায় পিছনে কিছু পাঠ করে থাক? এটা করবে না। বরং কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পাঠ করবে'।[26]

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, যার মধ্যে 'কুরআনের সারবস্ত' অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করল না, তার ঐ ছালাত বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ'...। রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) -কে বলা হ'ল, আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন, اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ *(ইক্বরা' বিহা ফী নাফসিকা)* 'তুমি ওটা চুপে চুপে পড়'। তাছাড়া উক্ত হাদীছে সূরা ফাতিহাকে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে অর্ধেক করে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ 'আর আমার বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে'।[27] ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই আল্লাহর বান্দা। অতএব উভয়ে সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর সর্বোত্তম হেদায়াত প্রার্থনা করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ আমাদেরকে যেদিকে পথনির্দেশ দান করেছেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছে সূরা ফাতিহাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১ম ভাগে *আলহামদু...* থেকে প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা এবং ২য় ভাগে *ইহ্দিনাছ...* থেকে শেষের তিনটি আয়াতে বান্দার প্রার্থনা এবং *ইইয়াকা না'বুদু...*-কে মধ্যবর্তী আয়াত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বিভক্ত। এর মধ্যে *বিসমিল্লাহ*-কে শামিল করা হয়নি। ফলে অত্র হাদীছ অনুযায়ী *বিসমিল্লাহ* সূরা ফাতিহার অংশ নয়।

'খিদাজ' (خِدَاجٌ) অর্থ : সময় আসার পূর্বেই যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, যদিও সে পূর্ণাংগ হয় *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। খাত্বাবী বলেন, 'আরবরা ঐ বাচ্চাকে 'খিদাজ' বলে, যা রক্তপিন্ড আকারে অসময়ে গর্ভচ্যুত হয়

ও যার আকৃতি চেনা যায় না'। আবু ওবায়েদ বলেন, 'খিদাজ' হ'ল গর্ভচ্যুত মৃত সন্তান, যা কাজে আসে না'। [28] অতএব সূরায়ে ফাতিহা বিহীন ছালাত প্রাণহীন অপূর্ণাংগ বাচ্চার ন্যায়, যা কোন কাজে লাগে না।

(৭) হযরত ওবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, আমরা একদা ফজরের জামা'আতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত রত ছিলাম। এমন সময় মুক্তাদীদের কেউ সরবে কিছু পাঠ করলে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য ক্বিরাআত কঠিন হয়ে পড়ে। তখন সালাম ফিরানোর পরে তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পড়ে থাকবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا 'এরূপ করো না কেবল সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত। কেননা ছালাত সিদ্ধ হয় না যে ব্যক্তি ওটা পাঠ করে না'।[29]

**<u>ঘটনা এই যে,</u>** প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাথে অনেকে ইমামের পিছনে সরবে ক্বিরাআত করত। অনেকে প্রয়োজনীয় কথাও বলত। তাতে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন ঘটতো। তাছাড়া মুশরিকরাও রাসূল (ছাঃ)-এর কুরআন পাঠের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শিস দিত ও হাততালি দিয়ে বিঘ্ন ঘটাতো। সেকারণ উপরোক্ত আয়াত *(আ'রাফ ৭/২০৪)* নাযিলের মাধ্যমে সকলকে কুরআন পাঠের সময় চুপ থাকতে ও তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে আদেশ করা হয়েছে।[30] এই নির্দেশ ছালাতের মধ্যে ও বাইরে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। অতঃপর পূর্বোক্ত উবাদাহ, আবু হুরায়রা ও আনাস (রাঃ) প্রমুখ বর্ণিত হাদীছ সমূহের মাধ্যমে জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা নীরবে পড়তে 'খাছ' ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অন্য কোন সূরা নয়।

অতএব উক্ত ছহীহ হাদীছ সমূহ পূর্বোক্ত কুরআনী আয়াতের *(আ'রাফ ৭/২০৪)* ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে, বিরোধী হিসাবে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে 'অহি' দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট, তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নয়। অতএব অহি-র বিধান অনুসরণে সর্বাবস্থায় ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

### ৫. (খ) বিরোধীদের দলীলসমূহ ও তার জওয়াব

**(أدلة المخالفين للقراءة وجوابها) :**

ইমামের পিছনে জেহরী বা সেব্রী কোন প্রকার ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা যাবে না -এই মর্মে যাঁরা অভিমত পোষণ করেন, তাঁদের প্রধান দলীল সমূহ নিম্নরূপ :

(১) সূরা আ'রাফ ২০৪ আয়াতে ক্বিরাআতের সময় চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে বলা হয়েছে। সেখানে বিশেষ কোন সূরাকে 'খাছ' করা হয়নি। এক্ষণে হাদীছ দ্বারা সূরায়ে ফাতিহাকে খাছ করলে তা কুরআনী আয়াতকে 'মনসূখ' বা হুকুম রহিত করার শামিল হবে। অথচ 'হাদীছ দ্বারা কুরআনী হুকুমকে মানসূখ করা যায় না'। [31]

**জবাব :** এখানে 'মনসূখ' হবার প্রশ্নই ওঠে না। বরং হাদীছে ব্যাখ্যাকারে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআনের মধ্য থেকে উম্মুল কুরআনকে 'খাছ' করা হয়েছে *(হিজর ১৫/৮৭)*। যেমন কুরআনে সকল উম্মতকে লক্ষ্য করে 'মীরাছ' বন্টনের সাধারণ আদেশ দেওয়া হয়েছে *(নিসা ৪/৭,১১)*। কিন্তু হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারী সন্তানগণ পাবেন না বলে 'খাছ' ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[32]

**মূলতঃ** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটেছিল কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে[33] এবং ঐ ব্যাখ্যাও ছিল সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট।[34] অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করা 'অহিয়ে গায়ের মাতলু' বা আল্লাহর অনাবৃত্ত অহি-কে প্রত্যাখ্যান করার শামিল হবে।

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক জেহরী ছালাতে সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুছল্লীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এইমাত্র আমার সাথে কুরআন পাঠ করেছ? একজন বলল, জি-হাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাই বলি, مَا لِيْ أُنَازِعُ الْقُرْآنَ 'আমার ক্বিরাআতে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে'? রাবী বলেন,- فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ 'এরপর থেকে লোকেরা জেহরী ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত হ'ল'।[35]

**জবাব :** হাদীছের বক্তব্যে বুঝা যায় যে, মুক্তাদীগণের মধ্যে কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাথে সরবে ক্বিরাআত করেছিলেন। যার জন্য ইমাম হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিপূর্বে আনাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দু'টিতে নীরবে পড়ার কথা এসেছে, যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন,يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ قِرَاءَةً لاَ يُشَوِّشُ عَلَي الْإِمَامِ فَإِنْ قَرَأَ فَلْيَقْرَءِ- 'জেহরী ছালাতে মুক্তাদী এমনভাবে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে, যাতে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়'।[36] অতএব নীরবে ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পড়লে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টির প্রশ্নই আসে না। উল্লেখ্য যে, হাদীছের শেষাংশে 'অতঃপর লোকেরা ক্বিরাআত থেকে বিরত হ'ল' কথাটি 'মুদরাজ' (مدرج), যা সনদভুক্ত অন্যতম বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব যুহরী কর্তৃক সংযুক্ত। শিষ্য সুফিয়ান বিন 'উয়ায়না বলেন, যুহরী (এ বিষয়ে) এমন কথা বলেছেন, যা আমি কখনো শুনিনি'। [37]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا- 'ইমাম নিযুক্ত হন তাকে অনুসরণ করার জন্য। তিনি যখন তাকবীর বলেন, তখন তোমরা তাকবীর বল। তিনি যখন ক্বিরাআত করেন, তখন তোমরা চুপ থাক'। [38]

**জবাব :** উক্ত হাদীছে 'আম' ভাবে ক্বিরাআতের সময় চুপ থাকতে বলা হয়েছে। কুরআনেও অনুরূপ নির্দেশ এসেছে *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। একই রাবীর (আবু হুরায়রা) ইতিপূর্বেকার বর্ণনায় এবং আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে সূরায়ে ফাতিহাকে 'খাছ' ভাবে চুপে চুপে পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব ইমামের পিছনে চুপে চুপে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করলে উভয় ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করা সম্ভব হয়।

(৪) হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ 'যার ইমাম রয়েছে, ইমামের ক্বিরাআত তার জন্য ক্বিরাআত হবে'।[39]

**জবাব :** (ক) ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, যতগুলি সূত্র থেকে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে সকল সূত্রই দোষযুক্ত। সেকারণ 'হাদীছটি সকল বিদ্বানের নিকটে সর্বসম্মতভাবে যঈফ (إِنَّهُ ضَعِيْفٌ عِنْدَ جَمِيْعِ الْحُفَّاظِ)'।[40]

(খ) অত্র হাদীছে 'ক্বিরাআত' কথাটি 'আম'। কিন্তু সূরায়ে ফাতিহা পাঠের নির্দেশটি 'খাছ'। অতএব অন্য সব সূরা বাদ দিয়ে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

**(৫)** لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ *('লা ছালা-তা ইল্লা বি ফা-তিহাতিল কিতাব')* বা 'সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত ছালাত নয়' [41] অর্থ 'ছালাত পূর্ণাংগ নয়' **(**لاَ صَلاَةَ بِالْكَمَالِ**)** । যেমন অন্য হাদীছে রয়েছে, لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ *('লা ঈমা-না লিমান লা আমা-নাতা লাহূ, ওয়ালা দীনা লিমান লা 'আহদা লাহূ')*

'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার আমানত নেই এবং ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই যার ওয়াদা ঠিক নেই'[42] অর্থ ঐ ব্যক্তির ঈমান পূর্ণ নয়, বরং ত্রুটিপূর্ণ।

**জবাব : (ক)** কুতুবে সিত্তাহ সহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত উপরোক্ত মর্মের প্রসিদ্ধ হাদীছটি একই রাবী হযরত উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে দারাকুৎনীতে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- 'ঐ ছালাত সিদ্ধ নয়, যার মধ্যে মুছল্লী সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না'।[43] অতএব উক্ত হাদীছে 'ছালাত নয়' অর্থ 'ছালাত সিদ্ধ নয়'।

**(খ)** অনুরূপভাবে' 'খিদাজ' বা ত্রুটিপূর্ণ– এর ব্যাখ্যায় ইবনু খুযায়মা স্বীয় 'ছহীহ' গ্রন্থে 'ছালাত' অধ্যায়ে ৯৫ নং দীর্ঘ অনুচ্ছেদ রচনা করেন এভাবে যে,

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخِدَاجَ الَّذِي أَعْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ النَّقْصُ الَّذِي لاَ تُجْزِئُ الصَّلاَةُ مَعَهُ، إِذِ النَّقْصُ فِي الصَّلاَةِ يَكُوْنُ نَقْصَيْنِ، أَحَدُهُمَا لاَ تُجْزِئُ الصَّلاَةُ مَعَ ذَلِكَ النَّقْصِ، وَالآخَرُ تَكُوْنُ الصَّلاَةُ جَائِزَةً مَعَ ذَلِكَ النَّقْصِ لاَ يَجِبُ إِعَادَتُهَا، وَلَيْسَ هَذَا النَّقْصُ مِمَّا يُوجِبُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مَعَ جَوَازِ الصَّلاَةِ- (صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ৯৫)-

'ঐ 'খিদাজ'-এর আলোচনা যে সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) অত্র হাদীছে হুঁশিয়ার করেছেন যে, ঐ ত্রুটি থাকলে ছালাত সিদ্ধ হবে না। কেননা ত্রুটি দু'প্রকারেরঃ **এক-** যা থাকলে ছালাত সিদ্ধ হয় না। **দুই-** যা থাকলেও ছালাত সিদ্ধ হয়। পুনরায় পড়তে হয় না। এই ত্রুটি হ'লে 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয় না। অথচ ছালাত সিদ্ধ হয়ে যায়'।

অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) –এর হাদীছ উদ্ধৃত করেন যে, لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'ঐ ছালাত সিদ্ধ নয়, যাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা হয় না'.....। [44]

এক্ষণে 'লা ছালা–তা বা 'ছালাত নয়'-এর অর্থ যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'লা তুজযিউ' অর্থাৎ 'ছালাত সিদ্ধ নয়' বলে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তখন সেখানে আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। অতএব 'খিদাজ' অর্থ 'অপূর্ণাঙ্গ' করাটা অন্যায়। বরং এটি 'ত্রুটিপূর্ণ'। আর ত্রুটিপূর্ণ ছালাত প্রকৃত অর্থে কোন ছালাত নয়।

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)–এর ছহীহ হাদীছ, অধিকাংশ ছাহাবী ও তাবেঈন এবং ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ সহ অধিকাংশ মুজতাহিদ ইমামগণের সিদ্ধান্ত ও নিয়মিত আমলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সর্বাবস্থায় সকল ছালাতে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। নইলে অহেতুক যিদ কিংবা ব্যক্তি ও দলপূজার পরিণামে সারা জীবন ছালাত আদায় করেও ক্বিয়ামতের দিন স্রেফ আফসোস ব্যতীত কিছুই জুটবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যেদিন অনুসরণীয় ব্যক্তিগণ তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে ও সকলে আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক সমূহ ছিন্ন হবে'। 'যেদিন অনুসারীগণ বলবে, যদি আমাদের আরেকবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন আজ তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এমনিভাবে আল্লাহ সেদিন তাদের সকল আমলকে তাদের জন্য 'আফসোস' হিসাবে দেখাবেন। অথচ তারা কখনোই জাহান্নাম থেকে বের হবে না' (*বাক্বারাহ ২/১৬৬-৬৭*)।

### ৫. (গ) রুকূ পেলে রাক'আত না পাওয়া (لا يدرك الركعة بإدراك الركوع فقط)

ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতে ফাতেহা ব্যতীত কেবলমাত্র রুকূ পেলেই রাক'আত পাওয়া হবে না। এমতাবস্থায় তাকে আরেক রাক'আত যোগ করে পড়তে হবে। তবে জমহূর বিদ্বানগণের অভিমত হ'ল এই যে, রুকূ পেলে রাক'আত পাবে। সূরায়ে ফাতেহা পড়তে পারুক বা না পারুক'। **তাঁদের প্রধান দলীল সমূহ নিম্নরূপ :**

**(১)** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ كُلَّهَا- 'যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ছালাতের এক রাক'আত পেল, সে ব্যক্তি পূর্ণ ছালাত পেল'।[45]

**জবাব :** জমহূর বিদ্বানগণ এখানে 'রাক'আত' অর্থ 'রুকূ' করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন যে, এখানে রাক'আত বলা হয়েছে। রুকূ, সিজদা বা তাশাহহুদ বলা হয়নি' (অথচ সবগুলো মিলেই রাক'আত হয়) (*'আওনুল মা'বূদ ৩/১৫২*)। শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন, 'এখানে কোন কারণ ছাড়াই রাক'আত অর্থ রুকূ করা হয়েছে যা ঠিক নয়'। যেমন ছহীহ মুসলিমে বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে 'ক্বিয়াম ও সিজদার বিপরীতে রাক'আত শব্দ এসেছে। সেখানে রাক'আত অর্থ রুকূ করা হয়েছে। [46] 'আব্দুর রহমান সা'দীও তাই বলেন' *(আল-মুখতারাত, পৃঃ ৪৪)* ।

**(২)** আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুম'আর ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ পেল, সে যেন আরেক রাক'আত যোগ করে নেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি শেষ রাক'আতে রুকূ পেল না, সে যেন যোহরের চার রাক'আত পড়ে।[47]

**জবাব :** দারাকুৎনী বর্ণিত অত্র হাদীছটি 'যঈফ'।[48]

**(৩)** আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে একটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে। তিনি একাকী রুকূ অবস্থায় পিছন থেকে কাতারে প্রবেশ করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন। তবে আর কখনো এরূপ করো না'।[49]

**জবাব :** ইবনু হাযম আন্দালুসী ও ইমাম শাওকানী বলেন, এ হাদীছের মধ্যে জমহূরের মতের পক্ষে কোন দলীল নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) তাকে যেমন ঐ রাক'আত পুনরায় পড়তে বলেননি, তেমনি ঐ ছাহাবী ঐ রাক'আতটি গণনা করেছিলেন কি-না, সেকথাও বর্ণিত হয়নি।[50]

অন্যান্য বিদ্বানগণ জমহূরের মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, শুধুমাত্র রুকূ পেলেই রাক'আত পাওয়া হবে না। কেননা সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। যা পরিত্যাগ করলে ছালাত বাতিল হবে ও পুনরায় পড়তে হবে।[51] যেমন ক্বিয়াম, রুকূ, সিজদা ইত্যাদি ফরয, যার কোন একটি বাদ দিলে ছালাত বাতিল হবে ও পুনরায় নতুনভাবে পড়তে হবে।

এক্ষণে যে ব্যক্তি কেবল রুকূ পেল, সে ব্যক্তি ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতে ফাতেহার দু'টি ফরয তরক করল। অতএব তার ঐ রাক'আত গণ্য হবে না। বরং তাকে আরেক রাক'আত যোগ করে পড়তে হবে। অবশ্য ছালাতে যোগদান করার নেকী তিনি পুরোপুরি পেয়ে যাবেন। **এঁদের দলীল সমূহ নিম্নরূপ:**

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا- 'ইক্বামত শুনে তোমরা দৌড়ে যেয়ো না। বরং স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাও। তোমাদের জন্য স্থিরতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অতঃপর তোমরা জামা'আতে ছালাতের যতটুকু পাও, ততটুকু আদায় কর এবং যেটুকু ছুটে যায় সেটুকু পূর্ণ কর'।[52] ইমাম বুখারী বলেন, এখানে ঐ ব্যক্তি কেবল রুকূ পেয়েছে। কিন্তু ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতে ফাতেহার দু'টি ফরয পায়নি। অতএব তাকে শেষে এক রাক'আত যোগ করে ঐ ছুটে যাওয়া ফরয দু'টি পূর্ণ করতে হবে'। [53]

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক একটি 'মওকূফ' হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, لاَ يُجْزِئُكَ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا 'তোমার জন্য যথেষ্ট হবে না যদি না তুমি ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পাও'।[54] হাফেয ইবনু হাজার বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রুকূ পেলে রাক'আত না পাওয়ার বিষয়টিই প্রসিদ্ধ।[55]

(৩) তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ বলেন, সূরায়ে ফাতিহা পড়তে ভুলে গেলে সে রাক'আত গণনা করা হ'ত না (لاَ تُعَدُّ تِلْكَ الرَّكْعَةُ)। [56]

**ইবনু হাযম** বলেন, রাক'আত পূর্ণ হওয়ার জন্য তার উপরে অবশ্য করণীয় হ'ল ক্বিয়াম ও ক্বিরাআত করা। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, রাক'আত ও অন্য কোন রুকন ছুটে যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ফলে ইমামের সাথে যোগদানের সময় কোন রাক'আত ছুটে গেলে তা যেমন পরে আদায় করতে হয়, অনুরূপভাবে সূরায়ে ফাতিহা ছুটে গেলে সেটাও পরে আদায় করতে হবে। কেননা ওটাও অন্যতম রুকন, যা আদায় করা ফরয। এক্ষণে 'সূরায়ে ফাতিহা ছুটে গেলেও ছালাত হয়ে যাবে' বলে যদি দাবী করা হয়, তবে তার জন্য স্পষ্ট ও ছহীহ দলীল প্রয়োজন হবে। অথচ তা পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, কেউ কেউ আগ বেড়ে এ বিষয়ে ইজমা-এর দাবী করেছেন। ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ে মিথ্যাবাদী। কেননা আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সূরায়ে ফাতিহা পড়তে না পারলে ঐ রাক'আত গণনা করতেন না'। অমনিভাব যায়েদ বিন ওয়াহাব থেকেও বর্ণিত হয়েছে। [57]

**ইমাম শাওকানী** বলেন, ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সর্বাবস্থায় প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা 'ফরয'। বরং এটি ছালাত সিদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। অতএব যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, এটা ছাড়াই ছালাত সিদ্ধ হবে, তাকে এমন স্পষ্ট দলীল পেশ করতে হবে, যা পূর্বে বর্ণিত না সূচক 'আম' দলীলগুলিকে 'খাছ' করতে পারে'। [58]

**উপসংহার :** উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র রুকূ পেলে রাক'আত হবেনা। বরং তাকে আরেক রাক'আত যোগ করে পড়তে হবে। এটা বলা যেতে পারে যে, যেখানে রুকূ পেলে রাক'আত পাওয়ার স্পষ্ট দলীল নেই এবং যেখানে আরেক রাক'আত যোগ করার ব্যাপারে ছাহাবী ও তাবেঈগণের স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে, সেখানে অন্য কারো বক্তব্য তালাশ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এরপরেও ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনু হাযম, ইমাম শাওকানী ও তাঁদের সমমনা বিদ্বানগণকে বাদ দিলে জমহূর বিদ্বানগণ বলতে আর কাদের বুঝানো হবে, সেটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়।

**ক্বিরাআতের আদব (آداب القراءة)**

**(১)** সূরায়ে ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ করা সুন্নাত।[59] অমনিভাবে ক্বিরাআত সুন্দর আওয়াযে পড়ার নির্দেশ রয়েছে।[60] কিন্তু গানের সুরে পড়া যাবে না।[61] কোনরূপ 'তাকাল্লুফ' বা ভান করা যাবে না। বরং স্বাভাবিক সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করাই শরী'আতে পসন্দনীয়। 'ছানা' পড়ার জন্য ক্বিরাআতের শুরুতে 'সাকতা' করা অর্থাৎ সামান্য বিরতি দেওয়া সুন্নাত।[62] ১ম রাক'আতের ক্বিরাআত কিছুটা দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়। [63] অমনিভাবে কুরআনের শুরুর দিক থেকে শেষের দিকে ক্বিরাআত করা ভাল। তবে আগপিছ হ'লে দোষ নেই। এমনকি একই সূরা পরপর দুই রাক'আতে পড়া চলে।[64]

**(২)** জেহরী ছালাতে প্রথম দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠের পর ইমাম হ'লে যেকোন সূরা পাঠ করবে। আর মুক্তাদী হ'লে সূরা ফাতিহা পড়ার পর [65] আর কিছুই না পড়ে কেবল ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী সকলে সূরায়ে ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে

এবং ৩য় ও ৪র্থ রাক‘আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে। যেমন আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُوْلَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُوْرَتَيْنِ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ ... وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ- ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের প্রথম দু’রাক‘আতে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য দু’টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু’রাক‘আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়তেন। ... অনুরূপ করতেন আছরে ...’।[66] শেষের দু’রাক‘আতেও কোন কোন ছাহাবী সূরা মিলাতেন বলে জানা যায়।[67]

**(৩)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল ছালাতে সময় ও সুযোগ মত ক্বিরাআত দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি (ক) ফজরের ১ম রাক‘আতে অধিকাংশ সময় ক্বিরাআত দীর্ঘ করতেন এবং ‘ক্বাফ’ হ’তে ‘মুরসালাত’ পর্যন্ত ‘দীর্ঘ বিস্তৃত’ (طوال المفصَّل) সূরা সমূহ হ’তে পাঠ করতেন। কখনো ‘নাবা’ হ’তে ‘লাইল’ পর্যন্ত ‘মধ্যম বিস্তৃত’ (أوساط المفصَّل) সূরা সমূহ হ’তে এবং কখনো ‘যোহা’ হ’তে ‘নাস’ পর্যন্ত ‘স্বল্প বিস্তৃত’ (المفصَّل قصار) সূরা সমূহ হ’তে পাঠ করতেন [68] (খ) তিনি যোহর ও আছরের প্রথম দু’রাক‘আত দীর্ঘ করতেন এবং শেষের দু’রাক‘আত সংক্ষেপ করতেন। তিনি মাগরিবের ছালাতে ‘স্বল্প বিস্তৃত’ সূরা সমূহ হ’তে, এশার ছালাতে ‘মধ্যম বিস্তৃত’ সূরা সমূহ হ’তে এবং ফজরের ছালাতে ‘দীর্ঘ বিস্তৃত’ সূরা সমূহ হ’তে পাঠ করতেন। কখনো এর বিপরীত করতেন। (গ) কখনো তিনি একই রাক‘আতে পরপর দু’টি বা ততোধিক সূরা পড়েছেন (ঘ) কখনো একই সূরা পরপর দু’রাক‘আতে পড়েছেন (ঙ) তিনি ফজরের দু’রাক‘আতে কখনো সূরা কাফেরূণ ও ইখলাছ এবং কখনো ফালাক্ব ও নাস পাঠ করেছেন (চ) ১ম রাক‘আতে তিনি ক্বিরাআত দীর্ঘ এবং ২য় রাক‘আতে সংক্ষেপ করতেন। তবে কখনো কখনো ব্যতিক্রম হ’ত (ছ) তিনি ছালাতের প্রতি ক্বিরাআতের শুরুতে সূরা ইখলাছ পাঠকারীর প্রশংসা করেছেন (জ) তিনি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন যে, এর কমে হ’লে সে কুরআনের কিছুই বুঝবে না (ঝ) তাঁর রাক‘আত, ক্বিরাআত ও সিজদা সর্বদা প্রথম থেকে শেষের দিকে ক্রমে সংক্ষিপ্ত হ’ত। [69]

**৬. সশব্দে আমীন (آمين بالجهر)**

জেহরী ছালাতে ইমামের সূরায়ে ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম-মুক্তাদী সকলে সরবে ‘আমীন’ বলবে। ইমামের আগে নয় বরং ইমামের ‘আমীন’ বলার সাথে সাথে মুক্তাদীর ‘আমীন’ বলা ভাল। তাতে ইমামের পিছে পিছে মুক্তাদীর সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা সম্ভব হয় এবং ইমাম, মুক্তাদী ও ফেরেশতাদের ‘আমীন’ সম্মিলিতভাবে হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا... وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُوْلُ آمِيْنَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُوْلُ آمِيْنَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ رواه الجماعةُ وأحمدُ- وَفِيْ رِوَايَةٍ عنه: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، رواه الشيخانُ ومالكٌ- وعن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ آمِيْنَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، رواه أبو داوُدَ والترمذيُّ وابنُ ماجه-

কুতুবে সিত্তাহ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছগুলির সারকথা হ’ল এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন ইমাম ‘আমীন’ বলে কিংবা ‘ওয়ালায্ যা-ল্লীন’ পাঠ শেষ করে, তখন তোমরা সকলে ‘আমীন’ বল। কেননা যার ‘আমীন’ আসমানে ফেরেশতাদের ‘আমীন’-এর সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে’। [70] ওয়ায়েল বিন হুজ্র (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ‘গায়রিল মাগযূবে ‘আলাইহিম ওয়ালায্ যা-ল্লীন’ বলার পরে তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতে শুনলাম’। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। [71]

**'আমীন' অর্থ :** اَللَّهُمَّ اسْتَجِبْ 'হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর'। 'আমীন' (آمِيْن)-এর আলিফ -এর উপরে 'মাদ্দ' বা 'খাড়া যবর' দুটিই পড়া জায়েয আছে। [72] নাফে' বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) কখনো 'আমীন' বলা ছাড়তেন না এবং তিনি এব্যাপারে সবাইকে উৎসাহ দিতেন'। আত্বা বলেন, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) সরবে 'আমীন' বলতেন। তাঁর সাথে মুক্তাদীদের 'আমীন'-এর আওয়াযে মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠত' (حَتَّى إِنَّ لَلَجَّةً لِلْمَسْجِدِ)।[73]

এক্ষণে যদি কোন ইমাম 'আমীন' না বলেন, কিংবা নীরবে বলেন, তবুও মুক্তাদী সরবে 'আমীন' বলবেন।[74] অনুরূপভাবে যদি কেউ জেহরী ছালাতে 'আমীন' বলার সময় জামা'আতে যোগদান করেন, তবে তিনি প্রথমে সরবে 'আমীন' বলে নিবেন ও পরে নীরবে সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। ইমাম ঐ সময় পরবর্তী ক্বিরাআত শুরু করা থেকে কিছু সময় বিরতি দিবেন। যাতে সূরা ফাতিহা ও পরবর্তী আমীন ও ক্বিরাআতের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায়। উল্লেখ্য যে, এ সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং সেই সময় পরিমাণ ইমামের চুপ থাকার কোন দলীল নেই।[75] 'আমীন' শুনে কারু গোস্বা হওয়া উচিত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِيْنِ، رواه أحمد وابن ماجه والطبراني- وفي رواية عنها بلفظ: مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى قَوْلِ آمِيْنَ-

'ইহুদীরা তোমাদের সবচেয়ে বেশী হিংসা করে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন' -এর কারণে'। [76] কারণ এই সাথে ফেরেশতারাও 'আমীন' বলেন। ফলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, 'আমীন' বলার পক্ষে ১৭টি হাদীছ এসেছে।[77] যার মধ্যে 'আমীন' আস্তে বলার পক্ষে শো'বা থেকে একটি রেওয়ায়াত আহমাদ ও দারাকুৎনীতে এসেছে خَفَضَ أو أَخْفَي بِهَا صَوْتَهُ বলে। যার অর্থ 'আমীন' বলার সময় রাসূল (ছাঃ)-এর আওয়ায নিম্নস্বরে হ'ত'। একই রেওয়ায়াত সুফিয়ান ছাওরী থেকে এসেছে رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ বলে। যার অর্থ- 'তাঁর আওয়ায উচ্চৈঃস্বরে হ'ত'। হাদীছ বিশারদ পন্ডিতগণের নিকটে শো'বা থেকে বর্ণিত নিম্নস্বরে 'আমীন' বলার হাদীছটি 'মুযত্বারিব' (مضطرب)। অর্থাৎ যার সনদ ও মতনে নাম ও শব্দগত ভুল থাকার কারণে 'যঈফ'। পক্ষান্তরে সুফিয়ান ছওরী (রাঃ) বর্ণিত সরবে আমীন বলার হাদীছটি এসব ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে 'ছহীহ'।[78] অতএব বুখারী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে বর্ণিত জেহরী ছালাতে সশব্দে 'আমীন' বলার বিশুদ্ধ সুন্নাতের উপরে আমল করাই নিরপেক্ষ মুমিনের কর্তব্য। তাছাড়া ইমামের সশব্দে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ শেষে 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম'-এর হেদায়াত প্রার্থনার সাথে মুক্তাদীগণের নীরবে সমর্থন দান কিছুটা বিসদৃশ বৈ-কি!

**৭. রুকূ (الركوع)**

'রুকূ' অর্থ 'মাথা ঝুঁকানো' (الإنحناء)। পারিভাষিক অর্থ, শারঈ তরীকায় আল্লাহর সম্মুখে মাথা ঝুঁকানো'। ক্বিরাআত শেষে মহাপ্রভু আল্লাহর সম্মুখে সশ্রদ্ধচিত্তে মাথা ও পিঠ ঝুঁকিয়ে রুকূতে যেতে হয়। রুকূতে যাওয়ার সময় *'আল্লা-হু আকবার'* বলে তাকবীরের সাথে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত সোজাভাবে উঠাবে। অতঃপর দুই হাতের আঙ্গুল খোলা রেখে দুই হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে রুকূ করবে। রুকূর সময় পিঠ ও মাথা সোজা ও সমান্তরাল রাখবে। হাঁটু ও কনুই সোজা থাকবে। অতঃপর সিজদার স্থান বরাবর নযর স্থির রেখে[79] সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা ও নিজের ক্ষমা প্রার্থনায় মনোনিবেশ করে দো'আ পড়তে থাকবে। রুকূ ও সিজদার জন্য হাদীছে অনেকগুলি দো'আ এসেছে। তন্মধ্যে রুকূর জন্য سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ *(সুবহা-না রবিবয়াল 'আযীম)* 'মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান' এবং সিজদার জন্য سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى *( সুবহা-না রবিবয়াল আ'লা)* 'মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ'[80] সর্বাধিক প্রচলিত। এ দু'টি দো'আ তিনবার পড়বে। বেশির কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। [81] ঊর্ধ্বে দশবার পড়ার হাদীছ 'যঈফ'।[82] তবে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবনের শেষদিকে এসে রুকূ ও সিজদাতে এমনকি ছালাতের বাইরে অধিকাংশ সময় নিম্নোক্ত দো‘আটি পড়তেন।-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ- *(সুবহ-নাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহাম্দিকা, আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী)* ‘হে আল্লাহ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! [83]

এতদ্ব্যতীত নিম্নে রুকূর অন্যান্য দো‘আ সমূহ একত্রে একই সময়ে কিংবা পৃথকভাবে বিভিন্ন সময়ে পড়া যায়। যেমন-

1- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ- ثَلاَثًا- (أبو داؤد وغيره)-

2- سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ (مسلم وغيره)-

3- اَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ- (مسلم وغيره)-

4- اَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اَنْتَ رَبِّى خَشَعَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَدَمِىْ وَلَحْمِىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- (نسائى)-

5- سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ- وهذا قاله النبى r فى صلاة الليل- (أبو داؤد والنسائى)، صفة صلاة النبى r للألبانى صـ113-114-

**৮. ক্বওমা (القومة)**

রুকূ থেকে উঠে সুস্থির হয়ে দাঁড়ানোকে ‘ক্বওমা’ বলে। ‘ক্বওমা’র সময় দু’হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে ও ইমাম-মুক্তাদী সকলে বলবে, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ *(সামি‘আল্লা-হু লিমান হামিদাহ)* অর্থাৎ ‘আল্লাহ শোনেন তার কথা যে তাঁর প্রশংসা করে’। অতঃপর বলবে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *(রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ)* **অথবা** رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *(রব্বানা লাকাল হাম্দ)* **অথবা** (اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) *(আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ)* ‘হে আল্লাহ হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যার কথা ফেরেশতাদের কথার সঙ্গে মিলে যাবে তার বিগত দিনের সকল গোনাহ মাফ করা হবে।[84] **অথবা বলবে**, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ *(রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ হাম্দান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি)* ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়’। দো‘আটির ফযীলত বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘আমি ৩০-এর অধিক ফেরেশতাকে দেখলাম যে, তারা প্রতিযোগিতা করছে কে এই দো‘আ পাঠকারীর নেকী আগে লিখবে’।[85]

**ক্বওমার অন্যান্য দো‘আ সমূহ :**

1- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى- (مالك والبخاري وابوداؤد)-

2- اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ- (مسلم، صفة صلاة النبى r 117-119)-

উল্লেখ্য যে, *‘ইয়া রব্বী লাকাল হামদু কামা ইয়াম্বাগী লিজালা-লি ওয়াজহিকা ওয়া লি ‘আযীমি সুলত্বা-নিকা’* বলে এই সময়ে যে দো‘আ প্রচলিত আছে, তার সনদ যঈফ। [86]

ক্বওমাতে রুকূর ন্যায় দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দো‘আ পড়তে হয়। কেননা ‘ক্বওমার সময় সুস্থির হয়ে না দাঁড়ালে এবং সিজদা থেকে উঠে সুস্থির ভাবে না বসলে ছালাত সিদ্ধ হবে না।[87] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ-

‘ঐ ব্যক্তির ছালাত যথার্থ হবে না, যতক্ষণ না সে রুকূ ও সিজদাতে তার পিঠ সোজা রাখে’।[88]

**জ্ঞাতব্য :** ক্বওমার সময় অনেকে হাত কিছুক্ষণ খাড়াভাবে ধরে রাখেন। কেউ পুনরায় বুকে হাত বাঁধেন। যা ঠিক নয়। **এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ সমূহ নিম্নরূপ :**

**(১)** বিখ্যাত ছাহাবী আবু হুমায়েদ সা‘এদী (রাঃ) যিনি ১০ জন ছাহাবীর সম্মুখে রাসূলের (ছাঃ) ছালাতের নমুনা প্রদর্শন করে সত্যায়ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেখানে বলা হয়েছে–

-فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، رواه البخاريُّ

‘তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এমনভাবে যে, মেরুদন্ডের জোড় সমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে’। [89]

**(২)** ছালাতে ভুলকারী (مسيئ الصلاة) জনৈক ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক হাতে-কলমে ছালাত শিখানোর প্রসিদ্ধ হাদীছে এসেছে مَفَاصِلِهَا إِلَى حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ ‘যতক্ষণ না অস্থি সমূহ স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসে’।[90] ওয়ায়েল বিন হুজ্র ও সাহল বিন সা‘দ (রাঃ) বর্ণিত ‘ছালাতে বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখার ‘আম’ হাদীছের[91] উপরে ভিত্তি করে রুকূর আগে ও পরে ক্বওমা-র সময় বুকে হাত বাঁধার কথা বলা হয়।[92] কিন্তু উপরোক্ত হাদীছগুলি রুকূ পরবর্তী ‘ক্বওমা’র অবস্থা সম্পর্কে ‘খাছ’ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বুকে হাত বাঁধার বিষয়টি হাতের স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থী। এক্ষণে শিরদাঁড়া সহ দেহের অন্যান্য অস্থি সমূহকে স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসতে গেলে ক্বওমার সময় হাতকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াটাই ছহীহ হাদীছ সমূহের যথাযথ অনুসরণ বলে অনুমিত হয়। [93] আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

### ৯. রাফ‘উল ইয়াদায়েন (رفع اليدين)

এর অর্থ– দু’হাত উঁচু করা। এটি আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণের অন্যতম নিদর্শন।[94] রুকূ থেকে উঠে ক্বওমাতে দাঁড়িয়ে দু’হাত ক্বিবলামুখী স্বাভাবিকভাবে কাঁধ বা কান বরাবর উঁচু করে তিন বা চার রাক‘আত বিশিষ্ট ছালাতে মোট চারস্থানে ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ করতে হয়। (১) তাকবীরে তাহরীমার সময় (২) রুকূতে যাওয়ার সময় (৩) রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় এবং (৪) ৩য় রাক‘আতে দাঁড়িয়ে বুকে হাত বাঁধার সময়। এমনিভাবে প্রতি তাশাহহুদের বৈঠকের পর উঠে দাঁড়াবার সময় রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতে হয়।

রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হ’তে ওঠার সময় ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ করা সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। একটি হিসাব মতে ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’-এর হাদীছের রাবী সংখ্যা ‘আশারায়ে মুবাশশারাহ’[95] সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী[96] এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যূন চার শত। [97] ইমাম সুয়ূত্বী ও আলবানী প্রমুখ বিদ্বানগণ ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ -এর হাদীছকে ‘মুতাওয়াতির’ (যা ব্যাপকভাবে ও অবিরত ধারায় বর্ণিত) পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন।[98] ইমাম বুখারী বলেন,

لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ تَرْكُهُ. و قَالَ : لاَ أَسَانِيْدَ أَصَحُّ مِنْ أَسَانِيْدِ الرَّفْعِ-

অর্থাৎ কোন ছাহাবী রাফ‘উল ইয়াদায়েন তরক করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি। তিনি আরও বলেন ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’-এর হাদীছ সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই’। [99] রাফ‘উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে প্রসিদ্ধতম হাদীছ সমূহের কয়েকটি নিম্নরূপঃ

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي رِوَايَةٍ عنه: وَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.... رواه البخاريُّ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূতে যাওয়াকালীন ও রুকূ হ’তে ওঠাকালীন সময়ে..... এবং ২য় রাক‘আত থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ করতেন’। [100] হাদীছটি বায়হাক্বীতে বর্ধিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلاَتُهُ حَتَّي لَقِيَ اللهَ تَعَالَي- ‘এভাবেই তাঁর ছালাত জারি ছিল, যতদিন না তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হন’। অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি রাফ‘উল ইয়াদায়েন সহ ছালাত আদায় করেছেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, এই হাদীছ আমার নিকটে সমস্ত উম্মতের উপরে ‘হুজ্জাত’ বা দলীল স্বরূপ (حُجَّةٌ عَلَي الْخَلْقِ)। যে ব্যক্তি এটা শুনবে, তার উপরেই এটা আমল করা কর্তব্য হবে। হাসান বছরী ও হামীদ বিন হেলাল বলেন, সকল ছাহাবী উক্ত তিন স্থানে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন’। [101]

(২) মালিক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، رواه مسلمٌ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতের জন্য ‘তাকবীরে তাহরীমা’ দিতেন, তখন হাত দু’টি স্বীয় দুই কান পর্যন্ত উঠাতেন। অতঃপর রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ হ’তে উঠার সময় তিনি অনুরূপ করতেন এবং *‘সামি‘আল্লা-হু লিমান হামিদাহ’* বলতেন’।[102]

উল্লেখ্য যে, শত শত ছহীহ হাদীছের বিপরীতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী সময়ে ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ না করার পক্ষে প্রধানতঃ যে চারটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই ‘যঈফ’। তন্মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যেমন আলক্বামা বলেন যে, একদা ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) আমাদেরকে বলেন,

أَلاَ أُصَلِّيْ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ، رواه الترمذىُّ وابوداؤدَ-

‘আমি কি তোমাদের নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত আদায় করব না? এই বলে তিনি ছালাত আদায় করেন। কিন্তু তাকবীরে তাহরীমার সময় একবার ব্যতীত অন্য সময় আর রাফ‘উল ইয়াদায়েন করলেন না’।[103] উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইবনু হিববান বলেন,

هَذَا أَحْسَنُ خَبَرٍ رَوَى أَهْلُ الْكُوْفَةِ فِي نَفْيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الْحَقِيْقَةِ أَضْعَفُ شَيْءٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ لَهُ عِلَلاً تُبْطِلُهُ-

‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ না করার পক্ষে কূফাবাসীদের এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হ’লেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল, যার উপরে নির্ভর করা হয়েছে। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে, যা একে বাতিল গণ্য করে’।[104]

শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও তা 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' -এর পক্ষে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে পেশ করা যাবে না। কেননা مُثْبِتَةٌ ومن المقرَّر في علم الأصول أن المثبتَ مقدَّمٌ نافٍ وتلك لأنه على النافي- 'এটি না-বোধক এবং ঐগুলি হাঁ-বোধক। ইলমে হাদীছ-এর মূলনীতি অনুযায়ী হাঁ-বোধক হাদীছ না-বোধক হাদীছের উপর অগ্রাধিকার যোগ্য'।[105]

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন,وَالَّذِيْ يَرْفَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ لاَّ يَرْفَعُ ، فَإِنَّ أَحَادِيْثَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ- 'যে মুছল্লী রাফ'উল ইয়াদায়েন করে, ঐ মুছল্লী আমার নিকট অধিক প্রিয় ঐ মুছল্লীর চাইতে, যে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে না। কেননা রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ সংখ্যায় বেশী ও অধিকতর মযবুত'।[106]

**রাফ'উল ইয়াদায়নের ফযীলত (فضل رفع اليدين ) :**

রাফ'উল ইয়াদায়েন হ'ল আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের অন্যতম নিদর্শন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাফ'উল ইয়াদায়েন হ'ল ছালাতের সৌন্দর্য (زينة الصلاة رفع اليدين من)।' রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ হ'তে ওঠার সময় কেউ রাফ'উল ইয়াদায়েন না করলে তিনি তাকে ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতেন।[107] উক্ববাহ বিন 'আমের (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক রাফ'উল ইয়াদায়েন-এ ১০টি করে নেকী আছে। [108] যদি কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের মহববতে একটি নেকীর কাজ করেন, আল্লাহ বলেন, আমি তার নেকী ১০ থেকে ৭০০ গুণে বর্ধিত করি।[109] শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' হ'ল فعل تعظيمي বা সম্মান সূচক কম,র্ যা মুছল্লীকে আল্লাহর দিকে রুজূ হওয়ার ব্যাপারে ও ছালাতে তন্ময় হওয়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেয়'। [110]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদা থেকে উঠে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না'।[111] ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, ইমাম আহমাদ -এর অধিকাংশ বর্ণনাও একথা প্রমাণ করে যে, তিনি সিজদাকালে রাফ'উল ইয়াদায়েন -এর সমর্থক ছিলেন না'।[112] শায়খ আলবানী সিজদায় আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন বলে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন,[113] তার অর্থ রুকূর ন্যায় রাফ'উল ইয়াদায়েন নয়। বরং সাধারণভাবে সিজদা থেকে হাত উঠানো বুঝানো হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ইমাম আহমাদ বলেন, রাসূল (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না'।[114]

**রুকূ-সিজদার আদব (آداب الركوع والسجود) :** বারা' বিন আযেব (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রুকূ, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যকার বৈঠক এবং রুকূ পরবর্তী ক্বওমা-র স্থিতিকাল প্রায় সমান হ'ত। [115] আনাস (রাঃ) বলেন, এগুলি এত দীর্ঘ হ'ত যে, মুক্তাদীগণের কেউ কেউ ধারণা করত যে, রাসূল )ছাঃ) হয়তোবা ছালাতের কথা ভুলে গেছেন'।[116]

**১০. সিজদা (السجدة)**

'সিজদা' অর্থ চেহারা মাটিতে রাখা (وضع الجبهة على الأرض) পারিভাষিক অর্থ, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে বিনম্রচিত্তে চেহারা মাটিতে রাখা'। রুকূ হ'তে উঠে ক্বওমার দো'আ শেষে 'আল্লা-হু আকবর' বলে আল্লাহর নিকটে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে এবং সিজদার দো'আ সমূহ পাঠ করবে। নাক সহ কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পায়ের আংগুল সমূহের অগ্রভাগ সহ মোট ৭টি অঙ্গ মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করবে।[117] সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দু'হাত মাটিতে রাখবে। কেননা এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ হাদীছটি 'ছহীহ'।[118] কিন্তু ওয়ায়েল বিন হুজ্র (রাঃ) বর্ণিত আগে হাঁটু রাখার হাদীছটি 'যঈফ'।[119] সিজদার সময় হাত দু'খানা ক্বিবলামুখী করে [120] মাথার দু'পাশে কাঁধ বা কান বরাবর[121] মাটিতে স্বাভাবিকভাবে রাখবে[122] এবং কনুই ও বগল ফাঁকা রাখবে। [123] হাঁটু বা

মাটিতে ঠেস দিবে না।[124] সিজদায় দুই কনুই উঁচু রাখবে এবং কোনভাবেই দু'হাত কুকুরের মত মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া যাবে না।[125]

সিজদা এমন (লম্বা) হবে, যাতে বুকের নীচ দিয়ে একটা বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে।[126] সহজ হিসাবে প্রত্যেক মুছল্লী নিজ হাঁটু হ'তে নিজ হাতের দেড় হাত দূরে সিজদা দিলে ঠিক হ'তে পারে। সিজদা হ'তে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে ও আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী রাখবে।[127]

অতঃপর বৈঠকের দো'আ পাঠ শেষে তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে। অনেক মহিলা সিজদায় গিয়ে মাটিতে নিতম্ব রাখেন। এই মর্মে 'মারাসীলে আবুদাঊদে' বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই 'যঈফ'।[128] এর ফলে সিজদার সুন্নাতী তরীকা বিনষ্ট হয়। সিজদা হ'ল ছালাতের অন্যতম প্রধান 'রুকন'। সিজদা নষ্ট হ'লে ছালাত বিনষ্ট হবে। অতএব এই বদভ্যাস এখনই পরিত্যাজ্য।

সিজদা হ'ল দো'আ কবুলের সর্ব্বোত্তম সময়। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ رواه مسلم وفي رواية له عن ابن عباس قال : فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ-

'বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্ব্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সিজদায় রত হয়। অতএব তোমরা ঐ সময় বেশী বেশী প্রার্থনা কর'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা প্রার্থনায় সাধ্যমত চেষ্টা কর। আশা করা যায়, তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে'।[129] রুকূ ও সিজদাতে কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ পাঠ করবে।[130] দশবার দো'আ পাঠের যে হাদীছ এসেছে, তা যঈফ। [131]

দুই সিজদার মধ্যেকার সংক্ষিপ্ত বৈঠকে হাতের আঙ্গুলগুলি দুই হাঁটুর মাথার দিকে স্বাভাবিকভাবে ক্বিবলামুখী ছড়ানো থাকবে। [132] এই সময়ে নিম্নোক্ত দো'আ পড়বে-

**দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ (الدعاء بين السجدتين) :**

(পৃষ্ঠা ১৬ দ্রষ্টব্য) অথবা কমপক্ষে ২ বার বলবে *'রবিবগ্ফিরলী'* (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর)। [133] অতঃপর ২য় সিজদা করবে ও দো'আ পড়বে।

**জালসায়ে ইস্তেরা-হাত (جلسة الإستراحة) :**

২য় ও ৪র্থ রাক'আতে দাঁড়াবার প্রাক্কালে সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসা সুন্নাত। একে 'জালসায়ে ইস্তেরা-হাত' বা স্বস্তির বৈঠক বলে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِّنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا رواه البخارىُّ-

অর্থাৎ 'ছালাতের মধ্যে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেজোড় রাক'আতে পৌঁছতেন, তখন দাঁড়াতেন না যতক্ষণ না সুস্থির হয়ে বসতেন'। [134] একই রাবীর অন্য বর্ণনায় এসেছে,

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বিতীয় সিজদা হ'তে মাথা উঠাতেন তখন বসতেন এবং মাটির উপরে (দু'হাতে) ভর দিতেন। অতঃপর দাঁড়াতেন'। [135]

'হাতের উপরে ভর না দিয়ে তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন' বলে 'ত্বাবারাণী কাবীরে' বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল এবং উক্ত মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছই 'যঈফ'। [136]

ইসহাক্ব বিন রাহ্ওয়াইহ বলেন, যুবক হৌক বা বৃদ্ধ হৌক রাসূল (ছাঃ) থেকে এ সুন্নাত জারি আছে যে, তিনি প্রথমে মাটিতে দু'হাতে ভর দিতেন। অতঃপর দাঁড়াতেন। দশজন ছাহাবী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে সত্যায়ন প্রাপ্ত আবু হুমায়েদ সা'এদী (রাঃ) প্রদর্শিত ছালাতের প্রসিদ্ধ হাদীছেও এর স্পষ্ট দলীল রয়েছে। [137]

**সিজদার ফযীলত (فضل السجدة) :**

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فَاسْتَكْثِرُوْا مِنَ السُّجُوْدِ، رواه ابنُ ماجه-

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করে, আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লেখেন ও তার একটি পাপ দূর করে দেন এবং তার মর্যাদার স্তর একটি বৃদ্ধি করে দেন। অতএব তোমরা বেশী বেশী সিজদা কর'।[138]

(২) ক্বিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈমানদারগণকে চিনবেন তাদের সিজদার স্থান ও ওযূর অঙ্গ সমূহের ঔজ্জ্বল্য দেখে'। [139]

(৩) আল্লাহ জাহান্নামবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোকের উপরে অনুগ্রহ করবেন এবং ফেরেশতাদের বলবেন, যাও ঐসব লোকদের বের করে নিয়ে এসো, যারা আল্লাহর ইবাদত করেছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাদের সিজদার চিহ্ন দেখে চিনে নিবেন ও বের করে আনবেন। বনু আদমের সর্বাঙ্গ আগুনে খেয়ে নিবে, সিজদার চিহ্ন ব্যতীত। কেননা আল্লাহ পাক জাহান্নামের উপরে হারাম করেছেন সিজদার চিহ্ন খেয়ে ফেলতে'।[140]

**সিজদার অন্যান্য দো'আ সমূহের কয়েকটি :**

1- اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ (مسلم)-

2- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ (مسلم)-

3- اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ (النسائي والحاكم)-

4- اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (مسلم)-

5- اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَ أَنْتَ رَبِّيْ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (مسلم)- (صفة صلاة النبي 127-129 r)-

**১১. শেষ বৈঠক (القعدة الأخيرة)**

যে বৈঠকের শেষে সালাম ফিরাতে হয়, তাকে শেষ বৈঠক বলে। এটি ফরয, যা না করলে ছালাত বাতিল হয়। তবে ১ম বৈঠকটি ওয়াজিব, যা ভুলক্রমে না করলে সিজদায়ে সহো ওয়াজিব হয়। ২য় রাক'আত শেষে বৈঠকে বসবে। যদি ১ম বৈঠক হয়, তবে কেবল *'আত্তাহিইয়া-তু'* পড়ে ৩য় রাক'আতের জন্য উঠে যাবে।[141] আর যদি শেষ বৈঠক হয়, তবে *'আত্তাহিইয়া-তু'* পড়ার পরে দরূদ, দো'আয়ে মাছূরাহ এবং সম্ভব হ'লে অন্য দো'আ পড়বে।[142] ১ম বৈঠকে বাম পা পেতে তার উপরে বসবে ও শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিয়ে বাম নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। এই সময় ডান পায়ের আঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ ক্বিবলামুখী থাকবে।[143] জোড়-বেজোড় যেকোন ছালাতের সালামের বৈঠকে নারী-পুরুষ সকলকে এভাবেই বাম নিতম্বের উপর বসতে হয়। একে *'তাওয়ার্রুক'* (التورك) বলা হয়।[144]

বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলো বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর ক্বিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে[145] এবং ডান হাত ৫৩ -এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ থাকবে ও শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করবে।[146] বৈঠকের শুরু থেকে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ইশারা করতে থাকবে।[147] ছাহেবে মির'আত ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৯০৪-৯৪ খৃ:) বলেন, আঙ্গুল ইশারার মাধ্যমে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেওয়া হয়।[148] দো'আ পাঠের সময় আকাশের দিকে তাকানো নিষেধ।[149] ইশারার সময় আঙ্গুল দ্রুত নাড়ানো যাবে না, যা পাশের মুছল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নেয়'। [150] 'আশহাদু' বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে ও ইল্লাল্লা-হ' বলার পর আঙ্গুল নামাবে' বলে যে কথা চালু আছে তার কোন ভিত্তি নেই।[151] মুছল্লীর নযর ইশারার বাইরে যাবে না। [152] এই সময় নিম্নোক্ত দো'আসমূহ পড়বে-

**(ক) তাশাহহুদ* (আত্তাহিইয়া-তু) : (** পৃষ্ঠা ১৬ দ্রষ্টব্য)

**নবীকে সম্বোধন :**

তাশাহহুদ সম্পর্কিত সকল ছহীহ মরফূ হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোধন সূচক 'আইয়ুহান্নাবী' শব্দ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ কতিপয় ছাহাবী 'আইয়ুহান্নাবী'-এর পরিবর্তে 'আলান্নাবী' বলতে থাকেন। যেমন বুখারী 'ইস্তীযা-ন' অধ্যায়ে এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অথচ সকল ছাহাবী, তাবেঈন, মুহাদ্দেছীন, ফুক্বাহা পূর্বের ন্যায় 'আইয়ুহান্নাবী' পড়েছেন। এই মতভেদের কারণ হ'ল এই যে, রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁকে সম্বোধন করে 'আইয়ুহান্নাবী' বলা গেলেও তাঁর মৃত্যুর পরে তো আর তাঁকে ঐভাবে সম্বোধন করা যায় না। কেননা সরাসরি এরূপ গায়েবী সম্বোধন কেবল আল্লাহকেই করা যায়। মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে সম্বোধন করলে তাঁকে আল্লাহ সাব্যস্ত করা হয়ে যায়। সেকারণ কিছু সংখ্যক ছাহাবী 'আলান্নাবী' অর্থাৎ 'নবীর উপরে' বলতে থাকেন।

পক্ষান্তরে অন্য সকল ছাহাবী পূর্বের ন্যায় 'আইয়ুহান্নাবী' বলতে থাকেন। ত্বীবী (মৃ: ৭৪৩ হিঃ) বলেন, এটা এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদেরকে উক্ত শব্দেই 'তাশাহহুদ' শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার কোন অংশ তাঁর মৃত্যুর পরে পরিবর্তন করতে বলে যাননি। অতএব ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত শব্দ পরিবর্তনে রাযী হননি। ছাহেবে মির'আত বলেন, জীবিত-মৃত কিংবা উপস্থিতি-অনুপস্থিতির বিষয়টি ধর্তব্য নয়। কেননা স্বীয় জীবদ্দশায়ও তিনি বহু সময় ছাহাবীদের থেকে দূরে সফরে বা জিহাদের ময়দানে থাকতেন। তবুও তারা তাশাহহুদে নবীকে উক্ত সম্বোধন করে 'আইয়ুহান্নাবী' বলতেন। তারা তাঁর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে উক্ত সম্বোধনে কোন হেরফের করতেন না। তাছাড়া বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য 'খাছ' বিষয়াবলীর (من خصائصه) অন্তর্ভুক্ত। এটা স্রেফ তাশাহহুদের মধ্যেই পড়া যাবে, অন্য সময় নয়।

উল্লেখ্য যে, এই সম্বোধনের মধ্যে কবর পূজারীদের জন্য কোন সুযোগ নেই। তারা এই হাদীছের দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বত্র হাযির-নাযির প্রমাণ করতে চায় [153] ও মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তাঁকে 'অসীলা' হিসাবে গ্রহণ করতে চায়। এটা পরিষ্কারভাবে 'শিরকে আকবর' বা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর দরূদ পাঠ করবে।-

**(খ) দরূদ :** (পৃষ্ঠা ১৭ দ্রষ্টব্য)

**জ্ঞাতব্য :** দরূদে মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারকে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর ফলে মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে বলে মনে হ'লেও প্রকৃত অর্থে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেননা মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বয়ং ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর এবং মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ও সর্বশেষ রাসূল। পিতা ইবরাহীমের সাথে সন্তান হিসাবে তাঁর তুলনা মোটেই অমর্যাদাকর নয়। **দ্বিতীয়তঃ** ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে হাযার হাযার নবী ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গের মধ্যে কোন নবী না থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে অগণিত নবী-রাসূল সমৃদ্ধ মহা সম্মানিত ইবরাহীমী বংশের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারের মর্যাদা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করা হয়েছে।[154]

**দরূদ -এর ফযীলত :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَ رُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، رواه النسائيُّ-

'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপরে দশটি রহমত নাযিল করেন। তার আমলনামা হ'তে দশটি গুনাহ ঝরে পড়ে ও তার সম্মানের স্তর আল্লাহর নিকটে দশগুণ বৃদ্ধি পায়'।[155]

অতঃপর নিম্নের দো'আ পাঠ করবে, যা 'দো'আয়ে মাছূরাহ' নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত জানা মত অন্যান্য দো'আ পড়বে। এই সময় কুরআনী দো'আও পড়া যাবে।

**(গ) দো'আয়ে মাছূরাহ (الأدعية المأثورة) :** [156] **(** পৃষ্ঠা ১৮ দ্রষ্টব্য)

তাশাহহুদের শেষে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করার জন্য বিশেষভাবে তাকীদ এসেছে -

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন্ 'আযা-বি জাহান্নামা ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ 'আযা-বিল ক্বাব্রে, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-লি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিৎনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামা-তি।*

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি জাহান্নামের আযাব হ'তে, কবরের আযাব হ'তে, দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে এবং জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হ'তে'। [157]

**তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যেকার দো'আ সমূহের শেষে আললাহর রাসূল (ছাঃ) নিম্নের দো'আ পড়তেন** :

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ-

**(১) উচ্চারণ:** *আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখখারতু, অমা আসরারতু অমা আ'লানতু, অমা আসরাফতু, অমা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী; আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা'* ।

**অনুবাদ:** 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পূর্বাপর গোপন ও প্রকাশ্য সকল গোনাহ মাফ কর (এবং মাফ কর ঐসব গোনাহ) যাতে আমি বাড়াবাড়ি করেছি এবং ঐসব গোনাহ যে বিষয়ে তুমি আমার চাইতে বেশী জানো। তুমি অগ্র-পশ্চাতের মালিক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'।[158]

**(২)** اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'ঊযু বিকা মিনান্না-র'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি)।[159]

**তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে দো'আ বিষয়ে জ্ঞাতব্য:**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন দো'আ পড়তেন।[160] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত তাশাহহুদে (অর্থাৎ আত্তাহিইয়াতু)-এর শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوْهُ- 'অতঃপর দো'আ সমূহের মধ্যে যে দো'আ সে পসন্দ করে, তা করবে'।[161] এ কথার ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণের মধ্যে একদল বলেছেন, এ সময় গোনাহ নেই এবং আদবের খেলাফ নয়, দুনিয়া ও আখেরাতের এমন সকল প্রকার দো'আ করা যাবে। পক্ষান্তরে অন্যদল বলেছেন, কুরআন-হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহের মাধ্যমেই কেবল প্রার্থনা করতে হবে। কেননা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের এই ছালাতে মানুষের সাধারণ কথা-বার্তা বলা চলে না। এটি কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ মাত্র'।[162]

বর্ণিত উভয় হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য এটাই হ'তে পারে যে, অন্যের উদ্দেশ্যে নয় এবং আদবের খেলাফ নয়, আল্লাহর নিকট এমন সকল দো'আ করা যাবে। তবে ছালাতের পুরা অনুষ্ঠানটিই যেহেতু আরবী ভাষায়, সেহেতু অনারবদের জন্য নিজেদের তৈরী করা আরবীতে প্রার্থনা করা নিরাপদ নয়। দ্বিতীয়তঃ সর্বাবস্থায় সকলের জন্য হাদীছের দো'আ পাঠ করাই উত্তম। কিন্তু যখন দো'আ জানা থাকে না, তখন তার জন্য সবচেয়ে উত্তম হবে প্রচলিত দো'আয়ে মাছূরাহ (*আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু...*) শেষে নিম্নের দো'আটির ন্যায় যে কোন একটি সারগর্ভ দো'আ পাঠ করা, যা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রয়োজনকে শামিল করে। আনাস (রাঃ) বলেন, এ দো'আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় পড়তেন।-

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أو اَللَّهُمَّ آتِنَا فِى الدُّنْيَا...

*আল্লা-হুম্মা রববানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র'* । **অথবা** *আল্লা-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া* ..।

'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'। [163] এ সময় দুনিয়াবী চাহিদার বিষয়গুলি নিয়তের মধ্যে শামিল করবে। কেননা আল্লাহ বান্দার অন্তরের খবর রাখেন ও তার হৃদয়ের কান্না শোনেন'।[164] দো'আর সময় নির্দিষ্টভাবে কোন বিষয়ে নাম না করাই ভাল। কেননা ভবিষ্যতে বান্দার কিসে মঙ্গল আছে, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন।[165]

**(ঘ) সালাম :** দো'আয়ে মাছূরাহ ও অন্যান্য দো'আ শেষে ডাইনে ও বামে *'আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ'* বলবে।[166] কেবল ডাইনে সালামের শেষদিকে *'ওয়া বারাকা-তুহূ'* বৃদ্ধি করা যাবে। [167]

দু'দিকে নয়।[168] অতঃপর একবার সরবে 'আল্লা-হু আকবার'[169] এবং তিনবার *'আসতাগ্ফিরুল্লা-হ'* ও একবার *'আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রক্তা ইয়া যাল জালা-লে ওয়াল ইকরা-ম'* বলবে। এটুকু পড়েই উঠে যেতে পারে।[170] অতঃপর ডাইনে অথবা বামে ঘুরে সরাসরি মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবে। [171] ডান দিক দিয়ে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো পড়েছেন, رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ *'রবেব ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আছু ইবা-দাকা'* (হে আমার প্রতিপালক! তোমার আযাব হ'তে আমাকে বাঁচাও! যেদিন তোমার বান্দাদের তুমি পুনরুত্থান ঘটাবে)।[172]

### ছালাত পরবর্তী যিকর সমূহ (الذكر بعد الصلاة)

(1) اَللهُ أَكْبَرُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ-

**উচ্চারণ :** ১. *আল্লা-হু আকবার (একবার সরবে)। আস্তাগফিরুল্লা-হ, আসতাগ্ফিরুল্লা-হ, আস্তাগ্ফিরুল্লা-হ (তিনবার)।*

**অর্থ :** আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[173]

(2) اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ.

২. *আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ সালা-মু ওয়া মিন্কাস্ সালা-মু, তাবা-রক্তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্রা-ম।*

**অর্থ :** 'হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'। 'এটুকু পড়েই ইমাম উঠে যেতে পারেন'। [174]

এই সময় তিনি তাঁর স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে সুন্নাত পড়বেন, যাতে দুই স্থানের মাটি ক্বিয়ামতের দিন তার ইবাদতের সাক্ষ্য দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا 'ক্বিয়ামতের দিন মাটি তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে'।[175]

(3) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ- اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ-

৩. *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ* (উঁচুস্বরে)।[176] *আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুক্রিকা ওয়া হুসনে 'ইবা-দাতিকা। আল্লা-হুম্মা লা মা-নে'আ লেমা আ'ত্বায়তা অলা মু'ত্বিয়া লেমা মানা'তা অলা ইয়ান্ফা'উ যাল জাদ্দে মিন্কাল জাদ্দু।*

**অর্থ :** নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত'।[177] 'হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন'।[178] 'হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না আপনার রহমত ব্যতীত'। [179]

(4) رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا-

**৪.** *রাযীতু বিল্লা-হে রববাঁও ওয়া বিল ইসলা-মে দীনাঁও ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ নাবিইয়া।*

**অর্থ:** আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম আল্লাহর উপরে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপরে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপরে নবী হিসাবে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এই দো'আ পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে'।[180]

(5) اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ-

**৫.** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল জুব্নে ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখ্লে ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আরযালিল 'উমুরে; ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিদ দুন্‌ইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবরে।*

**অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! (১) আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভীরুতা হ'তে (২) আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা হ'তে (৩) আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিকৃষ্টতম বয়স হ'তে এবং (৪) আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ'তে ও (৫) কবরের আযাব হ'তে'।[181]

(6) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

**৬.** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হাযানে ওয়াল 'আজঝে ওয়াল কাসালে ওয়াল জুবনে ওয়াল বুখলে ওয়া যালা'ইদ দায়নে ওয়া গালাবাতির রিজা-লে।*

**অর্থ** : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হ'তে, অক্ষমতা ও অলসতা হ'তে, ভীরুতা ও কৃপণতা হ'তে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের যবরদস্তি হ'তে'।[182]

(7) سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضَا نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ-

**৭.** *সুবহা-নাল্লা-হে ওয়া বেহাম্দিহী 'আদাদা খাল্কিহী ওয়া রিযা নাফ্সিহী ওয়া ঝিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালেমা-তিহ* (৩ বার)।

**অর্থ :** মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁর আরশের ওযন ও মহিমাময় বাক্য সমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ।[183]

(8) يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ، اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ-

**৮.** *ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবে ছাব্বিত ক্বালবী 'আলা দ্বীনিকা, আল্লা-হুম্মা মুছার্রিফাল কুলূবে ছাররিফ ক্বুলূবানা 'আলা ত্বোয়া-'আতিকা।*

**অর্থ :** হে হৃদয় সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো'। 'হে অন্তর সমূহের রূপান্তরকারী! আমাদের অন্তর সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও'।[184]

(9) اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِىْ الْجَنَّةَ وَ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ-

**৯.** *আল্লা-হুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা ওয়া আজিরনী মিনান্ না-র* (৩ বার)।

**অর্থ :** হে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও! [185]

(10) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى-

১০. *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুক্বা ওয়াল 'আফা-ফা ওয়াল গিণা।*

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সুপথের নির্দেশনা, পরহেযগারিতা, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।[186]

(11) سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ-

১১. *সুবহা-নাল্লা-হ* (৩৩ বার) / *আলহাম্দুলিল্লা-হ* (৩৩ বার) / *আল্লাহু-আকবার* (৩৩ বার) / *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর* (১ বার) / **অথবা** *আল্লা-হু আকবার* (৩৪ বার) /

**অর্থ :** পবিত্রতাময় আল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন উপাস্য একক আল্লাহ ব্যতীত; তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী।[187]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর উক্ত দো'আ পাঠ করবে, তার সকল গোনাহ মাফ করা হবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়'। [188] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি আয়েশা ও ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেন, তোমরা এ দো'আটি প্রত্যেক ছালাতের শেষে এবং শয়নকালে পড়বে। এটাই তোমাদের জন্য একজন খাদেমের চাইতে উত্তম হবে'।[189]

(12) سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ-

১২. *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্দিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম।* **অথবা** সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে *'সুবহা-নাল্লা-হে ওয়া বেহামদিহী'* পড়বে।

**অর্থ :** 'মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। মহাপবিত্র আল্লাহ, যিনি মহান'। এই দো'আ পাঠের ফলে তার সকল গোনাহ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই দো'আ সম্পর্কে বলেন যে, দু'টি কালেমা রয়েছে, যা রহমানের নিকটে খুবই প্রিয়, যবানে বলতে খুবই হালকা এবং মীযানের পাল্লায় খুবই ভারী। তা হ'ল *সুবহা-নাল্লা-হি*....।[190] ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত কিতাব ছহীহুল বুখারী উপরোক্ত হাদীছ ও দো'আর মাধ্যমে শেষ করেছেন।

(13) اَللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ-

**১৩. আয়াতুল কুরসী :** *আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা তা'খুযুহু সেনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতে ওয়ামা ফিল আরয। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহূ ইল্লা বিইযনিহি। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইল্মিহী ইল্লা বিমা শা-আ; ওয়াসে'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তে ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম (বাক্বারাহ ২/২৫৫)।*

**অর্থ :** আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে পাকড়াও করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতুটুকু তিনি দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী[191] সমগ্র আসমান ও যমীন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলির তত্বাবধান তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত' *(নাসাঈ)* / শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে' *(বুখারী)*। [192]

(14) اَللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ أَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

**১৪.** *আল্লা-হুম্মাক্ফিনী বেহালা-লেকা 'আন হারা-মেকা ওয়া আগ্নিনী বেফাযেলকা 'আম্মান সেওয়া-কা।*

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করুন! রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন'।[193]

(15) أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ-

**১৫.** *আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে'।*

**অর্থ :** আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। এই দো'আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়'।[194] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক ১০০ করে বার তওবা করতেন'।[195]

**১৬.** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের শেষে সূরা 'ফালাক্ব' ও 'নাস' পড়ার নির্দেশ দিতেন।[196] তিনি প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার সময় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে মাথা ও চেহারাসহ সাধ্যপক্ষে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। তিনি এটি তিনবার করতেন। [197]

**মুনাজাত (المناجاة) :**

'মুনাজাত' অর্থ 'পরস্পরে গোপনে কথা বলা' *(আল-মুনজিদ প্রভৃতি)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِىْ رَبَّهُ 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে রত থাকে, তখন সে তার প্রভুর সাথে 'মুনাজাত' করে অর্থাৎ গোপনে কথা বলে'।[198] তাই ছালাত কোন ধ্যান (Meditation) নয়, বরং আল্লাহর কাছে বান্দার সরাসরি ক্ষমা চাওয়া ও প্রার্থনা নিবেদনের নাম। দুনিয়ার কাউকে যা বলা যায় না, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে বান্দা তাই-ই বলে। আল্লাহ স্বীয় বান্দার চোখের ভাষা বুঝেন ও হৃদয়ের কান্না শোনেন।

আল্লাহ বলেন, أُدْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 'তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(মুমিন/গাফির ৪০/৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আ হ'ল ইবাদত'।[199] অতএব দো'আর পদ্ধতি

সুন্নাত মোতাবেক হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন পদ্ধতিতে দো'আ করেছেন, আমাদেরকে সেটা দেখতে হবে। তিনি যেভাবে প্রার্থনা করেছেন, আমাদেরকে সেভাবেই প্রার্থনা করতে হবে। তাঁর রেখে যাওয়া পদ্ধতি ছেড়ে অন্য পদ্ধতিতে দো'আ করলে তা কবুল হওয়ার বদলে গোনাহ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যেই দো'আ করেছেন। তাকবীরে তাহরীমার পর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়কাল হ'ল ছালাতের সময়কাল। [200] ছালাতের এই নিরিবিলি সময়ে বান্দা স্বীয় প্রভুর সাথে 'মুনাজাত' করে। 'ছালাত' অর্থ দো'আ, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। 'ছানা' হ'তে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ছালাতের সর্বত্র কেবল দো'আ আর দো'আ। অর্থ বুঝে পড়লে উক্ত দো'আগুলির বাইরে বান্দার আর তেমন কিছুই চাওয়ার থাকে না। তবুও সালাম ফিরানোর পরে একাকী দো'আ করার প্রশস্ত সুযোগ রয়েছে। তখন ইচ্ছামত যেকোন ভাষায় যেকোন বৈধ দো'আ করা যায়। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, এই দো'আ دبر الصلاة বা ছালাত শেষের দো'আ নয়, বরং তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে عبادة ثانية বা দ্বিতীয় ইবাদত শেষের দো'আ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা মুছল্লী যতক্ষণ ছালাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ সে তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে বা মুনাজাত করে। কিন্তু যখনই সালাম ফিরায়, তখনই সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। [201]

**ছালাতে দো'আর স্থান সমূহ :** (১) ছানা বা দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ, যা *'আল্লা-হুম্মা বা-'এদ বায়নী'* দিয়ে শুরু হয় (২) শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল সূরায়ে ফাতিহার মধ্যে *'আলহামদুলিল্লাহ'* ও *'ইহ্দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম'* (৩) রুকূতে *'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা...'*। (৪) রুকূ হ'তে উঠার পর ক্বওমার দো'আ *'রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ হাম্দান কাছীরান'...* বা অন্য দো'আ সমূহ। (৫) সিজদাতেও *'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা'...* বা অন্য দো'আ সমূহ। (৬) দুই সিজদার মাঝে বসে *'আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী...'* বলে ৬টি বিষয়ের প্রার্থনা। (৭) শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে ও সালাম ফিরানোর পূর্বে দো'আয়ে মাছূরাহ সহ বিভিন্ন দো'আ পড়া। এ ছাড়াও রয়েছে (৮) ক্বওমাতে দাঁড়িয়ে দো'আয়ে কুনূতের মাধ্যমে দীর্ঘ দো'আ করার সুযোগ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সিজদার সময় বান্দা তার প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়। অতএব ঐ সময় তোমরা সাধ্যমত বেশী বেশী দো'আ কর।[202] অন্য হাদীছে এসেছে যে, তিনি শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী দো'আ করতেন। [203] সালাম ফিরানোর পরে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার 'মুনাজাত' বা গোপন আলাপের সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব সালাম ফিরানোর আগেই যাবতীয় দো'আ শেষ করা উচিত, সালাম ফিরানোর পরে নয়। এক্ষণে যদি কেউ মুছল্লীদের নিকটে কোন ব্যাপারে বিশেষভাবে দো'আ চান, তবে তিনি আগেই সেটা নিজে অথবা ইমামের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করবেন। যাতে মুছল্লীগণ স্ব স্ব দো'আর নিয়তের মধ্যে তাকেও শামিল করতে পারেন।

**ফরয ছালাত বাদে সম্মিলিত দো'আ (الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة) :**

ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই। বলা আবশ্যক যে, আজও মক্কা-মদীনার দুই হারাম-এর মসজিদে উক্ত প্রথার কোন অস্তিত্ব নেই।

**প্রচলিত সম্মিলিত দো'আর ক্ষতিকর দিক সমূহ :** (১) এটি সুন্নাত বিরোধী আমল। অতএব তা যত মিষ্ট ও সুন্দর মনে হৌক না কেন সূরায়ে কাহফ-এর ১০৩-৪ নং আয়াতের মর্ম অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। (২) এর ফলে মুছল্লী স্বীয় ছালাতের চাইতে ছালাতের বাইরের বিষয় অর্থাৎ প্রচলিত 'মুনাজাত'কেই বেশী গুরুত্ব দেয়। আর এজন্যেই বর্তমানে মানুষ ফরয ছালাতের চাইতে মুনাজাতকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে এবং 'আখেরী মুনাজাত' নামক বিদ'আতী অনুষ্ঠানে যোগ

দিতে বেশী আগ্রহ বোধ করছে ও দলে দলে সেখানে ভিড় জমাচ্ছে। (৩) এর মন্দ পরিণতিতে একজন মুছল্লী সারা জীবন ছালাত আদায় করেও কোন কিছুর অর্থ শিখে না। বরং ছালাত শেষে ইমামের মুনাজাতের মুখাপেক্ষী থাকে। (৪) ইমাম আরবী মুনাজাতে কী বললেন সে কিছুই বুঝতে পারে না। ওদিকে নিজেও কিছু বলতে পারে না। এর পূর্বে ছালাতের মধ্যে সে যে দো'আগুলো পড়েছে, অর্থ না জানার কারণে সেখানেও সে অন্তর ঢেলে দিতে পারেনি। ফলে জীবনভর ঐ মুছল্লীর অবস্থা থাকে 'না ঘরকা না ঘাটকা'। (৫) মুছল্লীর মনের কথা ইমাম ছাহেবের অজানা থাকার ফলে মুছল্লীর কেবল 'আমীন' বলাই সার হয়। (৬) ইমাম ছাহেবের দীর্ঘক্ষণ ধরে আরবী-উর্দূ-বাংলায় বা অন্য ভাষায় করুণ সুরের মুনাজাতের মাধ্যমে শ্রোতা ও মুছল্লীদের মন জয় করা অন্যতম উদ্দেশ্য থাকতে পারে। ফলে 'রিয়া' ও 'শ্রুতি'-র কবীরা গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 'রিয়া'-কে হাদীছে الشرك الأصغر বা 'ছোট শিরক' বলা হয়েছে। [204] যার ফলে ইমাম ছাহেবের সমস্ত নেকী বরবাদ হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হ'তে পারে।

**ছালাতে হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ :**

(১) 'ইস্তিসক্বা' অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে দো'আ করবে। এতদ্ব্যতীত (২) 'কুনূতে নাযেলাহ' ও 'কুনূতে বিতরে'ও করবে।

**একাকী দু'হাত তুলে দো'আ :**

ছালাতের বাইরে যে কোন সময়ে বান্দা তার প্রভুর নিকটে যে কোন ভাষায় দো'আ করবে। তবে হাদীছের দো'আই উত্তম। বান্দা হাত তুলে একাকী নিরিবিলি কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তার হাত খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন।[205] খোলা দু'হস্ততালু একত্রিত করে চেহারা বরাবর সামনে রেখে দো'আ করবে।[206] দো'আ শেষে মুখ মাসাহ করার হাদীছ যঈফ। [207] বরং উঠানো অবস্থায় দো'আ শেষে হাত ছেড়ে দিবে।

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য আল্লাহর নিকট হাত উঠিয়ে একাকী কেঁদে কেঁদে দো'আ করেছেন।[208] (২) বদরের যুদ্ধের দিন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকটে একাকী হাত তুলে কাতর কণ্ঠে দো'আ করেছিলেন। [209] (৩) বনু জাযীমা গোত্রের কিছু লোক ভুলক্রমে নিহত হওয়ায় মর্মাহত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাকী দু'বার হাত উঠিয়ে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চেয়েছিলেন।[210] (৪) আওত্বাস যুদ্ধে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর নিহত ভাতিজা দলনেতা আবু 'আমের আশ'আরী (রাঃ)-এর জন্য ওযূ করে দু'হাত তুলে একাকী দো'আ করেছিলেন।[211] (৫) তিনি দাওস কওমের হেদায়াতের জন্য ক্বিবলামুখী হয়ে একাকী দু'হাত তুলে দো'আ করেছেন।[212]

এতদ্ব্যতীত (৬) হজ্জ ও ওমরাহ কালে সাঈ করার সময় 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'হাত তুলে দো'আ করা।[213] (৭) আরাফার ময়দানে একাকী দু'হাত তুলে দো'আ করা।[214] (৮) ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর একটু দূরে সরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ করা। [215] (৯) মুসাফির অবস্থায় হাত তুলে দো'আ করা।[216]

তাছাড়া জুম'আ ও ঈদায়েনের খুৎবায় বা অন্যান্য সভা ও সম্মেলনে একজন দো'আ করলে অন্যেরা (দু'হাত তোলা ছাড়াই) কেবল 'আমীন' বলবেন। [217] এমনকি একজন দো'আ করলে অন্যজন সেই সাথে 'আমীন' বলতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, দো'আর জন্য সর্বদা ওযূ করা, ক্বিবলামুখী হওয়া এবং দু'হাত তোলা শর্ত নয়। বরং বান্দা যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করবে। যেমন খানাপিনা, পেশাব-পায়খানা, বাড়ীতে ও সফরে সর্বদা বিভিন্ন দো'আ করা হয়ে থাকে। আর আল্লাহ যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় তাঁকে আহবান করার জন্য বান্দার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।[218]

**কুরআনী দো'আ :**

রুকূ ও সিজদাতে কুরআনী দো'আ পড়া নিষেধ আছে।[219] তবে মর্ম ঠিক রেখে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনে পড়া যাবে। যেমন *রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া ... (বাক্বারাহ ২/২০১)*-এর স্থলে *আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা* অথবা *আল্লা-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া* ...বলা।[220] অবশ্য শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে সালাম ফিরানোর পূর্বে কুরআনী দো'আ সহ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকারের দো'আ পাঠ করা যাবে।

**সুন্নাত-নফলের বিবরণ (السنن والنوافل) :**

(ক) ফরয ব্যতীত সকল ছালাতই নফল বা অতিরিক্ত। তবে যেসব নফল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত পড়তেন বা পড়তে তাকীদ করতেন, সেগুলিকে ফিক্বহী পরিভাষায় 'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ' বা 'সুন্নাতে রাতেবাহ' বলা হয়। যেমন ফরয ছালাত সমূহের আগে-পিছের সুন্নাত সমূহ। এই সুন্নাতগুলি কবাযা হ'লে তা আদায় করতে হয়। যেমন যোহরের প্রথম দু'রাক'আত বা চার রাক'আত সুন্নাত ক্বাযা হ'লে তা যোহর ছালাত আদায়ের পরে পড়তে হয় এবং ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ক্বাযা হ'লে তা ফজরের ছালাতের পরেই পড়তে হয়। [221] এজন্য তাকে বেলা ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়না।

২য় প্রকার সুন্নাত হ'ল 'গায়ের মুওয়াক্কাদাহ', যা আদায় করা সুন্নাত এবং যা করলে নেকী আছে, কিন্তু তাকীদ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুই আযানের মধ্যে' অর্থাৎ আযান ও এক্বামতের মাঝে ছালাত রয়েছে (২ বার)। তৃতীয়বারে বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে'।[222] যেমন আছরের পূর্বে দুই বা চার রাক'আত সুন্নাত, মাগরিব ও এশার পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত।[223] তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাগরিবের ব্যাপারে বিশেষভাবে বলেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত পড় (২ বার)। তৃতীয়বারে বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে'। [224]

এর দ্বারা নফল ছালাতের নেকী যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মুছল্লী বৃদ্ধি পায়। যাতে জামা'আতের নেকী বেশী হয়। [225]

(খ) ফরয ও সুন্নাতের জন্য স্থান পরিবর্তন ও কিছুক্ষণ দেরী করে উভয় ছালাতের মাঝে পার্থক্য করা উচিত।[226]

(গ) সুন্নাত বা নফল ছালাত সমূহ মসজিদের চেয়ে বাড়ীতে পড়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বাড়ীতে নফল ছালাত অধিক উত্তম আমার এই মসজিদে ছালাত আদায়ের চাইতে; ফরয ছালাত ব্যতীত'।[227] অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের বাড়ীতে কিছু ছালাত (অর্থাৎ সুন্নাত-নফল) আদায় কর এবং ওটাকে কবরে পরিণত করো না'।[228]

ইমাম নববী বলেন, বাড়ীতে নফল ছালাত আদায়ে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্য এটা হ'তে পারে যে, সেটা গোপনে হয় এবং 'রিয়া' মুক্ত হয়, বাড়ীতে বরকত হয়, আল্লাহর রহমত এবং ফেরেশতা মন্ডলী নাযিল হয় ও শয়তান পালিয়ে যায়।[229]

(ঘ) সাধারণ নফল ছালাতের জন্য কোন রাক‘আত নির্দিষ্ট নেই; যত খুশী পড়া যায়।[230] তবে রাতের বিশেষ নফল অর্থাৎ তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের ছালাত আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ১১ রাক‘আতের উর্ধ্বে পড়েননি।[231]

(ঙ) একই নফল ছালাত কিছু অংশ দাঁড়িয়ে ও কিছু অংশ বসে পড়া যায়।[232]

(চ) ফজরের সুন্নাত পড়ার পরে ডান কাতে স্বল্পক্ষণ শুতে হয়।[233]

**সুন্নাত ও নফলের ফযীলত :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، رواهُ الترمذيُّ ومسلمٌ عن أم حبيبةَ (رض)-

(১) ‘যে ব্যক্তি দিবারাত্রিতে ১২ রাক‘আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই’।[234] ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে যোহরের পূর্বে দু’রাক‘আত সহ সর্বমোট দশ রাক‘আতের নিয়মিত আমলের কথা এসেছে।[235]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

... فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ-

... ‘ক্বিয়ামতের দিন (মীযানের পাল্লায়) ফরয ইবাদতের কমতি হ’লে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না। তখন নফল দিয়ে তার ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য সকল আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে’ (যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদিতে)। [236]

তিনি বলেন, তোমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির ন্যায় ঘনঘোর ফিৎনা সমূহে পতিত হবার আগেই নেক আমল সমূহের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও। যখন লোকেরা মুমিন অবস্থায় সকালে উঠবে ও কাফের অবস্থায় সন্ধ্যা করবে এবং মুমিন অবস্থায় সন্ধ্যা করবে ও কাফির অবস্থায় সকালে উঠবে। সে দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে তার দ্বীনকে বিক্রি করবে’। [237] অর্থাৎ চারিদিকে অন্যায় ছেয়ে যাবে। সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হবে। নেক কাজের পথও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন আজকাল শিরক ও বিদ‘আতযুক্ত আমলকে নেক আমল বলা হচ্ছে। পক্ষান্তরে ছহীহ সুন্নাহভিত্তিক আমলকে বাতিল বলা হচ্ছে।

(৩) খাদেম রবী‘আহ বিন কা‘ব একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দাবী করেন যে, আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তুমি বেশী বেশী সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য কর’। অনুরূপ একটি প্রশ্নে আরেক খাদেম ছাওবানকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি অধিকহারে সিজদা কর। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্মানের স্তর একটি করে বৃদ্ধি করবেন ও তোমার থেকে একটি করে গোনাহ দূর করে দিবেন। [238]

**মাসবূকের ছালাত (صلاة المسبوق) :**

কেউ ইমামের সাথে ছালাতের কিছু অংশ পেলে তাকে 'মাসবূক্ব' বলে। মুছল্লী ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থায় ছালাতে যোগদান করবে। [239] ইমামের সাথে যে অংশটুকু পাবে, ওটুকুই তার ছালাতের প্রথম অংশ হিসাবে গণ্য হবে। রুকূ অবস্থায় পেলে স্রেফ সূরায়ে ফাতিহা পড়ে রুকূতে শরীক হবে। 'ছানা' পড়তে হবে না। সূরায়ে ফাতিহা পড়তে না পারলে রাক'আত গণনা করা হবে না। মুসাফির কোন মুক্বীমের ইক্বতিদা করলে পুরা ছালাত আদায় করবে। অতএব রুকূ, সিজদা, বৈঠক যে অবস্থায় ইমামকে পাওয়া যাবে, সেই অবস্থায় জামা'আতে যোগদান করবে। তাতে সে জামা'আতের পূর্ণ নেকী পেয়ে যাবে। [240] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا- 'ছালাতের যে অংশটুকু তোমরা পাও সেটুকু আদায় কর এবং যেটুকু বাদ পড়ে, সেটুকু পূর্ণ কর'। [241]

**ক্বাযা ছালাত (قضاء الفوائت) :**

ক্বাযা ছালাত দ্রুত ও ধারাবাহিকভাবে এক্বামত সহ আদায় করা বাঞ্ছনীয়।[242] খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ মাগরিবের পরে যোহর থেকে এশা পর্যন্ত চার ওয়াক্তের ক্বাযা ছালাত এক আযান ও চারটি পৃথক এক্বামতে পরপর জামা'আত সহকারে আদায় করেন। [243] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ نَسِىَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا 'কেউ ভুলে গেলে অথবা ঘুমিয়ে গেলে তার কাফফারা হ'ল ঘুম ভাঙলে অথবা স্মরণে আসার সাথে সাথে ক্বাযা ছালাত আদায় করা'। [244]

'উমরী ক্বাযা' অর্থাৎ বিগত বা অতীত জীবনের ক্বাযা ছালাত সমূহ বর্তমানে নিয়মিত ফরয ছালাতের সাথে যুক্ত করে ক্বাযা হিসাবে আদায় করা সম্পূর্ণরূপে একটি বিদ'আতী প্রথা'।[245] কেননা ইসলাম তার পূর্বেকার সবকিছুকে ধ্বসিয়ে দেয়[246] এবং খালেছভাবে তওবা করলে আল্লাহ তাঁর বান্দার বিগত সকল গোনাহ মাফ করে দেন। [247] অতএব এমতাবস্থায় উচিত হবে, বেশী বেশী নফল ইবাদত করা। কেননা ফরয ইবাদতের ঘাটতি হ'লে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে নফল ইবাদতের নেকী দ্বারা তা পূর্ণ করা হবে।[248]

---

[1] . আবুদাঊদ হা/৭৩০ 'হাদীছ ছহীহ'; দারেমী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি; ঐ, মিশকাত হা/৮০১ 'ছালাত' অধ্যায়-৪ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-১০; বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৫ম মুদ্রণ ১৯৮৭) হা/৭৪৫ (১২), ১/৩৪০ পৃঃ।

[2] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; ছহীহ বুখারী ও মিশকাত -এর ১ম হাদীছ।

[3] . হাকেম, বায়হাক্বী, আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী (বৈরুত : ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ৬৯; ইরওয়া হা/৩৫৪-এর শেষে দ্রষ্টব্য।

[4] . আবুদাঊদ হা/৭৩৭।

[5] . বুখারী (দিল্লী ছাপা) ১/১০২ পৃঃ, হা/৭৪০, 'আযান' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৮৭; ঐ, মিশকাত হা/৭৯৮, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-১০। উল্লেখ্য যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (১৯৯১), আধুনিক প্রকাশনী

(১৯৮৮) প্রভৃতি বাংলাদেশের একাধিক সরকারী ও বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফে উপরোক্ত হাদীছটির অনুবাদে 'ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপরে' - লেখা হয়েছে। এখানে অনুবাদের মধ্যে 'কব্জি' কথাটি যোগ করার পিছনে কি কারণ রয়েছে বিদগ্ধ অনুবাদক ও প্রকাশকগণই তা বলতে পারবেন। তবে হাদীছের অনুবাদে এভাবে কমবেশী করা ভয়ংকর গর্হিত কাজ বলেই সকলে জানেন।

[6] . আহমাদ হা/২২৬১০, সনদ হাসান, আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং-৭৬, ১১৮ পৃঃ; তিরমিযী (তুহফা সহ, কায়রো : ১৪০৭/১৯৮৭) হা/২৫২, 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১৮৭, ২/৮১, ৯০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯।

[7] . ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৭৯; আবুদাঊদ হা/৭৫৫, ইবনু মাস'ঊদ হ'তে; ঐ, হা/৭৫৯, ত্বাঊস বিন কায়সান হ'তে; 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'ছালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা' অনুচ্ছেদ-১২০।

[8] . নায়লুল আওত্বার ৩/২৫।

[9] . নায়লুল আওত্বার ৩/২২; ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো : ১৪১২/১৯৯২) ১/১০৯।

[10] . মির'আতুল মাফাতীহ (দিল্লী: ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৫/১৯৯৫) ৩/৬৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৮৯ ।

[11] . মির'আত (লাহোর ১ম সংস্করণ, ১৩৮০/১৯৬১) ১/৫৫৮; ঐ, ৩/৬৩; তুহফা ২/৮৩ ।

[12] . মির'আত ৩/৫৯ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯; নায়লুল আওত্বার ৩/১৯ ।

[13] . মির'আত ৩/৫৯ পৃঃ, হা/৮০৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[14] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১১২ পৃঃ ; নায়ল ৩/৩৬-৩৯ পৃঃ।

[15] . নায়লুল আওত্বার ৩/৫২ পৃঃ। বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : নায়ল ৩/৩৯-৫২।

[16] . নায়লুল আওত্বার ৩/৪৬ পৃঃ।

[17] . আবুদাঊদ হা/৭৮৮ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১২৫।

[18] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; তাফসীরে কুরতুবী মুক্বাদ্দামা, 'বিসমিল্লাহ' অংশ দ্রষ্টব্য।

[19] . ছহীহ ইবনু খুযায়মা (বৈরুত : ১৩৯১/১৯৭১), হা/৪৯৪-৯৬; আহমাদ, মুসলিম, নায়ল ৩/৩৯; দারাকুৎনী হা/১১৮৬-৯৫; হাদীছ ছহীহ।

[20] . নায়লুল আওত্বার ৩/৪৬ পৃঃ ।

[21] . যা-দুল মা'আ-দ ১/১৯৯-২০০ পৃঃ ; নায়ল ৩/৪৭ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০২ পৃঃ।

[22] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; কুতুবে সিত্তাহ সহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

[23] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮০৪; আবুদাঊদ হা/৮৫৯ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১৪৯।

[24] . আবুদাঊদ হা/৮১৮।

[25] . আবুদাঊদ হা/৮২০।

[26] . বুখারী, জুযউল ক্বিরাআত; ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, ছহীহ ইবনু হিববান হা/১৮৪৪; হাদীছ ছহীহ- আরনাঊত্ব; তুহফাতুল আহওয়াযী, 'ইমামের পিছনে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-২২৯, হা/৩১০-এর ভাষ্য (محفوظان فالطريقان) , ২/২২৮ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ২/৬৭ পৃঃ, 'মুক্তাদীর ক্বিরাআত ও চুপ থাকা' অনুচ্ছেদ।

[27] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; নায়ল ৩/৫১-৫২।

[28] . তিরমিযী (তুহফা সহ) হা/২৪৭-এর ভাষ্য ২/৬১ পৃঃ; আবুদাঊদ (আওন সহ) হা/৮০৬-এর ভাষ্য, ৩/৩৮ পৃঃ ।

[29] . তিরমিযী (তুহফা সহ) হা/৩১০; মিশকাত হা/৮৫৪, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; আহমাদ হা/২২৭৯৮, সনদ হাসান -আরনাঊত্ব; হাকেম ১/২৩৮, হা/৮৬৯। আলবানী অত্র হাদীছ দ্বারা জেহরী ছালাতে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে 'জায়েয' বলেছেন, কিন্তু 'ওয়াজিব' বলেন নি *(দ্রঃ মিশকাত হা/৮৫৪-এর টীকা)* । পরবর্তীতে উক্ত হাদীছকে যঈফ বলেছেন (আবুদাঊদ হা/৮২৩)। এমনকি তিনি অন্যত্র জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ 'মনসূখ' বলেছেন *(ছিফাত ৭৯-৮১)*। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী 'জেহরী ও সের্রী সকল ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব' বলে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন *(বুখারী, 'আযান' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৯৫)*।

[30] . কুরতুবী, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য, ৭/৩৫৪ পৃঃ।

[31] . নূরুল আনওয়ার ২১৩-১৪ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৩/৬৭ পৃঃ।

[32] . যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ 'আমরা আপনাকে দিয়েছি সাতটি আয়াত (সূরা ফাতিহা), যা পুন: পুন: পঠিত হয় এবং মহান কুরআন' (হিজর ১৫/৮৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ 'আমরা নবীগণ! কোন উত্তরাধিকারী রাখি না। যা কিছু আমরা রেখে যাই, সবই ছাদাক্বা'। =কানযুল উম্মাল হা/৩৫৬০০; নাসাঈ কুবরা হা/৬৩০৯; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৭৬ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, অনুচ্ছেদ-১০।

[33] . নাহল ১৬/৪৪, ৬৪।

[34] . নাজম ৫৩/৩-৪ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى, ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৯ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ।

[35] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী , মিশকাত হা/৮৫৫, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।

[36] . হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ (কায়রো : দারুত তুরাছ ১৩৫৫/১৯৩৬), ২/৯ পৃঃ।

[37] . আবুদাঊদ হা/৮২৭; আওনুল মা'বূদ হা/৮১১-১২, অনুচ্ছেদ-১৩৫; নায়লুল আওত্বার ৩/৬৫।

[38] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৮৫৭।

[39] . ইবনু মাজাহ হা/৮৫০; দারাকুৎনী হা/১২২০; বায়হাক্বী ২/১৫৯-৬০ পৃঃ; হাদীছ যঈফ।

[40] . ফাৎহুল বারী ২/২৮৩ পৃঃ, হা/৭৫৬ -এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; নায়লুল আওত্বার ৩/৭০ পৃঃ। আলবানী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন। অতঃপর ব্যাখ্যায় বলেন যে, হাদীছটির কোন সূত্র দুর্বলতা (ضعف) হ'তে মুক্ত নয়। তবে দুর্বল সূত্র সমূহের সমষ্টি সাক্ষ্য দেয় যে, এর কিছু ভিত্তি আছে (أصلا أن للحديث) (ইরওয়া হা/৫০০, ২/২৭৭)। তাঁর উপরোক্ত মন্তব্যই ইঙ্গিত দেয় যে, হাদীছটি আসলেই যঈফ, যা অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ সর্বসম্মত ভাবে বলেছেন।

[41] . ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সৈয়ূত্বী, আল-জামে'উল কাবীর হা/১১৯৪; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ৩২৯।

[42] . বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩৫ 'ঈমান' অধ্যায়-১, সনদ জাইয়িদ।

[43] . দারাকুৎনী (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১২১২, ১/৩১৯ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

[44] . ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৯০, ১/২৪৭-৪৮ পৃঃ সনদ ছহীহ। الشيئ فلانا اي كفاه أجزأ অর্থাৎ 'এটি তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে' ; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব ১১৯-২০ পৃঃ।

[45] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪১২, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৫।

[46] . মুসলিম হা/১০৮৫, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮; আবুদাঊদ (আওন সহ), অনুচ্ছেদ-১৫২, হা/৮৭৫, ৩/১৪৫ পৃঃ।

[47] . দারাকুৎনী হা/১৫৮৭ 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল কিংবা পেল না' অনুচ্ছেদ।

[48] . দারাকুৎনী হা/১৫৮৭; হাদীছ 'যঈফ', টীকা দ্র:।

[49] . আবুদাঊদ ('আওন সহ) হা/৬৬৯-৭০; আবুদাঊদ হা/৬৮৩-৮৪, অনুচ্ছেদ-১০১।

[50] . 'আওনুল মা'বূদ ৩/১৪৬ পৃঃ, হা/৮৭৫ -এর ব্যাখ্যা।

[51] . ছহীহ ইবনু খুযায়মা (বৈরুত: ১৩৯১/১৯৭১; ১ম সংস্করণ, তাহক্বীক্ব: ড. মুহাম্মাদ মুছত্বফা আল-আ'যামী), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- ৯৩ ও ৯৪, ১/২৪৬-৪৭ পৃঃ।

[52] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬, 'আযান দেরীতে দেওয়া' অনুচ্ছেদ-৬।

[53] . বুখারী, জুযউল ক্বিরাআত, মাসআলা-১০৬, পৃঃ ৪৬; 'আওনুল মা'বূদ হা/৮৭৫-এর ব্যাখ্যা ৩/১৫২ পৃঃ।

[54] . সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৯-এর আলোচনার শেষে দ্রষ্টব্য।

[55] . শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৩/৬৯।

[56] . বুখারী, জুযউল ক্বিরাআত, হা/২৮, পৃঃ ১৩।

[57] . নায়লুল আওত্বার ৩/৬৯ পৃঃ।

[58] . নায়লুল আওত্বার ৩/৬৭-৬৮ পৃঃ।

[59] . দারাকুৎনী হা/১১৭৮, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২০৫ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়-৮, 'তেলাওয়াতের আদব' অনুচ্ছেদ-১ ; নায়ল ৩/৪৯-৫০ পৃঃ।

[60] . আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/২১৯৯, ২২০৮।

[61] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯২।

[62] . নাসাঈ হা/৮৯৪; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮১২, অনুচ্ছেদ-১১। দুই সাকতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৮১৮)।*

[63] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; নায়ল ৩/৭৬।

[64] . বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি; নায়লুল আওত্বার ৩/৮০-৮২ পৃঃ 'প্রতি রাক'আতে দু'টি সূরা পড়া ও তারতীব' অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৬২, অনুচ্ছেদ-১২।

[65] . ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩ 'ছালাতে দাঁড়ানো' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-১১।

[66] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; নায়ল ৩/৭৬, ৪/২৪ পৃঃ।

[67] . মুওয়াত্ত্বা হা/২৬০; মির'আত ১/৬০০ পৃঃ ; ঐ, ৩/১৩১ পৃঃ।

[68] . (১) কুরআনের প্রথম দিকের ৭টি বড় সূরাকে 'দীর্ঘ সপ্তক' (السبع الطوال) বলা হয়। সেগুলি হ'ল যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ, আলে ইমরান, নিসা, মায়েদাহ, আন'আম, আ'রাফ ও তওবাহ। কোন কোন বিদ্বান আনফাল ও তওবাহকে একত্রে একটি সূরা হিসাবে গণ্য করেছেন (২) ক্বাফ হ'তে মুরসালাত পর্যন্ত ২৮টি সূরাকে 'দীর্ঘ বিস্তৃত' (طوال المفصَّل), (৩) 'নাবা' হ'তে 'লাইল' পর্যন্ত ১৫টি সূরাকে 'মধ্যম বিস্তৃত' (أوساط المفصَّل), এবং (৪) 'যোহা' হ'তে 'নাস' পর্যন্ত ২২টি সূরাকে 'স্বল্প বিস্তৃত' (قصار المفصَّل) সূরা বলা হয়। বাকী গুলিকে সাধারণ সূরা হিসাবে গণ্য করা হয়।

[69] . মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮৪২, ৮৪৮; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮২৮, ৮২৯, ৮৫৩; আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী পৃঃ ৮৯-১০২, ১৩৭।

[70] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৫, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; মুওয়াত্ত্বা (মুলতান, পাকিস্তান ১৪০৭/১৯৮৬) হা/৪৬ 'ছালাত' অধ্যায়, পৃঃ ৫২।

[71] . দারাকুৎনী হা/১২৫৩-৫৫, ৫৭, ৫৯; আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৮৪৫।

[72] . মুনযেরী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৫১১, হাশিয়া আলবানী, ১/২৭৮ পৃঃ ।

[73] . বুখারী তা'লীক্ব ১/১০৭ পৃঃ, হা/৭৮০; ফাৎহুল বারী হা/৭৮০-৮১ 'সশব্দে আমীন বলা' অনুচ্ছেদ-১১১।

[74] . ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৫৭৫, অনুচ্ছেদ-১৩৯।

[75] . তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৮১৮ -এর টীকা-আলবানী, 'তাকবীরের পর যা পড়তে হয়' অনুচ্ছেদ-১১; দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী ৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৪, প্রশ্নোত্তর: ৪০/৪০০, পৃঃ ৫৫-৫৬ ।

[76] . আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫১২।

[77] . আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ ১/২৭১।

[78] . দারাকুৎনী হা/১২৫৬-এর ভাষ্য, আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ ১/২৭২; নায়লুল আওত্বার ৩/৭৫।

[79] . বায়হাক্বী, হাকেম, ছিফাত ৬৯ পৃঃ।

[80] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১।

[81] . আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৮৮৫; ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮; আলবানী, ছিফাত, ১১৩ পৃঃ, 'রুকূর দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ, টীকা-২ ও ৩।

[82] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮৮০, ৮৮৩ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রুকূ' অনুচ্ছেদ-১৩।

[83] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৭১; নায়লুল আওত্বার ৩/১০৬।

[84] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৭৪-৭৭; বুখারী হা/৭৩২-৩৫, ৭৩৮; মুসলিম হা/৮৬৮, ৯০৪, ৯১৩ 'ছালাত' অধ্যায়; ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, ১১৭-১৯ পৃঃ।

[85] . বুখারী, মিশকাত হা/৮৭৭, 'রুকূ' অনুচ্ছেদ-১৩।

[86] . ইবনু মাজাহ হা/৩৮০১; যঈফুল জামে' হা/১৮৭৭।

[87] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-১০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২১।

[88] . আবুদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৮৭৮, আবু মাস'ঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে; নায়ল ৩/১১৩-১৪ পৃঃ।

[89] . বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২।

[90] . তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০৪।

[91] . মুসলিম, বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৭,৭৯৮।

[92] . দারুল ইফতা, মাজমূ‘আ রাসা-ইল ফিছ ছালাত (রিয়াদ: ১৪০৫ হিঃ), পৃঃ ১৩৪-৩৯; বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী সিন্ধী, যিয়াদাতুল খুশূ‘ (কুয়েত, ১৪০৬/১৯৮৬), পৃঃ ১-৩৮।

[93] . বিস্তারিত দেখুন : আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, পৃঃ ১২০ টীকা, ‘ক্বওমা দীর্ঘ করা’ অনুচ্ছেদ; আলবানী, মিশকাত হা/৮০৪ টীকা, ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ-১০; মুহিববুল্লাহ শাহ রাশেদী সিন্ধী, নায়লুল আমানী (করাচী তাবি) পৃঃ ১-৪২; মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ডিসেম্বর’ ৯৮, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৫০-৫১।

[94] . নায়লুল আওত্বার ৩/১৯ পৃঃ।

[95] . ‘আশারায়ে মুবাশ্শারাহ’ অর্থাৎ স্ব স্ব জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দশজন ছাহাবী। তাঁরা হলেন : ১.আবুবকর ছিদ্দীক্ব ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘উছমান আবু কুহাফা (মৃঃ ১৩ হিঃ বয়স ৬৩ বৎসর)। ২. ‘উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (মৃঃ ২৩ হিঃ বয়স ৬০) ৩. ‘উছমান ইবনু ‘আফফান (মৃঃ ৩৫ হিঃ বয়স অন্যূন ৮৩) ৪. ‘আলী ইবনু আবী ত্বালিব (মৃঃ ৪০ হিঃ বয়স ৬০) ৫. আবু ‘উবায়দাহ ‘আমের বিন ‘আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (মৃঃ ১৮ হিঃ বয়স ৫৮) ৬. ‘আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ (মৃঃ ৩২ হিঃ বয়স ৭৫) ৭. ত্বাল্হা বিন ‘উবায়দুল্লাহ (মৃঃ ৩৬ হিঃ বয়স ৬২) ৮. যোবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (মৃঃ ৩৬ হিঃ বয়স ৭৫) ৯. সা‘ঈদ বিন যায়েদ বিন ‘আমর (মৃঃ ৫১ হিঃ বয়স ৭১) ১০. সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (মৃঃ ৫৫ হিঃ বয়স ৮২) রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুম।

[96] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৭ পৃঃ ; ফাৎহুল বারী ২/২৫৮ পৃঃ, হা/৭৩৭-এর ব্যাখ্যা, ‘আযান’ অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৮৪।

[97] . মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হিঃ), সিফরুস সা‘আদাত (লাহোর : ১৩০২ হিঃ, ফার্সী থেকে উর্দূ), ১৫ পৃঃ।

[98] . তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১০০, ১০৬ পৃঃ; আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী পৃঃ ১০৯।

[99] . ফাৎহুল বারী ২/২৫৭ পৃঃ, হা/৭৩৬-এর ব্যাখ্যা, ‘আযান’ অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৮৪।

[100] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৩-৯৪ ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ-১০।

[101] . বায়হাক্বী, মা‘রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/৮১৩, ‘মুরসাল হাসান’ ২/৪৭২ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ‘ছালাত শুরু’ অনুচ্ছেদ; ‘মুরসাল ছহীহ’, মিশকাত হা/৮০৮; নায়লুল আওত্বার ৩/১২-১৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮।

[102] . মুসলিম হা/৮৬৫ ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯।

[103] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০৯, ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ-১০।

[104] . নায়লুল আওত্বার ৩/১৪ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮।

[105] . মিশকাত হা/৮০৯-এর টীকা (আলবানী) ১/২৫৪ পৃঃ।

[106] . হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ ২/১০ পৃঃ।

[107] . নায়লুল আওত্বার ৩/১২; ফাৎহুল বারী ২/২৫৭।

[108] . নায়লুল আওত্বার ৩/১২; ছিফাত ১০৯।

[109] . বুখারী, মুসলিম, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬; মিশকাত হা/৪৪।

[110] . হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ ২/১০ পৃঃ।

[111] . ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬৯৪।

[112] . মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, (মদীনা ত্বাইয়েবাহ : ১৪০৬/১৯৮৬, ১ম সংস্করণ) মাসআলা-৩২০।

[113] . আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী ১২১ পৃঃ।

[114] . ইবনুল ক্বাইয়িম, বাদায়ে‘উল ফাওয়ায়েদ ৩/৮৯-৯০; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা-৩২০, ১/২৩৬ পৃঃ।

[115] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৮৬৯, ‘রুকূ’ অনুচ্ছেদ-১৩।

[116] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৩০৭।

[117] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭, ‘সিজদা ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-১৪।

[118] . আবুদাঊদ হা/৮৪০; ঐ, মিশকাত হা/৮৯৯ অনুচ্ছেদ-১৪।

[119] . আবুদাঊদ হা/৮৩৮; ঐ, মিশকাত হা/৮৯৮ অনুচ্ছেদ-১৪, টীকা, পৃঃ ১/২৮২; মির‘আত ৩/২১৭-১৮; ইরওয়া হা/৩৫৭।

[120] . ‘কেননা দুই হাতও সিজদা করে যেমন মুখমন্ডল সিজদা করে থাকে’। -মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৯০৫ ‘সিজদা ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-১৪।

[121] . ফিক্বহুস্ সুন্নাহ ১/১২৩; আবুদাঊদ, তিরমিযী, নায়লুল আওত্বার ৩/১২১।

[122] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২ অনুচ্ছেদ-১০, হা/৮৮৮ অনুচ্ছেদ-১৪।

[123] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৮৯১ অনুচ্ছেদ-১৪।

[124] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮০১।

[125] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৮ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১৪।

[126] . মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯০।

[127] . বুখারী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৯২, ৮০১।

[128] . সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম হা/২৮২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, 'সিজদার অঙ্গ সমূহ' অধ্যায়, ১/৩৭৩ পৃঃ ; যঈফুল জামে' হা/৬৪৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৫২।

[129] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪, অনুচ্ছেদ-১৪, হা/৮৭৩, অনুচ্ছেদ-১৩; নায়ল ৩/১০৯; মির'আত ১/৬৩৫; ঐ, ৩/২২১-২২।

[130] . ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮; আহমাদ, আবুদাঊদ, প্রভৃতি, ছিফাত পৃঃ ১১৩, ১২৭।

[131] . আবুদাঊদ হা/৮৮৮; নাসাঈ, মিশকাত হা/৮৮৩।

[132] . নাসাঈ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৬।

[133] . ইবনু মাজাহ হা/৮৯৭; নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৯০১, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'সিজদা ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১৪।

[134] . বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৬, অনুচ্ছেদ-১০; নায়ল ৩/১৩৮।

[135] . বুখারী, ফাৎহ সহ হা/৮২৪, 'ওঠার সময় কিভাবে মাটির উপরে ভর দেবে' অনুচ্ছেদ-১৪৩, 'আযান' অধ্যায়-১৩, ২/৩৫৩-৫৪ পৃঃ।

[136] . ছিফাত, ১৩৭ পৃঃ ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২, ৯২৯, ৯৬৭; নায়ল ৩/১৩৮-১৩৯।

[137] . বুখারী, ছিফাত, পৃঃ ১৩৬-৩৭ টীকা; তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০১; ইরওয়া হা/৩০৫, ৩৬২; ২/১৩, ৮২-৮৩ পৃঃ।

[138] . ইবনু মাজাহ হা/১৪২৪ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-২০১।

[139] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৯০ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩; মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৮; আহমাদ হা/১৭৭২৯, ছিফাত, ১৩১ পৃঃ।

[140] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৮১ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়-২৮, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ-৪; ছিফাত, ১৩১ পৃঃ।

[141] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৯; আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯১৫, 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ-১৫।

[142] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৯; মির'আত ১/৭০৪; ঐ, পৃঃ ৩/২৯৪-৯৫, হা/৯৪৭, ৯৪৯।

[143] . বুখারী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৯২,৮০১; নায়ল ৩/১৪৩-৪৫ 'তাশাহহুদে বসার নিয়ম' অনুচ্ছেদ।

[144] . ছহীহ ইবনু হিববান হা/১৮৬২,৬৭,৭৩; বুখারী হা/৮২৮, আবুদাঊদ হা/৭৩০; ঐ, মিশকাত হা/৭৯১, ৮০১।

[145] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৭ 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ-১৫।

[146] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৬, ৯০৮। ৫৩ -এর ন্যায় অর্থ কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলী মুষ্টিবদ্ধ করা ও বৃদ্ধাঙ্গুলীকে তাদের সাথে মিলানো এবং শাহাদাত অঙ্গুলীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া।

[147] . মির'আত ৩/২২৯; আলবানী, মিশকাত হা/৯০৬ -এর টীকা।

[148] . মির'আত ৩/২২৯ পৃঃ।

[149] . নাসাঈ হা/১২৭৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৩, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-১৯।

[150] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭ 'সতর' অনুচ্ছেদ-৮ ; মির'আত হা/৭৬৩, ১/৬৬৯ পৃঃ, ঐ, ২/৪৭৩ পৃঃ।

[151] . আলবানী, মিশকাত হা/৯০৬-এর টীকা-২ দ্রষ্টব্য; ঐ, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, পৃঃ ১৪০; মির'আত ৩/২২৯।

[152] . আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯১৭, ৯১১; আবুদাঊদ হা/৯৯০; নাসাঈ হা/১২৭৫; মিশকাত হা/৯১২।

* ক্বাযী 'আয়ায (৪৭৬-৫৪৪ হিঃ) বলেন, আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য এবং শেষনবীর রিসালাতের সাক্ষ্য শামিল থাকায় অন্য দো'আ সমূহের উপর প্রাধান্যের কারণে যিকরের এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিকে সামষ্টিক ভাবে তাশাহহুদ বলা হয়'। -মির'আত ৩/২২৭।

[153] . মির'আত ১/৬৬৪-৬৫; ঐ, ৩/২৩৩-৩৪, হা/৯১৫ -এর ভাষ্য দ্রঃ।

[154] . মির'আত ১/৬৭৮-৬৮০; ঐ, ৩/২৫৩-৫৫।

[155] . নাসাঈ, মিশকাত হা/৯২২, 'নবীর উপরে দরূদ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১৬।

[156] . 'মাছূরাহ' অর্থ 'হাদীছে বর্ণিত'। সেই হিসাবে হাদীছে বর্ণিত সকল দো'আই মাছূরাহ। কেবলমাত্র অত্র দো'আটি নয়। তবে এ দো'আটিই এদেশে 'দো'আয়ে মাছূরাহ' হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। -*লেখক*।

[157] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪০-৪১।

[158] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'তাকবীরের পরে কি পড়তে হয়' অনুচ্ছেদ-১১।

[159] . আবুদাঊদ হা/৭৯৩, 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১২৮; ছহীহ ইবনু হিববান হা/৮৬৫।

[160] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩ 'তাকবীরের পর যা পড়তে হয়' অনুচ্ছেদ-১১; নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন 'যিকর' অধ্যায় হা/১৪২৪।

[161] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯০৯; মির'আত হা/৯১৫, ৩/২৩৫।

[162] . মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৭৮ 'ছালাতের মাঝে যে সকল কাজ অসিদ্ধ এবং যা সিদ্ধ' অনুচ্ছেদ-১৯ ; মির'আত হা/৯৮৫, ৩/৩৩৯-৪০ পৃঃ।

[163] . বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; বাক্বারাহ ২/২০১; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৮৭ 'দো'আসমূহ' অধ্যায়-৯, 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯।

[164] . আলে ইমরান ৩/১১৯, ৩৮; ইবরাহীম ১৪/৩৯; গাফির/মুমিন ৪০/১৯।

[165] . বাক্বারাহ ২/২১৬।

[166] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৫০, 'তাশাহহুদে দো'আ' অনুচ্ছেদ-১৭।

[167] . আবুদাঊদ, ইবনু খুযায়মা, ছিফাত, পৃঃ ১৬৮।

[168] . আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ১৭১ পৃঃ।

[169] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৫৯; বুখারী ফাৎহসহ হা/৮৪১-৪২।

[170] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০, 'ছালাত পরবর্তী যিকর' অনুচ্ছেদ-১৮।

[171] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪৪-৪৬; মির'আত হা/৯৫১-৫৪ -এর ব্যাখ্যা, ৩/৩০০-০৪।

[172] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪৭ 'তাশাহহুদে দো'আ' অনুচ্ছেদ-১৭।

[173] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৫৯, ৯৬১ 'ছালাত পরবর্তী যিকর' অনুচ্ছেদ-১৮।

[174] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০। উল্লেখ্য যে, শায়খ জাযারী বলেন, এই সাথে *'ইলায়কা ইয়ারজি'উস সালাম, হাইয়েনা রববানা বিস সালা-ম, ওয়া আদখিলনা দা-রাকা দা-রাস সালাম...'*-বৃদ্ধি করার কোন ভিত্তি নেই। এটি কোন গল্পকারের সৃষ্টি। -মিশকাত আলবানী হা/৯৬১-এর টীকা দ্র:।

[175] . যিলযাল ৯৯/৪; নায়ল ৪/১০৯-১০ পৃঃ।

[176] . সালাম ফিরানোর পরে রাসূল (ছাঃ) এটুকু তাঁর সর্বোচ্চ স্বরে পড়তেন। মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৩।

[177] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৩, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ছালাতের পর যিকর' অনুচ্ছেদ-১৮।

[178] . আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯।

[179] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৬২।

[180] . আবুদাঊদ হা/১৫২৯, 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'ক্ষমা প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ-৩৬১।

[181] . বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৪।

[182] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৮ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'আশ্রয় প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ-৮।

[183] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'তাসবীহ ও হামদ পাঠের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ-৩; আবুদাঊদ হা/১৫০৩।

[184] . তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০২ 'ঈমান' অধ্যায়-১, 'তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ-৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯।

[185] . তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭৮ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'আশ্রয় প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ-৮।

[186] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯।

[187] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬, ৯৬৭, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ছালাত পরবর্তী যিকর' অনুচ্ছেদ-১৮।

[188] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭।

[189] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৭-৮৮ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'সকালে, সন্ধ্যায় ও শয়নকালে কি দো'আ পড়তে হয়' অনুচ্ছেদ- ৬।

[190] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর পাঠের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ-৩; বুখারী হা/৭৫৬৩ 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৮।

[191] . ইবনু কাছীর বলেন, সঠিক কথা এই যে, কুরসী ও আরশ পৃথক বস্ত এবং আরশ কুরসী হ'তে বড়, বিভিন্ন হাদীছ ও আছার থেকে যা প্রমাণিত হয়' (ঐ, তাফসীর)। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কুরসীর তুলনায় সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী ময়দানে পড়ে থাকা একটি ছোট লোহার বেড়ীর ন্যায়। আরশের তুলনায় কুরসী একই রূপ ছোট হিসাবে গণ্য। - ইবনু কাছীর, তাফসীর বাক্বারাহ ২/২৫৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৯।

[192] . নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২; মিশকাত হা/৯৭৪, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-১৮; মুসলিম, বুখারী, মিশকাত হা/২১২২-২৩ 'কুরআনের ফাযায়েল' অধ্যায়-৮।

[193] . তিরমিযী, বায়হাক্বী (দা'ওয়াতুল কাবীর), মিশকাত হা/২৪৪৯, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দো'আ' অনুচ্ছেদ-৭ ; ছহীহাহ হা/২৬৬।

[194] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩ 'দো'আসমূহ' অধ্যায়-৯, 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ-৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭২৭।

[195] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫ 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ-৪।

[196] . আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৬৯, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ছালাত পরবর্তী যিকর' অনুচ্ছেদ-১৮।

[197] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২১৩২ 'কুরআনের ফাযায়েল' অধ্যায়-৮।

[198] . বুখারী (দিল্লী ছাপা) ১/৭৬ পৃঃ; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭১০, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ-৭ ; إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّهُ আহমাদ, মিশকাত হা/৮৫৬ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।

[199] . আহমাদ, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২২৩০ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, ২য় পরিচ্ছেদ।

[200] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১২ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়-৩, 'যা ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ-১, পরিচ্ছেদ-২।

[201] . যা-দুল মা'আ-দ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯তম সংস্করণ ১৯৯৬), ১/২৫০।

[202] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১৪ ; নায়ল ৩/১০৯ পৃঃ।

[203] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩ 'তাকবীরের পর যা পড়তে হয়' অনুচ্ছেদ-১১।

[204] . আহমাদ, মিশকাত হা/৫৩৩৪ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়-২৬, 'লোক দেখানো ও শুনানো' অনুচ্ছেদ-৫।

[205] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২২৪৪, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯।

[206] . আবুদাঊদ হা/১৪৮৬-৮৭, ৮৯; ঐ, মিশকাত হা/২২৫৬।

[207] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৪৩, ৪৫, ২২৫৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯; আলবানী বলেন, দো'আর পরে দু'হাত মুখে মোছা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। মিশকাত, হাশিয়া ২/৬৯৬ পৃঃ; ইরওয়া হা/৪৩৩-৩৪, ২/১৭৮-৮২ পৃঃ।

[208] . মুসলিম হা/৪৯৯, 'ঈমান' অধ্যায়-১, 'উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ করা' অনুচ্ছেদ-৮৭।

[209] . মুসলিম হা/৪৫৮৮ 'জিহাদ' অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ-১৮, 'বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাগণের দ্বারা সাহায্য প্রদান'।

[210] . বুখারী, মিশকাত হা/৩৯৭৬ 'জিহাদ' অধ্যায়-১৯, অনুচ্ছেদ-৫; বুখারী হা/৪৩৩৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৮০, 'দো'আয় হাত উঁচু করা' অনুচ্ছেদ-২৩।

[211] . এটি ছিল ৮ম হিজরীতে সংঘটিত 'হোনায়েন' যুদ্ধের পরপরই। বুখারী হা/৪৩২৩, 'যুদ্ধ-বিগ্রহ সমূহ' অধ্যায়-৬৪, 'আওত্বাস যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ-৫৬।

[212] . বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬১১; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৬।

[213] . আবুদাঊদ হা/১৮৭২; মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫।

[214] . নাসাঈ হা/৩০১১।

[215] . বুখারী হা/১৭৫১-৫৩, 'হজ্জ' অধ্যায়-২৫, 'জামরায় কংকর নিক্ষেপ ও হাত উঁচু করে দো'আ' অনুচ্ছেদ-১৩৯-৪২।

[216] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০।

[217] . ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৬১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/২৩০-৩১; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম পৃঃ ৩৯২।

[218] . বাক্বারাহ ২/১৮৬, মুমিন/গাফের ৪০/৬০; বুখারী 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৮০, অনুচ্ছেদ-২৪, ২৫ ও অন্যান্য অনুচ্ছেদ সমূহ।

[219] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রুকূ' অনুচ্ছেদ-১৩ ; নায়ল ৩/১০৯ পৃঃ।

[220] . বুখারী হা/৪৫২২; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৮৭, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯।

[221] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০৪৩; আবুদাঊদ হা/১২৬৫-৬৭; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০৪৪ 'ছালাতের নিষিদ্ধ সময় সমূহ' অনুচ্ছেদ-২২।

[222] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২ 'আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৫।

[223] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৭১-৭২; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৫, ১১৭৯-৮০; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪২-৪৩।

[224] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬৫ 'সুন্নাত সমূহ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৩০।

[225] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৬ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-২৩।

[226] . আবুদাঊদ হা/১০০৬, 'ফরয ছালাতের স্থানে নফল আদায়কারী মুছল্লী সম্পর্কে' অনুচ্ছেদ-১৯৫।

[227] . আবুদাঊদ হা/১০৪৪; মিশকাত হা/১৩০০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭।

[228] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭১৪, ১২৯৫, অনুচ্ছেদ-৭ ও ১৭; আবুদাঊদ হা/১০৪৩।

[229] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৩৬ পৃঃ।

[230] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৩৭ পৃঃ; ইরওয়া হা/৪৫৭, ২/২০৯ পৃঃ; আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/৪৬৯-৭০।

[231] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, ইরওয়া ২/১৯১ পৃঃ।

[232] . মুসলিম, সুনান, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৩৭ পৃঃ।

[233] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮৮, ১২০৬ ‘রাত্রির ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৩১; মির‘আত ৪/১৬৮, ১৯১ পৃঃ।

[234] . তিরমিযী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯ ‘সুন্নাত সমূহ ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-৩০।

[235] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪০-৪১ পৃঃ।

[236] . আবুদাঊদ হা/৮৬৪-৬৬; তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত হা/১৩৩০, ‘ছালাতুত তাসবীহ’ অনুচ্ছেদ-৪০।

[237] . মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮৩ ‘ফিৎনা সমূহ’ অধ্যায়-২৭, পরিচ্ছেদ-১।

[238] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৬-৯৭, ‘সিজদার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-১৪।

[239] . حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالْإِمَامُ عَلَى তিরমিযী হা/৫৯১, মিশকাত হা/১১৪২ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘মুক্তাদীর করণীয় এবং মাসবূকের হুকুম’ অনুচ্ছেদ-২৮, পরিচ্ছেদ-২; ছহীহুল জামে‘ হা/২৬১।

[240] . يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ أُجُورَهُمْ شَيْئًا আবুদাঊদ হা/৫৬৪; ঐ, মিশকাত হা/১১৪৫ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘মুক্তাদীর করণীয় এবং মাসবূকের হুকুম’ অনুচ্ছেদ-২৮।

[241] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬ ‘দেরীতে আযান’ অনুচ্ছেদ-৬; নায়ল ৪/৪৪-৪৬।

[242] . মুসলিম হা/১৫৬০/৬৮০ ‘মসজিদসমূহ’ অধ্যায়-৫ ‘ক্বাযা ছালাত দ্রুত আদায় করা মুস্তাহাব’ অনুচ্ছেদ-৫৫।

[243] . নাসাঈ হা/৬৬২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯১ পৃঃ; নায়ল ২/৯০ পৃঃ।

[244] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩-০৪ ‘আগেভাগে ছালাত আদায়’ অনুচ্ছেদ-২; মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৪, ‘দেরীতে আযান’ অনুচ্ছেদ-৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২, ২০৫।

[245] . আলোচনা দ্রষ্টব্য: আলবানী-মিশকাত হা/৬০৩, টীকা-২।

[246] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৮ ‘ঈমান’ অধ্যায়।

[247] . আল-ফুরক্বান ২৫/৭১; যুমার ৩৯/৫৩।

[248] . আবুদাঊদ হা/৮৬৪-৬৬; তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৩০, ‘ছালাতুত তাসবীহ’ অনুচ্ছেদ-৪০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৫।

## ছালাতের বিবিধ জ্ঞাতব্য (مسائل متفرقة فى الصلاة)

### ১. পরিবহনে ছালাত (الصلاة فى المركب)

পরিবহনে কিংবা ভীতিকর অবস্থায় ক্বিবলামুখী না হ'লেও চলবে।[1] অবশ্য পরিবহনে ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত শুরু করা বাঞ্ছনীয়।[2] যখন পরিবহনে রুকূ-সিজদা করা অসুবিধা মনে হবে, তখন কেবল তাকবীর দিয়ে ও মাথার ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সিজদার সময় মাথা রুকূর চেয়ে কিছুটা বেশী নীচু করবে।[3] যখন ক্বিবলা ঠিক করা অসম্ভব বিবেচিত হবে, কিংবা সন্দেহে পতিত হবে, তখন নিশ্চিত ধারণার ভিত্তিতে ক্বিবলার নিয়তে একদিকে ফিরে সামনে সুৎরা রেখে ছালাত আদায় করবে।[4] নৌকায় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে, যদি ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকে।[5] এ সময় বা অন্য যে কোন সময় কষ্টকর দাঁড়ানোর জন্য কিছুতে ঠেস দেওয়া যাবে। [6]

### ২. রোগীর ছালাত (صلاة المريض)

পীড়িতাবস্থায় দাঁড়াতে অক্ষম হ'লে কিংবা রোগবৃদ্ধির আশংকা থাকলে বসে, শুয়ে বা কাত হয়ে ছালাত আদায় করবে।[7] সিজদার জন্য সামনে বালিশ, টুল বা উঁচু কিছু নেওয়া যাবে না। যদি মাটিতে সিজদা করা অসম্ভব হয়, তাহ'লে ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সিজদার সময় রুকূর চেয়ে মাথা কিছুটা বেশী নীচু করবে।[8] জানা আবশ্যক যে, শারঈ ওযর ব্যতীত 'বসা মুছল্লী দাঁড়ানো মুছল্লীর অর্ধেক নেকী পেয়ে থাকেন'।[9]

### ৩. সুৎরার বিবরণ (السترة)

মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত যে, এতে তার কত বড় পাপ রয়েছে, তাহ'লে তার জন্য সেখানে চল্লিশ দিন বা চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম হ'ত অতিক্রম করে চলে যাওয়ার চাইতে।[10] ইমাম ও সুৎরার মধ্য দিয়ে অতিক্রমকারীকে হাদীছে 'শয়তান' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[11] এজন্য কিবলার দিকে লাঠি, দেওয়াল, মানুষ বা যেকোন বস্ত দ্বারা মুছল্লীর সম্মুখে সুৎরা বা আড়াল করতে হয়।[12] তবে জামা'আত চলা অবস্থায় অনিবার্য কারণে মুক্তাদীদের কাতারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয আছে।[13] সিজদার স্থান থেকে সুৎরার মধ্যে একটি বকরী যাওয়ার মত ফাঁকা রাখা আবশ্যক।[14] অতএব মসজিদে বা খোলা স্থানে মুছল্লীর সিজদার স্থান হ'তে একটি বকরী যাওয়ার মত দূরত্ব রেখে অতিক্রম করা যেতে পারে। তবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাই উত্তম। উল্লেখ্য যে, সুৎরা না পেলে সম্মুখে রেখা টানার হাদীছ 'যঈফ'। [15] আজকাল বিভিন্ন মসজিদে সুৎরা বানিয়ে রাখা হয়। যা মুছল্লীর সামনে রেখে যাতায়াত করা হয়। এটি সামনে দিয়ে যাবার শামিল এবং শরী'আতে এর কোন প্রমাণ নেই।

### ৪. যাদের ইমামতি সিদ্ধ (من تصح إمامتهم)

(১) বুঝদার বালক (২) অন্ধ ব্যক্তি (৩) বসা ব্যক্তির ইমামত দাঁড়ানো ব্যক্তির জন্য (৪) দাঁড়ানো ব্যক্তির ইমামত বসা ব্যক্তির জন্য (৫) নফল আদায়কারীর ইমামত ফরয আদায়কারীর জন্য (৬) ফরয আদায়কারীর ইমামত নফল আদায়কারীর জন্য (৭) তায়াম্মুমকারীর ইমামত ওযূকারীর জন্য (৮) ওযূকারীর ইমামত তায়াম্মুমকারীর জন্য (৯) মুক্বীমের ইমামত মুসাফিরের জন্য (১০) মুসাফিরের ইমামত মুক্বীমের জন্য।[16]

### ৫. ফাসিক ও বিদ‘আতীর ইমামত (إمامة الفاسق والمبتدع)

ফাসিক ও বিদ‘আতীর পিছনে ছালাত আদায় করা মাকরূহ।[17] তবে বাধ্যগত অবস্থায় জায়েয আছে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ‘ইমামগণ তোমাদের ছালাতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এক্ষণে তারা সঠিকভাবে ছালাত আদায় করালে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর তারা ভুল করলে তোমাদের জন্য রয়েছে নেকী, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ’। [18] এ বিষয়ে মহান খলীফা ওছমান (রাঃ)-কে বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায় জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, الصلاةُ أحسنُ ما يعملُ الناسُ فإذا أحسنَ الناسُ فأَحْسِنْ معهم وإذا أَسَاؤُا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ ‘মানুষের শ্রেষ্ঠ আমল হ’ল ছালাত। অতএব যখন তারা ভাল কাজ করে, তখন তুমি তাদের সাথী হও। আর যখন তারা মন্দ কাজ করে, তখন তুমি তাদের মন্দ কাজ থেকে দূরে থাক’। হাসান বছরীকে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, صَلِّ و عليه بِدْعَتُهُ ‘তুমি তার পিছনে ছালাত আদায় কর। আর বিদ‘আতের গোনাহ বিদ‘আতীর উপরে বর্তাবে’। যুহরী বলেন, বাধ্যগত অবস্থায় ব্যতীত আমরা এটা জায়েয মনে করতাম না’।[19] আল্লাহ বলেন, وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ‘তোমরা রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর’*(বাক্বারাহ ২/৪৩)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, তিন ব্যক্তির ছালাত কবুল হয়না। তার মধ্যে একজন হ’ল ঐ ইমাম, যাকে মুছল্লীরা পসন্দ করে না’। [20]

সুন্নাত অমান্যকারী ব্যক্তিকে ইমাম বানানো যাবে না। এমনকি ফাসিক ও বিদ‘আতী কোন লোককে মসজিদ কমিটির সভাপতি বা সদস্য করা যাবে না। কেননা এতে তাকে সম্মান দেখনো হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ‘মুনকার’ কিছু দেখলে তা যেন হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। নইলে যবান দিয়ে। নইলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা হ’ল দুর্বলতম ঈমান।[21]

### ৬. মহিলাদের ছালাত ও ইমামত (صلاة النساء وإمامتهن)

**(ক)** পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। ছালাতে নারীরা পুরুষের অনুগামী।[22] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারী-পুরুষ সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তোমরা সেভাবে ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ’।[23] মসজিদে নববীতে নারী-পুরুষ সকলে তাঁর পিছনে একই নিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও জুম‘আ আদায় করেছেন।[24] **(খ)** তবে মসজিদে পুরুষের জামা‘আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও জুম‘আ আদায় করা তাদের জন্য ফরয নয়। [25] অবশ্য মসজিদে যেতে তাদেরকে বাধা দেওয়াও যাবে না। এ সময় তারা সুগন্ধি মেখে (বা সৌন্দর্য প্রদর্শন করে) মসজিদে জামা‘আতে যেতে পারবে না।[26] মহিলাদের জন্য বাড়ীতে গৃহকোণে নিভৃতে একাকী বা জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করা উত্তম।[27] **(গ)** মহিলাগণ (নিম্নস্বরে) আযান ও ইক্বামত দিবেন এবং মহিলা জামা‘আতের প্রথম কাতারের মধ্যস্থলে সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে ইমামতি করবেন।[28] ফরয ও তারাবীহর জামা‘আতে তাদের ইমামতি করার স্পষ্ট দলীল রয়েছে।[29] মা আয়েশা (রাঃ) ও উম্মে সালামাহ (রাঃ) প্রমুখ মহিলাদের জামা‘আতে ইমামতি করতেন। [30] বদর যুদ্ধের সময় উম্মে ওয়ারাক্বাহ (রাঃ)-কে তার পরিবারের ইমামতি করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার জন্য একজন বৃদ্ধ মুওয়াযযিন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।[31] অন্য বর্ণনায় খাছভাবে এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) তাকে তার পরিবারের মহিলাদের ইমামতির অনুমতি দিয়েছিলেন’।[32] **(ঘ)** মহিলারা পুরুষদের ইমামতি করতে পারবে না।[33] কেননা আল্লাহ বলেন, ‘পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল’ *(নিসা ৪/৩৪)*। তাছাড়া এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশ নেই এবং তাঁর ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এর কোন নযীর বা প্রচলন নেই। আর এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় যা দ্বীন ছিল না, পরে তা দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না।[34]

### ৭. অন্ধ, গোলাম ও বালকদের ইমামত (إمامة الأعمى والمملوك والصبى)

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-কে দু'বার মদীনার ইমামতির দায়িত্ব দেন।[35] অন্ধ ছাহাবী উৎবান বিন মালেক (রাঃ) তার কওমের ইমামতি করতেন। [36] (খ) আবু হুযায়ফা (রাঃ)-এর গোলাম সালেম ক্বোবা-র 'আছবাহ (العصبة) নামক স্থানে হিজরতের পূর্ব্বে মুসলমানদের ইমামতি করতেন। হযরত ওমর ও আবু সালামা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী তার মুক্তাদী হ'তেন।[37] হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গোলাম আবু 'আমর মুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে লোকদের ইমামতি করতেন *(মুসনাদে শাফেঈ)*। (গ) 'আমর বিন সালামাহ বিন ক্বায়েস (রাঃ) ভাল ক্বারী হওয়ার কারণে ৬, ৭ বা ৮ বছর বয়সে ইমামতি করেছেন।[38]

### ৮. ইমামতের হকদার (الأحق بالإمامة)

(১) বালক বা কিশোর হ'লেও ক্বিরাআতে পারদর্শী ব্যক্তিই ইমামতির প্রথম হকদার। (২) ইলমে হাদীছে পারদর্শী ও সুন্নাতের পাবন্দ ব্যক্তি। (৩) সেদিকে সমান হ'লে বয়সে যিনি বড় তিনিই ইমাম হবেন।[39]

### ৯. ইমামের অনুসরণ (متابعة الإمام)

ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ 'ইমাম নিযুক্ত করা হয়, কেবল তাঁকে অনুসরণ করার জন্য'।[40] ইমামের পিছে পিছে মুক্তাদী তাকবীর, রুকূ, সিজদা, ক্বিয়াম ও সালাম ফিরাবে। [41] বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদায় গিয়ে মাটিতে চেহারা না রাখা পর্যন্ত আমাদের কেউ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পিঠ ঝুঁকাতো না।[42] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুক্তাদী যদি ইমামের আগে মাথা উঠায় (অর্থাৎ রুকূ-সিজদা থেকে বা বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যায়), তবে (ক্বিয়ামতের দিন) তার মাথা হবে গাধার মাথা' (অর্থাৎ তার ছালাত কবুল হবে না)। [43]

ইমামের অনুসরণ হবে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার জন্য। যেমন তাকবীর, রুকূ, ক্বিয়াম, সুজূদ, সালাম ইত্যাদি সময়ে। এর অর্থ এটা নয় যে, ইমাম সুন্নাত তরক করলে মুক্তাদীকেও সুন্নাত তরক করতে হবে। অতএব ইমাম বুকে হাত না বাঁধলে বা সশব্দে আমীন না বললে বা রাফ'উল ইয়াদায়েন না করলেও মুক্তাদী ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সেগুলি আমল করবেন। এর ফলে তিনি সুন্নাত অনুসরণের নেকী পাবেন। ওযরের কারণে ইমাম বা কোন মুক্তাদী বসে পড়তে পারেন। কিন্তু অন্যেরা দাঁড়িয়ে পড়বেন। [44] ইমাম অবশ্যই প্রথম রাক'আত তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ করবেন। ওযূ টুটে গেলে তিনি তাঁর পিছন থেকে একজনকে ইমামতি দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। ইমাম যদি ভুলবশত: নাপাক অবস্থায় ইমামতি করে থাকেন, তাহ'লে জামা'আত শেষে পাক হয়ে তিনি তা পুনরায় পড়বেন। কিন্তু মুক্তাদীদের পুনরায় পড়তে হবে না।[45]

### ১০. মুসাফিরের ইমামত (إمامة المسافر)

ইমাম ক্বছর করলে মুক্বীম পুরা পড়বেন এবং ইমাম পুরা পড়লে মুসাফির পুরা পড়বেন। যদিও কিছু অংশ পান।[46] কেউ কোথাও গেলে সেই এলাকার লোকই ইমামতি করবেন।[47] তবে তাদের অনুমতিক্রমে তিনি ইমামতি করতে পারবেন। [48]

### ১১. জামা'আত ও কাতার (الجماعة والصف)

**(ক)** দু'জন মুছল্লী হ'লে জামা'আত হবে। ইমাম বামে ও মুক্তাদী ডাইনে দাঁড়াবে।[49] তিনজন মুছল্লী হ'লে ইমাম সম্মুখে এবং দু'জন মুক্তাদী পিছনে দাঁড়াবে।[50] তবে বিশেষ কারণে ইমামের দু'পাশে দু'জন সমান্তরালভাবে দাঁড়াতে পারেন। তার বেশী হ'লে অবশ্যই পিছনে কাতার দিবেন।[51] সামনের কাতারে

পুরুষগণ ও পিছনের কাতারে মহিলাগণ দাঁড়াবেন। [52] পুরুষ সকলের ইমাম হবেন। কিন্তু নারী কখনো পুরুষের ইমাম হবেন না। নারী ও পুরুষ কখনোই পাশাপাশি দাঁড়াবেন না। দু'জন বয়স্ক পুরুষ, একটি বালক ও একজন মহিলা মুছল্লী হ'লে বয়স্ক একজন পুরুষ ইমাম হবেন। তাঁর পিছনে উক্ত পুরুষ ও বালকটি এবং সকলের পিছনে মহিলা একাকী দাঁড়াবেন। আর যদি দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা হন, তাহ'লে ইমামের ডাইনে পুরুষ মুক্তাদী দাঁড়াবেন এবং পিছনে মহিলা একাকী দাঁড়াবেন। [53] একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হ'লে সামনে পুরুষ ও পিছনে মাহিলা দাঁড়াবেন। ইমামকে মধ্যবর্তী ধরে কাতার ডাইনে ও বামে সমান করতে হবে। তবে ডাইনে সামান্য বৃদ্ধি হবে। কিন্তু কোনক্রমেই ডান প্রান্ত থেকে বা মসজিদের উত্তর দেওয়াল থেকে ২য় ও পরবর্তী কাতার সমূহ শুরু করা যাবে না। প্রয়োজনে ইমাম উঁচুতে ও মুক্তাদীগণ নীচে দাঁড়াতে পারেন।[54] ইমামের আওয়ায পৌঁছলে এবং ইক্তেদা সম্ভব হ'লে ইবনু হাজার বলেন, ইমাম নীচে থাকুন বা উপরে থাকুন ছালাত আদায় করা জায়েয।[55] তবে ইমামের নীচে থাকাই উত্তম। এক ব্যক্তি দ্বিতীয়বার জামা'আতে ইমাম বা মুক্তাদী হিসাবে যোগদান করতে পারেন। তখন দ্বিতীয়টি তার জন্য নফল হবে। [56] ইমাম অতি দীর্ঘ করলে কিংবা অন্য কোন বাধ্যগত কারণে মুক্তাদী সালাম ফিরিয়ে জামা'আত ত্যাগ করে একাকী শুরু থেকে ছালাত আদায় করতে পারবেন।[57]

**(খ) কাতার সোজা করা (تسوية الصفوف)**

সম্মুখের কাতারগুলি আগে পূর্ণ করতে হবে।[58] কেননা ফেরেশতাগণ আল্লাহর সম্মুখে এভাবেই কাতার দিয়ে থাকেন। [59] কাতার সোজা করতে হবে এবং কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ 'তোমরা কাতার সোজা কর, কেননা কাতার সোজা করা ছালাত প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত'। [60] আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে আমাদের কাঁধগুলিতে হাত দিয়ে পরস্পরে মিলিয়ে দিতেন এবং বলতেন, اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ 'তোমরা কাতার সোজা কর, বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ো না। তাতে তোমাদের অন্তরগুলি বিভক্ত হয়ে যাবে'।[61] আনাস (রাঃ) বলেন, وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَ قَدَمَهُ بِقَدَمِهِ 'আমাদের মধ্য থেকে একজন পরস্পরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিতেন'। ছাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ 'অতঃপর দেখলাম যে, একজন ব্যক্তি মুছল্লীদের পরস্পরের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু ও গোড়ালিতে গোড়ালি মিলিয়ে দিচ্ছেন'।[62] যার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে- بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِى الصَّفِّ 'ছালাতের কাতারে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো অনুচ্ছেদ'। [63]

এখানে পা মিলানো অর্থ পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দেওয়া। যাতে কোনরূপ ফাঁক না থাকে এবং কাতারও সোজা হয়। বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَ تَرَاصُّوْا 'তোমরা কাতার সোজা কর এবং পরস্পরে ভালভাবে (কাঁধ ও পা) মিলাও'।[64] আবুদাঊদের অন্য বর্ণনায় এসেছে, حَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ... وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ 'কাঁধগুলি সমান কর ও ফাঁক বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন জায়গা খালি ছেড়োনা'। 'কেননা আমি দেখি যে, শয়তান ছোট কালো বকরীর ন্যায় (كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) তোমাদের মাঝে ঢুকে পড়ে'। [65] ইবনু হাজার বলেন, নু'মান বিন বাশীরের বর্ণনার শেষাংশে كَعْبَه بِكَعْبِه 'গোড়ালির সাথে গোড়ালি' কথাটি এসেছে। এর দ্বারা পায়ের পার্শ্ব বুঝানো হয়েছে, পায়ের পিছন অংশ নয়, যেমন অনেকে ধারণা করেন'।[66] এখানে মুখ্য বিষয় হ'ল দু'টি: কাতার সোজা করা ও ফাঁক বন্ধ করা। অতএব পায়ের সম্মুখভাগ সমান্তরাল রেখে পাশাপাশি মিলানোই উত্তম।

পুরুষ ও মহিলা মুছল্লী স্ব স্ব কাতারে দু'পা স্বাভাবিক ফাঁক করে দাঁড়াবেন। যাতে পায়ের মাঝখানে নিজের জুতা জোড়া রাখা যায়। [67] দেহের ভারসাম্যের অধিক পা ফাঁক করবেন না। মহিলা মুছল্লী তার দুই গোড়ালি একত্রিত করে দাঁড়াবেন না। এগুলি স্রেফ কুসংস্কার মাত্র। পরস্পরে কাঁধ, হাঁটু ও গোড়ালি মিলানোর

কঠোর নির্দেশ উপেক্ষা করে বানোয়াট যুক্তিতে নিয়মিতভাবে পরস্পরে পা ফাঁক করে কাতার দাঁড়ানোর মধ্যে কোন নেকী নেই, স্রেফ গোনাহ রয়েছে। এই বাতিল রেওয়াজ থেকে দ্রুত তওবা করে পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভাই ভাই হয়ে কাতার দাঁড়ানো কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, দুই পিলারের মাঝখানে কাতার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।[68]

**(গ) ১ম কাতারের নেকী :**

১ম কাতারে নেকী বেশী। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি লোকেরা জানতো ১ম কাতারে কি নেকী আছে, তাহ'লে তারা লটারী করত। [69] তিনি বলেন, 'প্রথম কাতার হ'ল ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায়। যদি তোমরা জানতে এর ফযীলত কত বেশী, তাহ'লে তোমরা এখানে আসার জন্য অতি ব্যস্ত হয়ে উঠতে'।[70] অবশ্য ১ম কাতারে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ ইমামের নিকটবর্তী থাকবেন, অতঃপর মর্যাদা অনুযায়ী অন্যান্যগণ। এ সময় মসজিদে বাজারের মত শোরগোল করা নিষেধ (إِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ)। [71]

**(ঘ) একাকী কাতারের পিছনে না দাঁড়ানো :**

কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়াবে না। কেননা অনুরূপভাবে ছালাত আদায়ের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে বলেন।[72] তবে সামনের কাতারে জায়গা না থাকলে বাধ্যগত অবস্থায় পিছনে একাকী দাঁড়ানো জায়েয আছে। [73]

**১২. আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করা (عقد التسابيح بالأنامل)**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَأَعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ 'তোমরা তাসবীহ সমূহ আঙ্গুলে গণনা কর। কেননা আঙ্গুল সমূহ ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে এবং তারা কথা বলবে'।[74] দানা বা কংকর দিয়ে তাসবীহ গণনার হাদীছটি যঈফ [75] এবং 'তাসবীহ মালায় গণনাকারী ব্যক্তি কতই না সুন্দর' (نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةُ) মর্মে বর্ণিত মরফূ হাদীছটি মওযূ বা জাল।[76] অতএব প্রচলিত তাসবীহ মালায় বা অন্য কিছু দ্বারা তাসবীহ গণনা করা সুন্নাত বিরোধী আমল। তাছাড়া এতে 'রিয়া' অর্থাৎ লোক দেখানোর সম্ভাবনা বেশী থাকে। আর 'রিয়া' হ'ল ছোট শিরক'।[77] ফলে তাসবীহ পাঠের সকল নেকী বরবাদ হবার সম্ভাবনা থাকবে।

তাসবীহ দু'হাতে বা বাম হাতে নয়। বরং ডান হাতে গণনা করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খানাপিনাসহ সকল শুভ ও পবিত্র কাজ ডান হাতে করতেন এবং পায়খানা-পেশাব ও অন্যান্য কাজ বামহাতে করতেন।[78] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।[79] আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, ডান হাতের গণনা কড়ে আঙ্গুল দিয়ে শুরু করতে হয়, বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে নয়। কেননা ডান হাতের ডান পাশ কড়ে আঙ্গুল দিয়েই শুরু হয়েছে এবং এ আঙ্গুল দিয়ে গণনা শুরু করাটাই সহজ ও স্বভাবগত।

**১৩. আয়াত সমূহের জওয়াব (إجابة آيات القرآن)**

(১) সূরা আ'লা-তে *'সাবিবহিস্মা রবিবকাল আ'লা'*-এর জওয়াবে *'সুবহা-না রবিবয়াল আ'লা'* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক, যিনি সর্বোচ্চ)। [80]

(২) সূরা ক্বিয়ামাহ-এর শেষ আয়াতের জওয়াবে *'সুবহা-নাকা ফা বালা'* (মহাপবিত্র আপনি! অতঃপর হাঁ, আপনিই মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন)। [81]

(৩) সূরা গাশিয়া-র শেষে *'আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাঁই ইয়াসীরা'* বলে প্রার্থনা করা (অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি সহজভাবে আমার হিসাব গ্রহণ কর')। [82] হাদীছে নির্দিষ্ট কোন সূরার নাম বলা হয়নি। তবে অর্থের বিবেচনায় এখানে অত্র দো'আ পাঠ করা হয়ে থাকে। অন্য আয়াতে 'হিসাব'-এর বিবরণ আসলে সেখানেও এ দো'আ পড়া যাবে।

(৪) সূরা রহমান-য়ে *'ফাবে আইয়ে আ-লা-য়ে রাব্বিকুমা তুকাযযিবা-ন'*-এর জওয়াবে *'লা বেশাইয়িম মিন নি'আমিকা রববানা নুকাযযিবু ফালাকাল হাম্দ'* (হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার কোন একটি নে'মতকেও আমরা অস্বীকার করি না। অতঃপর তোমার জন্যই সকল প্রশংসা)।[83]

উল্লেখ্য যে, (ক) সূরা তীন-এর শেষে *'বালা ওয়া আনা 'আলা যা-লিকা মিনাশ শা-হেদীন'* এবং (খ) সূরায়ে মুরসালাত-এর শেষে *'আ-মান্না বিল্লাহ'* বলার হাদীছ 'যঈফ'।[84] (গ) সূরা বাক্বারাহর শেষে 'আমীন' বলার হাদীছ 'যঈফ'। [85] (ঘ) সূরা মুল্কের শেষে দো'আ পাঠের কোন ভিত্তি নেই।

মিশকাত-এর ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ছালাতের মধ্যে হৌক বা বাইরে হৌক, পাঠকারীর জন্য উপরোক্ত আয়াত সমূহের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব। যা বর্ণিত হাদীছ সমূহে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু শ্রোতা বা মুক্তাদীর জন্য উপরোক্ত আয়াত সমূহের জওয়াব দেওয়ার প্রমাণে স্পষ্ট কোন মরফূ হাদীছ আমি অবগত নই। তবে আয়াত গুলিতে প্রশ্ন রয়েছে। সেকারণ জওয়াবের মুখাপেক্ষী। কাজেই পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের জন্য উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। [86] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, বক্তব্যটি মুৎলাক্ব অর্থাৎ সাধারণ ভাবে এসেছে। অতএব তা ছালাত ও ছালাতের বাইরে এবং ফরয ও নফল সব ছালাতকে শামিল করে। তিনি 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা'র বরাতে একটি 'আছার' উদ্ধৃত করেন এই মর্মে যে, ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) ফরয ছালাতে উক্ত জওয়াব দিতেন। ওমর ও আলী (রাঃ) সাধারণভাবে সকল অবস্থায় জওয়াব দিতেন। [87]

### ১৪. সিজদায়ে সহো (سجود السهو)

ছালাতে ভুলক্রমে কোন 'ওয়াজিব' তরক হয়ে গেলে শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয়। রাক'আতের গণনায় ভুল হ'লে বা সন্দেহ হ'লে বা কম বেশী হয়ে গেলে বা ১ম বৈঠকে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে ইত্যাদি কারণে এবং মুক্তাদীগণের মাধ্যমে ভুল সংশোধিত হ'লে 'সিজদায়ে সহো' আবশ্যক হয়। শাওকানী বলেন, ওয়াজিব তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' সুন্নাত হবে।[88] অতএব ছালাতে ক্বিরাআত ভুল হ'লে বা সের্রী ছালাতে ভুলবশত ক্বিরাআত জোরে বা তার বিপরীত হয়ে গেলে সহো সিজদার প্রয়োজন নেই।

**নিয়ম :** (১) যদি ইমাম ছালাতরত অবস্থায় নিজের ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হন কিংবা সরবে 'সুবহানাল্লাহ' বলার মাধ্যমে লোকমা দিয়ে মুক্তাদীগণ ভুল ধরিয়ে দেন, তবে তিনি শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ শেষে তাকবীর দিয়ে পরপর দু'টি 'সিজদায়ে সহো' দিবেন। অতঃপর সালাম ফিরাবেন।[89]

(২) যদি রাক'আত বেশী পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেন, অতঃপর ভুল ধরা পড়ে, তখন (পূর্বের ন্যায় বসে) তাকবীর দিয়ে 'সিজদায়ে সহো' করে সালাম ফিরাবেন। [90]

(৩) যদি রাক'আত কম করে সালাম ফিরিয়ে দেন। তখন তাকবীর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাকী ছালাত আদায় করবেন ও সালাম ফিরাবেন। অতঃপর (তাকবীর সহ) দু'টি 'সিজদায়ে সহো' দিয়ে পুনরায় সালাম ফিরাবেন।[91]

(৪) ছালাতের কমবেশী যাই-ই হৌক সালামের আগে বা পরে দু'টি 'সিজদায়ে সহো' দিবেন।[92]

মোট কথা 'সিজদায়ে সহো' সালামের পূর্বে ও পরে দু'ভাবেই জায়েয আছে। কিন্তু তাশাহহুদ শেষে কেবল ডাইনে একটি সালাম দিয়ে দু'টি 'সিজদায়ে সহো' করে পুনরায় তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ে দু'দিকে সালাম ফিরানোর প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই।[93] সিজদায়ে সহো-র পরে 'তাশাহহুদ' পড়ার বিষয়ে ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে যে হাদীছটি এসেছে, সেটি 'যঈফ'।[94] তাছাড়া একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কেননা সেখানে তাশাহহুদের কথা নেই।[95]

ইমামের ভুল হ'লে পুরুষ মুক্তাদী সরবে *'সুবহা-নাল্লা-হ'* বলে এবং মহিলা মুক্তাদী হাতের পিঠে হাত মেরে শব্দ করে 'লোকমা' দিবে *(কুরতুবী)*। [96] অর্থাৎ ভুল স্মরণ করিয়ে দিবে। এখানে নারী ও পুরুষের লোকমা দানের পৃথক পদ্ধতির কারণ হ'ল এই যে, নারীর কন্ঠস্বরটাও লজ্জার অন্তর্ভুক্ত (لِأَنَّ صَوْتَهُنَّ عَوْرَةٌ)। যা প্রকাশ পেলে পুরুষের মধ্যে ফিৎনার সৃষ্টি হ'তে পারে। বস্ততঃ একারণেই নারীদের উচ্চকণ্ঠে আযান দিতে নিষেধ করা হয়েছে।[97]

**১৫. সিজদায়ে তেলাওয়াত (سجدة التلاوة)**

পবিত্র কুরআনে এমন কতকগুলি আয়াত রয়েছে, যেগুলি তেলাওয়াত করলে বা শুনলে মুমিন পাঠক ও শ্রোতা সকলকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করতে হয়। এই সিজদা যেহেতু ছালাত নয়, সেকারণে এর জন্য ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মুশরিকরাও একবার সিজদা দিয়েছিল। এক স্থানে দীর্ঘক্ষণ থাকলে এ সিজদা সঙ্গে সঙ্গে না করে কিছু পরেও করা যায়। স্থান পরিবর্তন হ'লে আর সিজদা করতে হয় না, ক্বাযাও আদায় করতে হয় না। জেহরী বা সেরী ছালাতে তেলাওয়াত করলেও এ সিজদা দিতে হয়। একই আয়াত বারবার পড়লে তেলাওয়াত শেষে একবার সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে। গাড়ীতে চলা অবস্থায় সিজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে ইশারায় বা নিজের হাতের উপরে সিজদা করবে। এই সিজদা ফরয নয়। করলে নেকী আছে, না করলে গোনাহ নেই।

**নিয়ম :** প্রথমে তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে। অতঃপর দো'আ পড়বে এবং পুনরায় তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে।[98] সিজদা মাত্র একটি হবে। এতে তাশাহহুদ নেই, সালামও নেই।[99]

**ফযীলত :** সিজদার আয়াত শুনে বনু আদম সিজদায় চলে গেলে শয়তান কাঁদতে থাকে আর বলে যে, হায়! বনু আদমকে সিজদার আদেশ দিলে সে সিজদা করল ও জান্নাতী হ'ল। আর আমাকে সিজদার আদেশ দিলে আমি অবাধ্যতা করলাম ও জাহান্নামী হ'লাম।[100] একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরায়ে নাজম তেলাওয়াত শেষে সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করলে ঐ সময় কা'বা চত্বরে উপস্থিত মুশরিক কুরায়েশরা সবাই সিজদায় পড়ে যায়। কিন্তু একজন বৃদ্ধ কুরায়েশ নেতা একমুঠো মাটি কপালে ঠেকিয়ে বলে যে, আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি তাকে পরে কাফের অবস্থায় নিহত হ'তে দেখেছি। [101] এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাকী যারা ঐদিন সিজদা করেছিল, পরবর্তীতে তারা সবাই ইসলাম কবুলের সৌভাগ্য লাভ করেন।

**সিজদায়ে তেলাওয়াতের দো'আ :** অন্যান্য সিজদার ন্যায় *'সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা'* বলা যাবে। তবে আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে একটি খাছ দো'আ বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি রাত্রির ছালাতে সিজদায়ে তেলাওয়াতে পাঠ করতেন। যেমন-

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ-

*'সাজাদা ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহূ ওয়া শাক্কা সাম'আহূ ওয়া বাছারাহূ বেহাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী; ফাতাবা-রাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লেক্বীন* ।

**অর্থ :** আমার চেহারা সিজদা করছে সেই মহান সত্তার জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তি বলে এতে কর্ণ ও চক্ষু সন্নিবেশ করেছেন। অতএব মহাপবিত্র আল্লাহ যিনি সুন্দরতম সৃষ্টিকর্তা *(মুমিনূন ২৩/১৪)*।[102]

পবিত্র কুরআনে সিজদার আয়াত সমূহ ১৫টি।[103] যা নিম্নরূপ : [104]

আ'রাফ ২০৬, রা'দ ১৫, নাহ্ল ৫০, ইস্রা/বনু ইস্রাঈল ১০৯, মারিয়াম ৫৮, হজ্জ ১৮, ৭৭, ফুরক্বান ৬০, নমল ২৬, সাজদাহ ১৫, ছোয়াদ ২৪, ফুছ্ছিলাত/হামীম সাজদাহ ৩৮, নাজম ৬২, ইনশিক্বাক্ব ২১, 'আলাক্ব ১৯।

### ১৬. সিজদায়ে শুক্র (سجدة الشكر)

কোন খুশীর ব্যাপার ঘটলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন।[105] সিজদায়ে তেলাওয়াতের ন্যায় এখানেও একটি সিজদা হবে এবং এই সিজদাতেও ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। হাদীছে তাকবীর দেওয়ার স্পষ্ট বক্তব্য নেই। তবে সম্ভবতঃ অন্যান্য সিজদার উপরে ভিত্তি করে ছাহেবে 'বাহরুর রায়েক্ব' তাকবীর দেওয়ার কথা বলেছেন।[106]

### ১৭. ছালাত বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য (معلومات أخرى فى الصلاة)

**(১) মসজিদে প্রবেশের দো'আ :** প্রথমে ডান পা রেখে বলবে,

اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

*(আল্লা-হুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়া-বা রহ্মাতিকা)* 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও'।[107] অন্য বর্ণনায় শুরুতে দরূদ পাঠের কথা বলা হয়েছে। যেমন, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ *(আল্লা-হুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া সাল্লিম)* 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর'।[108] ইমাম নববী বলেন, বাড়ীতে প্রবেশকালে সেখানে লোক থাক বা না থাক, যেভাবে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব *(নূর ২৪/২৭, ৬১)*, তেমনিভাবে মসজিদে মুছল্লী থাক বা না থাক, সালাম দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। [109]

**(২) মসজিদ থেকে বের হওয়ার দো'আ :** প্রথমে বাম পা রেখে বলবে,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ-

*(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফাযলিকা)* 'হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'।[110] অন্য বর্ণনায় শুরুতে দরূদ পাঠের কথা বলা হয়েছে। যেমন, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ *(আল্লা-হুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া সাল্লিম)* 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর'।[111]

**(৩)** যখন খাদ্য হাযির হবে, ওদিকে জামা'আতের এক্বামত হবে, তখন প্রথমে খাওয়া সেরে নিতে পারবে।[112]

**(৪)** জামা'আতে ছালাত দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়। কেননা সেখানে কোন রোগী, দুর্বল ও বয়স্ক ব্যক্তি বা যরূরী কাজে ব্যস্ত ব্যক্তি থাকতে পারেন। তবে একাকী যত খুশী দীর্ঘ করা যাবে।[113] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আত অবস্থায় কোন শিশুর কান্না শুনলে ছালাত সংক্ষেপ করতেন। যাতে বাচ্চার মা সমস্যায় না পড়ে।[114] অতএব জামা'আত চলাকালে লোডশেডিং বা অনুরূপ হঠাৎ কোন সমস্যা দেখা দিলে ইমাম ছালাত সংক্ষেপ করবেন।

**(৫)** ফরয বা সুন্নাত-নফল পড়া অবস্থায় প্রয়োজনে ক্বিবলার দিকের দরজা খুলে দেওয়া যাবে'।[115] অতএব যরূরী প্রয়োজনে (ডাইনে-বামে না তাকিয়ে) সম্মুখ দিকের বিদ্যুতের সুইচ অন বা অফ করার মত ছোট-খাট কাজ করা যাবে।

**(৬)** ওযূ করে ছালাতের জন্য মসজিদে যাওয়া অবস্থায় (সম্মুখ দিয়ে হউক বা পিছন দিক দিয়ে হৌক) দু'হাতের আঙ্গুল পরস্পরের মধ্যে ঢুকানো অর্থাৎ 'তাশবীক' করা যাবেনা'। কেননা সে তখন ছালাতের মধ্যে থাকে। অথচ এতে ছালাতের প্রতি অনীহা প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে শয়তানী কাজ বলে অভিহিত করেছেন।[116] ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল মটকানো যাবে না। [117] তাছাড়া ছালাতে হাস্য করা, নাক-মুখ চুলকানো, বারবার কাপড় গুছানো বা ঘুমানো সবই অমনোযোগিতার পর্যায়ে পড়ে।

**(৭)** ছালাত অবস্থায় পুরুষের জন্য জামার হাতা সমূহ বা কাপড় গুটিয়ে রাখা যাবে না। বরং খোলামেলা ছেড়ে দিতে হবে।[118] তবে পুরুষের কাপড় ছালাত ও ছালাতের বাইরে সর্বদা টাখনুর উপরে রাখতে হবে।[119] কেননা টাখনুর নীচে যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে'। [120]

**(৮)** ছালাত অবস্থায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো[121] কিংবা আসমানের দিকে বা ডানে-বাঁয়ে তাকানো নিষেধ। [122]

**(৯)** সিজদার স্থান একবার ছাফ করা যাবে।[123] সেখানে প্রচন্ড গরম থাকলে বা অন্য কোন সমস্যা থাকলে পরিহিত কাপড়ের একাংশ বিছিয়ে বা অন্য কিছু রেখে তার উপর সিজদা করা যাবে।[124]

**(১০)** অনেকে দু'হাঁটুর উপর অথবা মুষ্টিবদ্ধ হাতের উপর ভর করে সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ান। এটা ঠিক নয়। কেননা এর দ্বারা মাটিতে পুরা ভর করা যায় না। ইবনু ওমরের হাদীছে كَانَ يَعْجِنُ শব্দ এসেছে। যার অর্থ আটার খামীর যেমন হাতের পুরা চাপ দিয়ে করতে হয়, অনুরূপভাবে মাটিতে হাতের পুরা চাপ দিয়ে উঠতে হয়। [125]

**(১১)** হাই উঠলে 'হা' করে শব্দ করা যাবে না। তাতে শয়তান হাসে অথবা মুখে ঢুকে পড়ে। এ সময় মুখে হাত দিয়ে চেপে রাখতে হবে। [126] কারণ এতে ছালাতে ক্লান্তি প্রকাশ পায়। একইভাবে হাঁচি-কাশির শব্দ চেপে রাখতে হবে। কেননা তা অন্যের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়।

**(১২)** ছালাতরত অবস্থায় সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রাণী মারা যাবে।[127] এ অবস্থায় চোর ধরার জন্য ছালাত ছেড়ে দেওয়া যাবে।[128]

**(১৩)** হাঁচি এলে *‘আলহাম্দুলিল্লা-হ’* বলা যাবে।[129] তবে হাঁচির জওয়াব দেওয়া যাবে না।[130] মুখে সালামের জওয়াব দেওয়া যাবে না। তবে আঙ্গুল দিয়ে ইশারায় জওয়াব দেওয়া যাবে। [131]

**(১৪)** বাচ্চা কোলে নিয়েও ছালাত আদায় করা যাবে।[132]

**(১৫)** কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করা যাবে না এবং কবরের উপরে বসা যাবে না।[133] যে কবরে পূজা হয় এবং কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া হয়, তার পাশে মসজিদ থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে না।

**(১৬)** মুছল্লীদের নিকটে আওয়ায পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ইমামের তাকবীরের পিছে পিছে ‘মুকাবিবর’ উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিতে পারবে। অসুস্থ রাসূল (ছাঃ)-এর তাকবীরের পিছে পিছে আবুবকর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ‘মুকাবিবর’।[134]

**(১৭)** যে সব ছালাতের শেষে সুন্নাত নেই, অর্থাৎ ফজর ও আছরের শেষে মুছল্লীদের দিকে ফিরে বসা এবং অন্য সময় না বসা, একইভাবে কেবল ফরয ছালাতে ইমামের পাগড়ী মাথায় দেওয়া এবং সালাম ফিরানোর পরে তা খুলে রাখা, সম্পূর্ণরূপে সুন্নাত পরিপন্থী কাজ।

**(১৮)** পোষাক, টুপী ও পাগড়ীতে অমুসলিমদের এবং শিরক ও বিদ‘আতপন্থীদের অনুকরণ করা নিষেধ।[135]

**(১৯)** মেয়েদের পুরুষালী পোষাক এবং পুরুষদের মেয়েলী পোষাক পরা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসব লোককে ঘর থেকে বের করে দিতে বলেছেন। [136]

**(২০)** *‘আল্লা-হু আকবর’* বলে ছালাত শুরু করতে হবে।[137] *‘নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া’...* বলে মুখে নিয়ত পাঠের মাধ্যমে ছালাত শুরু করা বিদ‘আত। যারা একে ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ বলেন, তাদের জবাবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ‘সকল বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’। আর ‘সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম’।[138]

**(২১)** তাকবীর দ্বারা ছালাত শুরু হয় এবং সালাম দ্বারা শেষ হয়।[139] অনুরূপভাবে ছালাতে প্রবেশকালে তাকবীর দিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধতে হয়’।[140] বুকে হাত বাঁধা ব্যতীত অন্যভাবে ছালাত আদায় করা হয় ভিত্তিহীন, না হয় যঈফ।[141]

**(২২)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন : (১) মোরগের মত ঠোকর দিয়ে দ্রুত ছালাত আদায় করা (২) বানর বা কুকুরের মত চার হাত-পা একত্র করে বসা (৩) শৃগালের মত এদিক-ওদিক তাকানো।[142]

**(২৩)** ছালাতের সময় নকশা করা পোষাক পরিধান করা উচিত নয়, যা নিজের বা অন্য মুছল্লীদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।[143] মুছাল্লা বা জায়নামাযের ব্যাপারেও একই কথা বলা যেতে পারে। ডান, বাম বা সম্মুখ থেকে ছবিযুক্ত সবকিছু দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে ফেলতে হবে। [144]

**(২৪)** 'বাচ্চাদের মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখো' বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে, তা যঈফ।[145] একইভাবে বাচ্চাদের পৃথকভাবে পিছনের কাতারে দাঁড়ানোর হাদীছও যঈফ।[146]

**(২৫)** 'যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে, তার ছালাত বিনষ্ট হবে' এবং 'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে, তার মুখ আগুন দিয়ে ভরে দেওয়া হবে' বলে যেসব হাদীছ প্রচলিত আছে, তা 'মওযূ' বা জাল[147] এবং মাটি দিয়ে ভরে দেওয়ার হাদীছ 'মওকূফ' ও যঈফ। [148]

**(২৬)** 'যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কথা বলার আগেই ছয় রাক'আত (নফল) ছালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তির পঞ্চাশ বছরের গোনাহ মাফ হবে'। 'যে ব্যক্তি ঐ ছয় রাক'আতের মধ্যে কোন মন্দ কথা বলবে না, সে ব্যক্তি বারো বছরের ইবাদতের সমান নেকী পাবে'। 'মাগরিব ও এশার মধ্যে যে ব্যক্তি বিশ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন' মর্মে বর্ণিত হাদীছ সমূহ অত্যন্ত যঈফ।[149] মাগরিব হ'তে এশার মধ্যে পঠিত নফল ছালাত সমূহকে *'ছালাতুল আউওয়াবীন'* বলার হাদীছটিও যঈফ।[150] বরং ছালাতুয যোহাকেই রাসূল (ছাঃ) *'ছালাতুল আউয়াবীন'* বলেছেন'।[151]

**(২৭)** সারা রাত্রি ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া যাবে না।[152] আল্লাহ বলেন, 'তুমি রাত্রিতে ছালাত আদায় কর কিছু অংশ বাদ দিয়ে' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২-৪)*। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কদাচিৎ পুরা রাত্রি জাগরণ করেছেন।[153] তিনি কখনো একরাতে কুরআন খতম করেননি।[154] এক্ষণে ইমাম আবু হানীফা *(৮০-১৫০ হিঃ/৬৯৯-৭৬৭ খৃঃ)* একরাতে কুরআন খতম করতেন ও তাতে এক হাযার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'। 'তিনি যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানে সাত হাযার বার কুরআন খতম করেন'। 'তিনি একটানা ৪০ বছর এশার ওযূতে ফজরের ছালাত আদায় করেছেন' এবং 'প্রতি রাক'আতে কুরআন খতম করেছেন[155] ইত্যাদি যেসব কথা প্রচারিত হয়েছে, তা স্রেফ অতিভক্তির বাড়াবাড়ি ও ইমামের নামে মিথ্যা অপবাদ মাত্র।[156]

**(২৮)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সবচেয়ে বড় চোর হ'ল 'ছালাত চোর'। সে হ'ল ঐ ব্যক্তি যে ছালাতে রুকূ ও সিজদা পূর্ণ করে না'। [157] তিনি বলেন, যদি সে ঐ অবস্থায় মারা যায়, তবে সে 'মুহাম্মাদী মিল্লাতের বহির্ভূত (مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ) হিসাবে মৃত্যুবরণ করবে'।[158]

**(২৯)** ফরয ও নফলের মধ্যে কথা বলা বা বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পার্থক্য করা উচিত।[159] অমনিভাবে ফরয ছালাত আদায়ের স্থান হ'তে কিছুটা সরে গিয়ে সুন্নাত-নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব।[160] ইমাম বুখারী ও ইমাম বাগাভী বলেন, এর দ্বারা ইবাদতের স্থানের সংখ্যা বেশী হয় এবং সিজদার স্থান সমূহ আল্লাহর নিকটে সাক্ষী হয়। যেমন সূরায়ে যিলযালের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'ক্বিয়ামতের দিন যমীন নিজেই আল্লাহর হুকুমে (তার উপরে কৃত বান্দার আমল সম্পর্কে) খবর দিবে'। অনুরূপভাবে সূরা দুখান ২৯ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, কোন মুমিন মারা গেলে তার সিজদার স্থান সমূহ কাঁদতে থাকে এবং তার সৎকর্ম সমূহ আসমানে উঠানো হয়। কিন্তু আসমান ও যমীন কোন কাফেরের জন্য কাঁদবেনা। [161] কারণ ওরা কখনো আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাটিতে সিজদা করেনি।

**(৩০)** চোখে দেখা বা কানে শোনার মাধ্যমে যদি ইমামের ইক্বতিদা করা সম্ভব হয়, তবে কাছাকাছি হ'লে তাঁর ইক্বতিদা করা জায়েয। যদিও সেটা মসজিদের বাইরে হয় কিংবা উভয়ের মধ্যে কোন দেওয়াল, রাস্তা বা অনুরূপ কোন প্রতিবন্ধক থাকে।[162]

**(৩১)** ছালাতের মধ্যে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় ক্বিরাআত ও তাসবীহ পাঠ করা যাবে না। মুখস্থ না থাকায় যদি কেউ কুরআনের কিছুই পড়তে না পারে অথবা অনারব হওয়ার কারণে কুরআন না জানে,

তখন সে কেবল *সুবহানাল্লাহ, ওয়াল-হামদুলিল্লাহ, অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ* বলবে। ঐসঙ্গে এ দো'আও করতে পারবে, *আল্লা-হুম্মারহামনী, ওয়া 'আফেনী, ওয়াহদেনী, ওয়ারঝুক্বনী* (হে আল্লাহ! আমাকে অনুগ্রহ কর, আমাকে সুস্থতা দাও, আমাকে সঠিক পথ দেখাও এবং আমাকে রুযী দাও!)।[163] তবে এটি স্রেফ একবার অথবা সাময়িক কালের জন্য। কেননা সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না।[164]

---

[1] . বাক্বারাহ ২/২৩৮; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, ইরওয়া হা/৫৮৮; ইবনু মাজাহ হা/১০২০; নায়ল ২/২৪৯।

[2] . আবুদাঊদ হা/১২২৪-২৮; নায়ল ২/২৯১ পৃঃ।

[3] . আবুদাঊদ হা/১২২৭; বায়হাক্বী, আহমাদ, তিরমিযী, ছিফাত ৫৫-৫৬ পৃঃ।

[4] . দারাকুৎনী, হাকেম, বায়হাক্বী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/২৯১।

[5] . বাযযার, দারাকুৎনী, হাকেম, ছিফাত, পৃঃ ৫৯; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৭৭; নায়ল ৪/১১২।

[6] . আবুদাঊদ, হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৯; ইরওয়া হা/৩৮৩।

[7] . বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৮ 'কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ-৩৪; সুনান, নায়ল 'রোগীর ছালাত' অনুচ্ছেদ, ৪/১১০ পৃঃ।

[8] . ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৩।

[9] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৪৯, ১২৫২, 'কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ-৩৪; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৯৮ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।

[10] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৭৬, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ-৯।

[11] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭।

[12] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৩,৭৭৯,৭৭৭ 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ-৯।

[13] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৮০।

[14] . বুখারী হা/৪৯৬; মুসলিম হা/১১৩৪; ছিফাত, পৃঃ ৬২।

[15] . আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭৮১।

[16] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭৬ পৃঃ।

[17] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭৭ পৃঃ; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৪৭, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

[18] . বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩, 'ইমামের কর্তব্য' অনুচ্ছেদ-২৭।

[19] . বুখারী হা/৬৯৫-৯৬ (ফাৎহুল বারী সহ), 'আযান' অধ্যায়-১০, 'বিদ'আতী ও ফিৎনা গ্রস্তের ইমামতি' অনুচ্ছেদ-৫৬, ২/২২০-২৩।

[20] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১১২২-২৩, ১১২৮, সনদ হাসান, 'ইমামত' অনুচ্ছেদ-২৬।

[21] . মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-২৫, 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ' অনুচ্ছেদ-২২।

[22] . মির'আত ৩/৫৯; নায়ল ৩/১৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯।

[23] . বুখারী, মিশকাত হা/৬৮৩ 'দেরীতে আযান' অনুচ্ছেদ-৬।

[24] . বুখারী, মিশকাত হা/৯৪৮ 'তাশাহহুদে দো'আ' অনুচ্ছেদ-১৭; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৯ 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৫।

[25] . আবুদাঊদ হা/৫৬৭, ৫৭০; আহমাদ হা/২৭১৩৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭১।

[26] . আবুদাঊদ হা/৫৬৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৯-৬১ 'জামা'আতে ছালাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-২৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭১।

[27] . আবুদাঊদ হা/৫৬৭, ৫৭০; মিশকাত হা/১০৬২-৬৩।

[28] . ভূপালী, আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ (ছান'আ, ইয়ামন : ১৪১১/১৯৯১) ১/৩২২ পৃঃ।

[29] . আবুদাঊদ হা/৫৯১, দারাকুৎনী প্রভৃতি ইরওয়া হা/৪৯৩; নায়ল ৪/৬৩।

[30] . বায়হাক্বী, ১/৪০৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯১, ১৭৭।

[31] . আবুদাঊদ হা/৫৯১-৯২; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩২২; নায়ল ৪/৬৩ ; ইরওয়া হা/৪৯৩।

[32] . দারাকুৎনী হা/১০৭১, সনদ যঈফ।

[33] . আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩১২।

[34] . আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/১৬৫ 'ঈমান' অধ্যায়-১, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ-৫।

[35] . আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৫৯৫; মিশকাত হা/১১২১ ‘ইমামত’ অনুচ্ছেদ-২৬।

[36] . বুখারী, নাসাঈ, নায়লুল আওত্বার ৪/৫৭-৫৮, ‘অন্ধের ইমামত’ অনুচ্ছেদ।

[37] . বুখারী, মিশকাত হা/১১২৭ ‘ইমামত’ অনুচ্ছেদ-২৬; নায়লুল আওত্বার ৪/৫৯।

[38] . আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ প্রভৃতি; নায়ল ৪/৬৩; বুখারী, মিশকাত হা/১১২৬।

[39] . মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭; বুখারী, মিশকাত হা/১১২৬।

[40] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩৯ ‘মুক্তাদীর কর্তব্য ও মাসবূকের হুকুম’ অনুচ্ছেদ-২৮।

[41] . মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৭।

[42] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩৬।

[43] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১১৪১, ১১৩৮।

[44] . বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৯; মির‘আত ৪/৮৯।

[45] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৮০।

[46] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭৭।

[47] . মুসলিম, আবুদাঊদ হা/৫৯৬; মিশকাত হা/১১২০।

[48] . মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭, ‘ইমামত’ অনুচ্ছেদ-২৬।

[49] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১১০৬, ‘দাঁড়ানোর স্থান’ অনুচ্ছেদ-২৫; আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩০৮।

[50] . মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৭, অনু-২৫।

[51] . নাসাঈ হা/১০২৯; আবুদাঊদ হা/৬১৩।

[52] . মুসলিম, মিশকাত হা/১০৯২; আবুদাঊদ হা/৬৭৮ ‘ছালাত’ অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৯৮।

[53] . মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮, ১১০৯, অনুচ্ছেদ-২৫; আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩০৮।

[54] . আবুদাঊদ হা/৫৯৭, অনুচ্ছেদ-৬৭।

[55] . ‘আওনুল মা‘বূদ হা/৫৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭৯-৮০।

[56] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭৮।

[57] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৩ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; মির'আত ৪/১৩৯।

[58] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯৪, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ-২৪।

[59] . আবুদাঊদ হা/৬৬১ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৯৪।

[60] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০৮৭, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ-২৪।

[61] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০৮৮, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ-২৪।

[62] . আবুদাঊদ হা/৬৬২ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৯৪।

[63] . বুখারী হা/৭২৫, ফৎহুল বারী, 'আযান' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৭৬।

[64] . বুখারী হা/৭১৯, 'আযান' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৭২; ঐ, মিশকাত হা/১০৮৬ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ-২৪; মির'আত ৪/৪।

[65] . আবুদাঊদ হা/৬৬৬-৬৭; মিশকাত হা/১১০২, ১০৯৩, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ-২৪।

[66] . আবুদাঊদ হা/৬৬২; বুখারী হা/৭২৫; ফাৎহুল বারী, 'আযান' অধ্যায়-১০, 'কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো' অনুচ্ছেদ-৭৬, ২/২৪৭ পৃঃ।

[67] . আবুদাঊদ হা/৬৫৪-৫৫ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৯০।

[68] . আবুদাঊদ হা/৬৭৩, 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৯৫।

[69] . বুখারী হা/৭২১ (ফাৎহুল বারী সহ), মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৮, 'ছালাতের ফযীলতসমূহ' অনুচ্ছেদ-৩।

[70] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৬ 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-২৩।

[71] . মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৮-৮৯ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ-২৪।

[72] . আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১০৫ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ-২৪।

[73] . বাক্বারাহ ২/২৮৬, তাগাবুন ৬৪/১৬; নায়ল ৪/৯২-৯৩ পৃঃ।

[74] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩১৬ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৩।

[75] . আবুদাঊদ হা/১৫০০, 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা' অনুচ্ছেদ-৩৫৯; মিশকাত হা/২৩১১।

[76] . মুসনাদে দায়লামী; যঈফাহ হা/৮৩।

[77] . আহমাদ, মিশকাত হা/৫৩৩৪ ' 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়-২৬, 'লোক দেখানো ও শুনানো' অনুচ্ছেদ-৫; ছহীহাহ হা/৯৫১।

[78] . আবুদাঊদ হা/৩২-৩৩; ঐ, মিশকাত হা/৩৪৮, 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩।

[79] . বায়হাক্বী ২/১৮৭; আবুদাঊদ হা/১৫০২ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৩৫৯।

[80] . আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৮৮৩, মিশকাত হা/৮৫৯ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।

[81] . বায়হাক্বী, আবুদাঊদ হা/৮৮৪, 'ছালাতে দো'আ' অনুচ্ছেদ-১৫৪; হাদীছ ছহীহ।

[82] . আহমাদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৫৫৬২ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়-২৮, 'হিসাব ও মীযান' অনুচ্ছেদ-৩, হাদীছ হাসান।

[83] . তিরমিযী হা/৩৫২২; মিশকাত হা/৮৬১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৫০।

[84] . আবুদাঊদ হা/৮৮৭, মিশকাত হা/৮৬০, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; হাদীছ যঈফ।

[85] . তাফসীর ইবনে জারীর হা/৬৫৪১, তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর।

[86] . মির'আত (বেনারস, ভারত ১৪১৫/১৯৯৫) ৩/১৭৫ পৃঃ।

[87] . আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, পৃঃ ৮৬ হাশিয়া।

[88] . শাওকানী, আস-সায়লুল জাররা-র (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/২৭৪ পৃঃ।

[89] . মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৫; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৮ 'সহো' অনুচ্ছেদ-২০।

[90] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৬ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'সহো' অনুচ্ছেদ-২০।

[91] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭ ; মুসলিম, মিশকাত হা/১০২১।

[92] . মুসলিম হা/১২৮৭ (৫৭২), 'সহো' অনুচ্ছেদ-১৯; নায়লুল আওত্বার ৩/৪১১ পৃঃ।

[93] . মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩২-৩৩ পৃঃ ; ঐ, ৩/৪০৭, হা/১০২৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[94] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩, ২/১২৮-২৯ পৃঃ।

[95] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'সহো' অনুচ্ছেদ-২০।

[96] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮ 'ছালাতে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ কর্ম সমূহ' অনুচ্ছেদ-১৯; মির'আত ৩/৩৫৭।

[97] . মির‘আত ৩/৩৫৭-৫৮; اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯ ‘বিবাহ’ অধ্যায়-১৩; فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ... আহযাব ৩৩/৩২।

[98] . মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৯৩০; বায়হাক্বী ২/৩২৫, সনদ ছহীহ; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ২৬৯ পৃঃ।

[99] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৪।

[100] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৫; আহমাদ, ইবনু মাজাহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৪ পৃঃ।

[101] . ছহীহ বুখারীতে বর্ধিতভাবে এসেছে যে, ঐ ব্যক্তি ছিল উমাইয়া বিন খালাফ। -বুখারী, মিশকাত হা/১০২৩; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১০৩৭ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘সিজদায়ে তেলাওয়াত’ অনুচ্ছেদ-২১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৪-৬৭।

[102] . হাকেম ১/২২০ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৭; মির‘আত ৩/৪৪৭; নায়ল ৩/৩৯৮।

[103] . দারাকুৎনী হা/১৫০৭; আহমাদ হা/১৭৪৪৮; হাকেম ২/৩৯০-৯১ ‘তাফসীর সূরা হজ্জ’; মির‘আত ৩/৪৪০-৪৩; নায়ল ৩/৩৮৬-৯১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৫; তামামুল মিন্নাহ, ২৭০ পৃঃ।

[104] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৫-৬৬ পৃঃ।

[105] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৯৪ ‘সিজদায়ে শুক্র’ অনুচ্ছেদ-৫১।

[106] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৮ পৃঃ।

[107] . হাকেম ১/২১৮; মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩, ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৭।

[108] . আবুদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭২-৭৩; বায়হাক্বী ২/৪৪২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৭৮।

[109] . আল-আযকার (বৈরূত : ১৪১৪/১৯৯৪) ১/২৫৮।

[110] . হাকেম ১/২১৮; মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩ ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৭।

[111] . আবুদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭৩; বায়হাক্বী ২/৪৪২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৭৮।

[112] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৬, ‘জামা‘আত ও উহার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-২৩।

[113] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩১, ১১৩৪ ‘ইমামের কর্তব্য সমূহ’ অনুচ্ছেদ-২৭।

[114] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/১১২৯-৩০।

[115] . বুখারী হা/৭৫৩, ‘আযান’ অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৯৪; আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০৫ ‘ছালাতে অসিদ্ধ ও সিদ্ধ কর্মসমূহ’ অনুচ্ছেদ-১৯।

[116] . আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯৪; মির‘আত হা/১০০১, ৩/৩৬৫ পৃঃ।

[117] . মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ইরওয়া হা/৩৭৮-এর শেষে দ্রষ্টব্য।

[118] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭, ‘সিজদা ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-১৪; ছিফাত পৃ: ১২৫।

[119] . আবুদাঊদ হা/৬৩৭ ‘ছালাত’ অধ্যায়-২, ‘ছালাতে কাপড় ঝুলানো’ অনুচ্ছেদ-৮৩।

[120] . বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪ ‘পোষাক’ অধ্যায়-২২।

[121] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮১, অনুচ্ছেদ-১৯; মির‘আত ৩/৩৪৮-৪৯ পৃঃ।

[122] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮২-৮৩, ‘ছালাতে অসিদ্ধ ও সিদ্ধ কর্ম সমূহ’ অনুচ্ছেদ-১৯।

[123] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮০ ‘ছালাতে অসিদ্ধ ও সিদ্ধ কর্ম সমূহ’ অনুচ্ছেদ-১৯।

[124] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মির‘আত ৩/৩৯১; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০১১, অনুচ্ছেদ-১৯।

[125] . ছিফাত পৃঃ ১৩৭; ছহীহাহ হা/২৬৭৪; যঈফাহ হা/৯৬৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[126] . বুখারী, মিশকাত হা/৯৮৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৫, অনুচ্ছেদ-১৯; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩৭ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-২৫, ‘হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলা’ অনুচ্ছেদ-৬।

[127] . আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০০৪, ‘ছালাতে অসিদ্ধ ও সিদ্ধ কর্ম সমূহ’ অনুচ্ছেদ-১৯।

[128] . বুখারী হা/১২১১, অধ্যায়-২১, অনুচ্ছেদ-১১।

[129] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৯২, অনুচ্ছেদ-১৯।

[130] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮, অনুচ্ছেদ-১৯।

[131] . তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১০১৩, অনুচ্ছেদ-১৯।

[132] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৪ ‘ছালাতে অসিদ্ধ ও সিদ্ধ কর্ম সমূহ’ অনুচ্ছেদ-১৯।

[133] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮-৯৯, ‘জানায়েয’ অধ্যায়-৫, ‘মৃতের দাফন’ অনুচ্ছেদ-৬।

[134] . মুসলিম, নাসাঈ হা/১২৪০; আবুদাঊদ, আহমাদ, ইবনু মাজাহ, ছিফাত, ৬৭ পৃঃ।

[135] . মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২৭; আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭, ‘পোষাক’ অধ্যায়-২২।

[136] . বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৮, ‘পোষাক’ অধ্যায়-২২।

[137] . মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭৯১, ৮০১, ৩১২; ছিফাত, ৬৬ পৃঃ।

[138] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১ 'ঈমান' অধ্যায়-১, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ-২ নাসাঈ হা/১৫৭৯ 'ঈদায়নের ছালাত' অধ্যায়, 'কিভাবে খুৎবা দিতে হবে' অনুচ্ছেদ; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৭৮৫।

[139] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩১২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, 'যা ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ-১; ইরওয়া হা/৩০১।

[140] . বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৮, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-১০; আবুদাঊদ হা/৭৫৫, ৭৫৯, 'ছালাত' অধ্যায়, ১২১ অনুচ্ছেদ।

[141] . আলবানী, হাশিয়া ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, ৬৯ পৃঃ।

[142] . আহমাদ, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৫৩; ছিফাত পৃঃ ৭০, ১১২।

[143] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭, 'সতর' অনুচ্ছেদ-৮; ঐ, হা/৯৮২, অনুচ্ছেদ-১৯; ইরওয়া হা/৩৭৬।

[144] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৭-৫৮ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সতর' অনুচ্ছেদ-৮।

[145] . ইবনু মাজাহ হা/৭৫০, 'মসজিদ ও জামা'আত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৫; ছিফাতু ছালা-তিন্নবী হাশিয়া, ৮৩ পৃঃ ।

[146] . আবুদাঊদ হা/৬৭৭; ঐ, মিশকাত হা/১১১৫ 'দাঁড়ানোর স্থান' অনুচ্ছেদ-২৫।

[147] . আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৮-৬৯।

[148] . মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৩, পৃ: ২/২৮১।

[149] . সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৭-৪৬৯; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১১৭৩-৭৪ 'সুন্নাত ছালাত সমূহ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ ৩০।

[150] . সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬১৭।

[151] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১২ 'ছালাতুয যোহা' অনুচ্ছেদ-৩৮।

[152] . মুত্তাফা

# বিভিন্ন ছালাতের পরিচয়

## ১. বিতর ছালাত (صلاة الوتر)

বিতর ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ।[1] যা এশার ফরয ছালাতের পর হ'তে ফজর পর্যন্ত সুন্নাত ও নফল ছালাত সমূহের শেষে আদায় করতে হয়।[2] বিতর ছালাত খুবই ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে বা সফরে কোন অবস্থায় বিতর ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না।[3]

'বিতর' অর্থ বেজোড়। যা মূলতঃ এক রাক'আত। কেননা এক রাক'আত যোগ না করলে কোন ছালাতই বেজোড় হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'রাতের নফল ছালাত দুই দুই (مَثْنَى مَثْنَى)। অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন সে যেন এক রাক'আত পড়ে নেয়। যা তার পূর্বেকার সকল নফল ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে'।[4] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ 'বিতর রাত্রির শেষে এক রাক'আত মাত্র'।[5] আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَكَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন'। [6]

রাতের নফল ছালাত সহ বিতর ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাক'আত পর্যন্ত (وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ) পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি, ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া চলে।[7] যদি কেউ বিতর পড়তে ভুলে যায় অথবা বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে স্মরণ হ'লে কিংবা রাতে বা সকালে ঘুম হ'তে জেগে উঠার পরে সুযোগ মত তা আদায় করবে।[8] অন্যান্য সুন্নাত-নফলের ন্যায় বিতরের ক্বাযাও আদায় করা যাবে।[9] তিন রাক'আত বিতর একটানা ও এক সালামে পড়াই উত্তম।[10] ৫ রাক'আত বিতরে একটানা পাঁচ রাক'আত শেষে বৈঠক ও সালাম সহ বিতর করবে। [11] সাত ও নয় রাক'আত বিতরে ছয় ও আট রাক'আতে প্রথম বৈঠক করবে। অতঃপর সপ্তম ও নবম রাক'আতে শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরাবে।[12]

চার খলীফাসহ অধিকাংশ ছাহাবী, তাবেঈ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এক রাক'আত বিতরে অভ্যস্ত ছিলেন।[13] অতএব 'এক রাক'আত বিতর সঠিক নয় এবং এক রাক'আতে কোন ছালাত হয় না'। 'বিতর তিন রাক'আতে সীমাবদ্ধ'। 'বিতর ছালাত মাগরিবের ছালাতের ন্যায়'। 'তিন রাক'আত বিতরের উপরে উম্মতের ইজমা হয়েছে' বলে যেসব কথা সমাজে চালু আছে, শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই'।[14] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা মাগরিবের ছালাতের ন্যায় (মাঝখানে বৈঠক করে) বিতর আদায় করো না'।[15] উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতরের ১ম রাক'আতে সূরা আ'লা, ২য় রাক'আতে সূরা কাফেরূণ ও ৩য় রাক'আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। ঐ সাথে ফালাক্ব ও নাস পড়ার কথাও এসেছে।[16] এসময় তিনি শেষ রাক'আতে ব্যতীত সালাম ফিরাতেন না (وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ)। [17]

**কুনূত (القنوت) :**

' কুনূত' অর্থ বিনম্র আনুগত্য। কুনূত দু'প্রকার। কুনূতে রাতেবাহ ও কুনূতে নাযেলাহ। প্রথমটি বিতর ছালাতের শেষ রাক'আতে পড়তে হয়। দ্বিতীয়টি বিপদাপদ ও বিশেষ কোন যরূরী কারণে ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে পড়তে হয়। বিতরের কুনূতের জন্য হাদীছে বিশেষ দো'আ বর্ণিত হয়েছে।[18] বিতরের কুনূত সারা বছর পড়া চলে।[19] তবে মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেওয়া ভাল। কেননা বিতরের জন্য কুনূত ওয়াজিব নয়। [20] দো'আয়ে কুনূত রুকূর আগে ও পরে[21] দু'ভাবেই পড়া জায়েয আছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ، متفق عليه-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কারো বিরুদ্ধে বা কারো পক্ষে দো'আ করতেন, তখন রুকূর পরে কুনূত পড়তেন...।[22] ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

رُوَاةُ الْقُنُوْتِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ وَعَلَيْهِ دَرَجَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ-

'রুকূর পরে কুনূতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর স্মৃতিসম্পন্ন এবং এর উপরেই খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন'। [23] হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আনাস, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে বিতরের কুনূতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো'আ করা প্রমাণিত আছে।[24] কুনূত পড়ার জন্য রুকূর পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দু'হাত উঠানো ও পুনরায় বাঁধার প্রচলিত প্রথার কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।[25] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, বিতরের কুনূত রুকূর পরে হবে, না পূর্বে হবে এবং এই সময় দো'আ করার জন্য হাত উঠানো যাবে কি-না। তিনি বললেন, বিতরের কুনূত হবে রুকূর পরে এবং এই সময় হাত উঠিয়ে দো'আ করবে।[26] ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, বিতরের কুনূতের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে। ইমাম ত্বাহাবী ও ইমাম কার্খীও এটাকে পসন্দ করেছেন।[27] এই সময় মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন।[28]

**দো'আয়ে কুনূত (دعاء قنوت الوتر) :**

হাসান বিন আলী (রাঃ) বলেন যে, বিতরের কুনূতে বলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নিম্নোক্ত দো'আ শিখিয়েছেন।-

اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَ لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মাহদিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিক্লী ফীমা 'আ'ত্বায়তা, ওয়া ক্বিনী শার্রা মা ক্বাযায়তা; ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লা ইয়ুক্বযা 'আলায়কা, ইন্নাহূ লা ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লায়তা, ওয়া লা ইয়া'ইযঝু মান্ 'আ-দায়তা, তাবা-রক্তা রববানা ওয়া তা'আ-লায়তা, ওয়া ছাল্লাল্লা-হু 'আলান্ নাবী'* ।[29]

জামা'আতে ইমাম ছাহেব ক্রিয়াপদের শেষে একবচন...'নী'-এর স্থলে বহুবচন.... 'না' বলতে পারেন।[30]

**অনুবাদ :** হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তাঁর নবীর উপরে রহমত বর্ষণ করুন'।

দো'আয়ে কুনূত শেষে মুছল্লী *'আল্লাহু আকবার'* বলে সিজদায় যাবে।[31] কুনূতে কেবল দু'হাত উঁচু করবে। মুখে হাত বুলানোর হাদীছ যঈফ।[32] বিতর শেষে তিনবার সরবে *'সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস'* শেষদিকে দীর্ঘ টানে বলবে'।[33] অতঃপর ইচ্ছা করলে বসেই সংক্ষেপে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে এবং সেখানে প্রথম রাক'আতে সূরা যিলযাল ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফেরূণ পাঠ করবে।[34]

উল্লেখ্য যে, اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ *আল্লা-হুম্মা ইন্না নাস্তা‘ঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা...*’ বলে বিতরে যে কুনূত পড়া হয়, সেটার হাদীছ ‘মুরসাল’ বা যঈফ।[35] অধিকন্তু এটি কুনূতে নাযেলাহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কুনূতে রাতেবাহ হিসাবে নয়।[36] অতএব বিতরের কুনূতের জন্য উপরে বর্ণিত দো‘আটিই সর্ব্বোত্তম।[37]

ইমাম তিরমিযী বলেন, هَذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوْتِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ لاَ نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ ‘নবী করীম (ছাঃ) থেকে কুনূতের জন্য এর চেয়ে কোন উত্তম দো‘আ আমরা জানতে পারিনি’।[38]

**কুনূতে নাযেলাহ (قنوت النازلة)** :

যুদ্ধ, শত্রুর আক্রমণ প্রভৃতি বিপদের সময় অথবা কারুর জন্য বিশেষ কল্যাণ কামনায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে বিশেষভাবে এই দো‘আ পাঠ করতে হয়। ‘কুনূতে নাযেলাহ’ ফজর ছালাতে অথবা সব ওয়াক্তে ফরয ছালাতের শেষ রাক‘আতে রুকূর পরে দাঁড়িয়ে *‘রববানা লাকাল হাম্দ’* বলার পরে দু’হাত উঠিয়ে সরবে পড়তে হয়। [39] কুনূতে নাযেলাহর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে নির্দিষ্ট কোন দো‘আ বর্ণিত হয়নি। অবস্থা বিবেচনা করে ইমাম আরবীতে[40] দো‘আ পড়বেন ও মুক্তাদীগণ ‘আমীন’ ‘আমীন’ বলবেন।[41] রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা শক্তির বিরুদ্ধে এমনকি এক মাস যাবৎ একটানা বিভিন্নভাবে দো‘আ করেছেন।[42] তবে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে এ বিষয়ে একটি দো‘আ বর্ণিত হয়েছে। যা তিনি ফজরের ছালাতে পাঠ করতেন এবং যা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে দৈনিক পাঁচবার ছালাতে পাঠ করা যেতে পারে। যেমন-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اَللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ، اَللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মাগফির লানা ওয়া লিল মু’মিনীনা ওয়াল মু‘মিনা-তি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমা-তি, ওয়া আল্লিফ বায়না কুলূবিহিম, ওয়া আছলিহ যা-তা বায়নিহিম, ওয়ান্ছুরহুম ‘আলা ‘আদুউবিকা ওয়া ‘আদুউবিহিম। আল্লা-হুম্মাল‘আনিল কাফারাতাল্লাযীনা ইয়াছুদ্দূনা ‘আন সাবীলিকা ওয়া ইয়ুকায্যিবূনা রুসুলাকা ওয়া ইয়ুক্বা-তিলূনা আউলিয়া-আকা। আল্লা-হুম্মা খা-লিফ বায়না কালিমাতিহিম ওয়া ঝালঝিল আক্বদা-মাহুম ওয়া আনঝিল বিহিম বা’সাকাল্লাযী লা তারুদ্দুহূ ‘আনিল ক্বাউমিল মুজরিমীন।*

**অনুবাদ :** হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং সকল মুমিন-মুসলিম নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আপনি তাদের অন্তর সমূহে মহববত পয়দা করে দিন ও তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করে দিন। আপনি তাদেরকে আপনার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদের উপরে লা‘নত করুন। যারা আপনার রাস্তা বন্ধ করে, আপনার প্রেরিত রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে ও আপনার বন্ধুদের সাথে লড়াই করে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিন ও তাদের পদসমূহ টলিয়ে দিন এবং আপনি তাদের মধ্যে আপনার প্রতিশোধকে নামিয়ে দিন, যা পাপাচারী সম্প্রদায় থেকে আপনি ফিরিয়ে নেন না’।[43]

অতঃপর প্রথমবার বিসমিল্লাহ... সহ *ইন্না নাস্তা‘ঈনুকা* .... এবং দ্বিতীয়বার বিসমিল্লাহ... সহ *ইন্না না‘বুদুকা* ...বর্ণিত আছে।[44]

উল্লেখ্য যে, উক্ত ‘কুনূতে নাযেলাহ’ থেকে মধ্যম অংশটুকু অর্থাৎ *ইন্না নাস্তা‘ঈনুকা* ... নিয়ে সেটাকে ‘কুনূতে বিতর’ হিসাবে চালু করা হয়েছে, যা নিতান্তই ভুল। আলবানী বলেন যে, এই দো‘আটি ওমর (রাঃ)

ফজরের ছালাতে কুনূতে নাযেলাহ হিসাবে পড়তেন। এটাকে তিনি বিতরের কুনূতে পড়েছেন বলে আমি জানতে পারিনি।[45]

---

[1] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৩; নাসাঈ হা/১৬৭৬; মির‘আত ২/২০৭; ঐ, ৪/২৭৩-৭৪; শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ ২/১৭।

[2] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৯২-৯৩।

[3] . ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা‘আ-দ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯ সংস্করণ, ১৪১৬/১৯৯৬) ১/৪৫৬।

[4] . عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى- বুখারী (ফাৎহ সহ) হা/৯৯০ ‘বিতর’ অধ্যায়-১৪; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৪ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ-৩৫।

[5] . মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৫।

[6] . ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৮৫।

[7] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৫; আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৬৩-৬৫; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১২৬১।

[8] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ মিশকাত হা/১২৬৮, ১২৭৯; নায়ল ৩/২৯৪, ৩১৭-১৯, মির‘আত ৪/২৭৯।

[9] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৮; নায়লুল আওত্বার ৩/৩১৮-১৯।

[10] . মির‘আত ৪/২৭৪; হাকেম ১/৩০৪ পৃঃ।

[11] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৬; মির‘আত ৪/২৬২।

[12] . মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৭; বায়হাক্বী ৩/৩০; মির‘আত ৪/২৬৪-৬৫।

[13] . নায়লুল আওত্বার ৩/২৯৬; মির‘আত ৪/২৫৯।

[14] . মিরক্বাত ৩/১৬০-৬১, ১৭০; মির‘আত হা/১২৬২, ১২৬৪, ১২৭৩ -এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্যঃ ৪/২৬০-৬২, ২৭৫।

[15] . দারাকুৎনী হা/১৬৩৪-৩৫; সনদ ছহীহ।

[16] . হাকেম ১/৩০৫, আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৬৯, ১২৭২।

[17] . নাসাঈ হা/১৭০১, 'ক্বিয়ামুল লাইল' অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-৩৭; মির'আত ৪/২৬০।

[18] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৭৩।

[19] . প্রাগুক্ত, মিশকাত হা/১২৭৩; মির'আত ৪/২৮৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৬।

[20] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯১-৯২ 'কুনূত' অনুচ্ছেদ-৩৬; মির'আত ৪/৩০৮।

[21] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৯; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৩-৮৪, মিশকাত হা/১২৯৪; মির'আত ৪/২৮৬-৮৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭; আলবানী, ক্বিয়ামু রামাযান পৃঃ ২৩।

[22] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৮।

[23] . বায়হাক্বী ২/২০৮; তুহফাতুল আহওয়াযী (কায়রো : ১৪০৭/১৯৮৭) হা/৪৬৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ২/৫৬৬ পৃঃ।

[24] . বায়হাক্বী ২/২১১-১২; মির'আত ৪/৩০০; তুহফা ২/৫৬৭।

[25] . ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৭; মির'আত ৪/২৯৯, 'কুনূত' অনুচ্ছেদ-৩৬।

[26] . তুহফা ২/৫৬৬; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৭-২১।

[27] . মির'আত ৪/৩০০ পৃঃ।

[28] . মির'আত ৪/৩০৭; ছিফাত ১৫৯ পৃঃ; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০।

[29] . সুনানু আরবা'আহ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৭৩ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫; ইরওয়া হা/৪২৯, ২/১৭২। উল্লেখ্য যে, কুনূতে বর্ণিত উপরোক্ত দো'আর শেষে 'দরূদ' অংশটি আলবানী 'যঈফ' বলেছেন। তবে ইবনু মাসঊদ, আবু মূসা, ইবনু আববাস, বারা, আনাস প্রমুখ ছাহাবী থেকে বিতরের কুনূত শেষে রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করা প্রমাণিত হওয়ায় তিনি তা পাঠ করা জায়েয হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন *-ইরওয়া ২/১৭৭, তামামুল মিন্নাহ ২৪৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭)।* ছাহেবে মির'আত বলেন, ইবনু আবী আছেম ও ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, ইবনু হিববান বর্ণিত কুনূতে وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ -এসেছে *(মির'আত ৪/২৮৫)।* তবে সেটি বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি। সেকারণ আমরা এটা 'মতন' থেকে বাদ দিলাম।

তবে দো'আয়ে কুনূতের শেষে ইস্তেগফার সহ যেকোন দো'আ পাঠের ব্যাপারে অধিকাংশ বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন। কেননা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কুনূতে কখনো একটি নির্দিষ্ট দো'আ পড়তেন না, বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দো'আ পড়েছেন *(দ্রঃ আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ আবুদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১২৭৬; মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৩/১১০-১১; মির'আত ৪/২৮৫; লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ১৮০৬৯; মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন, ফৎওয়া নং ৭৭৮-৭৯)।* তাছাড়া যেকোন দো'আর শুরুতে হাম্দ ও দরূদ পাঠের বিষয়ে ছহীহ হাদীছে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে *(আহমাদ, আবুদাঊদ হা/১৪৮১; ছিফাত পৃঃ ১৬২)*। অতএব আমরা 'ইস্তেগফার' সহ যেকোন দো'আ ও 'দরূদ' দো'আয়ে কুনূতের শেষে পড়তে পারি।

[30] . আহমাদ, ইরওয়া হা/৪২৯; ছহীহ ইবনু হিববান হা/৭২২; শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা : ২৯০, ৪/২৯৫ পৃঃ।

[31] . আহমাদ, নাসাঈ হা/১০৭৪; আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, ১৬০ পৃঃ।

[32] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭; যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪৮৫; বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২২৫৫ -এর টীকা; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৩-৩৪, ২/১৮১ পৃঃ।

[33] . নাসাঈ হা/১৬৯৯ সনদ ছহীহ।

[34] . আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৮৪, ৮৫, ৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৯৩।

[35] . মারাসীলে আবুদাঊদ হা/৮৯; বায়হাক্বী ২/২১০; মিরক্বাত ৩/১৭৩-৭৪; মির‘আত ৪/২৮৫।

[36] . ইরওয়া হা/৪২৮-এর শেষে, ২/১৭২ পৃঃ।

[37] . মির‘আত হা/১২৮১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৪/২৮৫ পৃঃ।

[38] . তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৪৬৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ২/৫৬৪ পৃঃ; বায়হাক্বী ২/২১০-১১।

[39] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৮৮-৯০; ছিফাত ১৫৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৮-৪৯।

[40] . মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮, ‘ছালাতে অসিদ্ধ ও সিদ্ধ কর্ম সমূহ’ অনুচ্ছেদ-১৯; মির‘আত হা/৯৮৫-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ৩/৩৪২ পৃঃ; শাওকানী, আসসায়লুল জাব্বার ১/২২১।

[41] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০; মির‘আত ৪/৩০৭; ছিফাত ১৫৯ পৃঃ।

[42] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৮৮-৯১।

[43] . বায়হাক্বী ২/২১০-১১। বায়হাক্বী অত্র হাদীছকে ‘ছহীহ মওছূল’ বলেছেন।

[44] . বায়হাক্বী ২/২১১ পৃঃ।

[45] . ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৮, ২/১৭২ পৃঃ।

## ২. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ( صلاة الليل)

রাত্রির বিশেষ নফল ছালাত তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামে পরিচিত। রামাযানে এশার পর প্রথম রাতে পড়লে তাকে ‘তারাবীহ’ এবং রামাযান ও অন্যান্য সময়ে শেষরাতে পড়লে তাকে ‘তাহাজ্জুদ’ বলা হয়।

**তারাবীহ :** মূল ধাতু رَاحَةٌ (রা-হাতুন) অর্থ : প্রশান্তি। অন্যতম ধাতু رَوْحٌ (রাওহুন) অর্থ : সন্ধ্যারাতে কোন কাজ করা। সেখান থেকে ترويحة (তারবীহাতুন) অর্থ : সন্ধ্যারাতের প্রশান্তি বা প্রশান্তির বৈঠক; যা রামাযান মাসে তারাবীহর ছালাতে প্রতি চার রাক‘আত শেষে করা হয়ে থাকে। বহুবচনে (التراويح) ‘তারা-বীহ’ অর্থ : প্রশান্তির বৈঠকসমূহ *(আল-মুনজিদ)*

**তাহাজ্জুদ :** মূল ধাতু هُجُوْدٌ (হুজূদুন) অর্থ : রাতে ঘুমানো বা ঘুম থেকে উঠা। সেখান থেকে تَهَجُّدٌ (তাহাজ্জুদুন) পারিভাষিক অর্থে রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে ওঠা বা রাত্রি জেগে ছালাত আদায় করা *(আল-মুনজিদ)।*

উল্লেখ্য যে, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামে রামাযান, ক্বিয়ামুল লায়েল সবকিছুকে এক কথায় ‘ছালাতুল লায়েল’ বা ‘রাত্রির নফল ছালাত’ বলা হয়। রামাযানে রাতের প্রথমাংশে যখন জামা‘আত সহ এই নফল ছালাতের প্রচলন হয়, তখন প্রতি চার রাক‘আত অন্তর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া হ’ত। সেখান থেকে ‘তারাবীহ’ নামকরণ হয় *(ফাৎহুল বারী, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব)*। এই নামকরণের মধ্যেই তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, তারাবীহ প্রথম রাতে একাকী অথবা জামা‘আত সহ এবং তাহাজ্জুদ শেষরাতে একাকী পড়তে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু’টিই পড়েছেন মর্মে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না’। [1]

**রাত্রির ছালাতের ফযীলত :** রাত্রির ছালাত বা ‘ছালাতুল লায়েল’ নফল হ’লেও তা খুবই ফযীলতপূর্ণ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ-

‘ফরয ছালাতের পরে সর্ব্বোত্তম ছালাত হ’ল রাত্রির (নফল) ছালাত’।[2] তিনি আরও বলেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَن يَّدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَّسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَّسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ- وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْهُ: فَلاَ يَزَالُ كَذَالِكَ حَتَّى يُضِيْئَ الْفَجْرُ-

‘আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব? কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? এভাবে তিনি ফজর স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত আহবান করেন’। [3]

**তারাবীহর জামা‘আত :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তিন রাত্রি মসজিদে জামা‘আতের সাথে তারাবীহর ছালাত আদায় করেছেন। প্রথম দিন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, দ্বিতীয় দিন অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত এবং তৃতীয় দিন নিজের স্ত্রী-পরিবার ও মুছল্লীদের নিয়ে সাহারীর আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ছালাত আদায় করেন। [4] পরের রাতে মুছল্লীগণ তাঁর কক্ষের কাছে গেলে তিনি বলেন, ‘আমি ভয় পাচ্ছি

যে, এটি তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায় কি-না (خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ)। আর যদি ফরয হয়ে যায়, তাহ'লে তোমরা তা আদায় করতে পারবে না'...। [5]

**তারাবীহর ফযীলত :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[6]

**তারাবীহর জামা'আত ঈদের জামা'আতের ন্যায় :**

ইমাম শাফেঈ, আবু হানীফা, আহমাদ ও কিছু মালেকী বিদ্বান এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, তারাবীহর ছালাত জামা'আতে পড়া উত্তম, যা ওমর (রাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম চালু করে গেছেন এবং এর উপরেই মুসলমানদের আমল জারি আছে। কেননা এটি ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের (لأنه من الشعائر الظاهرة) অন্তর্ভুক্ত। যা ঈদায়নের ছালাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল'।[7]

**রাক'আত সংখ্যা :** রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে রাত্রির এই বিশেষ নফল ছালাত তিন রাক'আত বিতরসহ ১১ রাক'আত ছহীহ সূত্র সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন,

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا، متفق عليه-

**অর্থ :** রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত এগার রাক'আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২) [8] চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন।[9]

**বন্ধ হওয়ার পরে পুনরায় জামা'আত চালু :** সম্ভবতঃ নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফতের উপরে আপতিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে ১ম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকালে (১১-১৩ হিঃ) তারাবীহর জামা'আত পুনরায় চালু করা সম্ভবপর হয়নি। ২য় খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) স্বীয় যুগে (১৩-২৩ হিঃ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহু সংখ্যক মুছল্লীকে মসজিদে বিক্ষিপ্তভাবে উক্ত ছালাত আদায় করতে দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সুন্নাত অনুসরণ করে তাঁর খেলাফতের ২য় বর্ষে ১৪ হিজরী সনে মসজিদে নববীতে ১১ রাক'আতে তারাবীহর জামা'আত পুনরায় চালু করেন।[10] যেমন সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন,

أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.... رواه في الموطأ بإسناد صحيح-

'খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হযরত উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। এই ছালাত (إلي فُرُوْعِ الْفَجْرِ) ফজরের প্রাক্কাল (সাহারীর পূর্ব) পর্যন্ত দীর্ঘ হ'ত'।[11]

**বিশ রাক'আত তারাবীহ :** প্রকাশ থাকে যে, উক্ত রেওয়ায়াতের পরে ইয়াযীদ বিন রূমান থেকে 'ওমরের যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হ'ত' বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা 'যঈফ' এবং ২০ রাক'আত সম্পর্কে ইবনু আববাস (রাঃ) থেকে 'মরফূ' সূত্রে যে বর্ণনা এসেছে, তা 'মওযূ' বা জাল।[12] এতদ্ব্যতীত ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে কয়েকটি 'আছার' এসেছে, যার সবগুলিই 'যঈফ'।[13] ২০ রাক'আত তারাবীহর

উপরে ওমরের যামানায় ছাহাবীগণের মধ্যে 'ইজমা' বা ঐক্যমত হয়েছে বলে যে দাবী করা হয়, তা একেবারেই ভিত্তিহীন ও বাতিল কথা (بَاطِلَةٌ جِدًّا) মাত্র। [14] তিরমিযীর ভাষ্যকার খ্যাতনামা ভারতীয় হানাফী মনীষী দারুল উলূম দেউবন্দ-এর তৎকালীন সময়ের মুহতামিম (অধ্যক্ষ) আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী *(১২৯২-১৩৫২/১৮৭৫-১৯৩৩ খৃঃ)* বলেন, একথা না মেনে উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ রাক'আত ছিল। [15]

এটা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অন্য কোন স্ত্রী ও ছাহাবী থেকে ১১ বা ১৩ রাক'আতের ঊর্ধ্বে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।[16] বর্ধিত রাক'আত সমূহ পরবর্তীকালে সৃষ্ট। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত ১১ বা ১৩ রাক'আত আদায় করতেন। পরবর্তীকালে মদীনার লোকেরা দীর্ঘ ক্বিয়ামে দুর্বলতা বোধ করে। ফলে তারা রাক'আত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে, যা ৩৯ রাক'আত পর্যন্ত পৌঁছে যায়'।[17] অথচ বাস্তব কথা এই যে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যেমন দীর্ঘ ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতের মাধ্যমে তিন রাত জামা'আতের সাথে তারাবীহর ছালাত আদায় করেছেন, তেমনি সংক্ষিপ্ত ক্বিয়ামেও তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করেছেন। যা সময় বিশেষে ৯, ৭ ও ৫ রাক'আত হ'ত। কিন্তু তা কখনো ১১ বা ১৩ -এর ঊর্ধ্বে প্রমাণিত হয়নি।[18] তিনি ছিলেন 'সৃষ্টিজগতের প্রতি রহমত স্বরূপ' *(আম্বিয়া ২১/১০৭)* এবং বেশী না পড়াটা ছিল উম্মতের প্রতি তাঁর অন্যতম রহমত।

**শৈথিল্যবাদ :** অনেক বিদ্বান উদারতার নামে 'বিষয়টি প্রশস্ত' (الأمر واسع) বলে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন এবং ২৩ রাক'আত পড়েন ও বলেন শত রাক'আতের বেশীও পড়া যাবে, যদি কেউ ইচ্ছা করে। দলীল হিসাবে ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীছটি পেশ করেন যে, 'রাত্রির ছালাত দুই দুই (مَثْنَى مَثْنَى) করে। অতঃপর ফজর হয়ে যাবার আশংকা হ'লে এক রাক'আত পড়। তাতে পিছনের সব ছালাত বিতরে (বেজোড়ে) পরিণত হবে'।[19] অত্র হাদীছে যেহেতু রাক'আতের কোন সংখ্যাসীমা নেই এবং রাসূল (ছাঃ)-এর কথা তাঁর কাজের উপর অগ্রাধিকারযোগ্য, অতএব যত রাক'আত খুশী পড়া যাবে। তবে তারা সবাই একথা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১১ রাক'আত পড়েছেন এবং সেটা পড়াই উত্তম। অথচ উক্ত হাদীছের অর্থ হ'ল, রাত্রির নফল ছালাত (দিনের ন্যায়) চার-চার নয়, বরং দুই-দুই রাক'আত করে। [20] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা ছালাত

আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'।[21] এ কথার মধ্যে তাঁর ছালাতের ধরন ও রাক'আত সংখ্যা সবই গণ্য। তাঁর উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যা হ'ল তাঁর কর্ম, অর্থাৎ ১১ রাক'আত ছালাত। অতএব ইবাদত বিষয়ে তাঁর কথা ও কর্মে বৈপরীত্য ছিল, এরূপ ধারণা নিতান্তই অবাস্তব।

এক্ষণে যখন সকল বিদ্বান এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ১১ রাক'আত পড়তেন এবং কখনো এর ঊর্ধ্বে পড়েননি এবং এটা পড়াই উত্তম, তখন তারা কেন ১১ রাক'আতের উপর আমলের ব্যাপারে একমত হ'তে পারেন না? কেন তারা শতাধিক রাক'আত পড়ার ব্যাপারে উদারতা দেখিয়ে ফের ২৩ রাক'আতে সীমাবদ্ধ থাকেন? এটা উম্মতকে ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখার নামান্তর বৈ-কি!

এক্ষণে যদি কেউ রাতে অধিক ইবাদত করতে চান এবং কুরআন অধিক মুখস্থ না থাকে, তাহ'লে দীর্ঘ রুকূ ও সুজূদ সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ শেষ করে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাসবীহ ও কুরআন তিলাওয়াতে রত থাকতে পারেন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও অধিক ছওয়াবের কাজ। এছাড়াও রয়েছে যেকোন সাধারণ নফল ছালাত আদায়ের সুযোগ। যেমন ছালাতুল হাজত, ছালাতুত তাওবাহ, তাহিইয়াতুল ওযূ, তাহিইয়াতুল মাসজিদ ইত্যাদি।

অতএব রাতের নফল ছালাত ১১ বা ১৩ রাক'আতই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সর্বোত্তম। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। [22] জেনে রাখা ভাল যে, রাক'আত গণনার চেয়ে ছালাতের খুশূ-খুযূ ও দীর্ঘ সময় ক্বিয়াম, কু'ঊদ, রুকূ, সুজূদ অধিক যরূরী। যা আজকের মুসলিম সমাজে প্রায় লোপ পেতে বসেছে। ফলে রাত্রির নিভৃত ছালাতের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

**জামা'আতে তারাবীহ কি বিদ'আত?**

রামাযানের প্রতি রাতে নিয়মিত জামা'আতে তারাবীহ পড়াকে অনেকে বিদ'আত মনে করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাত্র তিনদিন জামা'আতে তারাবীহ পড়েছিলেন [23] এবং ওমর ফারূক (রাঃ) নিয়মিত জামা'আতে তারাবীহ চালু করার পরে একে 'সুন্দর বিদ'আত'(هٰذِهِ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ) বলেছিলেন।[24] এর জবাব এই যে, ওমর ফারূক (রাঃ) এটিকে আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বলেছিলেন, শারঈ অর্থে নয়। কেননা শারঈ বিদ'আত সর্বতোভাবেই ভ্রষ্টতা। যার পরিণাম জাহান্নাম। তিনি এজন্য বিদ'আত বলেন যে, এটিকে রাসূল (ছাঃ) কায়েম করার পরে ফরয হওয়ার আশংকায় পরিত্যাগ করেন।[25] আবুবকর (রাঃ) পুনরায় চালু করেননি। অতঃপর দীর্ঘ বিরতির পরে চালু হওয়ায় বাহ্যিক কারণে তিনি এটাকে 'কতই না সুন্দর বিদ'আত' অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর পরে পুনঃপ্রচলন বলে প্রশংসা করেন।[26]

**এক নযরে রাতের নফল ছালাতের নিয়ম সমূহ :**

**(১) ১১ রাক'আত :** দুই দুই করে ৮ রাক'আত। অতঃপর তিন রাক'আত পড়ে শেষ বৈঠক করবে।[27] রামাযান ও অন্য সময়ে এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর অধিকাংশ রাতের আমল।

**(২) ১১ রাক'আত :** দুই দুই করে মোট ১০ রাক'আত। অতঃপর এক রাক'আত বিতর।[28]

**(৩) ১৩ রাক'আত :** দুই দুই করে ৮ রাক'আত। অতঃপর একটানা পাঁচ রাক'আত বিতর। **অথবা** দুই দুই করে ১০ রাক'আত, অতঃপর ৩ রাক'আত বিতর। **অথবা** দুই দুই করে ১২ রাক'আত, অতঃপর ১ রাক'আত বিতর।[29]

**(৪) ৯ রাক'আত :** একটানা ৮ রাক'আত পড়ে প্রথম বৈঠক ও নবম রাক'আতে শেষ বৈঠক। **অথবা** দুই দুই করে ৬ রাক'আত। অতঃপর তিন রাক'আত বিতর। **অথবা** দুই দুই করে ৮ রাক'আত। অতঃপর ১ রাক'আত বিতর।[30]

**(৫) ৭ রাক'আত :** একটানা ৬ রাক'আত পড়ে প্রথম বৈঠক ও সপ্তম রাক'আতে শেষ বৈঠক। **অথবা** দুই দুই করে ৪ রাক'আত। অতঃপর ৩ রাক'আত বিতর। **অথবা** দুই দুই করে ৬ রাক'আত। অতঃপর এক রাক'আত বিতর।[31]

**(৬) ৫ রাক'আত :** একটানা ৫ রাক'আত বিতর **অথবা** দুই দুই করে ৪ রাক'আত। অতঃপর এক রাক'আত বিতর।[32]

ইমাম মুহাম্মাদ বিন নছর আল-মারওয়াযী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে একটানা একাধিক রাক'আত বিতর পড়ার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু দুই দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরানো ও শেষে এক রাক'আত-এর

মাধ্যমে বিতর করাকেই আমরা উত্তম মনে করি। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক প্রশ্নকারীকে এধরনের জবাবই দিয়েছিলেন যে, 'রাতের ছালাত দুই দুই। অতঃপর যখন তুমি ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত পড়ে নাও, যা তোমার পিছনের সব ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে'। [33]

উপরের ৬টি নিয়মের মধ্যে প্রথমটি কেবল তিনি তারাবীহ ও তাহাজ্জুদে পড়েছেন। বাকীগুলি বিভিন্ন সময় তাহাজ্জুদে পড়েছেন। বৃদ্ধাবস্থায় কিংবা সময় কম থাকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো কমসংখ্যক রাক'আতে তাহাজ্জুদ পড়তেন। উম্মতের জন্য এটি বিশেষ অনুগ্রহ বটে। বৃদ্ধকালে ভারী হয়ে যাওয়ায় তিনি অধিকাংশ (রাতের নফল) ছালাত বসে বসে পড়তেন।[34]

এক্ষণে ২৩, ২৫ ও ২৭শে রামাযানের যে বেজোড় তিন রাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আত সহ তারাবীহ পড়েছিলেন, সে তিন রাত কত রাক'আত পড়েছিলেন? জবাব এই যে, সেটা ছিল আট রাক'আত তারাবীহ ও বাকীটা বিতর। যেমন হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে-

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَالْوِتْرَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিয়ে রামাযানে ছালাত আদায় করলেন আট রাক'আত এবং বিতর পড়লেন।[35]

জাবের (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছে বিতরের রাক'আত সংখ্যা বলা হয়নি। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শেষে স্পষ্টভাবে তিন রাক'আত বিতরের কথা এসেছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[36] অতএব ৮+৩=১১ রাক'আত তারাবীহ জামা'আত সহকারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত হিসাবে সাব্যস্ত হয়। হযরত ওমর (রাঃ) সেটাই পুনরায় চালু করেছিলেন। তিনি মর্যাদা সুন্নাত যেন্দা করেছিলেন। তিনি 'সুন্নাতে হাসানাহ' করেছিলেন, 'বিদ'আতে হাসানাহ' করেননি। কেননা শারঈ বিদ'আত সবটুকু ভ্রষ্টতা। সেখানে ভাল-মন্দ ভাগ নেই। বরং শারঈ বিদ'আতকে 'হাসানাহ' ও 'সাইয়েআহ' দু'ভাগে ভাগ করাটাই আরেকটি বিদ'আত। আল্লাহ আমাদেরকে বিদ'আত হ'তে রক্ষা করুন!

উল্লেখ্য যে, হাদীছে বিতর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'যখন তুমি ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত পড়ে নাও। তাহ'লে পিছনের ছালাত গুলি বিতরে পরিণত হবে'।[37] এতে বুঝা যায় যে, একটানা বা দুই দুই করে পড়লেও সেটা শেষের এক রাক'আতের মাধ্যমে বিতরে পরিণত হবে। [38] আর একারণেই ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ১৩, ১১, ৯, ৭, ৫, ৩, ও ১ রাক'আত বিতর প্রমাণিত আছে। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধতর হ'ল এক রাক'আত।[39] অর্থাৎ তারাবীহ ও বিতর পৃথক নয়। বরং শেষে এক রাক'আত যোগ করলে সবটাকেই 'বিতর' বলা যায় ও সবটাকেই 'ছালাতুল লায়েল' বা 'রাতের ছালাত' বলা যায়।

**রাত্রির ছালাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য (معلومات في صلاة الليل) :**

(১) শেষ রাতে তাহাজ্জুদে উঠে প্রথমে হালকাভাবে দু'রাক'আত পড়বে। অতঃপর বাকী ছালাত পড়বে।[40] (২) যদি কেউ প্রথম রাতে এশার পরে বিতর পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে শেষ রাতে উঠে দু'রাক'আত করে তাহাজ্জুদ পড়বে। শেষে আর বিতর পড়তে হবে না। কেননা এক রাতে দুই বিতর চলে না।[41] (৩) বিতর ক্বাযা হয়ে গেলে সকালে অথবা যখন স্মরণ বা সুযোগ হবে, তখন পড়বে'। [42] এটি 'মুবাহ' (ইচ্ছাধীন, বাধ্যতামূলক নয়)।[43] (৪) তাহাজ্জুদ বা বিতর ক্বাযা হয়ে গেলে 'উবাদাহ বিন ছামিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস প্রমুখ ছাহাবীগণ ফজর ছালাতের আগে তা আদায় করে নিতেন। [44] (৫) বিতর পড়ে শুয়ে গেলে এবং ঘুম অথবা ব্যথার আধিক্যের কারণে তাহাজ্জুদ পড়তে না

পারলে রাসূল (ছাঃ) দিনের বেলায় (সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে) ১২ রাক'আত পড়েছেন (তন্মধ্যে তাহাজ্জুদের ৮ রাক'আত ও ছালাতুয যোহা ৪ রাক'আত)। [45] (৬) যদি কেউ আগ রাতে বিতরের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে সক্ষম না হয়, তাহ'লে উক্ত দু'রাক'আত তার জন্য যথেষ্ট হবে'।[46] (৭) 'যদি কেউ তাহাজ্জুদের নিয়তে শুয়ে গেলেও উঠতে না পারে, তাহ'লে সে উত্তম নিয়তের কারণে পূর্ণ নেকী পাবে এবং উক্ত ঘুম তার জন্য ছাদাক্বা হবে'।[47] 'যদি কেউ পীড়িত হয় বা সফরে থাকে, তাহ'লে বাড়ীতে সুস্থ অবস্থায় সে যে নেক আমল করত, সেইরূপ ছওয়াব তার জন্য লেখা হবে'।[48] আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অব্যাহত পুরস্কার'। [49] (৮) রাতের নফল ছালাত নিয়মিত আদায় করা উচিত। কেননা 'যেকোন নেক আমল তা যত কমই হৌক, নিয়মিত করাই আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয়'।[50] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি ঐ ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাতের নফল ছালাতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়েছে'।[51] তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ ঐ স্বামী-স্ত্রীর উপর রহম করুন, যারা তাহাজ্জুদে ওঠার জন্য পরস্পরের মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়, যদি একজন আপত্তি করে'।[52] (৯) তাহাজ্জুদের ক্বিরাআত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো সশব্দে কখনো নিঃশব্দে পড়েছেন।[53] তিনি বলেন, সরবে ও নীরবে পাঠকারী প্রকাশ্যে ও গোপনে ছাদাক্বাকারীর ন্যায়।[54] তিনি আবুবকর (রাঃ)-কে কিছুটা জোরে এবং ওমর (রাঃ)-কে কিছুটা আস্তে ক্বিরাআত করার উপদেশ দেন।[55] (১০) তারাবীহর জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। তবে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে পড়ার জন্য আয়েশা (রাঃ)-কে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বিশেষ একটি দো'আ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেটি হ'ল, اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ *আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউভুন তোহেববুল 'আফ্ওয়া ফা'ফু 'আন্নী* (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর)। [56] (১১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মনের প্রফুল্লতা নিয়ে ছালাত আদায় কর এবং সাধ্যমত নেক আমল কর, বিরক্তি বোধ না করা পর্যন্ত'।[57] (১২) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি জানিনা যে, আল্লাহর নবী (ছাঃ) কখনো এক রাত্রিতে সমস্ত কুরআন খতম করেছেন কিংবা ফজর অবধি সারা রাত্রি ব্যাপী (নফল) ছালাত আদায় করেছেন।[58]

**তাহাজ্জুদে উঠে দো'আ (ما يقول إذا قام من الليل) :**

**(ক)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ রাত্রে জাগ্রত হয় ও নিম্নের দো'আ পাঠ করে এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তা কবুল করা হয়। আর যদি সে ওযূ করে এবং ছালাত আদায় করে, সেই ছালাত কবুল করা হয়'। দো'আটি হ'ল :

لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ-

**উচ্চারণ :** *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার; ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।* অতঃপর বলবে, *'রবিবগফির্লী'* (প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর)। অথবা অন্য প্রার্থনা করবে।

**অনুবাদ :** আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব ও তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা এবং তিনিই সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। মহা পবিত্র আল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'। [59] এছাড়া অন্যান্য দো'আও পড়তেন।[60]

**(খ)** স্ত্রী মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে তাহাজ্জুদের ছালাতে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি সূরা আলে ইমরানের ১৯০ আয়াত (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) থেকে সূরার শেষ অর্থাৎ ২০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন' *(বু: মু:)*। **একবার সফরে** রাতে ঘুম থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা আলে ইমরান ১৯১-৯৪ আয়াত (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً..... إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ) পাঠ করেছেন *(নাসাঈ)*। **একবার তিনি** (গুরুত্ব বিবেচনা করে) সূরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াতটি (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) দিয়ে পুরা তাহাজ্জুদের ছালাত শেষ করেন' *(নাসাঈ)*। [61]

**(গ)** তাহাজ্জুদের ছালাতে রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন 'ছানা' পড়েছেন।[62] তন্মধ্য হ'তে যে কোন 'ছানা' পড়া চলে। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে যখন তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীরে তাহরীমার পর নিম্নের দো'আটি পড়তেন-

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَعَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা ক্বাইয়িমুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মান ফীহিন্না, ওয়ালাকাল হামদু আনতা নূরুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মান ফীহিন্না, ওয়ালাকাল হামদু আনতা মালিকুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মান ফীহিন্না; ওয়া লাকাল হামদু, আনতাল হাক্কু, ওয়া ওয়া'দুকা হাক্কুন, ওয়া লিক্বা-উকা হাক্কুন, ওয়া ক্বাওলুকা হাক্কুন; ওয়া 'আযা-বুল ক্বাবরে হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান্না-রু হাক্কুন; ওয়ান নাবিইয়ূনা হাক্কুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন, ওয়াস সা-'আতু হাক্কুন। আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আ-মানতু, ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খা-ছামতু, ওয়া ইলাইকা হা-কামতু, ফাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু, ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু, ওয়া মা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী; আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুওয়াখখিরু, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, ওয়া লা ইলা-হা গাইরুকা।*

**অর্থঃ**

'হে আল্লাহ! তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর ধারক। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর জ্যোতি। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা আছে সবকিছুর বাদশাহ। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাত লাভ সত্য, তোমার বাণী সত্য, কবর আযাব সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সত্য এবং ক্বিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করি, তোমারই উপর ভরসা করি ও তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। আমি তোমার জন্যই ঝগড়া করি এবং তোমার কাছেই ফায়ছালা পেশ করি। অতএব তুমি আমার পূর্বাপর, গোপন ও প্রকাশ্য সকল অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি অগ্র ও পশ্চাতের মালিক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।[63]

---

[1] . মির'আত ৪/৩১১ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭।

[2] . মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'ছওম' অধ্যায়-৭, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ-৬।

[3] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৩, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ-৩৩; মুসলিম হা/১৭৭৩।

[4] . আবুদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১২৯৮ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭।

[5] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৯৫ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭।

[6] . মুসলিম, মিশকাত হা/১২৯৬ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭।

[7] . শাওকানী, নায়লুল আওত্বার 'তারাবীহর ছালাত' অনুচ্ছেদ, ৩/৩২১।

[8] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৮৮ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।

[9] . **(১)** বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ, হা/১১৪৭; **(২)** মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, হা/১৭২৩; **(৩)** তিরমিযী হা/৪৩৯; **(৪)** আবুদাঊদ হা/১৩৪১; **(৫)** নাসাঈ হা/১৬৯৭; **(৬)** মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ৭৪, হা/২৬৩; **(৭)** আহমাদ হা/২৪৮০১; **(৮)** ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১১৬৬; **(৯)** বুলূগুল মারাম হা/৩৬৭; **(১০)** তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৪৩৭; **(১১)** বায়হাক্বী ২/৪৯৬ পৃঃ, হা/৪৩৯০; **(১২)** ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫-এর ভাষ্য, ২/১৯১-১৯২; **(১৩)** মির'আতুল মাফাতীহ হা/১৩০৬-এর ভাষ্য, ৪/৩২০-২১।

[10] . মির'আত ২/২৩২ পৃঃ; ঐ, ৪/৩১৫-১৬ ও ৩২৬ পৃঃ।

[11] . **(১)** মুওয়াত্ত্বা (মুলতান, পাকিস্তান: ১৪০৭/১৯৮৬) ৭১ পৃঃ, 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭; মির'আত হা/১৩১০, ৪/৩২৯-৩০, ৩১৫ পৃঃ; **(২)** বায়হাক্বী ২/৪৯৬, হা/৪৩৯২; **(৩)** মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (বোম্বাই, ১৩৯৯/১৯৭৯) ২/৩৯১ পৃঃ, হা/৭৭৫৩; **(৪)** ত্বাহাভী শরহ মা'আনিল আছার হা/১৬১০।

[12] . আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৩০২, ১/৪০৮ পৃঃ; ইরওয়া হা/৪৪৬, ৪৪৫, ২/১৯৩, ১৯১ পৃ:।

[13] . তারাবীহর রাক'আত বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মির'আত হা/১৩১০ -এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৪/৩২৯-৩৫ পৃঃ; ইরওয়া হা/৪৪৬-এর আলোচনা দ্রঃ ২/১৯৩ পৃঃ।

[14] . তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৮০৩-এর আলোচনা দ্রঃ ৩/৫৩১ পৃঃ; মির'আত ৪/৩৩৫।

[15] . كَانَتْ ثَمَانِيَةَ رَكْعَاتٍ) r (تَسْلِيْمٍ أَنَّ تَرَاوِيْحَهُ وَلاَ مَنَاصَ مِنْ আল-'আরফুশ শাযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৬-এর আলোচনা, দ্রঃ ২/২০৮ পৃঃ; মির'আত ৪/৩২১।

[16] . মুওয়াত্ত্বা, ৭১ পৃঃ, টীকা-৮ দ্রষ্টব্য।

[17] . ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (মক্কা: আননাহযাতুল হাদীছাহ ১৪০৪/১৯৮৪), ২৩/১১৩।

[18] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৮৮ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৬৪ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫, আয়েশা (রাঃ) হ'তে; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৯৫, 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১, ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে।

[19] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৪, 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫।

[20] . কেননা অত্র হাদীছের রাবী ইবনু ওমর (রাঃ) দিনের নফল ছালাত এক সালামে চার রাক'আত করে পড়তেন। -মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৬৬৯৮, ২/২৭৪, সনদ ছহীহ, আলবানী, তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ২৪০; বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আ-ছা-র হা/১৪৩১, ৪/১৯২। ছহীহ বুখারীর বর্ণনায় (হা/৯৯০) এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, রাত্রির ছালাত কিভাবে পড়তে হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দুই দুই করে। ভাষ্যকার ইবনু হাজার বলেন, জবাবে এটা স্পষ্ট হয় যে, ঐ ব্যক্তি রাক'আত সংখ্যা অথবা (চার রাক'আত) পৃথকভাবে না মিলিয়ে পড়তে হবে, সেকথা জিজ্ঞেস করেছিল' (ফাৎহুল বারী হা/৯৯০ 'বিতর' অধ্যায়-১৪, ২/৫৫৫-৫৬; মির'আত ৪/২৫৬)।

[21] . বুখারী হা/৬৩১; ঐ, মিশকাত হা/৬৮৩ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'দেরীতে আযান' অনুচ্ছেদ-৬।

[22] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৬৪-৬৫ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫।

[23] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৯৮ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭।

[24] . বুখারী হা/২০১০; ঐ, মিশকাত হা/১৩০১ অনুচ্ছেদ-৩৭; মির'আত হা/১৩০৯, ৪/৩২৬-২৭।

[25] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৯৫ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭; আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৯৮।

[26] . মির'আত ২/২৩২ পৃঃ; ঐ, ৪/৩২৭।

[27] . বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/১৭২৩ ও অন্যান্য।

[28] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৮৮ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।

[29] . মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৫৬, ১২৬৪ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৭, 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।

[30] . মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৫৭, ১২৬৪ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৬; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৫৪, ১২৬৫।

[31] . আবুদাঊদ হা/১৩৪২; ঐ, মিশকাত হা/১২৬৪; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৪।

[32] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৬৫; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৪।

[33] . বুখারী হা/৪৭২-৭৩, ৯৯০; মুসলিম হা/১৭৫১; মিশকাত হা/১২৫৪, 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫।

[34] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১১৯৮, ‘রাতের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৩১।

[35] . ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭০ ‘সনদ হাসান’ ২/১৩৮ পৃঃ; আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ হা/৯, ২১ পৃঃ; মির‘আত ৪/৩২০।

[36] . দ্রঃ টীকা ৭৯৩; বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/১৭২৩ প্রভৃতি।

[37] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৪, ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ-৩৫।

[38] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৫-৪৬ পৃঃ।

[39] . মুস্তাদরাক হাকেম ১/৩০৬।

[40] . মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৩-৯৪, ৯৭, ‘রাতের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৩১।

[41] . আবুদাঊদ, নাসাঈ প্রভৃতি (لاَ وِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ) নায়ল, ‘বিতর’ অধ্যায় ৩/৩১৪-১৭ পৃঃ; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৫৬৭।

[42] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৬৮, ১২৭৯ ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ-৩৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৫৬২-৬৩; মির‘আত ৪/২৭৯।

[43] . নায়লুল আওত্বার ৩/৩১৭-১৯।

[44] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৩।

[45] . মির‘আত ৪/২৬৬; মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৭, ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ-৩৫।

[46] . দারেমী, মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩।

[47] . নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/৪৫৪।

[48] . বুখারী, মিশকাত হা/১৫৪৪ ‘জানায়েয’ অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-১।

[49] . হা-মীম সাজদাহ ৪১/৮, তীন ৯৫/৬।

[50] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪২, ‘কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন’ অনুচ্ছেদ-৩৪।

[51] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১২৩৪, ‘রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান’ অনুচ্ছেদ-৩৩।

[52] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৩০, ‘রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান’ অনুচ্ছেদ-৩৩।

[53] . আবুদাঊদ হা/২২৬; তিরমিযী হা/৪৪৯; মিশকাত হা/১২০২-০৩, ‘রাত্রির ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৩১।

[54] . নাসাঈ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২০২, ‘কুরআনের ফাযায়েল’ অধ্যায়-৮, অনুচ্ছেদ-১।

[55] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২০৪, 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।

[56] . আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১ 'ছওম' অধ্যায়-৭, 'ক্বদরের রাত্রি' অনুচ্ছেদ-৮।

[57] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪৩-৪৪ 'কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ-৩৪।

[58] . মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৭, 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫।

[59] . বুখারী, মিশকাত হা/১২১৩ 'রাত্রিতে উঠে তাহাজ্জুদে কি বলবে' অনুচ্ছেদ-৩২।

[60] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৯৫; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২০০, 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।

[61] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৯৫; নাসাঈ, মিশকাত হা/১২০৯; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২০৫, 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১; আহমাদ হা/২১৩৬৬; মির'আত ৪/১৯১।

[62] . মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২১২, ১৪, ১৭; নাসাঈ হা/১৬১৭ ইত্যাদি।

[63] . আবুদাঊদ হা/৭৭২; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১১৫১-৫২; বুখারী হা/৬৩১৭; মুসলিম হা/১৮০৮; মিশকাত -আলবানী, হা/১২১১ 'রাত্রিতে উঠে তাহাজ্জুদে কি বলবে' অনুচ্ছেদ-৩২; মির'আত হা/১২১৮।

### ৩. সফরের ছালাত (الصلاة في السفر)

সফর অথবা ভীতির সময়ে ছালাতে ‘ক্বছর’ করার অনুমতি রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيْنًا- (النساء 101)-

অর্থ : ‘যখন তোমরা সফর কর, তখন তোমাদের ছালাতে ‘ক্বছর’ করায় কোন দোষ নেই। যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ *(নিসা ৪/১০১)*।

‘ক্বছর’ অর্থ কমানো। পারিভাষিক অর্থে : চার রাক‘আত বিশিষ্ট ছালাত দু’রাক‘আত করে পড়াকে ‘ক্বছর’ বলে। মক্কা বিজয়ের সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বছরের সাথে ছালাত আদায় করেন।[1] শান্তিপূর্ণ সফরে ক্বছর করতে হবে কি-না এ সম্পর্কে ওমর ফারূক (রাঃ)-এর এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ-‘আল্লাহ এটিকে তোমাদের জন্য ছাদাক্বা (উপঢৌকন) হিসাবে প্রদান করেছেন। অতএব তোমরা তা গ্রহণ কর’।[2] সফর অবশ্যই আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সফর হ’তে হবে, গোনাহের সফর নয়’। [3]

**সফরের দূরত্ব (مسافة السفر) :**

সফরের দূরত্বের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে এক মাইল হ’তে ৪৮ মাইলের বিশ প্রকার বক্তব্য রয়েছে।[4] পবিত্র কুরআনে দূরত্বের কোন ব্যাখ্যা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেও এর কোন সীমা নির্দেশ করা হয়নি। [5] অতএব সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হ’লে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই ‘ক্বছর’ করা যায়। কোন কোন বিদ্বানের নিকটে সফরের নিয়ত করলে ঘর থেকেই ‘ক্বছর’ শুরু করা যায়। তবে ইবনুল মুনযির বলেন যে, সফরের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা শহর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে ‘ক্বছর’ করেছেন বলে আমি জানতে পারিনি’। তিনি বলেন, বিদ্বানগণ একমত হয়েছেন যে, সফরের নিয়তে বের হয়ে নিজ গ্রাম (বা মহল্লার) বাড়ীসমূহ অতিক্রম করলেই তিনি ক্বছর করতে পারেন।[6]

আমরা মনে করি যে, মতভেদ এড়ানোর জন্য ঘর থেকেই দু’ওয়াক্তের ফরয ছালাত ক্বছর ও সুন্নাত ছাড়াই পৃথক দুই এক্বামতের মাধ্যমে জমা করে সফরে বের হওয়া ভাল। তাবূকের অভিযানে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ এটা করেছিলেন।[7]

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১৯ দিন (মক্কা বিজয় অথবা তাবূক অভিযানে) অবস্থানকালে ‘ক্বছর’ করেছেন। আমরাও তাই করি। তার বেশী হ’লে পুরা করি।[8] যদি কারু সফরের মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে, তথাপি তিনি ‘ক্বছর’ করবেন, যতক্ষণ না তিনি সেখানে স্থায়ী বসবাসের সংকল্প করেন।[9] সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় ১৯ দিনের বেশী হ’লেও ‘ক্বছর’ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবূক অভিযানের সময় সেখানে ২০ দিন যাবৎ ‘ক্বছর’ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আযারবাইজান সফরে গেলে পুরা বরফের মৌসুমে সেখানে আটকে যান ও ছ’মাস যাবৎ ক্বছরের সাথে ছালাত আদায় করেন। অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রাঃ) শাম বা সিরিয়া সফরে এসে দু’বছর সেখানে থাকেন ও ক্বছর করেন। [10]

অতএব স্থায়ী মুসাফির যেমন জাহায, বিমান, ট্রেন, বাস ইত্যাদির চালক ও কর্মচারীগণ সফর অবস্থায় সর্বদা ছালাতে ক্বছর করতে পারেন এবং তারা দু'ওয়াক্তের ছালাত জমা ও ক্বছর করতে পারেন।

মোটকথা ভীতি ও সফর অবস্থায় 'ক্বছর' করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে সর্বদা ক্বছর করতেন। হযরত ওমর, আলী, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আববাস (রাঃ) প্রমুখ সফরে ক্বছর করাকেই অগ্রাধিকার দিতেন।[11] হযরত ওছমান ও হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রথম দিকে ক্বছর করতেন ও পরে পুরা পড়তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জামা'আতে পুরা পড়তেন ও একাকী ক্বছর করতেন।[12] কেননা আল্লাহ বলেন, 'সফর অবস্থায় ছালাতে 'ক্বছর' করলে তোমাদের জন্য কোন গোনাহ নেই' *(নিসা ৪/ ১০১)*।

**ছালাত জমা ও ক্বছর করা (الجمع بين الصلاتين والقصر) :**

সফরে থাকা অবস্থায় যোহর-আছর *(২+২=৪ রাক'আত)* ও মাগরিব-এশা *(৩+২=৫ রাক'আত)* পৃথক এক্বামতের মাধ্যমে সুন্নাত ও নফল ছাড়াই জমা ও ক্বছর করে তাক্বদীম ও তাখীর দু'ভাবে পড়ার নিয়ম রয়েছে।[13] অর্থাৎ শেষের ওয়াক্তের ছালাত আগের ওয়াক্তের সাথে 'তাক্বদীম' করে অথবা আগের ওয়াক্তের ছালাত শেষের ওয়াক্তের সাথে 'তাখীর' করে একত্রে পড়বে।[14]

ভীতি ও ঝড়-বৃষ্টি ছাড়াও অন্য কোন বিশেষ শারঈ ওযর বশতঃ মুক্বীম অবস্থায়ও দু'ওয়াক্তের ছালাত ক্বছর ও সুন্নাত ছাড়াই একত্রে জমা করে পড়া যায়। যেমন যোহর ও আছর পৃথক এক্বামতের মাধ্যমে ৪+৪=৮(ثَمَانِيًا) এবং মাগরিব ও এশা অনুরূপভাবে ৩+৪=৭(سَبْعًا) রাক'আত। ইবনু আববাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, এটা কেন? তিনি বললেন, যাতে উম্মতের কষ্ট না হয়'।[15]

ইস্তেহাযা বা প্রদর রোগগ্রস্ত মহিলা ও বহুমূত্রের রোগী বা অন্যান্য কঠিন রোগী, বাবুর্চী এবং কর্মব্যস্ত ভাই-বোনেরা মাঝে-মধ্যে বিশেষ ওযর বশতঃ সাময়িকভাবে এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।[16]

হজ্জের সফরে আরাফাতের ময়দানে কোনরূপ সুন্নাত-নফল ছাড়াই যোহর ও আছর একত্রে (২+২) যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে পৃথক এক্বামতে 'জমা তাক্বদীম' করে এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে (৩+২) এশার সময় পৃথক এক্বামতে 'জমা তাখীর' করে জামা'আতের সাথে অথবা একাকী পড়তে হয়। [17]

সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত সমূহ পড়তেন না। [18]

অবশ্য বিতর, তাহাজ্জুদ ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়তেন না। [19]

তবে সাধারণ নফল ছালাত যেমন তাহিইয়াতুল ওযূ, তাহিইয়াতুল মাসজিদ ইত্যাদি আদায়ে তিনি কাউকে নিষেধ করতেন না। [20]

---

[1] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৬ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪১।

[2] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৫ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪১।

[3] . মির‘আত ৪/৩৮১।

[4] . শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/১২২ পৃঃ; আলোচনা দ্রষ্টব্য, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৩।

[5] . ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা‘আদ (বৈরুত: ১৪১৬/১৯৯৬) ১/৪৬৩ পৃঃ।

[6] . নায়লুল আওত্বার ৪/১২৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩।

[7] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৪৪ ‘সফরের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪১।

[8] . বুখারী ১/১৪৭, হা/৪২৯৮; ঐ, মিশকাত হা/১৩৩৭।

[9] . সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩।

[10] . মিরক্বাত ৩/২২১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪।

[11] . ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৪/৯৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১২।

[12] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৪৭-৪৮ ‘সফরের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪১।

[13] . বুখারী, মিশকাত হা/১৩৩৯; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৪৪।

[14] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৫।

[15] .(أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ) বুখারী হা/১১৭৪ ‘তাহাজ্জুদ’ অধ্যায়-১৯, অনুচ্ছেদ-৩০; মুসলিম হা/১৬৩৩-৩৪; নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৮।

[16] . নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬-৪০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৭-১৮।

[17] . বুখারী, মিশকাত হা/২৬১৭, ২৬০৭ ‘হজ্জ’ অধ্যায়, ‘আরাফা ও মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন’ অনুচ্ছেদ-৫; আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, নায়ল ৪/১৪০।

[18] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৮ ‘সফরের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৬।

[19] . ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা‘আদ ৩/৪৫৭ পৃঃ।

[20] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৪০; বুখারী হা/১১৫৯; নায়ল ৪/১৪২; যা-দুল মা‘আদ ১/৪৫৬।

### ৪. জুম‘আর ছালাত (صلاة الجمعة)

**সূচনা :** ১ম হিজরীতে জুম‘আ ফরয হয় এবং হিজরতকালে ক্বোবা ও মদীনার মধ্যবর্তী বনু সালেম বিন ‘আওফ গোত্রের ‘রানূনা’ (رانوناء) উপত্যকায় সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম‘আর ছালাত আদায় করেন।[1] যাতে একশত মুছল্লী শরীক ছিলেন।[2] তবে হিজরতের পূর্বে মদীনার আনছারগণ আপোষে পরামর্শক্রমে ইহুদী ও নাছারাদের সাপ্তাহিক ইবাদতের দিনের বিপরীতে নিজেদের জন্য একটি ইবাদতের দিন ধার্য করেন ও সেমতে আস‘আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মদীনার বনু বায়াযাহ গোত্রের *নাক্বী‘উল খাযেমাত* (نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ) নামক স্থানের ‘নাবীত’ (النَّبِيْتِ هَزْمُ) সমতল ভূমিতে সর্বপ্রথম জুম‘আর ছালাত চালু হয়। যেখানে চল্লিশ জন মুছল্লী যোগদান করেন।[3] অতঃপর হিজরতের পর জুম‘আ ফরয করা হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জুম‘আর এই দিনটি প্রথমে ইয়াহূদ-নাছারাদের উপরে ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এ বিষয়ে মতভেদ করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এই দিনের প্রতি (অহীর মাধ্যমে) হেদায়াত দান করেন। এক্ষণে সকল মানুষ আমাদের পশ্চাদানুসারী। ইহুদীরা পরের দিন (শনিবার) এবং নাছারারা তার পরের দিন (রবিবার)...। [4] যেহেতু আল্লাহ শনিবারে কিছু সৃষ্টি করেননি এবং আরশে স্বীয় আসনে সমাসীন হন, সেহেতু ইহুদীরা এদিনকে তাদের সাপ্তাহিক ইবাদতের দিন হিসাবে বেছে নেয়। যেহেতু আল্লাহ রবিবারে সৃষ্টির সূচনা করেন, সেহেতু নাছারাগণ এ দিনটিকে পসন্দ করে। এভাবে তারা আল্লাহর নির্দেশের উপর নিজেদের যুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়। পক্ষান্তরে জুম‘আর দিনে সকল সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয় এবং সর্বশেষ সৃষ্টি হিসাবে আদমকে পয়দা করা হয়। তাই এ দিনটি হ’ল সকল দিনের সেরা। এই দিনটি মুসলিম উম্মাহর সাপ্তাহিক ইবাদতের দিন হিসাবে নির্ধারিত হওয়ায় বিগত সকল উম্মতের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। [5] কা‘ব বিন মালেক (রাঃ) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আযানের আওয়ায শুনে বিগলিত হৃদয়ে বলতেন, ‘আল্লাহ রহম করুন আস‘আদ বিন যুরারাহর উপর, সেই-ই প্রথম আমাদের নিয়ে জুম‘আর ছালাত কায়েম করে রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কা থেকে আগমনের পূর্বে। [6]

শহরে হৌক বা গ্রামে হৌক জুম‘আর ছালাত প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ ও জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের উপরে জামা‘আত সহ আদায় করা ‘ফরযে আয়েন’।[7] তবে গোলাম, রোগী, মুসাফির, শিশু ও মহিলাদের উপরে জুম‘আ ফরয নয়। [8] বাহরায়েন বাসীর প্রতি এক লিখিত ফরমানে খলীফা ওমর (রাঃ) বলেন, جَمِّعُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ ‘তোমরা যেখানেই থাক, জুম‘আ আদায় কর’।[9] অতএব দু’জন মুসলমান কোন স্থানে থাকলেও তারা একত্রে জুম‘আ আদায় করবে।[10] একজনে খুৎবা দিবে। যদি খুৎবা দিতে অপারগ হয়, তাহ’লে দু’জনে একত্রে জুম‘আর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে। [11] কারাবন্দী অবস্থায় অনুমতি পেলে করবে, নইলে করবে না। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর’ *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

**গুরুত্ব (أهمية الجمعة) :**

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘হে মুসলমানগণ! জুম‘আর দিনকে আল্লাহ তোমাদের জন্য (সাপ্তাহিক) ঈদের দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন (عِيْدًا جَعَلَهُ اللهُ)। তোমরা এদিন মিসওয়াক কর, গোসল কর ও সুগন্ধি লাগাও’।[12] (২) অতএব জুম‘আর দিন সুন্দরভাবে গোসল করে সাধ্যমত উত্তম পোষাক ও সুগন্ধি লাগিয়ে আগেভাগে মসজিদে যাবে।[13] (৩) মসজিদে প্রবেশ করে সামনের কাতারের দিকে এগিয়ে যাবে[14] এবং বসার পূর্বে প্রথমে দু’রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ আদায় করবে। [15] দুনিয়ার সকল গৃহের ঊর্ধ্বে আল্লাহর গৃহের সম্মান। তাই এ গৃহে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সিজদা করতে হয়। আল্লাহ সবচাইতে খুশী হন বান্দা যখন সিজদা করে। কিন্তু যারা সিজদা না করেই বসে পড়ে, তারা আল্লাহ ও আল্লাহর গৃহের প্রতি অসম্মান করে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করে। (৪) অতঃপর খত্বীব মিম্বরে বসার আগ পর্যন্ত যত রাক‘আত খুশী নফল ছালাতে মগ্ন থাকবে। [16] (৫) এরপর চুপচাপ

মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনবে।[17] (৬) খুৎবা চলা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে কেবল দু'রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' সংক্ষেপে আদায় করে বসে পড়বে।[18] (৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আ থেকে অলসতাকারীদের ঘর জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।[19] (৮) তিনি বলেন, জুম'আ পরিত্যাগকারীদের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন। অতঃপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়'।[20] (৯) তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি অবহেলা ভরে পরপর তিন জুম'আ পরিত্যাগ করল, সে ব্যক্তি ইসলামকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল'।[21] (১০) অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তিন জুম'আ পরিত্যাগ করল, সে ব্যক্তি 'মুনাফিক'।[22]

**ফযীলত (فضل يوم الجمعة) :**

(১) জুম'আর দিন হ'ল 'দিন সমূহের সেরা' (سيد الأيام)। এদিন আল্লাহর নিকটে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনের চাইতেও মহিমান্বিত। এইদিন নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, পাহাড়, সমুদ্র সবই ক্বিয়ামত হবার ভয়ে ভীত থাকে'।[23] (২) জুম'আর রাতে বা দিনে কোন মুসলিম মারা গেলে আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হ'তে বাঁচিয়ে দেন'।[24] (৩) এইদিন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এইদিন তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় ও এইদিন তাঁকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এদিনে তাঁর তওবা কবুল হয় এবং এদিনেই তাঁর মৃত্যু হয়। এইদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে ও ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। (৪) এদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে বেশী বেশী দরূদ পাঠ করতে হয়।[25]

(৫) এই দিন ইমামের মিম্বরে বসা হ'তে জামা'আতে ছালাত শেষে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যে[26] এমন একটি সংক্ষিপ্ত সময় (سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ) রয়েছে, যখন বান্দার যেকোন সঙ্গত প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন।[27] দো'আ কবুলের এই সময়টির মর্যাদা লায়লাতুল ক্বদরের ন্যায় বলে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, জুম'আর সমস্ত দিনটিই ইবাদতের দিন। অন্য হাদীছের [28] বক্তব্য অনুযায়ী ঐদিন আছর ছালাতের পর হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আ কবুলের সময়কাল প্রলম্বিত। অতএব জুম'আর সারাটা দিন দো'আ-দরূদ, তাসবীহ-তেলাওয়াত ও ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া উচিত।[29] এই সময় খত্বীব স্বীয় খুৎবায় এবং ইমাম ও মুক্তাদীগণ স্ব স্ব সিজদায় ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরূদের পরে সালামের পূর্বে আল্লাহর নিকটে প্রাণ খুলে দো'আ করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই সময়ে বেশী বেশী দো'আ করতেন।[30]

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে সুগন্ধি মেখে মসজিদে এল ও সাধ্যমত নফল ছালাত আদায় করল। অতঃপর চুপচাপ ইমামের খুৎবা শ্রবণ করল ও জামা'আতে ছালাত আদায় করল, তার পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং আরও তিনদিনের গোনাহ মাফ করা হয়'।[31]

(৭) তিনি আরও বলেন, 'জুম'আর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন ও মুছল্লীদের নেকী লিখতে থাকেন। এদিন সকাল সকাল যারা আসে, তারা উট কুরবানীর সমান নেকী পায়। তার পরবর্তীগণ গরু কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ ছাগল কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ মুরগী কুরবানীর ও তার পরবর্তীগণ ডিম কুরবানীর সমান নেকী পায়। অতঃপর খত্বীব দাঁড়িয়ে গেলে ফেরেশতাগণ দফতর গুটিয়ে ফেলেন ও খুৎবা শুনতে থাকেন'।[32]

(৮) তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন ভালভাবে গোসল করে। অতঃপর সকাল সকাল মসজিদে যায় পায়ে হেঁটে, গাড়ীতে নয় এবং আগে ভাগে নফল ছালাত শেষে ইমামের কাছাকাছি বসে ও মনোযোগ দিয়ে খুৎবার শুরু থেকে শুনে এবং অনর্থক কিছু করে না, তার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের অর্থাৎ দিনের ছিয়াম ও রাতের বেলায় নফল ছালাতের সমান নেকী হয়'।[33]

**জুম'আর আযান (أذان الجمعة) :**

খত্বীব ছাহেব মিম্বরে বসার পরে মুওয়াযযিন জুম'আর আযান দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমার্ধে এই নিয়ম চালু ছিল। অতঃপর মুসলমানের সংখ্যা ও নগরীর ব্যস্ততা বেড়ে গেলে হযরত ওছমান (রাঃ) জুম'আর পূর্বে মসজিদে নববী থেকে দূরে 'যাওরা' (زوراء) বাজারে একটি বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে লোকদের আগাম হুঁশিয়ার করার জন্য পৃথক একটি আযানের নির্দেশ দেন।[34] খলীফার এই হুকুম ছিল স্থানিক প্রয়োজনের কারণে একটি সাময়িক নির্দেশ মাত্র। সেকারণ মক্কা, কূফা ও বছরা সহ ইসলামী খেলাফতের বহু গুরুত্বপূর্ণ শহরে এ আযান তখন চালু হয়নি। হযরত ওছমান (রাঃ) এটাকে সর্বত্র চালু করার প্রয়োজন মনে করেননি বা উম্মতকে বাধ্য করেননি। তাই সর্বদা সর্বত্র এই নিয়ম চালু করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরিত সুন্নাতের অনুসরণই সকল মুমিনের কর্তব্য।

**ডাক আযান :**

ওমর ইবনু আলী আল-ফাকেহানী *(৬৫৪-৭৩৪/১২৫৬-১৩৩৪ খৃঃ)* বলেন যে, ডাক আযান প্রথম বছরায় চালু করেন যিয়াদ এবং মক্কায় চালু করেন হাজ্জাজ। আর আমার কাছে এখন খবর পৌঁছেছে যে, নিকট মাগরিবে অর্থাৎ আফ্রিকার তিউনিস ও আলজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলের লোকদের নিকট অদ্যাবধি কোন আযান নেই মূল এক আযান ব্যতীত'।[35] হযরত আলী (রাঃ)-এর *(৩৫-৪০ হিঃ)* রাজধানী কূফাতেও এই আযান চালু ছিল না। [36] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, উমাইয়া খলীফা হেশাম বিন আব্দুল মালেক *(১০৫-২৫/৭২৪-৭৪৩ খৃঃ)* সর্বপ্রথম ওছমানী আযানকে 'যাওরা' বাজার থেকে এনে মদীনার মসজিদে চালু করেন।[37] ইবনুল হাজ্জ মালেকী বলেন, অতঃপর হেশাম খুৎবাকালীন মূল আযানকে মসজিদের মিনার থেকে নামিয়ে ইমামের সম্মুখে নিয়ে আসলেন'।[38] ফলে বর্তমানে খুৎবার প্রায় আধা ঘণ্টা পূর্বে 'ডাক আযান' হচ্ছে মিনারে বা মাইকে। অতঃপর খুৎবার মূল আযান বা কথিত 'ছানী আযান' হচ্ছে মিম্বরের সম্মুখে বা মসজিদের দরজার বাইরে।[39]

এইভাবে হাজ্জাজী ও হেশামী আযান সর্বত্র চালু হয়েছে। অথচ জুম'আর সুন্নাতী আযান ছিল একটি। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, খত্বীব মিম্বরে বসার পরে সম্মুখ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে যে আযান দেওয়া হয় (এবং যা ইসলামের স্বর্ণযুগে চালু ছিল), এটাই সঠিক। এর বাইরে মিম্বরের নিকটে খত্বীবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া বিষয়ে একটি বর্ণও প্রমাণিত নয়'।[40] অতএব আমাদের উচিত হবে সেই হারানো সুন্নাত যেন্দা করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيْدًا مِّنْكُمْ- 'তোমাদের পরে এমন একটা কষ্টকর সময় আসছে, যখন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকী পাবে'।[41] তাছাড়া বর্তমানে মাইক, ঘড়ি, মোবাইল ইত্যাদির যুগে ওছমানী আযানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না, সেটাও ভেবে দেখার বিষয়।

**খুৎবা (خطبة الجمعة) :**

জুম'আর জন্য দু'টি খুৎবা দেওয়া সুন্নাত, যার মাঝখানে বসতে হয়।[42] ইমাম মিম্বরে বসার সময় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন।[43] আবুবকর ও ওমর (রাঃ) এটি নিয়মিত করতেন। আবু হানীফা ও মালেক (রহঃ) প্রমুখ মসজিদে প্রবেশকালে সালাম করাকেই যথেষ্ট বলেছেন।[44] খত্বীব হাতে লাঠি নিবেন। [45] নিতান্ত কষ্টদায়ক না হ'লে সর্বদা দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন। ১ম খুৎবায় হাম্দ, দরূদ ও ক্বিরাআত ছাড়াও সকলকে নছীহত করবেন, অতঃপর বসবেন। দ্বিতীয় খুৎবায় হাম্দ ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন।[46] প্রয়োজনে এই সময়ও কিছু নছীহত করা যায়।[47] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) হাম্দ, দরূদ

ও নছীহত তিনটি বিষয়কে খুৎবার জন্য 'ওয়াজিব' বলেছেন। যাতে কুরআন থেকে একটি আয়াত হ'লেও পাঠ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত সূরায়ে ক্বাফ-এর প্রথমাংশ বা অন্য কিছু আয়াত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব।[48] খুৎবা আখেরাত মুখী, সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয়। [49] তবে দীর্ঘ হওয়াও জায়েয আছে।[50] খুৎবার সময় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' ছালাত পড়ে বসবেন'।[51]

**মাতৃভাষায় খুৎবা দান (خطبة الجمعة باللغة الأهلية) :**

খুৎবা মাতৃভাষায় এবং অধিকাংশ মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় হওয়া যরূরী। কেননা খুৎবা অর্থ ভাষণ, যা শ্রোতাদের বোধগম্য ভাষায় হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ 'আমরা সকল রাসূলকেই তাদের স্বজাতির ভাষা-ভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি তাদেরকে (আল্লাহর দ্বীন) ব্যাখ্যা করে দেন' *(ইবরাহীম ১৪/৪)*। অতঃপর আমাদের রাসূল (ছাঃ)-কে খাছ করে বলা হচ্ছে, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ- 'আর আমরা আপনার নিকটে 'যিকর' (কুরআন) নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের নিকট ঐসব বিষয়ে ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহ্ল ১৬/৪৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সময়ের চাহিদা অনুযায়ী খুৎবা দিতেন। নবী আর আসবেন না। তাই রাসূলের 'ওয়ারিছ' হিসাবে[52] প্রত্যেক আলেম ও খত্বীবের উচিত মুছল্লীদের নিজস্ব ভাষায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান সমূহ খুৎবায় ব্যাখ্যা করে শুনানো। নইলে খুৎবার উদ্দেশ্য বিনষ্ট হবে।

হযরত জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, খুৎবার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দু'চোখ উত্তেজনায় লাল হয়ে যেত। গলার স্বর উঁচু হ'ত ও ক্রোধ ভীষণ হ'ত। যেন তিনি কোন সৈন্যদলকে হুঁশিয়ার করছেন'।[53] ছাহেবে মির'আত বলেন, 'অবস্থা অনুযায়ী এবং মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় খুৎবা দেওয়ার ব্যাপারে জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীছটিই হ'ল প্রথম দলীল'।[54] মনে রাখা আবশ্যক যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাতৃভাষায় খুৎবা দিতেন। তাঁর ও তাঁর ছাহাবীগণের মাতৃভাষা ছিল আরবী। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। তাই বিশ্বের সকল ভাষাভাষী তাঁর উম্মতকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় খুৎবা দানের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীছ ব্যাখ্যা করে দিতে হবে, যা অবশ্য পালনীয়।

যদি বলা হয় যে, রাসূল (ছাঃ) আরবী ভাষায় খুৎবা দিতেন, অতএব আমাদেরও কেবল আরবীতে খুৎবা দিতে হবে, তাহ'লে তো বলা হবে যে, তিনি যেহেতু সর্বক্ষণ আরবী ভাষায় কথা বলতেন, অতএব আমাদেরকেও মাতৃভাষা ছেড়ে সর্বক্ষণ আরবীতে কথা বলতে হবে। আরবী ব্যতীত অন্য ভাষা বলা যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহ'লে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)-কে ইহুদীদের হিব্রু ভাষা শিখতে বললেন কেন? যা তিনি ১৫ দিনেই শিখে ফেলেন ও উক্ত ভাষায় রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে পত্র পঠন, লিখন ও দোভাষীর কাজ করেন। [55]

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) বলেন, শ্রোতামন্ডলীকে জান্নাতের প্রতি উৎসাহ দান ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করাই ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খুৎবার নিয়মিত উদ্দেশ্য। এটাই হ'ল খুৎবার প্রকৃত রূহ এবং এজন্যই খুৎবার প্রচলন হয়েছে'।[56]

বিভিন্ন মসজিদে স্রেফ আরবী খুৎবা পাঠের যে প্রচলন রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে খুৎবার উদ্দেশ্য বিরোধী। এটা বুঝতে পেরে বর্তমানে মূল খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার মাধ্যমে যে তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কেননা জুম'আর জন্য নির্ধারিত খুৎবা হ'ল দু'টি, তিনটি

নয়। তাছাড়া মূল খুৎবার পূর্বের সময়টি মুছল্লীদের নফল ছালাতের সময়। তাদের ছালাতের সুযোগ নষ্ট করে বক্তৃতা করার অধিকার ইসলাম কোন খত্বীব ছাহেবকে দেয়নি। অতএব সুন্নাতের উপরে আমল করতে চাইলে মূল খুৎবায় দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তাদের বোধগম্য ভাষায় নছীহত করতে হবে। খুৎবার সময় কথা বলা নিষেধ। এমনকি অন্যকে 'চুপ কর' একথাও বলা চলবে না।[57]

**ক্বিরাআত :** জুম'আর ছালাতে ইমাম প্রথম রাক'আতে সূরায়ে 'জুম'আ' অথবা সূরায়ে 'আ'লা' এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরায়ে 'মুনা-ফিকূন' অথবা সূরায়ে 'গা-শিয়াহ' পড়বেন। [58] অন্য সূরাও পড়া যাবে।[59] জুম'আর দিন ফজরের ১ম রাক'আতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরায়ে 'সাজদাহ' ও ২য় রাক'আতে সূরায়ে 'দাহর' পাঠ করতেন।[60]

**দো'আ চাওয়া :** মুছল্লীদের নিকটে বিশেষ কোন দো'আ চাওয়ার থাকলে খত্বীব বা ইমামের মাধ্যমে পূর্বেই সকলকে অবহিত করা উচিত। যাতে সবাই উক্ত মুছল্লীর প্রার্থনা অনুযায়ী আল্লাহর নিকটে দো'আ করতে পারে ও নিজেদের দো'আর নিয়তের মধ্যে তাকেও শামিল করতে পারে। কেননা সালাম ফিরানোর মাধ্যমে ছালাত শেষ হয়ে যায়। আর ছালাতের মধ্যেই দো'আ কবুল হয়। বিশেষ করে সিজদার হালতে। কিন্তু সালাম ফিরানোর পর ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দো'আ ও 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পরিপন্থী।

**দো'আ কবুলের সময়কাল :** বিদ্বানগণ জুম'আর দিনে দো'আ কবুলের সঠিক সময়কাল নিয়ে মতভেদ করেছেন। এই মতভেদের ভিত্তি মূলতঃ আমর বিন আওফ (রাঃ) বর্ণিত তিরমিযীর হাদীছ, যেখানে 'জামা'আতের শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত' সময়কালকে এবং অপরটি আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ, যেখানে ঐ সময়কালকে 'আছরের ছালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত' বলা হয়েছে।[61] এবিষয়ে বিদ্বানগণের ৪৩টি মতভেদ উল্লেখিত হয়েছে। [62]

তিরমিযীর ভাষ্যকার আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রহঃ) বলেন, শেষোক্ত হাদীছের রাবী আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) এখানে রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য وَهُوَ يُصَلِّيْ (ছালাতের অবস্থা)- কে يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ (ছালাতের অপেক্ষারত) বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[63] এতেই বুঝা যায় যে, তিনি এটা সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে শুনেছেন বলে বর্ণনা করেননি। পক্ষান্তরে আমর বিন আওফ (রাঃ) বর্ণিত তিরমিযী ও ইবনু মাজাহর হাদীছটি মরফূ, যা ইমাম বুখারী ও তিরমিযী 'হাসান' বলেছেন, সেটি রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য وَهُوَ يُصَلِّيْ (ছালাতরত অবস্থা)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত অপর একটি হাদীছ একে শক্তিশালী করে। যেখানে এই সময়কালকে هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَّجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ 'খত্বীব মিম্বরে বসা হ'তে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত' বলা হয়েছে।[64] ইবনুল 'আরাবী বলেন, এই বক্তব্যটিই অধিকতর সঠিক। কেননা এ সময়ের সর্ম্পূণটাই ছালাতের অবস্থা। এতে হাদীছে বর্ণিত 'ছালাতরত অবস্থায়' বক্তব্যের সাথে শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক দিয়ে মিল হয়'। বায়হাক্বী, ইবনুল 'আরাবী, কুরতুবী, নববী প্রমুখ এ বক্তব্য সর্মথন করেন।[65] অতএব 'খতীব মিম্বরে বসা হ'তে সালাম ফিরানো পর্যন্ত ছালাতরত অবস্থায়' দো'আ কবুলের মতটিই ছহীহ হাদীছের অধিকতর নিকটবর্তী।

**ঘুমের প্রতিকার :** দো'আ কবুলের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অনেক মুছল্লী বিশেষ করে খুৎবার সময় ঘুমে ঢুলতে থাকে। ফলে তারা খুৎবার কিছুই উপলব্ধি করতে পারেনা। এজন্য এর প্রতিকার হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন খুৎবার সময় ঘুমে ঢুলতে থাকে, তখন সে যেন তার অবস্থান পরিবর্তন করে'। [66] এ বিষয়ে মুছল্লীদের পরস্পরকে সাহায্য করা উচিত।

**এহ্তিয়াত্বী জুম‘আ (صلاة الظهر بعد الجمعة احتياطاً) :**

এহ্তিয়াত্বী জুম‘আ বা ‘আখেরী যোহর’ নামে জুম‘আর ছালাতের পরে পুনরায় যোহরের চার রাক‘আত একই ওয়াক্তে পড়ার যে রেওয়াজ এদেশে চালু আছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ‘আত। কেননা জুম‘আর পরে যোহর পড়ার কোন দলীল নেই। তাছাড়া যে ব্যক্তি জুম‘আ পড়ে, তার উপর থেকে যোহরের ফরযিয়াত উঠে যায়। কারণ জুম‘আ হ’ল যোহরের স্থলাভিষিক্ত। এক্ষণে যে ব্যক্তি জুম‘আ আদায়ের পর যোহর পড়ে, তার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ এবং কোন বিদ্বানের সমর্থন নেই।[67] গ্রামে জুম‘আ হবে কি হবে না, এই সন্দেহে পড়ে কিছু লোক দু’টিই পড়ে থাকে।

কোন কোন দেশে জুম‘আর ছালাতের পরপরই পুনরায় যোহরের জামা‘আত দাঁড়িয়ে যায়। ভাবখানা এই যে, জুম‘আ কবুল না হ’লে যোহর তো নিশ্চিত। আর যদি জুম‘আ কবুল হয়, তাহ’লে যোহরটা নফল হবে ও বাড়তি নেকী পাওয়া যাবে। অথচ সন্দেহের ইবাদতে কোন নেকী হয় না। বরং স্থির সংকল্প বা নিয়ত হ’ল নেকী পাওয়ার আবশ্যিক পূর্বশর্ত। [68] এই সন্দেহযুক্ত ছালাত এখুনি পরিত্যাজ্য।[69] নইলে বিদ‘আতী আমলের কারণে গোনাহগার হ’তে হবে।

আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ভ্রান্ত ফের্কা মু‘তাযিলাগণ এটি চালু করে। যা পরবর্তীকালের কিছু হানাফী আলেমের মাধ্যমে সুন্নীদের অনেকের মধ্যে চালু হয়ে যায়। অথচ জুম‘আ আল্লাহ ফরয করেছেন। আর কোন ফরযে সন্দেহ করা কুফরীর শামিল। অতএব যারা জেনে বুঝে আখেরী যোহরে অভ্যস্ত, তাদের এখুনি তওবা করা উচিত ও কেবলমাত্র জুম‘আ আদায় করা কর্তব্য। খোদ হানাফী মাযহাবেও ‘আখেরী যোহর’ না পড়াকে ‘উত্তম’ বলা হয়েছে।[70]

**জুম‘আর সুন্নাত (سنن الجمعة) :** জুম‘আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। মুছল্লী কেবল ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ দু’রাক‘আত পড়ে বসবে। অতঃপর সময় পেলে খত্বীব মিম্বরে বসার আগ পর্যন্ত যত খুশী নফল ছালাত আদায় করবে। জুম‘আর ছালাতের পরে মসজিদে চার রাক‘আত অথবা বাড়ীতে দু’রাক‘আত সুন্নাত আদায় করবে। তবে মসজিদেও চার বা দুই কিংবা দুই ও চার মোট ছয় রাক‘আত সুন্নাত ও নফল পড়া যায়।[71] ইবনু ওমর (রাঃ) চার রাক‘আত সুন্নাত এক সালামে পড়তেন। তবে দুই সালামেও পড়া যায়।[72] জুম‘আর (খুৎবার) পূর্বে এক সালামে চার রাক‘আত পড়ার হাদীছটি ‘যঈফ’। [73]

**জুম‘আ বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য (معلومات أخرى فى الجمعة) :**

**(১)** বাধ্যগত কারণে জুম‘আ পড়তে অপারগ হ’লে যোহর পড়বে।[74] সফরে থাকলে ক্বছর করবে। মুসাফির একাধিক হ’লে জামা‘আতের সাথে ক্বছর পড়বে।[75]

**(২)** জুম‘আর ছালাত ইমামের সাথে এক রাক‘আত পেলে বাকী আরেক রাক‘আত যোগ করে পূরা পড়ে নিবে।[76]

**(৩)** কিন্তু রুকূ না পেলে এবং শেষ বৈঠকে যোগ দিলে চার রাক‘আত পড়বে’।[77] অর্থাৎ জুম‘আর নিয়তে ছালাতে যোগদান করবে এবং যোহর হিসাবে শেষ করবে।[78] ‘এর মাধ্যমে সে জামা‘আতে যোগদানের পূরা নেকী পাবে’। [79] অবশ্য রুকূ পাওয়ার সাথে সাথে তাকে ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতে ফাতিহা পেতে হবে। কেননা ‘সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না’।[80] উল্লেখ্য যে, ‘যে ব্যক্তি তাশাহহুদ পেল, সে ব্যক্তি ছালাত পেল’ মর্মে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-তে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত আছারটি যঈফ।[81]

**(৪)** খত্বীব মিম্বরে বসার পর মুছল্লীগণ দ্রুত কাছাকাছি চলে আসবে ও খত্বীবের মুখোমুখি হয়ে বসবে।

কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত দূরে বসবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে গেলেও দেরীতে প্রবেশ করবে।[82]

**(৫)** খুৎবার সময় মুছল্লীদের তিনমাথা হয়ে (الْحَبْوَة) অর্থাৎ দু'পা উঁচু করে দু'হাটুতে মাথা রেখে বসা নিষেধ।[83]

**(৬)** পিছনে এসে সামনের মুছল্লীদের ডিঙিয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং সেখানেই বসে পড়বে।[84] **(৭)** জুম'আ সহ কোন বৈঠকেই কাউকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসতে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।[85] তবে সকলকে বলবে, إِفْسَحُوْا 'আপনারা জায়গা ছেড়ে দিন'।[86]

**(৮)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জুম'আতে তিন ধরনের লোক আসে। (ক) যে ব্যক্তি অনর্থক আসে, সে তাই পায় (খ) যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনার জন্য আসে। আল্লাহ চাইলে তাকে দেন, অথবা না দেন (গ) যে ব্যক্তি নীরবে আসে এবং কারু ঘাড় মটকায় না ও কষ্ট দেয় না, তার জন্য এই জুম'আ তার পরবর্তী জুম'আ এমনকি তার পরের তিনদিনের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করে, তার জন্য দশগুণ প্রতিদান রয়েছে' *(আন'আম ৬/১৬০)*।[87]

---

[1] . মির'আত ২/২৮৮; ঐ, ৪/৪৫১; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২১১।

[2] . ইবনু মাজাহ হা/১০৮২; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৯৪; যা-দুল মা'আ-দ ১/৯৮।

[3] . ইবনু মাজাহ হা/১০৮২; আবুদাঊদ হা/১০৬৯ সনদ 'হাসান'। সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৩৫; যা-দুল মা'আ-দ ১/৩৬১; নায়ল ৪/১৫৭-৫৮; মির'আত ৪/৪২০। ১১ নববী বর্ষের হজ্জের মওসুমে (জুলাই ৬২০ খৃ:) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে সর্বপ্রথম বায়'আতকারী ৬ জন যুবকের কনিষ্ঠতম নেতা, যার নেতৃত্বে মদীনায় সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারিত হয় এবং পরবর্তী দু'বছরে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী মক্কায় এসে বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৪শ নববী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে (সেপ্টেম্বর ৬২২) হিজরত সংঘটিত হয় এবং ১ম হিজরী সনেই শাওয়াল মাসে অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় ও বাক্বী' গোরস্থানে ১ম ছাহাবী হিসাবে কবরস্থ হন =আল-ইছাবাহ, ক্রমিক সংখ্যা ১১১।

[4] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৫৪ 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ-৪২; মির'আত ৪/৪২১ পৃঃ ।

[5] . মির'আত ৪/৪১৯-২১ পৃঃ; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আ'রাফ ৫৪।

[6] . ইবনু মাজাহ হা/১০৮২ 'ছালাতে দাঁড়ানো' অধ্যায়-৫, 'জুম'আ ফরয হওয়া' অনুচ্ছেদ-৭৮; আবুদাঊদ হা/১০৬৯ 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'গ্রামে জুম'আ' অনুচ্ছেদ-২১৬।

[7] . জুম'আ ৬২/৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৫।

[8] . আবুদাঊদ, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/১৩৭৭, ১৩৮০ 'জুম'আ ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ-৪৩; ইরওয়া হা/৫৯২, ৩/৫৪, ৫৮; আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩৪১ পৃঃ।

[9] . মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫১০৮; ইরওয়া ৩/৬৬, হা/৫৯৯-এর শেষে; ফাৎহুল বারী হা/৮৯২-এর আলোচনা দ্র: ২/৪৪১, 'জুম'আ' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-১১।

[10] . নায়লুল আওত্বার ৪/১৫৯-৬১; মির'আত ২/২৮৮-৮৯; ঐ, ৪/৪৪৯-৫০।

[11] . ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩৪২ পৃঃ।

[12] . মুওয়াত্ত্বা, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৯৮ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে গমন' অনুচ্ছেদ-৪৪।

[13] . বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮১, অনুচ্ছেদ-৪৪।

[14] . নাসাঈ হা/৬৬১; আহমাদ, মিশকাত হা/১১০৪; ছহীহুল জামে' হা/১৮৩৯, ৪২।

[15] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

[16] . মুসলিম, মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৫৮, ১৩৮৪, ৮৭।

[17] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮১-৮২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৬।

[18] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১ 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৫; আবুদাঊদ হা/১১১৬।

[19] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৭৮ 'জুম'আ ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ-৪৩।

[20] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৭০, অনুচ্ছেদ-৪৩।

[21] . আবু ইয়া'লা, ছহীহ আত-তারগীব হা/৭৩৩; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৭১।

[22] . ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৮৫৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৭২৬-২৮; মির'আত ৪/৪৪৬।

[23] . ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৬৩ 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ-৪২।

[24] . আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৬৭ 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ-৪২।

[25] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৬১, ১৩৬৩।

[26] . মুসলিম, আবুদাঊদ, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩৫৬-৫৯ ও ১৩৬১ 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ-৪২; তিরমিযী হা/৪৯০-৯১, শরহ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (বৈরূত ছাপা ১৪০৮/১৯৮৭) ২/৩৬১ ও ৩৬৩-৬৪ পৃঃ।

[27] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৭, 'জুম'আ অনুচ্ছেদ-৪২।

[28] . তিরমিযী হা/৪৮৯; মিশকাত হা/১৩৬০, 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ-৪২।

[29] . ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা'আদ ১/৩৮৬।

[30] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪ ‘সিজদা ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-১৪; ঐ, হা/৮১৩ ‘তাকবীরের পর যা পড়তে হয়’ অনুচ্ছেদ-১১; মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪২৪/১৭, (বৈরূত ছাপা ১৪০৯/১৯৮৯) পৃঃ ৫৩৭।

[31] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮১-৮২, পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া, অনুচ্ছেদ-৪৪।

[32] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৪, অনুচ্ছেদ-৪৪।

[33] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৮৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৬; মির‘আত ৪/৪৭১।

[34] . বুখারী, মিশকাত হা/১৪০৪ ‘খুৎবা ও ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৫; ফাৎহ ২/৪৫৮। ‘যাওরা বাজার’ বর্তমানে মসজিদে নববীর আঙিনার অন্তর্ভুক্ত।

[35] . মির‘আত ২/৩০৭; ঐ, ৪/৪৯২। উল্লেখ্য যে, যিয়াদ বিন আবীহি ছিলেন মু‘আবিয়া (৪১-৬০/৬৬১-৬৮০ খৃঃ)-এর আমলে বছরার গভর্ণর। অন্যদিকে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমলে (৬৫-৮৬/৬৮৫-৭০৫ খৃঃ) তার সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের হাতে হেজায, ইরাক, মিসর ও সিরিয়ার কিছু অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ খলীফা (৬৪-৭৩ হিঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (১-৭৩ হিঃ) মক্কায় শহীদ হ’লে হাজ্জাজ (৪০-৯৫/৬৬০-৭১৪ খৃঃ) মক্কার শাসক নিযুক্ত হন।

[36] . তাফসীরে জালালায়েন, ৪৬০ পৃঃ, টীকা ১৯; কুরতুবী ১৮/১০০ পৃঃ, তাফসীর সূরা জুম‘আ, ৯ আয়াত।

[37] . মির‘ক্বাত শরহ মিশকাত (দিল্লী ছাপা : তাবি) ৩/২৬৩।

[38] . ‘আওনুল মা‘বূদ শরহ আবুদাঊদ (কায়রো : ১৪০৭/১৯৮৭) ৩/৪৩৩-৩৪ পৃঃ, হা/১০৭৪-৭৫-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।

[39] . ‘মিম্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার রেওয়াজ রাসূলের যামানা থেকে নিয়মিতভাবে (بذلك جرى التوارث) চলে আসছে’ বলে প্রসিদ্ধ হানাফী ফিক্বহ গ্রন্থ ‘হেদায়া’-র লেখক যে দাবী করেছেন, তা একেবারেই বাতিল ও ভিত্তিহীন। দ্রঃ ‘আওনুল মা‘বূদ হা/১০৭৫-এর আলোচনা, ৩/৪৩৪-৩৭।

[40] . عند المنبر ولم يثبت حرف واحد فى الأذان مستقبل الإمام محاذيًا به ‘আওনুল মা‘বূদ ৩/৪৩৭, হা/১০৭৫-এর ব্যাখ্যা, ‘জুম‘আর দিনে আহবান’ অনুচ্ছেদ-২২২।

[41] . ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০২৪০; ছহীহুল জামে‘ হা/২২৩৪।

[42] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫; আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩৪৫।

[43] . ইবনু মাজাহ হা/১১০৯; ছহীহাহ হা/২০৭৬।

[44] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩০; নায়ল ৪/২০১।

[45] . আবুদাঊদ হা/১০৯৬; ইরওয়া হা/৬১৬, ৩/৭৮, ৯৯; নায়ল ৪/২১২।

[46] . জুম‘আ ৬২/১১; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫, ১৫, ১৬ ‘খুৎবা ও ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৫; নাসাঈ হা/১৪১৮, ‘২য় খুৎবায় ক্বিরাআত ও যিকর’ অনুচ্ছেদ-৩৫; আহমাদ, ত্বাবারাণী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৪; মির‘আত ২/৩০৮; ঐ, ৪/৪৯৪, ৫০৮-০৯।

[47] . নাসাঈ হা/১৪১৭-১৮, তিরমিযী হা/৫০৬, ‘জুম‘আ’ অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-১১।

[48] . মির‘আত ২/৩০৮, ৩১০; ঐ, ৪/৪৯৪, ৪৯৮-৯৯; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৯, অনুচ্ছেদ-৪৫।

[49] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫-০৬ ‘খুৎবা ও ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৫।

[50] . মুসলিম হা/৭২৬৭ (২৮৯২), ‘ফিতান’ অধ্যায়-৫২, অনুচ্ছেদ-৬; মির‘আত ৪/৪৯৬।

[51] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১; ‘খুৎবা ও ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৫; নায়ল ৪/১৯৩।

[52] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১২ ‘ইলম’ অধ্যায়-২।

[53] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৭; মির‘আত ২/৩০৯; ঐ, ৪/৪৯৬-৯৭।

[54] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫; মির‘আত হা/১৪১৮-এর আলোচনা দ্রঃ, ৪/৪৯৪-৯৫।

[55] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫৯ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-২৫, ‘সালাম’ অনুচ্ছেদ-১।

[56] . নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩৪৫।

[57] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৫ ‘পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে গমন’ অনুচ্ছেদ-৪৪।

[58] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৯-৪০ ‘ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ-১২।

[59] . আবুদাঊদ হা/৮১৮, ৮২০, ৮৫৯।

[60] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৮।

[61] . তিরমিযী হা/৪৮৯; ঐ, মিশকাত হা/১৩৬০; তুহফা হা/৪৮৮-৮৯।

[62] . শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/১৭২-৭৬।

[63] . তিরমিযী হা/৪৯১; আবুদাঊদ হা/১০৪৬; মুওয়াত্ত্বা, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৫৯ ‘জুম‘আ’ অনুচ্ছেদ-৪২।

[64] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৮, ‘জুম‘আ’ অনুচ্ছেদ-৪২।

[65] . আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, শরহ তিরমিযী ২/৩৬৩-৬৪, হা/৪৯০-৯১।

[66] . তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৯৪ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৪৪।

[67] . সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৭।

[68] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুক্বাদ্দামা মিশকাত হা/১।

[69] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, আহমাদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২৭৬২, ২৭৭৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়-১১।

[70] . দ্রঃ দুর্রে মুখতার ১/৩৬৭; হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ (বোম্বাই : তাবি; সংশোধনে : দাঊদ রায), ২৫৩ পৃঃ; ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ (দিল্লী : ১৪০৯/১৯৮৮), ১/৫৭৫-৮০।

[71] . মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬ 'সুন্নাত ছালাত সমূহ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৩০; তিরমিযী হা/৫২২-২৩ 'জুম'আ' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-২৪; মির'আত ২/১৪৮; ঐ, ৪/১৪২-৪৩।

[72] . মির'আত ৪/২৫৭-৫৮।

[73] . ইবনু মাজাহ হা/১১২৯ 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'জুম'আর পূর্বে ছালাত' অনুচ্ছেদ-৯৪।

[74] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৬-২৭।

[75] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৬; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৪, 'সফরে ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪১।

[76] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪১২, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৫।

[77] . মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী ৩/২০৪; ত্বাবারাণী কাবীর, সনদ ছহীহ; ইরওয়া ৩/৮২।

[78] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৫, টীকা দ্র:।

[79] . বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/৬২১; ৩/৮১-৮২।

[80] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২; আলোচনা দ্রষ্টব্য : 'সূরা ফাতিহা পাঠ' অধ্যায়।

[81] . আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/৮২।

[82] . আবুদাঊদ হা/১১০৮; ঐ, মিশকাত হা/১৩৯১, অনুচ্ছেদ-৪৪; তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪১৪, অনুচ্ছেদ-৪৫।

[83] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৯৩ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৪৪।

[84] . আবুদাঊদ হা/১১১৮ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-২৩৮।

[85] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৯৫ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৪৪।

[86] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৬ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৪৪।

[87] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৯৬, অনুচ্ছেদ-৪৪।

## ৫. ঈদায়নের ছালাত (صلاة العيدين)

**সূচনা :** ঈদায়নের ছালাত ২য় হিজরী সনে চালু হয়।[1] ঈদায়েন হ'ল মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহ নির্ধারিত বার্ষিক দু'টি আনন্দ উৎসবের দিন। ঈদায়নের উৎসব হবে পবিত্রতাময় ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। প্রাক ইসলামী যুগে আরব দেশে অন্যদের অনুকরণে নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব পালনের রেওয়াজ ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে, মদীনাবাসীগণ বছরে দু'দিন খেলাধূলা ও আনন্দ-উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন,

قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا، يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ، متفق عليه-

'আল্লাহ তোমাদের ঐ দু'দিনের বদলে দু'টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন 'ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর'।[2] দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[3]

**গুরুত্ব :** ঈদায়নের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ইসলামের প্রকাশ্য ও সেরা নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সূর্য্যোদয়ের পরে সকাল সকাল খোলা ময়দানে গিয়ে ঈদায়নের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে হয়। কেবলমাত্র মাসজিদুল হারামে ঈদায়নের ছালাত সিদ্ধ রাখা হয়েছে বিশালায়তন হওয়ার কারণে এবং মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের সংকীর্ণতার কারণে।[4] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মসজিদে নববী-র বাইরে খোলা ময়দানে নিয়মিতভাবে ঈদায়নের ছালাত আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদায়নের জামা'আতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[5]

**নিয়মাবলী :** ঈদায়নের ছালাতে আযান বা এক্বামত নেই। সকলকে নিয়ে ইমাম প্রথমে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন ও পরে খুৎবা দিবেন। খুৎবার সময় হাতে লাঠি রাখবেন। [6] একটি খুৎবা দেওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। দুই খুৎবা সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নবভী (রহঃ) বলেন, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটাই প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন। যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল। [7]

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রয়োজনে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে উদ্দেশ্য করে তাদের বোধগম্য ভাষায় কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যাসহ খুৎবা দিবেন। ঋতুবতী মহিলাগণ কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন ও দো'আয় শরীক হবেন। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, 'উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, নছীহত ও দো'আ বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ হাদীছ বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল বর্ণিত হয়নি'। [8]

**জ্ঞাতব্য :** (১) বৃষ্টি কিংবা ভীতির কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব বিবেচিত হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে 'বাত্বহান' (بَطْحَان) প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন এবং একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন। [9] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (২) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের ন্যায় তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে।[10] (৩) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।

[11] (৪) জুম‘আ ও ঈদ একই দিনে হ’লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম হিসাবে দু’টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম‘আ অপরিহার্য করেননি।[12] অবশ্য দু’টিই আদায় করা যে অধিক ছওয়াবের কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৫) চাঁদ ওঠার খবর পরদিন পূর্বাহ্নে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে ঈদের ময়দানে গিয়ে জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। নইলে পরদিন ঈদ পড়বে।[13]

(৬) মক্কার সাথে মিলিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী শরী‘আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং স্রেফ অযৌক্তিক দাবী মাত্র। কেননা আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ‘তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো’।[14] এতে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ একই সময়ে চাঁদ দেখতে পায় না। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা মক্কায় যখন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, ঢাকায় তখন ৩ ঘন্টা রাত হয়। তখন ঢাকার লোকদের কিভাবে বলা যাবে যে, তোমরা চাঁদ না দেখেও ছিয়াম রাখ বা ঈদ করো? ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার ছিয়াম ও ঈদ মক্কার একদিন পরে চাঁদ দেখে হবে।[15]

**অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ (التكبيرات الزوائد) :**

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত বারোটি তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[16] যেমন

**(১)** আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِى الأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَتَى الرُّكُوْعِ، رَوَاهُ أبو داؤدَ- وَفِى رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِىِّ: سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِسْتِفْتَاحِ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহাতে প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন রুকূর দুই তাকবীর ব্যতীত’ [17] এবং ‘তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত’।[18]

**(২)** ‘আমর ইবনু শু‘আইব (রাঃ) তার পিতা হ’তে তিনি তার দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন যে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً فِى الْأُوْلَى سَبْعًا وَفِي الْأَخِيْرَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ، وفى رواية: سِوَى تَكْبِيْرَةِ الصَّلاَةِ، رواه الدارقطنى والبيهقى-

**অনুবাদ :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎরে ‘তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত’ প্রথম রাক‘আতে সাতটি ও শেষ রাক‘আতে পাঁচটি সহ মোট বারোটি (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতেন’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘ছালাতের তাকবীর’ ব্যতীত।[19]

অত্র হাদীছটি সম্পর্কে ছাহেবে তুহফা ও ছাহেবে মির‘আত উভয়ে বলেন, الظاهر أن حديث عبد الله بن عمرو أصح شيئ فى الباب ‘এটা পরিস্কার যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীছটিই এ বিষয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ’।[20]

শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী ও তাঁর উসতায আলী ইবনুল মাদীনী হাদীছটিকে ‘ছহীহ’ বলেছেন। আল্লামা নীমভী বলেন, হাদীছটির সনদের মূল কেন্দ্রবিন্দু (مدار) হ’লেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আত-ত্বায়েফী। তাঁকে কোন কোন বিদ্বান ‘যঈফ’ বলেছেন। ছাহেবে মির‘আত বলেন, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ বিদ্বানগণের ন্যায় হাদীছ শাস্ত্রের

শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গের (جهابذة) বক্তব্যের পরে অন্যদের বক্তব্যের প্রতি দৃকপাত না করলেও চলে। মুজতাহিদ ইমামগণ এ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। ইবনু 'আদী বলেন, আমর ইবনু শু'আইব থেকে আব্দুর রহমান আত-ত্বায়েফীর সকল হাদীছ সুদৃঢ় (مستقيمة)। হাফেয ইরাক্বী বলেন, إسناده صالح 'অত্র হাদীছের সনদ দলীলযোগ্য'। তিরমিযীর ভাষ্যকার ছাহেবে তুহফা বলেন, حسن صالح فالحاصل أن حديث عبد الله بن عمرو و الاحتجاج يؤيده الأحاديث التى أشار إليها الترمذى- 'সারকথা এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমরের হাদীছটি 'হাসান' ও দলীল গ্রহণের যোগ্য এবং একে শক্তিশালী করে ঐ সকল হাদীছ, যেগুলির দিকে তিরমিযী ইঙ্গিত করেছেন'।[21]

**(৩)** কাছীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন,

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، رواه الترمذىُّ وابنُ ماجه-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'। [22] কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِيْ هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

**অর্থ :** হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত।[23] তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: لَيْسَ فِيْ هَذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُوْلُ، نقله البيهقي في السنن الكبري-

'ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিকতর ছহীহ আর কোন রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও সে কথা বলি'। [24]

**তাকবীরে তাহরীমা সহ কি-না :** ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। ইমাম শাফেঈ, আওযাঈ, ইসহাক্ব, ইবনু হাযম প্রমুখ বিদ্বান তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সাত তাকবীর বলেন। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা হ'ল তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'। [25]

কারণ **(১)** তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয, যা সকল ছালাতে প্রযোজ্য। আর এটি হ'ল সুন্নাত ও অতিরিক্ত, যা কেবল ঈদায়নে প্রযোজ্য। **(২)** কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছেন সেকথা জিজ্ঞেস করেন। [26] নিশ্চয়ই তিনি সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। **(৩)** ইবনু আববাস (রাঃ) থেকে তাঁর নিজস্ব আমল হিসাবে ৭, ৯, ১১, ১২ ও ১৩ তাকবীরের 'আছার' সমূহ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আলবানী বলেন, তবে তাঁর ১২ তাকবীরের বর্ণনাটিই আমার নিকট অধিকতর ছহীহ'...।[27] তাছাড়া আববাসীয় খলীফাগণ ১২ তাকবীরের অনুসারী হওয়ায় বুঝা যায় যে, ইবনু আববাস (রাঃ)-এর আমল ১২ তাকবীরের উপরে ছিল। এক্ষণে যদি তাকবীরে তাহরীমা সহ (৮+৫) ১৩ তাকবীর গণনা করা হয়, তাহ'লে পূর্বোক্ত ছহীহ হাদীছ ও অত্র আছারে কোন বিরোধ থাকে না। বরং দু'টির উপরেই আমল করা যায়। **(৪)** ছাহাবীর আমলের উপরে রাসূল (ছাঃ)-এর আমল নিঃসন্দেহে অগ্রাধিকারযোগ্য। **(৫)** শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত তাকবীর

সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ 'অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন।[28] অতএব এগুলিকে অতিরিক্ত হিসাবেই গণ্য করা উচিত এবং তা হবে ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। কেননা হাদীছে উক্ত তাকবীরগুলিকে ক্বিরাআতের পূর্বে (قبل القراءة) বলা হয়েছে। **(৬)** ছানার পরে অতিরিক্ত তাকবীরগুলি দিলে ফরয তাকবীরে তাহরীমা থেকে এগুলিকে পৃথক করা সহজ হয়। **(৭)** ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে অতিরিক্ত প্রত্যেক তাকবীরের পরে হামদ, ছানা ও দরূদ পাঠ সম্পর্কে যে 'আছার' বর্ণিত হয়েছে,[29] সেটি তাঁর নিজস্ব আমল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবী থেকে এরূপ আমলের কোন নযীর নেই।[30]

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, তাকবীরে তাহরীমা, তাকবীরে রুকূ, তাকবীরে ছালাত ইত্যাদি ফরয তাকবীর সমূহ ছাড়াই ১ম রাক'আতে ৭টি ও ২য় রাক'আতে ৫টি মোট অতিরিক্ত বারোটি তাকবীর দিতে হবে।

**বারো তাকবীরে চার খলীফা :**

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ ও খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[31]

**প্রচলিত ছয় তাকবীর :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছয় তাকবীরে' ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে [32] এবং 'নয় তাকবীর' বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে[33] যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন। [34] সুতরাং ইবনু মাসঊদের সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هَذَا رَأىٌ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْلَى أَن يُّتَّبَعَ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ-

অর্থাৎ 'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারি আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম'।[35]

**ছয় তাকবীরের তাবীল :** 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়'[36] বলে ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' (تأويل) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই।

অনুরূপভাবে মুছান্নাফে *(বোম্বাই ১৯৭৯, ২/১৭৩)* বর্ণিত 'নয় তাকবীর' থেকে তাকবীরে তাহরীমা এবং ১ম ও ২য় রাক'আতের রুকূর তাকবীর দু'টিসহ মোট তিনটি ফরয তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হয়। এভাবেই তাবীল করে ছয় তাকবীর করা হয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কাউকে দেননি।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরে ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়, [37] তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক'আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক'আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্ব্বে ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'।[38]

অথচ এ বিষয়ে ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানেরা অন্ততঃ বৎসরে দু'টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারত। কিন্তু দ্বীনের দোহাই দিয়েই আমরা দ্বীনদারদের বিভক্ত করে রেখেছি। অথচ শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই।

**ঈদায়নের ছালাতের পদ্ধতি (كيفية صلاة العيدين) :**

১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ধীরস্থিরভাবে স্বল্প বিরতি সহ পরপর সাত তাকবীর দিবে। অতঃপর আঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ ইমাম সরবে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বেন এবং মুক্তাদীগণ চুপে চুপে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে। অনুরূপভাবে ২য় রাক'আতে দাঁড়িয়ে ধীরস্থিরভাবে পরপর পাঁচটি তাকবীর দিয়ে কেবল 'বিসমিল্লাহ' সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। এ সময় মুক্তাদীগণ চুপে চুপে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে।

প্রথম রাক'আতে সূরায়ে *ক্বাফ* অথবা *আ'লা* এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরায়ে *ক্বামার* অথবা *গা-শিয়াহ* পড়বে'। [39] অন্য সূরাও পড়া যাবে।[40] প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে। অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[41]

---

[1] . মির'আত ৫/২১; ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম (রিয়াদ : দারুস সালাম ১৪১৪/১৯৯৪), ২৩১-৩২ পৃঃ।

[2] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৭।

[3] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮ 'ছওম' অধ্যায়-৭, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ-৬; মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫০; মির'আত ৬/৬৯।

[4] . মির'আত ৫/২২-২৩।

[5] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৬।

[6] . আবুদাঊদ হা/১১৪৫, সনদ হাসান; ঐ, মিশকাত হা/১৪৪৪; মির'আত ৫/৫৮।

[7] . মির'আত ২/৩৩০-৩৩১; ঐ, ৫/৩১।

[8] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৭; মির'আত ২/৩৩১; ঐ, ৫/৩১।

[9] . আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪৮; সনদ যঈফ; মির'আত ২/৩২৭; ঐ, ৫/২২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৭।

[10] . মির'আত ৫/৬৪-৬৫।

[11] . বুখারী (ফাৎহ সহ) ২/৫৫০-৫১ পৃঃ, 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায়-১৩, অনুচ্ছেদ-২৫।

[12] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৬; ঐ, ১/২৩৬; নায়লুল আওত্বার ৪/২৩১।

[13] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৫০; মির'আত ৫/৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১।

[14] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭০।

[15] . দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ৮/৪ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০৫, প্রশ্নোত্তর ১/১২১; ঐ, ১৪/১১ সংখ্যা, আগষ্ট ২০১১, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৪৩৩।

[16] . এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন লেখক প্রণীত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' ৩৪-৪৩ পৃঃ।

[17] . আবুদাঊদ হা/১১৫০; ইবনু মাজাহ হা/১২৮০, সনদ ছহীহ।

[18] . দারাকুৎনী (বৈরুত : ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১৭০৪, ১৭১০, সনদ ছহীহ; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩৯-এর ব্যাখ্যা দ্র: ৩/১০৭-০৮; বায়হাক্বী ৩/২৮৭।

[19] . দারাকুৎনী হা/১৭১২, ১৭১৪ 'ঈদায়েন' অধ্যায়, সনদ হাসান; বায়হাক্বী ২/২৮৫ পৃঃ। হাদীছের শেষাংশটি দারাকুৎনী ও বায়হাক্বীতে এসেছে। এতদ্ব্যতীত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে আবুদাঊদ হা/১১৫১ 'ছহীহ'; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৮ 'হাসান ছহীহ'; আলবানী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০২০; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০৬৩।

[20] . তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৮২; মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৫৫ পৃঃ। ইমাম শাওকানী (রহঃ) ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর বিষয়ে ১০টি মতভেদ উল্লেখ করে ১২ তাকবীরকেই 'সর্বাগ্রগণ্য' (أرجح الأقوال) হিসাবে মন্তব্য করেছেন। দ্রঃ নায়ল ৪/২৫৭ পৃঃ।

[21] . আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ জামে' তিরমিযী (মদীনা: মাকতাবা সালাফিইয়াহ ১৩৮৪/১৯৬৪) ৩/৮৫; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/২৩৮।

[22] . জামে' তিরমিযী (দিল্লী : ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ; মিশকাত হা/১৪৪১ 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৭; তিরমিযী হা/৫৩৬; ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০৬৪; মির'আত হা/১৪৫৬, ৫/৪৬-৪৮।

[23] . তিরমিযী (দিল্লী: ১৩০৮ হিঃ), ১/৭০; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২, ইবনু মাজাহ (বৈরুত : তাবি) হা/১২৭৯।

[24] . বায়হাক্বী (বৈরুত ছাপা, তাবি) ৩/২৮৬; মির'আত ২/৩৩৯; ঐ, ৫/৫০-৫১।

[25] . মির'আত ২/৩৩৮; ঐ, ৫/৪৬।

[26] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩ 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৭।

[27] . আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/১১২।

[28] . ইরওয়াউল গালীল ৩/১১৩।

[29] . ত্বাবারানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৪২, ৩/১১৪।

[30] . বায়হাক্বী ৩/২৯০-৯১; মির'আত ২/৩৪২; ঐ, ৫/৫৪ পৃঃ।

[31] . মির'আত' ২/৩৩৮, ৩৪১; ঐ, ৫/৪৬, ৫২।

[32] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩ 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৭, হাদীছ যঈফ।

[33] . মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (বোম্বাই ছাপা: ১৯৭৯), ২/১৭৩ পৃঃ।

[34] . বায়হাক্বী ৩/২৯০; নায়ল ৪/২৫৪, ২৫৬; মির'আত ৫/৫৭; আলবানী, মিশকাত হা/১৪৪৩।

[35] . বায়হাক্বী ৩/২৯১; মির'আত ৫/৫১।

[36] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩ 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৭।

[37] . যেমন ত্বাহাবী, শরহ মা'আনিল আছার ৬/২৫ পৃঃ; আলবানী, ছহীহাহ হা/২৯৯৭; আবুদাঊদ হা/১১৫৩; যদিও তাহকীক মিশকাতে (হা/১৪৪৩; বৈরুত : ৩য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ও মিশকাতের সর্বশেষ তাহকীকে তিনি 'যঈফ' বলেছেন (হেদায়াতুর রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহা-দীছিল মাছা-বীহ ওয়াল মিশকাত; দাম্মাম, সঊদী আরব, ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১) হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃঃ।

[38] . ইবনু হাযম, মুহাল্লা (বৈরুত : দারুল ফিকর, তাবি) ৫/৮৪ পৃঃ।

[39] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮৪০-৪১ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।

[40] . আবুদাঊদ হা/৮১৮, ৮২০, ৮৫৯।

[41] . মির'আত হা/১৪৫৭, ২/৩৪১ পৃঃ; ঐ; হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩-৫৪; ইরওয়া ৩/১১৩।

### ৬. জানাযার ছালাত (صلاة الجنازة)

**হুকুম :** প্রত্যেক মুসলিম আহলে ক্বিবলার উপর জানাযার ছালাত ‘ফরযে কেফায়াহ’।[1] অর্থাৎ মুসলমানদের কেউ জানাযা পড়লে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। না পড়লে সবাই দায়ী হবে। ছালাত হিসাবে অন্যান্য ছালাতের ন্যায় ওযূ, ক্বিবলা, সতর ঢাকা ইত্যাদি ছালাতে জানাযার শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে পার্থক্য এই যে, জানাযার ছালাতে কোন রুকূ-সিজদা বা বৈঠক নেই এবং এ ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। বরং দিনে-রাতে সকল সময় এমনকি নিষিদ্ধ তিন সময়েও পড়া যায়।[2]

**ওয়াজিব সমূহ : ছয়টি :** (১) দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা (২) চার তাকবীর দেওয়া (৩) সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা (৪) দরূদ পাঠ করা (৫) মাইয়েতের জন্য খালেছ অন্তরে দো‘আ করা (৬) সালাম ফিরানো।

**সুন্নাত সমূহ : পাঁচটি :** (১) জামা‘আত সহকারে ছালাত আদায় করা (২) কমপক্ষে তিনটি কাতার হওয়া (৩) ইমাম বা একাকী মুছল্লীর জন্য পুরুষের মাথা ও মেয়েদের কোমর বরাবর দাঁড়ানো (৪) ফাতিহা ব্যতীত অন্য একটি সূরা এবং হাদীছে বর্ণিত দো‘আ সমূহ পাঠ করা (৫) ছালাত শেষে জানাযা উঠানো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা। [3] বাকী সবই ‘মুস্তাহাব’। যদি ভুলক্রমে তিন তাকবীর হয়ে যায়, তবে পুনরায় ইমাম চতুর্থ তাকবীর দিবেন। যদি মুক্তাদীর কোন তাকবীর ছুটে যায়, তবে শেষে তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে। আর যদি না দেয় তাতেও দোষ নেই।[4]

**ফযীলত :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন জানাযায় শরীক হ’ল এবং দাফন শেষে ফিরে এলো, সে ব্যক্তি দুই ‘ক্বীরাত’ সমপরিমাণ নেকী পেল। প্রতি ‘ক্বীরাত’ ওহোদ পাহাড়ের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র জানাযা পড়ে ফিরে এলো, সে এক ‘ক্বীরাত’ পরিমাণ নেকী পেল’। [5]

**কাতার দাঁড়ানো :** ইমামের পিছনে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে কাতার দিবে।[6] এ সময় জামার হাতাগুলো খুলে দিবে ও টাখনুর উপরে কাপড় রাখবে।[7] জুতা-স্যান্ডেল খোলার প্রয়োজন নেই। যদি তাতে নাপাকী থাকে, তবে তা মাটিতে ঘষে নিলেই যথেষ্ট হবে। [8] এ সময় জুতা-স্যান্ডেল থেকে পা বের করে তার উপরে দাঁড়ানো স্রেফ বোকামি। মাইয়েতকে উত্তর মাথা করে ক্বিবলার দিকে সামনে রাখবে।[9] যদি মাইয়েত পুরুষ হন, তবে ইমাম মাইয়েতের মাথা বরাবর দাঁড়াবেন। আর যদি মহিলা হন, তবে মাইয়েতের কোমর বরাবর দাঁড়াবেন।[10] মাইয়েত একত্রে একাধিক হ’লে এবং পুরুষ ও নারী হ’লে পুরুষের লাশ ইমামের কাছাকাছি সম্মুখে রাখবে। অতঃপর মহিলার লাশ থাকবে। যদি শিশু ও মহিলা হয়, তাহ’লে শিশুর লাশ প্রথমে ও মহিলার লাশ পরে থাকবে।

ইমামের পিছনে তিনটি কাতার দেওয়া মুস্তাহাব।[11] ১ম কাতারে ইমামের কাছাকাছি মাইয়েতের উত্তরাধিকারীগণ ও দ্বীনদার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দাঁড়াবেন। চারজন হ’লে ইমামের পিছনে দু’জন দু’জন করে দাঁড়াবেন।[12] ইমাম ব্যতীত একজন পুরুষ ও একজন মহিলা মুক্তাদী হ’লে ইমামের পিছনে পুরুষ ও তার পিছনে মহিলা দাঁড়াবেন। মুক্তাদী একজন হ’লে তিনি ইমামের পিছনে দাঁড়াবেন। কোন লোক না পেলে একাকী জানাযা পড়বেন।[13] তবে শিরক ও বিদ‘আতী আক্বীদা ও আমল মুক্ত দ্বীনদার মুছল্লীর সংখ্যা জানাযায় যত বেশী হবে, মাইয়েতের জন্য তা তত বেশী উপকারী হবে এবং তাদের দো‘আ কবুল করা হবে’।[14]

**ইমামত :** মাইয়েত কোন ন্যায়নিষ্ঠ ও পরহেযগার ব্যক্তিকে অছিয়ত করে গেলে তিনিই জানাযা পড়াবেন। নইলে 'আমীর' বা তাঁর প্রতিনিধি অথবা মাইয়েতের কোন যোগ্য নিকটাত্মীয়, নতুবা স্থানীয় মসজিদের ইমাম বা অন্য কোন মুত্তাক্বী আলেম জানাযায় ইমামতি করবেন। মৃত ব্যক্তি দু'জন ব্যক্তির নামেও অছিয়ত করে যেতে পারেন। [15]

**জানাযার ছালাতের বিবরণ (صفة صلاة الجنازة) :**

জানাযার ছালাতে চার তাকবীর দিবে। পাঁচ থেকে নয় তাকবীর পর্যন্ত প্রমাণিত আছে। তবে চার তাকবীরের হাদীছ সমূহ অধিকতর ছহীহ ও সংখ্যায় অধিক। মুক্তাদী ইমামের পিছে পিছে তাকবীর বলবে।[16] প্রথমে মনে মনে জানাযার নিয়ত করে সরবে 'আল্লাহু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে। এ সময় 'ছানা' পড়বে না।[17] নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীছ সর্বসম্মতভাবে 'যঈফ'।[18] আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ সকল তাকবীরেই হাত উঠাতেন।[19] অতঃপর আ'ঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। [20] তারপর ২য় তাকবীর দিবে ও দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করবে, যা আত্তাহিইয়াতু-র পরে পড়া হয়। তারপর ৩য় তাকবীর দিবে ও নিম্নোক্ত দো'আ সমূহ পড়বে। দো'আ পাঠ শেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে সালাম ফিরাবে। ডাইনে একবার মাত্র সালাম ফিরানোও জায়েয আছে। [21]

জানাযার ছালাত সরবে ও নীরবে পড়া যায়।[22] ইমাম সরবে পড়লে মুক্তাদীগণ আ'ঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ কেবল সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে এবং পরে দরূদ ও অন্যান্য দো'আ সমূহ পড়বে। তবে ইমাম নীরবে পড়লে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা এবং অন্যান্য দো'আ সমূহ পড়বে।

**জানাযার পূর্বে করণীয় :** জানাযার পূর্বে মৃতের জন্য প্রথম করণীয় হ'ল তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা। এজন্য তার সকল সম্পদ বিক্রি করে হ'লেও তা করতে হবে। যদি তার কিছুই না থাকে, তাহ'লে তার নিকটাত্মীয়, সমাজ, সংগঠন বা সরকার সে দায়িত্ব বহন করবে'।[23]

**জানাযা বিষয়ে সতর্কতা :**

মহাপাপী কোন মুসলিম যেমন কোন ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, চোর-দস্যু-সন্ত্রাসী, আত্মঘাতি, জারজ সন্তান, কবর ও মূর্তি পূজারী, মুশরিক ও বিদ'আতী যতক্ষণ না সে প্রকাশ্যে কুফরী ঘোষণা করে, আমানতের খেয়ানতকারী প্রভৃতি লোকদের জানাযা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও পরহেযগার আলেমগণ পড়বেন না। তবে সাধারণ লোকেরা পড়বেন। [24]

ঋণগ্রস্ত, আত্মহত্যাকারী ও বায়তুল মাল বা অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারীর জানাযা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে পড়েননি, বরং অন্যকে পড়তে বলেন।[25] 'এটি ছিল তাঁর পক্ষ থেকে অন্যকে আদব শিখানোর জন্য'। [26]

(১) খায়বার কিংবা হোনায়েন-এর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জনৈক সাথী বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। লোকেরা তার উচ্চ প্রশংসা করলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি জাহান্নামের অধিবাসী। তখন একজন গোপনে তার পিছু নিল। দেখা গেল যে, ঐ ব্যক্তি যুদ্ধের এক পর্যায়ে আহত হ'ল। অতঃপর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজের অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করল। তখন লোকটি ছুটে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে ডেকে বললেন, সত্যিকারের মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। মনে রেখ অনেক লোক জান্নাতী আমল করে। কিন্তু মৃত্যুকালে জাহান্নামী হয়ে যায়। আবার অনেকে জাহান্নামের আমল করে, কিন্তু মৃত্যুকালে জান্নাতী হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে সাহায্য করেন অনেক পাপী লোকের মাধ্যমে'।[27]

আল্লাহ বলেন, رَحِيْمًا وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতিশয় দয়াবান' *(নিসা ৪/২৯)*।

(২) খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথীদের মধ্যে একজন নিহত হ'লে তিনি বলেন, صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ 'তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়'। এতে তাদের মন খারাপ হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বললেন, إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ 'তোমাদের সাথীটি আল্লাহর রাস্তায় খেয়ানত করেছে'। পরে অনুসন্ধানে তার থলিতে ইহুদীদের কন্ঠহারের একটি ছিদ্রযুক্ত ছোট পাথরের লকেট (خَرَزٌ) পাওয়া গেল (যা গণীমতের মাল ছিল)। যার মূল্য দুই দিরহামেরও কম। [28]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাদিয়া হিসাবে পাঠানো গোলাম মিদ'আম (مِدْعَم) খায়বার যুদ্ধে নিহত হ'লে লোকেরা তার জান্নাতের সুসংবাদ বলতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাগতঃস্বরে বলেন, কখনোই না। আল্লাহর কসম! গণীমতের মাল থেকে যে চাদরটি সে চুরি করেছে, তা তাকে আগুনে পোড়াবে'। [29]

(৪) অন্য হাদীছে এসেছে, 'মুমিনের নফ্স তার ঋণের সাথে লটকানো থাকে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তার ঋণ পারিশোধ করা হয়'। [30]

(৫) যারা শরীক ফাঁকি দেয় কিংবা শক্তির জোরে বা ছল-চাতুরী করে অন্যের জমি ও সম্পদ আত্মসাৎ করে, তাদের জানাযা কোন পরহেযগার আলেমের পড়া উচিৎ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারু জমি দখল করে, ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তার গলায় বেড়ীরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে'।[31] অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَّحْمِلَ تُرَابَهَا الْمَحْشَرَ...' তাকে ক্বিয়ামতের দিন ঐ মাটির বোঝা মাথায় বহন করে চলতে বাধ্য করা হবে'।[32]

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ কবীরা গোনাহগার। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী ব্যক্তিকে হাদীছে 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। [33] তাহ'লে কিভাবে তার জানাযা পড়া যেতে পারে? আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন- আমীন!

**জানাযার দো'আ (دعاء الجنازة) :**

অনেকগুলি দো'আর মধ্যে নিম্নের দো'আটি সুপরিচিত।-

1- اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ-

**(১) উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মাগ্ফির লিহাইয়েনা ওয়া মাইয়েতেনা ওয়া শা-হেদেনা ওয়া গা-য়েবেনা ওয়া ছাগীরেনা ওয়া কাবীরেনা ওয়া যাকারেনা ওয়া উন্ছা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহ্য়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্ফায়তাহূ মিন্না ফাতাওফ্ফাহূ 'আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহূ ওয়া লা তাফ্তিন্না বা'দাহূ।*

**অনুবাদ :** 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই

মাইয়েতের (জন্য দো'আ করার) উত্তম প্রতিদান হ'তে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না'।[34]

**(২)** আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দো'আ যা প্রথমটির সাথে যোগ করে পড়া যায় বিশেষভাবে মাইয়েতের উদ্দেশ্যে। যেমন–

2- اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّيْ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মাগ্ফির লা-হূ ওয়ারহামহু ওয়া 'আ-ফিহি ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্সি' মাদখালাহূ; ওয়াগসিলহু বিলমা-এ ওয়াছছালজে ওয়াল বারাদে; ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাত্বা-য়া কামা ইউনাক্কাছ্ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্ দানাসি; ওয়া আবদিলহু দা-রান খায়রান মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খায়রাম মিন যাওজিহী; ওয়া আদখিল্হুল জান্নাতা ওয়া আ'ইযহু মিন 'আযা-বিল ক্বাবরে ওয়া মিন 'আযা-বিন না-রে।*

**অনুবাদ :** হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়েতকে ক্ষমা করুন। তাকে অনুগ্রহ করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। তার বাসস্থান প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হ'তে এমনভাবে মুক্ত করুন, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হ'তে ছাফ করা হয়। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম জোড়া দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল করুন এবং তাকে কবরের আযাব হ'তে ও জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন'।[35]

3- اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

**(৩) উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জিওয়া-রিকা; ফাক্বিহী মিন ফিৎনাতিল ক্বাবরি ওয়া 'আযা-বিন্না-রি; ওয়া আন্তা আহলুল ওয়াফা-ই ওয়াল হাক্কি। আল্লা-হুম্মাগফিরলাহূ ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রহীম।*

**অনুবাদ :** হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক আপনার যিম্মায় ও আপনার তত্ত্বাবধানে আবদ্ধ। অতএব আপনি তাকে কবরের পরীক্ষা ও জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা ও সত্যের মালিক। হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[36]

4- اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ-

**(৪) উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা 'আব্দুকা ওয়া ইবনু আমাতিকা, ইহতা-জা ইলা রহমাতিকা ওয়া আনতা গানিইয়ুন 'আন 'আযা-বিহী। ইন কা-না মুহসিনান ফাযিদ ফী হাসানা-তিহী; ওয়া ইন কা-না মুসীআন, ফাতাজা-ওয়ায 'আনহু।*

**অনুবাদ :** হে আল্লাহ! মাইয়েত আপনার বান্দা এবং সে আপনার এক বান্দীর সন্তান। সে আপনার রহমতের ভিখারী। আপনি তাকে শাস্তি দিতে বাধ্য নন। অতএব যদি সে সৎকর্মশীল হয়, তাহ'লে তার নেকী বাড়িয়ে দিন। আর যদি অন্যায়কারী হয়, তাহ'লে তাকে আপনি ক্ষমা করে দিন'।[37]

**(৫)** মাইয়েত শিশু হ'লে সূরা ফাতিহা, দরূদ ও জানাযার ১ম দো'আটি পাঠের পর নিম্নোক্ত দো'আ পড়বে-

5- اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّ فَرَطًا وَّ ذُخْرًا وَّ أَجْرًا ، رواه البخاريُّ تعليقًا-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মাজ'আলহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বাওঁ ওয়া যুখ্রাওঁ ওয়া আজরান'। 'লানা'-এর সাথে 'ওয়া লে আবাওয়াইহে'* (এবং তার পিতা-মাতার জন্য) যোগ করে বলা যেতে পারে।[38]

**অনুবাদ :** 'হে আল্লাহ! আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য (এবং তার পিতা-মাতার জন্য) পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং আখেরাতের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য করুন'! [39]

**জানাযার দো'আর আদব (آداب دعاء الجنازة) :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ- 'যখন তোমরা জানাযার ছালাত আদায় করবে, তখন মাইয়তের জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করবে'।[40] অতএব মাইয়েত ভাল-মন্দ যাই-ই হৌক না কেন, তার জন্য খোলা মনে দো'আ করতে হবে। কবুল করা বা না করার মালিক আল্লাহ। ছাহেবে 'আওন বলেন, অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃতের জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। বরং যেকোন প্রার্থনা করা যেতে পারে। শাওকানীও সেকথা বলেন। তবে তিনি বলেন যে, হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ পাঠ করাই উত্তম। এই সময় সর্বনাম সমূহ পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কেননা 'মাইয়েত' এখানে উদ্দেশ্য। 'মাইয়েত' (مَيِّتٌ) আরবী শব্দ, যা স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।[41]

**মৃত্যুকালীন সময়ে করণীয় (الأعمال عند من حضره الموت)**

**(ক) তালক্বীন করানো :** 'তালক্বীন' (التلقين) অর্থ: কথা বুঝানো বা দ্রুত মুখস্থ করে নেওয়া। মৃত্যুর আলামত দেখা গেলে রোগীর শিয়রে বসে তাকে কালেমায়ে ত্বাইয়িবা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' পড়ানো উচিত।[42] যাতে সে দ্রুত মুখস্থ বা স্মরণ করে নেয়। তাওহীদের স্বীকৃতিবাচক এই কালেমাই তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য হবে *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* (অর্থ : নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত), সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[43] জমহূর বিদ্বানগণ কেবল *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* পড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা হাদীছে কেবল এতটুকুই এসেছে।[44]

তালক্বীনের অর্থ মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে কেবল কালেমা শুনানো নয়। বরং তাকে কালেমা পড়ানোর চেষ্টা করা। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক আনছার রোগীকে দেখতে গেলেন ও বললেন, হে মামু! আপনি পড়ুন *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*। তিনি বললেন যে, আমাকে এখতিয়ার দিন, আমি নিজেই পড়ি...। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ'।[45] কিন্তু কালেমা পড়ানোর জন্য চাপাচাপি করা উচিত নয়। তাতে মুখ দিয়ে বেফাস কথা বের হয়ে যেতে পারে। একবার বলানোর পরে দ্বিতীয়বার চেষ্টা না করা উচিত। যাতে এই কালেমাই তার শেষ বাক্য হয়। এই সময় তাকে ক্বিবলামুখী করার জন্য উত্তর দিকে মাথা করে বিছানা ঠিক করে দেওয়া সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। খ্যাতনামা তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবকে ক্বিবলামুখী করে বিছানা ঘুরিয়ে দিলে হুঁশ ফেরার পর তিনি পুনরায় পূর্বের ন্যায় শয়ন করেন ও বলেন, মাইয়েত কি মুসলমান নয়? [46] এই সময় মাইয়েতের শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার হাদীছ 'যঈফ'।[47]

**মৃত্যুর পরে দো'আ সমূহ এবং করণীয় :**

**(১)** মৃত্যু হওয়ার পরে উপস্থিত সকলে এবং যারা শুনবেন তারা প্রত্যেকে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ *'ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'ঊন'* (অর্থ : 'আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী') পাঠ করবে এবং আল্লাহ-নির্ধারিত তাক্বদীরের উপরে ছবর করবে ও সন্তুষ্ট থাকবে। অতঃপর **(২)** মৃতের চোখ দু'টি বন্ধ করে দিবে। [48] সারা দেহ ও মুখমন্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিবে।[49] তবে (হজ্জ বা ওমরাহ কালে) 'মুহরিম' ব্যক্তির মুখ ও মাথা খোলা থাকবে। কেননা তিনি ক্বিয়ামতের দিন 'তালবিয়া' পাঠ করতে করতে উঠবেন। [50]

**(৩)** এই সময় মাইয়েতের নিকটতম ব্যক্তি এই দো'আ পড়বে : اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا *'আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলিফ্লী খায়রাম মিনহা'* (অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্য্য ধারণের পারিতোষিক দান কর এবং আমাকে এর উত্তম প্রতিদান দাও')।[51] **(৪)** এসময় মৃতের জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি পড়া যেতে পারে। যা আবু সালামাহ (রাঃ)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাঠ করেছিলেন,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ ওয়ারফা' দারাজাতাহূ ফিল মাহদিইয়ীনা ওয়াখলুফহু ফী 'আক্বিবিহী ফিল গা-বিরীনা, ওয়াগফির লানা ওয়ালাহূ ইয়া রব্বাল 'আ-লামীন; ওয়াফসাহ লাহূ ফী ক্বাবরিহী ওয়া নাওভির লাহূ ফীহি।*

**অনুবাদ :** হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং সুপথপ্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। পিছনে যাদেরকে তিনি ছেড়ে গেলেন, তাদের মধ্যে আপনিই তার প্রতিনিধি হউন। হে বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন। আপনি তার জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন এবং সেটিকে তার জন্য আলোকিত করে দিন'। [52]

**(৫)** এই সময় মৃতের মাগফেরাতের জন্য দো'আ করা ও তার সদগুণাবলী বর্ণনা করা উচিত। কেননা তাতে ফেরেশতাগণ 'আমীন' বলেন ও তার জন্য ওগুলি ওয়াজিব হয়ে যায়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়'।[53] একটি বর্ণনায় এসেছে যে, ৪, ৩ এমনকি ২ জন নেককার মুমিন ব্যক্তিও যদি মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম সাক্ষ্য দেয়, তাতেই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[54] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'কোন মুসলমান মারা গেলে তার নিকটতম প্রতিবেশীদের চারজন যদি তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তার সম্পর্কে ভাল ব্যতীত কিছুই জানে না, তাহ'লে আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষ্য কবুল করলাম এবং আমি তার ঐসব গোনাহ মাফ করে দিলাম, যেগুলি তোমরা জানো না'। [55] উল্লেখ্য যে, জানাযার সময় মাইয়েত সম্পর্কে উপস্থিত সকলের সমস্বরে 'ভাল' বলে সাক্ষ্য দেওয়ার রেওয়াজটি নিন্দনীয় বিদ'আত।[56]

**(৬)** দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবে এবং মৃতের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা নিবে, যদি তার সমস্ত মাল দিয়েও হয়। কিছু না থাকলে বা কেউ না থাকলে বা ঋণ মাফ না করলে সমাজ বা রাষ্ট্র তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করবে।[57]

**মৃত্যুর পরে বর্জনীয় :**

**(১)** উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা।[58] **(২)** বাজারে, মিনারে (মাইকে) 'শোক সংবাদ' প্রচার করা। [59] **(৩)** অতিরঞ্জিত শোক প্রকাশ ও বিলাপধ্বনি করা। মুখ ও বুক চাপড়ানো। মেয়েদের মাথার কাপড় ফেলা ও বুকের কাপড় ছেঁড়া ইত্যাদি।[60] ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) অছিয়ত করে বলেন, আমি

মারা যাওয়ার পরে কাউকে সংবাদ দিয়ো না। আমার ভয় হয় এটা না‘ঈ বা শোক সংবাদ হবে কি-না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ থেকে নিষেধ করেছেন’। অন্যান্য ছাহাবী থেকেও এধরনের অছিয়ত বহু রয়েছে। [61] সেকারণ ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, প্রত্যেকের উচিত এভাবে অছিয়ত করে যাওয়া, যেন তার মৃত্যুর পরে কোন প্রকার বিদ‘আত না করা হয়।[62] **(৪)** মৃতের জন্য তিনদিন পর্যন্ত শোক প্রকাশের অনুমতি রয়েছে, তার বেশী নয়। [63] **(৫)** দাফনে দেরী করা এবং জানাযা করে বা না করে নিকটাত্মীয় আসার অপেক্ষায় লাশ বরফ দিয়ে রেখে দেওয়া সম্পূর্ণরূপে সুন্নাত বিরোধী কাজ। **(৬)** মৃত্যুর পরপরই বাড়ীতে এবং জানাযাকালে ও কবরস্থানে ছাদাক্বা বিতরণ করা নাজায়েয। [64]

## মৃত্যু পরবর্তী করণীয় সমূহ (الأعمال بعد الموت)

মৃত্যুর পর পাঁচটি কাজ দ্রুত সম্পাদন করতে হয়। যথা গোসল, কাফন, জানাযা, জানাযা বহন ও দাফন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ‘তোমরা জানাযা করে দ্রুত লাশ দাফন কর। কেননা যদি মৃত ব্যক্তি পুণ্যবান হয়, তবে তোমরা ‘ভাল’-কে দ্রুত কবরে সমর্পণ কর। আর যদি অন্যরূপ হয়, তাহ’লে ‘মন্দ’-কে দ্রুত তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দাও’। [65]

### (১) মাইয়েতের গোসল (غسل الميت) :

**(ক) গোসল ও কাফন-দাফনের ছওয়াব :** উক্ত কাজ সমূহে অশেষ ছওয়াব রয়েছে দু’টি শর্তে। **এক-** যদি তিনি স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করেন এবং বিনিময়ে দুনিয়াবী কিছুই গ্রহণ না করেন’ *(কাহফ ১৮/১১০)*। **দুই-** যদি তিনি মাইয়েতের কোন অপসন্দীয় বিষয় গোপন রাখেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করালো। অতঃপর তার গোপনীয়তাসমূহ গোপন রাখলো, আল্লাহ তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতের জন্য কবর খনন করল, অতঃপর দাফন শেষে তা ঢেকে দিল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত পুরস্কার দিবেন জান্নাতের একটি বাড়ীর সমপরিমাণ, যেখানে আল্লাহ তাকে রাখবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোষাক পরাবেন’। [66]

**(খ) হুকুম:** মাইয়েতের দ্রুত গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা নেওয়া সুন্নাত।[67] গোসলের সময় পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পূর্ণ শালীনতা ও পরহেযগারীর সাথে কুলপাতা দেওয়া পানি বা সুগন্ধি সাবান দিয়ে সুন্দরভাবে গোসল করাবে। সুন্নাতী তরীকা মোতাবেক গোসল করাতে সক্ষম এমন নিকটাত্মীয় বা অন্য কেউ মাইয়েতকে গোসল করাবেন। পুরুষ পুরুষকে ও মহিলা মহিলা মাইয়েতকে গোসল দিবেন। তবে মহিলাগণ শিশুকে গোসল দিতে পারবেন। [68] স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে বিনা দ্বিধায় গোসল করাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, ‘যদি আমার পূর্বে তুমি মারা যাও, তাহ’লে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব’। [69] হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী হযরত আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন।[70] ধর্মযুদ্ধে নিহত শহীদকে গোসল দিতে হয় না। [71] পানি না পাওয়া গেলে মাইয়েতকে তায়াম্মুম করাবে’।[72]

**(গ) গোসলের পদ্ধতি :** ‘বিসমিল্লাহ’ বলে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত করবে। ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা ন্যাকড়া রাখবে। পূর্ণ পর্দার সাথে মাইয়েতের দেহ থেকে পরনের কাপড় খুলে নেবে। গোসলের সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না বা খালি হাতে স্পর্শ করবে না। তিনবার বা তিনের অধিক

বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢালবে। গোসল শেষে কর্পূর বা কোন সুগন্ধি লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হ'লে চুল খুলে দেবে। অতঃপর বেণী করে তিনটি ভাগে পিছন দিকে ছড়িয়ে দেবে। [73]

**(২) কাফন (التكفين) :**

সাদা, সুতী ও সাধারণ মানের পরিষ্কার কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। মাইয়েতের নিজস্ব সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া কর্তব্য। তার ব্যবহৃত কাপড় দিয়েও কাফন দেওয়া যাবে। কেননা জীবিত মানুষ নতুন কাপড়ের অধিক মুখাপেক্ষী। পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। একটি মাথা হ'তে পা ঢাকার মত বড় চাদর ও দু'টি ছোট কাপড়। অর্থাৎ একটি লেফাফা বা বড় চাদর। একটি তহবন্দ বা লুঙ্গী ও একটি ক্বামীছ বা জামা। বাধ্যগত অবস্থায় একটি কাপড় দিয়ে কিংবা যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়েই কাফন দিবে। শহীদকে তার পরিহিত পোষাকে এবং মুহরিমকে তার ইহরামের দু'টি কাপড়েই কাফন দিবে। কাফনের কাপড়ের অভাব ঘটলে এক কাফনে একাধিক মাইয়েতকে কাফন দেওয়া যাবে। কাফনের পরে তিনবার সুগন্ধি ছিটাবে। তবে মুহরিমের কাফনে সুগন্ধি ছিটানো যাবে না।[74] মাইয়েতের নিজস্ব সম্পদ না থাকলে কিংবা তাতে কাফনের ব্যবস্থা না হ'লে কেউ দান করবে অথবা বায়তুল মাল থেকে বা সরকারী তহবিল থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।[75] মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচটি কাপড়ের হাদীছ 'যঈফ'। [76]

**(৩) জানাযা (الجنازة) :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মসজিদের বাইরের নির্দিষ্ট স্থানে অধিকাংশ সময় জানাযা পড়াতেন।[77] তবে প্রয়োজনে মসজিদেও জায়েয আছে। সুহায়েল বিন বায়যা (রাঃ) ও তার ভাইয়ের জানাযা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মসজিদের মধ্যে পড়েছিলেন।[78] হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর জানাযা মসজিদের মধ্যে হয়েছিল। [79] মেয়েরাও পর্দার মধ্যে জানাযায় শরীক হ'তে পারেন। আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন (রাঃ) মসজিদে নববীর মধ্যে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর লাশ আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন।[80] মহিলাগণ একাকী বা জামা'আত সহকারে জানাযা পড়তে পারেন। গোরস্থানের মধ্যে জানাযা না করা উচিত।[81] সেখানে কোন মসজিদও নির্মাণ করা যাবে না।[82] তবে কেউ জানাযা না পেলে পরে যেকোন দিন গিয়ে কবরে একাকী বা জামা'আত সহকারে জানাযা পড়তে পারেন।[83] উল্লেখ্য যে, লাশ পচে গেলে এবং দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো সম্ভব না হ'লে দাফন করার পরে কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে জানাযা পড়া যাবে।[84] একই ব্যক্তি বিশেষ কারণে একাধিক বার জানাযার ছালাত আদায় করতে পারেন বা ইমামতি করতে পারেন।[85]

**জ্ঞাতব্য : (ক)** বর্তমান যুগে অনেকে দাফনের পরপরই পুনরায় হাত তুলে দলবদ্ধভাবে দো'আ করেন। কেউ একই দিনে বা দু'একদিন পরে আত্মীয়-স্বজন ডেকে এনে মৃতের বাড়ীতে দো'আর অনুষ্ঠান করেন। এগুলি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। জানা আবশ্যক যে, জানাযার ছালাতই হ'ল মৃতের জন্য একমাত্র দো'আর অনুষ্ঠান। এটা ব্যতীত মুসলিম মাইয়েতের জন্য পৃথক কোন দো'আর অনুষ্ঠান ইসলামী শরী'আতে নেই।

**(খ)** জানাযার পরে বা দাফনের পূর্বে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সম্মানের নামে করুণ সুরে বিউগল বাজানো সহ যা কিছু করা হয়, সবটাই বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে মৃতের উপর বিলাপধ্বনি করা হয়, কবরে ও ক্বিয়ামতের দিন এজন্য তাকে আযাব দেওয়া হবে'।[86] আর এটা নিঃসন্দেহে ঐ মাইয়েতের জন্য, যে এসব কাজ সমর্থন করে এবং এসব না করার জন্য মৃত্যুর আগে অছিয়ত না করে যায়।[87]

**(৪) জানাযা বহন (حمل الجنازة) :**

জানাযা কাঁধে বহন করা সুন্নাত।[88] এ সময় মাথা সম্মুখ দিকে রাখবে। [89] মৃতের পরিবারের লোকেরা ও নিকটাত্মীয়গণ এর প্রথম হকদার। এ দায়িত্ব কেবল পুরুষদের, মেয়েদের নয়। জানাযার পিছে পিছে মেয়েদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ নয়। এই সময় সরবে কান্নাকাটি করা যাবে না। ধূপ-ধুনা ইত্যাদি অগ্নিযুক্ত সুগন্ধি বহন করা যাবে না। সরবে যিকর, তাকবীর ও তেলাওয়াত বা অনর্থক কথাবার্তা বলা যাবে না। বরং মৃত্যুর চিন্তা করতে করতে চুপচাপ ভাবগম্ভীরভাবে মধ্যম গতিতে মাইয়েতের পিছে পিছে কবরের দিকে এগিয়ে যাবে। চলা অবস্থায় রাস্তায় (বিনা প্রয়োজনে) বসা যাবে না।[90] মাইয়েতের পিছনে কাছাকাছি চলাই উত্তম। তবে প্রয়োজনে সম্মুখে ও ডাইনে-বামে চলা যাবে। কেউ গাড়ীতে গেলে তাকে পিছে পিছেই যেতে হবে।[91] কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা মুরববী আলেম জানাযায় যোগদানে সক্ষম না হ'লে মাইয়েতকে তাঁর সামনে এনে রাখা যাবে। যাতে তিনি একাকী হ'লেও জানাযা পড়তে পারেন। যারা জানাযার পিছনে চলবেন, তাদের ওযূ অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব। তবে আবশ্যিক নয়।

বর্তমান যুগে কোন কোন স্থানে জানাযার জন্য গাড়ীতে করে লাশ বহন করতে দেখা যায়। এটি সুন্নাত বিরোধী কাজ। নিতান্ত বাধ্য না হ'লে একাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা এটা ইহুদী-নাছারাদের অনুকরণ মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ- 'তোমরা রোগীর সেবা কর এবং জানাযার অনুগমন কর। তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেবে'।[92] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন এবং জানাযা শেষে তারা চলে যান। একারণে আমি বাহনে সওয়ার হইনি। এখন তাঁরা চলে গেছেন বিধায় সওয়ার হ'লাম'। [93]

**(৫) দাফন (التدفين) :**

মুসলিম মাইয়েতকে মুসলিম কবরস্থানে দাফন করতে হবে, ইহুদী-নাছারা ও কাফের-মুশরিকদের সাথে নয়। যাতে তারা মুসলিম যিয়ারতকারীদের দো'আ লাভে উপকৃত হন। শিরক ও বিদ'আতপন্থী ব্যক্তির পাশে ছহীহ হাদীছপন্থী মুসলমানের কবর দেওয়া উচিত নয়। হযরত জাবের (রাঃ) তাঁর পিতার লাশ অন্য মুসলিমের পাশ থেকে যাকে তিনি অপসন্দ করতেন, ৬ মাস পরে উঠিয়ে অন্যত্র দাফন করেছিলেন।[94] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর শয়ন কক্ষে দাফন করা হয়েছিল। এটা ছিল তাঁর জন্য 'খাছ'। তাছাড়া তাঁর পাশে তাঁর দুই মহান সাথীকে কবর দেওয়া হয়েছিল, যাতে কেউ পৃথকভাবে তাঁর কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করতে না পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানগণ যেখানে শহীদ হবেন, সেখানেই কবরস্থ হবেন।[95] মুসলমান যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানকার মুসলিম কবরস্থানে তাকে দাফন করা উচিত। তবে সঙ্গত কারণে অন্যত্র নেওয়া যাবে।[96]

কবর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, গভীর, প্রশস্ত, সুন্দর ও মধ্যস্থলে বিঘত খানেক উঁচু করে দু'দিকে ঢালু হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিক উঁচু করা নাজায়েয। 'লাহদ' ও 'শাক্ক' দু'ধরনের কবর জায়েয আছে। যাকে এদেশে যথাক্রমে 'পাশখুলি' ও 'বাক্স কবর' বলা হয়। তবে 'লাহদ' উত্তম। মাইয়েতকে কবরে নামানোর দায়িত্ব পুরুষদের। মাইয়েতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিকটবর্তীগণ ও সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিগণ এই দায়িত্ব পালন করবেন, যিনি পূর্বরাতে (বা দাফনের পূর্বে) স্ত্রী সহবাস করেননি। পায়ের দিক দিয়ে মোর্দা কবরে নামাবে (অসুবিধা হ'লে যেভাবে সুবিধা সেভাবে নামাবে)। মোর্দাকে ডান কাতে ক্বিবলামুখী করে শোয়াবে। এই সময় কাফনের কাপড়ের গিরাগুলি খুলে দেবে। [97]

কবরে শোয়ানোর সময় بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ *'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লা-হ'* (অর্থ: 'আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রাসূলের দ্বীনের উপরে') বলবে। 'মিল্লাতে'-এর স্থলে 'সুন্নাতে' বলা যাবে। এই সময় কোন সুগন্ধি বা গোলাপ পানি ছিটানো বিদ'আত। [98] কবর বন্ধ করার পরে উপস্থিত সকলে (বিসমিল্লাহ বলে) তিন মুঠি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দেবে।[99] এ

সময় *'মিনহা খালাক্বনা-কুম ওয়া ফীহা নু'ঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা' (ত্বোয়াহা ২০/৫৫)* পড়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। [100] অনুরূপভাবে *আল্লা-হুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়ত্বা-নি ওয়া মিন 'আযা-বিল ক্বাবরে...* পড়ার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।[101]

দাফন চলাকালীন সময়ে কবরের নিকটে বসে কবর আযাব, জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন ও জান্নাতের সুসংবাদের উপরে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে আলোচনা করবে। এই সময় প্রত্যেকে দু'তিনবার করে পড়বে- اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাবরি'* (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে কবরের আযাব হ'তে পানাহ চাই)।[102]

দাফনের পরে মাইয়েতের 'তাছবীত' (التثبيت) অর্থাৎ মুনকার ও নাকীর (দু'জন অপরিচিত ফেরেশতা)-এর সওয়ালের জওয়াব দানের সময় যেন তিনি দৃঢ় থাকতে পারেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সকলের দো'আ করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ اَلْآنَ يُسْأَلُ 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ কর। কেননা সত্বর সে জিজ্ঞাসিত হবে'। [103] অতএব এ সময় প্রত্যেকের নিম্নোক্ত ভাবে দো'আ করা উচিত। যেমন,

**(১)** اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْهُ *'আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ ওয়া ছাব্বিতহু'* (অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে দৃঢ় রাখুন')।[104] অথবা **(২)** اَللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ *'আল্লা-হুম্মা ছাব্বিতহু বিল ক্বাউলিছ ছা-বিত'* (হে আল্লাহ! আপনি তাকে কালেমা শাহাদাত দ্বারা সুদৃঢ় রাখুন)। এই সময় ঐ ব্যক্তি দো'আর ভিখারী। আর জীবিত মুমিনের দো'আ মৃত মুমিনের জন্য খুবই উপকারী। এই সময় মাইয়েতের তালক্বীনের উদ্দেশ্যে সকলের *লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ* পাঠের কোন দলীল নেই। যেটা শাফেঈ মাযহাবে ব্যাপকভাবে চালু আছে।[105]

**(৩)** পূর্বে বর্ণিত জানাযার ২ নং দো'আটি এবং ৩ নং দো'আটির শেষাংশটুকুও اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *(আল্লা-হুম্মাগফিরলাহূ ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রহীম)* পড়া যায়। কিন্তু দাফনের পরে একজনের নেতৃত্বে সকলে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা ও সকলের সমস্বরে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই।

**কবরে নিষিদ্ধ কর্ম সমূহ (المنهيات على القبور) :**

(১) কবর এক বিঘতের বেশী উঁচু করা, পাকা ও চুনকাম করা, সমাধি সৌধ নির্মাণ করা, গায়ে নাম লেখা, কবরের উপরে বসা, কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করা। [106] (২) ধুয়ে-মুছে সুন্দর করা, কবরে মসজিদ নির্মাণ করা, সেখানে মেলা বসানো, ওরস করা ও কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত করা।[107] (৩) কবরের নিকটে গরু-ছাগল-মোরগ ইত্যাদি যবেহ করা। জাহেলী যুগে দানশীল ও নেককার ব্যক্তিদের কবরের পাশে এগুলি করা হ'ত।[108] (৪) কবরে ফুল দেওয়া, গেলাফ চড়ানো, শামিয়ানা টাঙ্গানো ইত্যাদি।[109] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে ইট, পাথর ও মাটি ইত্যাদিকে কাপড় পরিধান করাতে নির্দেশ দেননি'।[110] এগুলি স্পষ্টভাবে কবরপূজার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,

عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ الأَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ-

'তুমি কোন মূর্তিকে ছেড় না নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত এবং কোন উঁচু কবরকে ছেড় না মাটি সমান না করা পর্যন্ত'। [111]

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রার্থনা করেছেন, اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করো না। আল্লাহর গযব কঠোরতর হয় ঐ

জাতির উপরে, যারা তাদের নবীর কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করে।[112]

(খ) আজকাল কবরকে 'মাযার' বলা হচ্ছে। যার অর্থ: পবিত্র সফরের স্থান। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে গেছেন, '(নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে) তিনটি স্থান ব্যতীত সফর করা যাবে না, মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আক্বছা ও আমার এই মসজিদ'।[113] তিনি তাঁর উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেন, لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا 'তোমরা আমার কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত করো না'।[114]

(গ) মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি উম্মতকে সাবধান করে বলেন, لاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ- 'সাবধান! তোমরা কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করে যাচ্ছি'।[115]

(ঘ) কবরে মসজিদ নির্মাণকারী ও সেখানে মৃতব্যক্তির ছবি, মূর্তি ও প্রতিকৃতি স্থাপনকারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'এরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে'। [116]

(ঙ) কবরের বদলে কোন গৃহে বা রাস্তার ধারে বা কোন বিশেষ স্থানে মৃতের পূর্ণদেহী বা আবক্ষ প্রতিকৃতি নির্মাণ করে বা স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা ও নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা পরিষ্কারভাবে মূর্তিপূজার শামিল। যা স্পষ্ট শিরক এবং যা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

উল্লেখ্য যে, মাথাসহ আবক্ষ ছবি ও মূর্তি পুরা মূর্তির শামিল, যা সর্বদা নিষিদ্ধ।[117]

**কবরে প্রচলিত শিরক সমূহ (الشركيات المروجة على القبور)**

**(১)** কবরে সিজদা করা **(২)** সেদিকে ফিরে ছালাত আদায় করা **(৩)** সেখানে বসা ও আল্লাহর কাছে সুফারিশের জন্য তার নিকট প্রার্থনা করা **(৪)** সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা **(৫)** কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা **(৬)** তার অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা **(৭)** তাকে খুশী করার জন্য কবরে নযর-নেয়ায ও টাকা-পয়সা দেওয়া **(৮)** সেখানে মানত করা **(৯)** ছাগল-মোরগ ইত্যাদি হাজত দেওয়া **(১০)** সেখানে বার্ষিক ওরস ইত্যাদি করা **(১১)** মাযারে নযর-নেয়ায না দিলে মৃত পীরের বদ দো'আয় ধ্বংস হয়ে যাবে, এই ধারণা পোষণ করা **(১২)** সেখানে নযর-মানত করলে পরীক্ষায় বা মামলায় বা কোন বিপদে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা **(১৩)** খুশীর কোন কাজে মৃত পীরের মাযারে শুকরিয়া স্বরূপ টাকা-পয়সা না দিলে পীরের বদ দো'আ লাগবে, এমন ধারণা করা **(১৪)** নদী ও সাগরের মালিকানা খিযির (আঃ)-এর মনে করে তাকে খুশী করার জন্য সাগরে বা নদীতে হাদিয়া স্বরূপ টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করা **(১৫)** মৃত পীরের পোষা কুমীর, কচ্ছপ, গজাল মাছ, কবুতর ইত্যাদিকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী মনে করা **(১৬)** এই বিশ্বাস রাখা যে, মৃত পীর কবরে জীবিত আছেন ও ভক্তদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন **(১৭)** তিনি ভক্তের ডাক শোনেন এবং তার জন্য আল্লাহর নিকট সুফারিশ করেন **(১৮)** বিপদে কবরস্থ পীরকে ডাকা ও তার কবরে গিয়ে কান্নাকাটি করা **(১৯)** খুশীতে ও নাখুশীতে পীরের কবরে পয়সা দেওয়া **(২০)** কবরস্থ ব্যক্তি খুশী হবেন ভেবে তার কবরে সৌধ নির্মাণ করা, তার সৌন্দর্য্য বর্ধন করা ও সেখানে সর্বদা আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা **(২১)** কবর আযাব মাফ হবে মনে করে পীরের কবরের কাছাকাছি কবরস্থ হওয়া **(২২)** কবরস্থানের পাশ দিয়ে কোন মুত্তাক্বী আলেম হেঁটে গেলে ঐ কবরবাসীদের

চল্লিশ দিনের গোর আযাব মাফ হয় বলে বিশ্বাস রাখা **(২৩)** কবরে বা ছবি ও প্রতিকৃতিতে বা স্মৃতিসৌধে বা বিশেষ কোন স্থানে ফুলের মালা দিয়ে বা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে বা স্যালুট জানিয়ে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা অথবা একই উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়ে মীলাদ ও কুরআনখানী করা ইত্যাদি।

জানা আবশ্যক যে, মানুষকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য শয়তান সর্বদা পিছনে লেগে থাকে। এজন্য সে অনেক সময় নিজেই মানুষের রূপ ধারণ করে অথবা অন্য মানুষের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হাছিল করে। যেমন হঠাৎ করে শুনা যায় অমুক স্থানে স্বপ্নে পাওয়া শিকড়ে বা তাবীযে মানুষের সব রোগ ভাল হয়ে যাচ্ছে। অমুক দুধের বাচ্চা কিংবা পুরুষ বা মহিলার ফুঁক দানের মাধ্যমে দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল হয়ে যাচ্ছে। এমনকি পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করে চোখের সামনে চিকিৎসা শেষে তখনই সুস্থ হয়ে রোগী বাড়ী ফিরছে। অতঃপর দু'পাঁচ মাস দৈনিক লাখো মানুষের ভিড় জমিয়ে মানুষের ঈমান হরণ করে কথিত ঐ অলৌকিক চিকিৎসক হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। এগুলি সবই শয়তানী কারসাজি। সাময়িকভাবে এরূপ করার ক্ষমতা আল্লাহ ইবলীসকে দিয়েছেন।[118] তবে জীবিত শয়তানের ধোঁকার জাল ছিন্ন হ'লেও মৃত পীর পূজার শয়তানী ধোঁকার জাল বিস্তৃত থাকে যুগের পর যুগ ধরে। যেখান থেকে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই কেবল কদাচিৎ বেরিয়ে আসতে পারেন।

আল্লাহ বলেন, يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوْرًا 'শয়তান তাদের মিথ্যা ওয়াদা দেয় ও আশার বাণী শুনায়। অথচ শয়তান তাদেরকে প্রতারণা ব্যতীত কোনই প্রতিশ্রুতি দেয় না' *(নিসা ৪/১২০)*। কিন্তু শত প্রতারণার জাল বিছিয়েও শয়তান আল্লাহর কোন মুখলেছ বান্দাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না *(হিজর ১৫/৪০)*।

পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হ'ল মৃত মানুষের পূজা। যা নূহ (আঃ)-এর যুগে শুরু হয়। অথচ তাওহীদের মূল শিক্ষা ছিল মানুষকে মানুষের পূজা হ'তে মুক্ত করে সরাসরি আল্লাহর দাসত্বের অধীনে স্বাধীন মানুষে পরিণত করা। কিন্তু মৃত সৎ লোকের অসীলায় আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করা ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার ভিত্তিহীন ধারণার উপর ভর করে শয়তানের কুমন্ত্রণায় নূহ (আঃ)-এর সমাজে প্রথম শিরকের সূচনা হয়। যা মূর্তিপূজা, কবরপূজা, স্থানপূজা, ছবি ও প্রতিকৃতি পূজা ইত্যাদি আকারে যুগে যুগে মানব সমাজে চালু রয়েছে।

আল্লাহ বলেন, إِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُوْنَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَرِيْدًا 'আল্লাহকে ছেড়ে এরা নারীদের আহবান করে। বরং এরা বিদ্রোহী শয়তানকে আহবান করে' *(নিসা ৪/১১৭)*। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ 'প্রত্যেক মূর্তির সাথে একজন করে নারী জিন থাকে'।[119] মক্কা বিজয়ের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে খালেদ ইবনু ওয়ালীদ বিখ্যাত 'উয্যা' মূর্তি ধ্বংস করার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে আসা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট একটা নগ্ন নারী জিনকে দ্বিখন্ডিত করেন। [120] এরা অলক্ষ্যে থেকে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে এবং তাদেরকে মূর্তিপূজা, কবরপূজা, স্থানপূজা ও সৃষ্টি পূজার প্রতি প্রলুব্ধ করে। অথচ এই শিরক থেকে তওবা না করার কারণেই নূহ (আঃ)-এর কওমকে আল্লাহ সমূলে ধ্বংস করেছিলেন। এ যুগেও যদি আমরা এই মহাপাপ থেকে তওবা না করি, তাহ'লে আমরাও আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ- وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ- (يس 31-32)-

'তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বের কত সম্প্রদায়কে আমরা ধ্বংস করেছি, যারা তাদের নিকটে আর ফিরে আসবে না'। 'আর অবশ্যই তাদের সকলকে আমাদের নিকট উপস্থিত করা হবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৩১-৩২)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ- (المائدة 72)-

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ’ল জাহান্নাম। আর সেখানে মুশরিকদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না’ *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। তিনি আরও বলেন,-(إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ- (النساء 48، 116- ‘আল্লাহ কখনোই শিরকের গোনাহ মাফ করেন না। এতদ্ব্যতীত বান্দার যেকোন গোনাহ তিনি মাফ করে থাকেন, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন’ *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*।

### মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ‘আত সমূহ (البدع المروجة بعد الموت)

**(১)** মৃত্যুর আগে বা পরে মাইয়েতকে ক্বিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া (**২**) মাইয়েতের শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন বা কুরআন তেলাওয়াত করা *(তালখীছ ৯৬, ৯৭)*। ( **৩**) মাইয়েতের নখ কাটা ও গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ করা *(৯৭)* **(৪)** কাঠি দিয়ে (বা নির্দিষ্ট সংখ্যক নিম কাঠি দিয়ে) দাঁত খিলাল করানো (**৫**) নাক-কান-গুপ্তাঙ্গ প্রভৃতি স্থানে তুলা ভরা *(৯৭)* **(৬)** দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের না খেয়ে থাকা *(৯৭)* **৭)** বাড়ীতে বা কবরস্থানে এই সময় ছাদাক্বা বিলি করা *(৯৯, ১০৩)* **(৮)** চীৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া, মাথা ন্যাড়া করা, দাড়ি-গোঁফ না মুন্ডানো ইত্যাদি *(১৮, ৯৭)* **(৯)** তিন দিনের অধিক (সপ্তাহ, মাস, ছয় মাস ব্যাপী) শোক পালন করা *(১৫, ৭৩)* কেবল স্ত্রী ব্যতীত। কেননা তিনি ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবেন **(১০)** কাফির, মুশরিক, মুনাফিকদের জন্য দো‘আ করা *(৪৮)* **(১১)** শোক দিবস (শোকের মাস ইত্যাদি) পালন করা, শোকসভা করা ও এজন্য খানাপিনার বা (কাঙ্গালী ভোজের) আয়োজন করা ইত্যাদি *(৭৩-৭৪)* **(১২)** মসজিদের মিনারে বা বাজারে মাইকে অলি-গলিতে ‘শোক সংবাদ’ প্রচার করা *(১৯, ৯৮)* **(১৩)** কবরের উপরে খাদ্য ও পানীয় রেখে দেওয়া। যাতে লোকেরা তা নিয়ে যায় *(১০৩)* **(১৪)** মৃতের কক্ষে তিন রাত, সাত রাত (বা ৪০ রাত) ব্যাপী আলো জ্বেলে রাখা *(৯৮)* **(১৫)** কাফনের কাপড়ের উপরে কুরআনের আয়াত ও দো‘আ-কালেমা ইত্যাদি লেখা *(৯৯)* **(১৬)** এই ধারণা করা যে, মাইয়েত জান্নাতী হ’লে ওযনে হালকা হয় ও দ্রুত কবরের দিকে যেতে চায় *(৯৯)* **(১৭)** মাইয়েতকে দূরবর্তী নেককার লোকদের গোরস্থানে নিয়ে দাফন করা *(৯৯)* **(১৮)** জানাযার পিছে পিছে উচ্চৈঃস্বরে যিকর ও তেলাওয়াত করতে থাকা *(১০০)* **(১৯)** জানাযা শুরুর প্রাক্কালে মাইয়েত কেমন ছিলেন বলে লোকদের কাছ থেকে সমস্বরে সাক্ষ্য নেওয়া *(১০১)* **(২০)** জানাযার ছালাতের আগে বা দাফনের পরে তার শোকগাথা বর্ণনা করা *(১০০)* **(২১)** জুতা পাক থাকা সত্ত্বেও জানাযার ছালাতে জুতা খুলে দাঁড়ানো *(১০১)*। **(২২)** কবরে মাইয়েতের উপরে গোলাপ পানি ছিটানো *(১০২)* **(২৩)** কবরের উপরে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ও পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে পানি ছিটানো। অতঃপর অবশিষ্ট পানিটুকু কবরের মাঝখানে ঢালা *(১০৩)* **(২৪)** তিন মুঠি মাটি দেওয়ার সময় প্রথম মুঠিতে *‘মিনহা খালাক্বনা-কুম’ দ্বিতীয় মুঠিতে ‘ওয়া ফীহা নু‘ঈদুকুম’ এবং তৃতীয় মুঠিতে ‘ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা’* বলা *(ত্বোয়াহা ৫৫; ১০২)* **(২৫)** অথবা *‘আল্লা-হুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়ত্বান’*.... পাঠ করা *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৩, ‘যঈফ’)*। **(২৬)** কবরে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরায়ে ফাতিহা ও পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরায়ে বাক্বারাহর শুরুর অংশ পড়া *(১০২)* **(২৭)** সূরায়ে ফাতিহা, ক্বদর, কাফেরূণ, নছর, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই সাতটি সূরা পাঠ করে দাফনের সময় বিশেষ দো‘আ পড়া *(১০২)* **(২৮)** কবরের কাছে বসে কুরআন তেলাওয়াত ও খতম করা *(১০৪)***(২৯)** কবরের উপরে শামিয়ানা টাঙ্গানো *(১০৪)* **(৩০)** নির্দিষ্ট ভাবে প্রতি জুম‘আয় কিংবা সোম ও বৃহস্পতিবারে পিতা-মাতার কবর যেয়ারত করা *(১০৫)* **(৩১)** এতদ্ব্যতীত আশূরা, শবে মে‘রাজ, শবেবরাত, রামাযান ও দুই ঈদে বিশেষভাবে কবর যেয়ারত করা **(৩২)** কবরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ানো ও সূরায়ে ফাতিহা ১ বার, ইখলাছ ১১ বার কিংবা সূরা ইয়াসীন ১ বার পড়া *(১০৫)*। **(৩৩)** কুরআন পাঠকারীকে উত্তম খানা-পিনা ও টাকা-পয়সা দেওয়া বা এ বিষয়ে অছিয়ত করে যাওয়া *(১০৪, ১০৬)* **(৩৪)** কবরকে সুন্দর করা *(১০৭)*। **(৩৫)** কবরে রুমাল, কাপড়

ইত্যাদি বরকত মনে করে নিক্ষেপ করা *(১০৮)* । **(৩৬)** কবরে চুম্বন করা *(১০৮)*। **(৩৭)** কবরের গায়ে মৃতের নাম ও মৃত্যুর তারিখ লেখা *(১০৯)*। **(৩৮)** কবরের গায়ে বরকত মনে করে হাত লাগানো এবং পেট ও পিঠ ঠেকানো *(১০৮)*। **(৩৯)** ত্রিশ পারা কুরআন (বা সূরা ইয়াসীন) পড়ে এর ছওয়াব সমূহ মৃতের নামে বখশে দেয়া *(১০৬)*। যাকে এদেশে 'কুরআনখানী' বলে। **(৪০)** কাফেরূণ, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই চারটি 'কুল' সূরার প্রতিটি ১ লক্ষ বার পড়ে মৃতের নামে বখশে দেওয়া, যাকে এদেশে 'কুলখানী' বলে। **(৪১)** কালেমা ত্বাইয়িবা *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* ১ লক্ষ বার পড়ে মৃতের নামে বখশে দেওয়া, যাকে এদেশে 'কালেমাখানী' বলে। **(৪২)** ১ম, ৩য়, ৭ম (বা ১০ম দিনে) বা ৪০ দিনে চেহলাম বা চল্লিশার অনুষ্ঠান করা **(৪৩)** 'খানা'র অনুষ্ঠান করা *(১০৩)* **(৪৪)** যারা কবর খনন করে ও দাফনের কাজে সাহায্য করে, তাদেরকে মৃতের বাড়ী দাওয়াত দিয়ে বিশেষ খানার ব্যবস্থা করা। যাকে এদেশে 'হাত ধোয়া খানা' বলা হয় **(৪৫)** আযান শুনে নেকী পাবে বা গোর আযাব মাফ হবে ভেবে মসজিদের পাশে কবর দেওয়া **(৪৬)** কবরের পাশে দাঁড়িয়ে 'ফাতিহা' পাঠ করা *(২০)* **(৪৭)** কাফন-দাফনের কাজকে নেকীর কাজ না ভেবে পয়সার বিনিময়ে কাজ করা **(৪৮)** মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে আলো জ্বেলে ও মাইক লাগিয়ে রাত্রি ব্যাপী উচ্চৈঃস্বরে কুরআন খতম করা **(৪৯)** মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা *(১০৪, ১০৬)* **(৫০)** ছালাত, ক্বিরাআত ও অন্যান্য দৈহিক ইবাদত সমূহের নেকী মৃতদের জন্য হাদিয়া দেওয়া *(১০৬)*। যাকে এদেশে 'ছওয়াব রেসানী' বলা হয় **(৫১)** আমল সমূহের ছওয়াব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে (বা অন্যান্য নেককার মৃত ব্যক্তিদের নামে) বখশে দেওয়া *(১০৬)*। যাকে এদেশে 'ঈছালে ছওয়াব' বলা হয় **(৫২)** নেককার লোকদের কবরে গিয়ে দো'আ করলে তা কবুল হয়, এই ধারণা করা *(১০৮)*।

**(৫৩)** মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় বলে ধারণা করা **(৫৪)** জানাযার সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা **(৫৫)** ঐ সময় মৃতের ক্বাযা ছালাত সমূহের বা উমরী ক্বাযার কাফফারা স্বরূপ টাকা আদায় করা **(৫৬)** মৃত্যুর পরপরই ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে চাউল ও টাকা-পয়সা বিতরণ করা **(৫৭)** দাফনের পরে কবরস্থানে মহিষ বা গবাদি-পশু যবহ করে গরীবদের মধ্যে গোশত বিতরণ করা **(৫৮)** লাশ কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় তিনবার নামানো **(৫৯)** কবরে মাথার কাছে 'মক্কার মাটি' নামক আরবীতে 'আল্লাহ' লেখা মাটির ঢেলা রাখা **(৬০)** মাইয়েতের মুখে ও কপালে আতর দিয়ে 'আল্লাহ' লেখা **(৬১)** কবরে মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেওয়া **(৬২)** পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময় বদনায় পানি দিয়ে যাওয়া এই নিয়তে যে, মৃতের রূহ এসে ওযূ করে ছালাত আদায় করে যাবে **(৬৩)** মৃতের ঘরে ৪০ দিন যাবৎ বিশেষ লৌহজাত দ্রব্য রাখা **(৬৪)** মৃত্যুর ২০দিন পর রুটি বিলি করা ও ৪০ দিন পর বড় ধরনের 'খানা'র অনুষ্ঠান করা **(৬৫)** মৃতের বিছানা ও খাট ইত্যাদি ৭দিন পর্যন্ত একইভাবে রাখা **(৬৬)** মৃতের পরকালীন মুক্তির জন্য তার বাড়ীতে মীলাদ বা ওয়ায মাহফিল করা **(৬৭)** নববর্ষ, শবেবরাত ইত্যাদিতে কোন বুর্যগ ব্যক্তিকে ডেকে মৃতের কবর যিয়ারত করিয়ে নেওয়া ও তাকে বিশেষ সম্মানী প্রদান করা **(৬৮)** শবেবরাতে ঘরবাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মৃত স্বামীর রূহের আগমন অপেক্ষায় তার পরিত্যক্ত কক্ষে বা অন্যত্রে সারা রাত জেগে বসে থাকা ও ইবাদত-বন্দেগী করা **(৬৯)** ঈছালে ছওয়াবের অনুষ্ঠান করা **(৭০)** নিজের কোন একটি বা একাধিক সমস্যা সমাধানের নিয়তে কবরের গায়ে বা পাশের কোন গাছের ডালে বিশেষ ধরনের সুতা বা ইটখন্ড ঝুলিয়ে রাখা। **(৭১)** মাযার থেকে ফিরে আসার সময় কবরের দিকে মুখ করে বেরিয়ে আসা **(৭২)** মৃত্যুর আগেই কবর তৈরী করা *(১০৪)* **(৭৩)** কবরে মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত বস্ত সমূহ রাখা এই ধারণায় যে, সেগুলি তার কাজে আসবে **(৭৪)** কবরে কা'বা গৃহের কিংবা কোন পীরের কবরের গেলাফের অংশ কিংবা তাবীয লিখে দাফন করা এই ধারণায় যে, এগুলি তাকে কবর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে **(৭৫)** কবরে 'ওরস' উপলক্ষে বা অন্য সময়ে রান্না করা খিচুড়ী বা তৈরী করা রুটি বা মিষ্টি 'তাবাররুক' নাম দিয়ে বরকতের খাদ্য মনে করে ভক্ষণ করা **(৭৬)** আজমীরে খাজাবাবার কবরে টাকা পাঠানো বা অন্য কোন পীর বাবার কবরে গরু-ছাগল, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য হাদিয়া পাঠানো **(৭৭)** কবরের মধ্যবর্তী স্থানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে মৃতের

জন্য দো'আ পড়া **(৭৮)** কবরের উপরে একটি বা চার কোণে চারটি কাঁচা খেজুরের ডাল পোতা বা কোন গাছ লাগানো এই ধারণা করে যে, এর প্রভাবে কবর আযাব হালকা হবে।

**(৭৯)** খাটিয়া ও মাইয়েত ঢাকার কাপড় খুব সুন্দর করা *(৯৯)* **(৮০)** কালেমা ও পবিত্র কুরআনের আয়াত লিখিত কালো কাপড় দিয়ে খাটিয়া ঢাকা। **(৮১)** মৃতের প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় পৃথক পৃথক দো'আ পড়া *(৯৮)* **(৮২)** জানাযা বহনের সাথে সাথে ছাদাক্বা বিতরণ করা এবং লোকদের কোল্ড ড্রিংকস পান করানো *(৯৯)* **(৮৩)** লাশের নিকট ভিড় করা (৯৯) **(৮৪)** মৃতের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী বা অন্য কোন উপলক্ষে দিনভর উচ্চৈঃস্বরে তার বক্তৃতা বা কুরআনের ক্যাসেট বাজানো **(৮৫)** বিশেষ কোন নেককার ব্যক্তির কবর থাকার কারণে জনপদের লোকেরা রূযিপ্রাপ্ত হয় ও আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয় বলে ধারণা পোষণ করা *(১০৬)*।

**(৮৬)** জানাযা শুরুর পূর্বে ইমামের পক্ষ থেকে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে 'নিয়ত' বলে দেওয়া **(৮৭)** ইমাম ও মুক্তাদীর 'ছানা' পড়া *(১০১)*। **(৮৮)** সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা ছাড়াই জানাযার ছালাত আদায় করা *(১০১)*। **(৮৯)** জানাযা শেষ হবার পরেই সেখানে দাঁড়িয়ে অথবা দাফন শেষে একজনের নেতৃত্বে সকলে দু'হাত তুলে দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করা। **(৯০)** জানাযার সময়ে সকলকে মৃতের বাড়ীতে কুলখানির অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও মৃত ব্যক্তি ও কবরকে কেন্দ্র করে হাযারো রকমের শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে চালু আছে। অতএব প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হবে এসকল শিরক ও বিদ'আতী কর্মকান্ড হ'তে দূরে থাকা। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।- আমীন!!

জানা আবশ্যক যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কবরের উপরে যে খেজুরের দু'টি কাঁচা চেরা ডাল পুঁতেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর জন্য 'খাছ'। তাঁর বা কোন ছাহাবীর পক্ষ থেকে পরবর্তীতে এমন কোন আমল করার নযীর নেই বুরাইদা আসলামী (রাঃ) ব্যতীত। কেননা তিনি এটার জন্য অছিয়ত করেছিলেন *(বুখারী)*। অতএব এটা স্পষ্ট যে, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নেক আমলের কারণেই কবর আযাব মাফ হ'তে পারে। ফুল দেওয়া বা কাঁচা ডাল পোতার কারণে নয়। কেননা এসবের কোন প্রভাব মাইয়েতের উপর পড়ে না। যেমন আব্দুর রহমান (রাঃ)-এর কবরের উপর তাঁবু খাটানো দেখে ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ওটাকে হটিয়ে ফেল হে বৎস! কেননা ওটা তার আমলের উপরে ছায়া করছে বা বাধা সৃষ্টি করছে।[121]

**কবরে আলোকসজ্জা করা :**

কবরে বাতি দেওয়া নিষেধের হাদীছটি যঈফ।[122] তবে এটি কয়েকটি কারণে নিকৃষ্টতম বিদ'আত। (১) এটি নবাবিষ্কৃত বিষয়, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল না (২) এটি অগ্নি উপাসক মজূসীদের অনুকরণ (৩) এতে স্রেফ মালের অপচয় হয়, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (৪) একে আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের মাধ্যম বলে ধারণা করা হয়।[123] যা ভিত্তিহীন ও ইসলাম বিরোধী আক্বীদা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'। [124] আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-

‘আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে’ *(কাহফ ১৮/১০৩-৪)।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، متفق عليه- ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[125] ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, إِنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ دِيْنًا لَمْ يَكُنِ الْيَوْمَ دِيْنًا- ‘নিশ্চয়ই যে সকল বস্ত্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের সময়ে দ্বীন হিসাবে গণ্য ছিল না, এ যুগে তা দ্বীন হিসাবে গণ্য হবে না’।[126]

## জানাযা বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য সমূহ

### (معلومات أخرى فى الجنازة)

**(১) কবর ও লাশ বিষয়ে (فى القبر والميت) :**

(ক) সাগরবক্ষে মৃত্যুবরণ করলে এবং স্থলভাগ না পাওয়া গেলে গোসল, কাফন ও জানাযা শেষে কবরে শোয়ানোর দো‘আ পড়ে লাশ সাগরে ভাসিয়ে দিবে। [127]

(খ) কবরে যতদিন মুমিনের লাশের কোন অংশ বাকী থাকবে, ততদিন তাকে সম্মান করতে হবে। সেখানে পুনরায় কবর দেওয়া যাবে না। যদি লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও মাটি হয়ে যায়, তাহ’লে সেখানে পুনরায় দাফন করা যাবে ও সাধারণ মাটির ন্যায় সেখানে সবকিছু করা যাবে। কিন্তু তাই বলে কোন সাধারণ অজুহাতে কবরের সম্মান হানিকর কোন কিছু নির্মাণ করা যাবে না।[128]

(গ) কবর খুঁড়তে গিয়ে যদি প্রথম দিকেই মৃত ব্যক্তির হাড় পাওয়া যায়, তাহ’লে কবর খনন বন্ধ করবে। কিন্তু যদি খনন শেষে পাওয়া যায়, তবে হাড়টিকে কবরের একপাশে রেখেই সেখানে নতুন লাশের কবর দিবে। কেননা এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা জায়েয আছে।[129]

(ঘ) যদি বিনা জানাযায় কারু দাফন হয়ে যায় অথবা জানাযা করে দাফন হ’লেও যদি কেউ পরে জানাযা পড়তে চান, তাহ’লে কবরকে সামনে করে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে। [130] (ঙ) যদি কোন গর্ভবতী মহিলা মারা যান এবং তার পেটে জীবিত বাচ্চা আছে বলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিশ্চিত হন, তাহ’লে পেট কেটে বাচ্চা বের করে আনা জায়েয আছে।[131] (চ) শারঈ ওযর বশতঃ যরূরী কারণে কবর পুনঃখনন, লাশ উত্তোলন ও স্থানান্তর করা জায়েয আছে।[132]

**(২) মৃতের ক্বাযা ছালাত ও ছিয়াম (قضاء الصلاة والصيام عن الميت) :**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একজনের ছিয়াম ও ছালাত অন্যজনে করতে পারেনা।[133] কারণ এগুলি দৈহিক ইবাদত, যা নিজেকেই করতে হয়। এগুলি জীবদ্দশায় যেমন অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়, মৃতের পরেও তেমনি সম্ভব নয় এবং এগুলির ছওয়াবও অন্যকে দেওয়া যায় না কেবলমাত্র দো‘আ, ছাদাক্বা ও হজ্জ ব্যতীত।[134]

আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى 'মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। অবশ্য মানতের ছিয়াম থাকলে উত্তরাধিকারীগণ তা রাখতে পারেন।[135] অথবা প্রতি ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন কিংবা এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) গম (বা চাউল) মিসকীনকে দিবেন,[136] যদি তা মাইয়েতের রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশে সংকুলান হয়। নইলে তা পূরণ করা ওয়ারিছের জন্য ওয়াজিব নয়।[137] জানাযাকালে মৃতের ক্বাযা ছালাতের কাফফারা স্বরূপ টাকা-পয়সা দান করা সম্পূর্ণরূপে একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র।

**(৩) গর্ভচ্যুত শিশুর জানাযা (الصلاة علي السقط) :**

(ক) বাচ্চা যদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ক্রন্দন করে বা হাঁচি দেয় বা এমন আচরণ করে যাতে তার জীবন ছিল বলে বুঝা যায়, অতঃপর মারা যায়। তবে তার জানাযা পড়তে হবে। 'এসময় তার মুসলিম বাপ-মায়ের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করতে হবে'।[138] অর্থাৎ সূরা ফাতিহা, দরূদ ও জানাযার ১ম দো'আটি পাঠের পর শিশুর জন্য বর্ণিত ৫ম দো'আটি পাঠ শেষে বলবে, *'আল্লা-হুম্মাগফির লি আবাওয়াইহে ওয়ারহামহুম'* (হে আল্লাহ! তুমি তার পিতামাতাকে ক্ষমা কর এবং তাদের উপর রহম কর)। (খ) যদি বাচ্চা চার মাসের আগেই গর্ভচ্যুত হয়, তাহ'লে তাকে গোসল বা জানাযা কিছুই করতে হবে না। বরং কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করবে। (গ) চার মাসের পরের কোন সন্তান যদি মৃত ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তারও জানাযা করার প্রয়োজন নেই। কেননা হাদীছে বাচ্চার 'চীৎকার করার' কথা এসেছে।[139] গর্ভচ্যুত সন্তানের জানাযা করতে হবে মর্মের 'আম ছহীহ হাদীছের [140] ভিত্তিতে একদল বিদ্বান গর্ভচ্যুত মৃত সন্তানের জানাযা করার জন্য বলেন। জবাবে শাওকানী বলেন, মায়ের গর্ভে চার মাস অতিক্রম করাটাই শিশুর জীবনের প্রমাণ নয়, বরং ভূমিষ্ট হওয়ার পর কান্নাটাই তার জীবনের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ ও জমহূর বিদ্বানগণ সেকথা বলেন।[141]

**(৪) মৃতের প্রতি আদব (احترام الميت) :**

(ক) মৃতের প্রতি সাধ্যমত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। হাদীছে মৃতের হাড্ডি ভাঙ্গাকে জীবিতের হাড্ডি ভাঙ্গার সাথে তুলনা করা হয়েছে।[142] অন্য হাদীছে মৃতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটতে নিষেধ করা হয়েছে।[143] অতএব যরূরী রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ব্যতীত মৃতদেহ কাটাছেঁড়া বা পোষ্ট মর্টেম করা গুরুতর অন্যায়। আজকাল পোষ্ট মর্টেম-এর বিষয়টি অনেকটা সস্তা হয়ে যাচ্ছে। তারপরেও লাশের প্রতি সেখানে অসম্মান করা হয় বলে শোনা যায়। যা থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই বিরত থাকা কর্তব্য।

(খ) মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا 'তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না। কেননা তারা তাদের অগ্রিম পেশকৃত অর্জনের প্রতি ধাবিত হয়েছে'।[144] তবে ঐ ব্যক্তি যদি ফাসিক ও বিদ'আতী হয়, তবে তা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। নতুবা বিরত থাকতে হবে।[145] কেননা সুন্দর মুসলমানের পরিচয় হ'ল অনর্থক বিষয় সমূহ হ'তে বিরত থাকা।[146] তাছাড়া 'সন্দেহযুক্ত বিষয়াবলী থেকে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়ার' জন্য হাদীছে নির্দেশ এসেছে। [147]

**(৫) প্রতিবেশীদের কর্তব্য (لزوميات الجيران) :**

মৃত্যুর পরে মৃতের প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়দের কর্তব্য হ'ল, মৃতের পরিবারের লোকদেরকে (কমপক্ষে) একটি দিন ও রাত পেট ভরে খাওয়ানো। জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (রাঃ) শহীদ হ'লে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তার প্রতিবেশীদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত বন্ধু-বান্ধব ও সকল হিতাকাংখীর কর্তব্য

হ'ল মৃতের উত্তরাধিকারীদের সান্ত্বনা প্রদান করা ও তার বাচ্চাদের মাথায় সহানুভূতির হাত বুলানো।[148] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে তিন দিনের বেশী কান্নাকাটি করতে নিষেধ করেন।[149]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃতের বাড়ীতে গিয়ে তাদেরকে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা দিতেন। নিজের সন্তানহারা কন্যা যয়নব (রাঃ)-কে দেওয়া সর্ব্বোত্তম সান্ত্বনা বাক্য হিসাবে বর্ণিত হাদীছটি নিম্নরূপ :

إِنَّ ِللهِ مَا أَخَذَ وَ ِللهِ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

**উচ্চারণ :** *ইন্না লিল্লা-হি মা আখাযা ওয়া লিল্লা-হি মা আ'ত্বা; ওয়া কুল্লু শাইয়িন ইনদাহূ ইলা আজালিম মুসাম্মা; ফালতাছবির ওয়াল তাহতাসিব।*

**অনুবাদ :** 'নিশ্চয়ই সেটা আল্লাহর জন্য, যেটা তিনি নিয়েছেন এবং সেটাও আল্লাহর জন্য যেটা তিনি দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্ত তাঁর নিকটে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য। অতএব তুমি ছবর কর ও ছওয়াবের আকাংখা কর'।[150] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, কাউকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এটিই সর্ব্বোত্তম হাদীছ।[151]

**ফযীলত :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন মুমিন ভাইয়ের বিপদে সান্ত্বনা প্রদান করল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন সবুজ রেশমের ঈর্ষণীয় জোড়া পরিধান করাবেন'।[152]

**(৬) মৃতের জন্য করণীয় (الأعمال الحسنة للميت) :**

১. আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ 'আমরা মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়। আমরা প্রত্যেক বস্ত স্পষ্ট কিতাবে (অর্থাৎ স্ব স্ব আমলনামায়) সংরক্ষিত রাখি'।[153]

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، رواه مسلم-

'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ব্যতীত : (ক) ছাদাক্বায়ে জারিয়া (খ) এমন ইল্ম যা থেকে কল্যাণ লাভ হয় এবং (গ) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'।[154]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মাল তিনটি: (ক) যেটা সে খায় অতঃপর শেষ হয়ে যায় (খ) যেটা সে পরিধান করে অতঃপর তা জীর্ণ হয়ে যায় (গ) যেটা সে ছাদাক্বা দেয় বা দান করে সেটা তার জন্য সঞ্চিত থাকে। বাকী সবকিছু চলে যায় এবং লোকদের জন্য সে ছেড়ে যায়'। [155]

৪. তিনি আরও বলেন, 'মাইয়েতের সঙ্গে তিনজন যায়। দু'জন ফিরে আসে ও একজন থেকে যায়। তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে। কেবল 'আমল' তার সাথে থেকে যায়'। [156]

৫. তিনি আরও বলেন, 'আখেরাতের সুখ-সম্পদের তুলনায় দুনিয়া একটি মরা ছাগলের বাচ্চার চাইতেও তুচ্ছ'।[157]

**৬.** আল্লাহ বলেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ‘আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন সুখ সম্ভার প্রস্ত্তত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি, কোন হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি’। [158]

**৭.** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘জান্নাতের একটি চাবুক রাখার মত ক্ষুদ্রতম স্থান, সমস্ত পৃথিবী ও তার মধ্যকার সম্পদরাজি অপেক্ষা উত্তম’। [159]

**তিনটি ছাদাক্বা (ثلاث صدقات) :**

**(১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ :** ছাদাক্বার মধ্যে ঐ ছাদাক্বা উত্তম, যা ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ বা চলমান উপঢৌকন। যা সর্বদা জারি থাকে ও স্থায়ী নেকী দান করে। যেমন মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ও পরিচালনা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদ করণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা ইত্যাদি।

**(২) ইল্ম :** ঐ ইল্ম উত্তম যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর কল্যাণ পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ‘আত হ’তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্যে উচ্চতর ইসলামী গবেষণা খাতে সহযোগিতা প্রদান, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা। বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

**(৩) নেককার সন্তান :** সন্তান পিতা-মাতার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।[160] নেককার সন্তানের সকল নেক আমলের ছওয়াব তার পিতা-মাতা পাবেন, যদি তারা কাফের-মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করে থাকেন। মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ’ল তার ইস্তেগফারের জন্য দো‘আ করা, তার জন্য ছাদাক্বা করা ও তার পক্ষ হ’তে হজ্জ করা।[161]... তবে এজন্য উত্তরাধিকারীকে প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে। [162]

জানা আবশ্যক যে, ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ দু’ভাবে হতে পারে। **এক-** মৃত ব্যক্তি স্বীয় জীবদ্দশায় এটা করে যাবেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। কারণ মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে *(নাজম ৫৩/৩৯)*। **দুই-** মৃত্যুর পরে তার জন্য তার উত্তরাধিকারীগণ বা অন্যেরা যেটা করেন। সাইয়িদ রশীদ রিযা বলেন, দো‘আ, ছাদাক্বা (ও হজ্জ)-এর নেকী মৃত ব্যক্তি পাবে, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ সকলে একমত। কেননা উক্ত বিষয়ে শরী‘আতে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। [163]

আরেকটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহর ধরন পরিবর্তন হয়ে থাকে। অতএব যেখানে বা যাকে এটা দেওয়া হবে, তার গুরুত্ব ও স্থায়ী কল্যাণ বুঝে এটা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন উক্ত ছাদাক্বা ধর্মের নামে কোন শিরক ও বিদ‘আতের পুষ্টি সাধনে ব্যয়িত না হয়। যা স্থায়ী নেকীর বদলে স্থায়ী গোনাহের কারণ হবে। ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে তার আয় ও ব্যয় দু’টিরই হিসাব দিতে হবে। [164] অতএব হে ছাদাক্বা দানকারী! সাবধান হৌন!!

**(৭) গায়েবানা জানাযা (الصلاة على الغائب) :**

গায়েবানা জানাযা জায়েয আছে।[165] তবে সকলের জন্য ঢালাওভাবে এটা জায়েয নয় বলে ইমাম খাত্ত্বাবী, ইবনু আব্দিল বার্র, হাফেয যায়লাঈ, ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, শায়খ আলবানী প্রমুখ বিদ্বানগণ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য সমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

গায়েবানা জানাযার জন্য হাবশার (আবিসিনিয়া) বাদশাহ আছহামা নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা আদায়ের ঘটনাই হ'ল একমাত্র বিশুদ্ধ দলীল, যিনি ৯ম হিজরী সনে মারা যান। নাজ্জাশী খৃষ্টানদের বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু নিজে মুসলমান ছিলেন। সেকারণ তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের নিয়ে জামা'আত সহকারে গায়েবানা জানাযা আদায় করেন এবং বলেন, صَلُّوْا عَلَى أَخٍ لَّكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড়। যিনি তোমাদের দেশ ব্যতীত অন্য দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন'।[166] ইমাম আবুদাঊদ নাজ্জাশী বিষয়ক হাদীছের বর্ণনায় অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে, باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك 'মুশরিক দেশে মৃত্যুবরণকারী মুসলিমের জানাযা' অনুচ্ছেদ। এতে বুঝা যায় যে, মুশরিক বা অমুসলিম দেশে মৃত্যু হওয়ার কারণে যদি কোন মুসলমানের জানাযা হয়নি বলে নিশ্চিত ধারণা হয়, তাহ'লে সেক্ষেত্রে ঐ মুসলমান ভাই বা বোনের জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে।

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় দলীল হিসাবে মু'আবিয়া বিন মু'আবিয়া লায়ছী আল-মুযানী (রাঃ)-এর গায়েবানা জানাযা পড়ার কথা বলা হয়। মদীনায় তাঁর মৃত্যু হ'লে তাবূকের যুদ্ধে অবস্থানকালে জিব্রীল মারফত এই সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়েন।[167] ইবনু আব্দিল বার্র ও ইবনু হাজার প্রমুখ বলেন যে, হাদীছটি 'ছহীহ' নয়। দ্বিতীয়ত : এ হাদীছে বলা হয়েছে যে, জিব্রীল (আঃ) স্বীয় পাখার ঝাপটায় সব পর্দা উঠিয়ে দেন ও জানাযা উঁচু করে ধরেন। তাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানাযা দেখতে পান ও ছালাত আদায় করেন (حتى نظر إليه وصلي عليه)। ফলে সেটা আর গায়েবানা থাকে না। সেকারণ ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন যে, এই হাদীছ দ্বারা গায়েবানা জানাযার দলীল গ্রহণ বাতিল যোগ্য'।

ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, যদি গায়েবানা জানাযা জায়েয হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিশ্চয়ই নিজের ছাহাবীদের গায়েবানা জানাযা আদায় করতেন (যাদের জানাযায় তিনি শরীক হ'তে পারেননি)। অনুরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলমানেরা তাদের প্রিয় চার খলীফার গায়েবানা জানাযা পড়ত। কিন্তু এরূপ কথা কারু থেকে কখনো বর্ণিত হয়নি'। [168]

পরিশেষে বলা যায় যে, গায়েবানা জানাযা নিঃসন্দেহে জায়েয ঐসব ক্ষেত্রে, যাদের জানাযা হয়নি বলে জানা যায়। কিন্তু যাদের জানাযা হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, সেক্ষেত্রে গায়েবানা জানাযা না পড়ায় কোন দোষ নেই। বিশেষ করে আজকাল যেখানে গায়েবানা জানাযা নোংরা রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আরও বেশী হুঁশিয়ার হওয়া কর্তব্য।

**(৮) কবর যিয়ারত (زيارة القبور) :**

কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। এর দ্বারা মৃত্যু ও আখেরাতের কথা স্মরণ হয়। কবর আযাবের ভীতি সঞ্চারিত হয়। হৃদয় বিগলিত হয়। চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। অন্যায় থেকে তওবা এবং নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরকালীন মুক্তির প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই কেবল কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নইলে প্রথমে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। নারী-পুরুষ সবার জন্য এই অনুমতি রয়েছে। তবে ঐসব নারীদের জন্য লা'নত করা হয়েছে, যারা কবর যিয়ারতের সময় সরবে কান্নাকাটি ও বিলাপ ধ্বনি করে।

যিয়ারতের সময় এমন কাজ করা যাবে না, যা করলে আল্লাহ নাখোশ হন। যেমন : লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা দুনিয়াবী স্বার্থে যিয়ারত করা, সেখানে ফুল দেওয়া, কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা, সেখানে বসা, ছালাত আদায় করা বা সিজদা করা, তার অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা, সেখানে দান-ছাদাক্বা ও মানত করা, গরু-ছাগল-মোরগ ইত্যাদি 'হাজত' দেওয়া বা কুরবানী করা প্রভৃতি।

সকল প্রকারের শিরকী আক্বীদা ও বিদ‘আতী আমল থেকে মুক্ত মন নিয়ে কেবল মৃতের জন্য দো‘আ এবং আখেরাতকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করতে হবে। নইলে ঐ যিয়ারত গোনাহের কারণ হবে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কোথাও সফর করা নিষিদ্ধ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ও নেকী হাছিলের জন্য কা‘বা গৃহ, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদে নববী ব্যতীত অন্যত্র সফর করতে নিষেধ করেছেন।[169] তাই শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাওয়া নাজায়েয। তবে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে কেউ মদীনায় গেলে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করতে পারেন। অতএব হজ্জের সময় যারা মদীনা হয়ে মক্কায় যান, তাদের নিয়ত হ’তে হবে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের অশেষ নেকী হাছিল করা।

বর্তমানে যেভাবে রাজনৈতিক নেতাদের ও পীরদের কবর যেয়ারত করা হচ্ছে এবং মৃত পীরের অসীলায় ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির আশায় মানুষ যেভাবে বার্ষিক ওরস ও অন্যান্য সময়ে বিভিন্ন মাযারে ছুটছে, তাদের সাবধান হওয়া উচিত যে, এর মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও আখেরাত দু’টিই হারাচ্ছেন। কেননা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের বিরোধিতা করলে কেবল আল্লাহর ক্রোধ লাভ হয় ও তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হ’তে হয়।

**যিয়ারতের আদব ( آداب الزيارة ) :** এই সময় নিজের মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করবে এবং কবরবাসীদের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে খালেছ মনে নিম্নোক্ত দো‘আ সমূহ পাঠ করবে। দো‘আর সময় একাকী দু’হাত উঠানো যাবে। বাক্বী‘ গারক্বাদ গোরস্থানে দীর্ঘক্ষণ ধরে দো‘আ করার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাকী তিন বার হাত উঠিয়েছিলেন। [170] এই সময় স্রেফ দো‘আ ব্যতীত ছালাত, তেলাওয়াত, যিকর-আযকার, দান-ছাদাক্বা কিছুই করা জায়েয নয়।

**১ম দো‘আ :** এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।-

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ-

**উচ্চারণ :** *আস্সালা-মু ‘আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু’মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা’খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা।*

**অনুবাদ :** মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ’তে যাচ্ছি’।[171]

**২য় দো‘আ :** এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ-

**উচ্চারণ :** *আস্সালা-মু ‘আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু’মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা। নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল ‘আ-ফিয়াতা’।*

**অনুবাদ :** মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ’তে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহর নিকটে মঙ্গল কামনা করছি’।[172]

**৩য় দো‘আ :**

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ-

**উচ্চারণ :** *আসসালামু 'আলায়কুম দা-রা ক্বাওমিন মু'মিনীনা, ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা-হেকূনা; আল্লা-হুম্মাগফিরলাহুম।*

**অনুবাদ :** মুমিন কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। [173]

তিরমিযী বর্ণিত *'আসসালামু 'আলায়কুম ইয়া আহলাল কুবূরে! ইয়াগফিরুল্লা-হু লানা ওয়া লাকুম'* বলে প্রসিদ্ধ হাদীছটি 'যঈফ'। [174]

**জ্ঞাতব্য :**

কাফির-মুশরিক বাপ-মায়ের কবর যিয়ারত করা যাবে। ক্রন্দন করা যাবে। কেননা এর মাধ্যমে মৃত্যুকে স্মরণ করা হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সালাম করা যাবে না। তাদের জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের জন্য অতটুকুই মাত্র অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।[175]

---

[1] . ইবনু মাজাহ হা/১৫২৬ 'জানায়েয' অধ্যায়-৬, 'আহলে ক্বিবলার উপর ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭১, ২৭৯-৮০।

[2] . ইবনু মাজাহ হা/১৫১৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২-৮৩, ২৭১।

[3] . ইবনুন নাজ্জার আল-ফুতূহী, শারহুল মুনতাহা (বৈরূত : দার খিযর ১৪১৯/১৯৯৮) ৩/৫৫-৬৭; নাসাঈ হা/১৯৮৭, ৮৯।

[4] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭৭।

[5] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫১, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ-৫।

[6] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫২, ৫৭, ৫৮; আবুদাঊদ হা/৬৬২। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর লাশ তাঁর শয়ন কক্ষেই রাখা হয়েছিল

### ৭. ইশরাক্ব ও চাশতের ছালাত (صلاة الإشراق والضحى)

‘শুরূক্ব’ অর্থ সূর্য্য উদিত হওয়া। ‘ইশরাক্ব’ অর্থ চমকিত হওয়া। ‘যোহা’ অর্থ সূর্য্য গরম হওয়া। এই ছালাত সূর্য্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে একে ‘ছালাতুল ইশরাক্ব’ বলা হয় এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে পড়লে তাকে ‘ছালাতুয যোহা’ বা চাশতের ছালাত বলা হয়। এই ছালাত বাড়ীতে পড়া ‘মুস্তাহাব’। এটি সর্ব্বদা পড়া এবং আবশ্যিক গণ্য করা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কখনও পড়তেন, কখনো ছাড়তেন।[1]

**ফযীলত :** আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা‘আতে পড়ে, অতঃপর সূর্য্য ওঠা পর্য্যন্ত আল্লাহর যিকরে বসে থাকে, অতঃপর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ ও ওমরাহর নেকী হয়।[2] ইমাম নববী বলেন, ‘ইবনু ওমর (রাঃ) ছালাতুয যোহাকে বিদ‘আত বলেছেন’ তার অর্থ হ’ল, এটি নিয়মিত মসজিদে পড়া বিদ‘আত।[3] বুরাইদা আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ’ল প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহর নবী? তিনি বললেন, চাশতের দু’রাক‘আত ছালাতই এজন্য যথেষ্ট।[4] চাশতের ছালাতের রাক‘আত সংখ্যা ২, ৪, ৮, ১২ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মক্কা বিজয়ের দিন দুপুরের পূর্ব্বে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর বোন উম্মে হানীর গৃহে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে ৮ রাক‘আত পড়েছিলেন।[5] প্রতি দু’রাক‘আত অন্তর সালাম ফিরাতে হয়।

উল্লেখ্য যে, দুপুরের পূর্ব্বের এই ছালাতকেই *‘ছালাতুল আউওয়াবীন’* বলে।[6] মাগরিবের পরের ছয়, বিশ বা যে কোন পরিমাণ নফল ছালাতকে *আউওয়াবীন* বলার হাদীছগুলি যঈফ। [7]

---

[1] . মির‘আত শরহ মিশকাত ‘ছালাতুয যোহা’ অনুচ্ছেদ-৩৮; ৪/৩৪৪-৫৮।

[2] . তিরমিযী হা/৫৮৬, মিশকাত হা/৯৭১ ‘ছালাতের পরে যিকর’ অনুচ্ছেদ-১৮।

[3] . মির‘আত ৪/৩৪৬।

[4] . আবুদাঊদ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১৫, ১৩১১ ‘ছালাতুয যোহা’ অনুচ্ছেদ-৩৮।

[5] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৩০৯ ‘ছালাতুয যোহা’ অনুচ্ছেদ-৩৮।

[6] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১২; মির‘আত ৪/৩৫১।

[7] . তিরমিযী, মিশকাত ১১৭৩-৭৪, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৯, ৪৬৭, ৪৬১৭।

### ৮. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত (صلاة الكسوف والخسوف)

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ কালে যে নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে ছালাতুল কুসূফ ও খুসূফ বলা হয়। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ আল্লাহ্র অপার কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। এই গ্রহণ শুরু হ'লে আল্লাহ্র প্রতি গভীর আনুগত্য ও ভীতি সহকারে এর ক্ষতি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে জামা'আত সহ দু'রাক'আত ছালাত দীর্ঘ ক্বিরাআত ও ক্বিয়াম সহকারে আদায় করতে হয় এবং শেষে খুৎবা দিতে হয়।[1] এই ছালাতের বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। যাতে দু'রাক'আত ছালাতে (২+২) ৪টি রুকূ হয় এবং এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।[2]

**পদ্ধতি :** আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে একবার সূর্য গ্রহণ হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করেন ও লোকেরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করে। প্রথমে তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন এবং সূরা বাক্বারাহ্র মত দীর্ঘ ক্বিরাআত করলেন। অতঃপর (১) দীর্ঘ রুকূ করলেন। তারপর মাথা তুলে ক্বিরাআত করতে লাগলেন। তবে প্রথম ক্বিরাআতের চেয়ে কিছুটা কম ক্বিরাআত করে (২) রুকূতে গেলেন। এবারের রুকূ প্রথম রুকূর চেয়ে কিছুটা কম হ'ল। তারপর তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে সিজদা করলেন। অতঃপর সিজদা শেষে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং লম্বা ক্বিরাআত করলেন। তবে প্রথমের তুলনায় কিছুটা ছোট। এরপর তিনি (৩) রুকূ করলেন, যা আগের রুকূর চেয়ে কম ছিল। রুকূ থেকে মাথা তুলে পুনরায় ক্বিরাআত করলেন। যা প্রথমের তুলনায় ছোট ছিল। অতঃপর তিনি (৪) রুকূ করলেন ও মাথা তুলে সিজদায় গেলেন। পরিশেষে সালাম ফিরালেন।

ইতিমধ্যে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল। অতঃপর ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে তিনি খুৎবা দিলেন এবং হামদ ও ছানা শেষে বললেন যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি বিশেষ নিদর্শন। কারু মৃত্যু বা জন্মের কারণে এই গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা ঐ গ্রহণ দেখবে, তখন আল্লাহকে ডাকবে, তাকবীর দিবে, ছালাত আদায় করবে ও ছাদাক্বা করবে। ... আল্লাহ্র কসম! আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে তোমরা অল্প হাসতে ও অধিক ক্রন্দন করতে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের ভয় দেখিয়ে থাকেন। অতএব যখন তোমরা সূর্য গ্রহণ দেখবে, তখন ভীত হয়ে আল্লাহ্র যিকর, দো'আ ও ইস্তেগফারে রত হবে। [3]

**বিজ্ঞানের যুক্তি :** সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সরলরেখায় চলে আসে। ফলে সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি বেশী মাত্রায় পৃথিবীর উপরে পতিত হয়। এর প্রচন্ড টানে অন্য কোন গ্রহ থেকে পাথর বা কোন মহাজাগতিক বস্ত্ত পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসলে পৃথিবী ধ্বংসের একটা কারণও হ'তে পারে। ১৯০৮ সালের ৩০ শে জুন ১২ মেগাটন টিএনটি ক্ষমতা সম্পন্ন ১৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি বিশালাকার জ্বলন্ত পাথর (মিটিওরাইট) রাশিয়ার সাইবেরিয়ার জঙ্গলে পতিত হয়ে ৪০ মাইল ব্যাস সম্পন্ন ধ্বংসগোলক সৃষ্টি করেছিল। আগুনের লেলিহান শিখায় লক্ষ লক্ষ গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।[4]

'কুসূফ' ও 'খুসূফ'-এর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ক্ষতিকর প্রভাব হ'তে আল্লাহ্র নিকটে পানাহ চাওয়া হয়। এই ছালাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল, আল্লাহ্র এই সব সৃষ্টিকে পূজা না করা এবং ভয় না করা। আল্লাহ বলেন, لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ 'তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৩৭)*।

---

[1] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮২-৮৩, 'চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৫০।

[2] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮০, ৮২, টীকা-আলবানী দ্রঃ পৃঃ ১/৪৬৯; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৫।

[3] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮২-৮৪। উল্লেখ্য যে, ঘটনাক্রমে সূর্য্য গ্রহণের দিন নবীপুত্র ইবরাহীম ১৮ মাস বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন (১০ম হিজরী ২৯ শাওয়াল সোমবার ২৭শে জানুয়ারী ৬৩২ খৃঃ)। সে সময় আরবদের মধ্যে ধারণা প্রচলিত ছিল যে, উচ্চ সম্মানিত কোন মানুষের মৃত্যুর কারণেই সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে’ (বুখারী হা/১০৬৩, ‘কুসূফ’ অধ্যায় ১৭ অনুচ্ছেদ; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৫; সুলায়মান মানছূরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন (দিল্লী : ১৯৮০ খৃঃ) ২/৯৭-৯৮ পৃঃ।

[4] . ঢাকা, দৈনিক ইনকিলাব, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০০, পৃঃ ১১। উল্লেখ্য যে, ১০ লাখ টনে এক মেগাটন হয়।

## ৯. ছালাতুল ইস্তিস্কা (صلاة الإستسقاء)

**ইস্তিস্কা অর্থ :** পান করার জন্য পানি প্রার্থনা করা। শারঈ পরিভাষায় ব্যাপক খরা ও অনাবৃষ্টির সময় বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে পানি প্রার্থনা করাকে 'ছালাতুল ইস্তিস্কা' বলা হয়। ৬ষ্ঠ হিজরীর রামাযান মাসে সর্বপ্রথম মদীনায় ইস্তিসকার ছালাতের প্রবর্তন হয়।[1]

**বিবরণ :** মলিন ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে চাদর গায়ে দিয়ে বিনয়-নম্র চিত্তে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হবে। সাথে ইমামের জন্য মিম্বর নিতে পারবে। অতঃপর নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বনে ইস্তিসকার ছালাত আদায় করবে।

**পদ্ধতি-১ :** ঈদের ছালাতের ন্যায় আযান ও ইক্বামত ছাড়াই প্রথমে জামা'আত সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[2] ইমাম সরবে ক্বিরাআত করবেন। প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা গাশিয়াহ কিংবা অন্য যে কোন সূরা পড়বেন। অতঃপর ছালাত শেষে ইমাম মিম্বরে বসে বা দাঁড়িয়ে অথবা মিম্বর ছাড়াই মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথমে *আল্লা-হু আকবর, আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন ওয়াছ ছালাতু ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিহিল কারীম'* বলে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ শেষে মুছল্লীদের প্রতি ইস্তিস্কার গুরুত্ব সম্পর্কে ঈমান বর্ধক উপদেশসহ সংক্ষিপ্ত খুৎবা দিবেন। [3] অতঃপর ইমাম ও মুক্তাদী সকলে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে স্ব স্ব চাদর উল্টাবে। অর্থাৎ চাদরের নীচের অংশ উপরের দিকে উল্টে নিবেন এবং চাদরের ডান পাশ বাম কাঁধে ও বাম পাশ ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর দু'হাত উপুড় অবস্থায় সোজাভাবে চেহারা বরাবর উঁচু রাখবে, যেন বগল খুলে যায়। [4]

অতঃপর নিম্নের দো'আ সমূহ পাঠ করবেন-

(1) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ- اَللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَّ بَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ-

**(১) উচ্চারণ :** *আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন, আররহমা-নির রহীম, মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইয়াফ'আলু মা ইউরীদু। আল্লা-হুম্মা আনতাল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা আনতা। আনতাল গানিইয়ু ওয়া নাহ্নুল ফুক্বারা-উ। আনঝিল 'আলায়নাল গায়ছা ওয়াজ'আল মা আনঝালতা 'আলায়না কুউওয়াতাঁও ওয়া বালা-গান ইলা হীন।*

**অনুবাদ:** সকল প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য। যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। যিনি বিচার দিবসের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করেন। হে প্রভু! আপনি আল্লাহ। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনি মুখাপেক্ষীহীন ও আমরা সবাই মুখাপেক্ষী। আমাদের উপরে আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করুন! যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তা যেন আমাদের জন্য শক্তির কারণ হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ লাভে সহায়ক হয়'।[5]

(2) اَللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ-

**(২) উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মাস্কি 'ইবা-দাকা ওয়া বাহা-এমাকা ওয়ানশুর রহমাতাকা ওয়াহ্ইয়ে বালাদাকাল মাইয়েতা।*

**অর্থ:** হে আল্লাহ! আপনি পান করান আপনার বান্দাদেরকে ও জীবজন্তু সমূহকে এবং আপনার রহমত ছড়িয়ে দিন ও আপনার মৃত জনপদকে পুনর্জীবিত করুন'। [6]

(3) اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ-

**(৩) উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মাসকেনা গায়ছাম মুগীছাম মারীআম মারী'আ, না-ফে'আন গায়রা যা-র্রিন 'আ-জেলান গায়রা আ-জেলিন।*

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা চাহিদা পূরণকারী, পিপাসা নিবারণকারী ও শস্য উৎপাদনকারী। যা ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী এবং যা দেরীতে নয় বরং দ্রুত আগমনকারী'।[7]

এই সময় বৃষ্টি দেখলে বলবে, اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا *আল্লা-হুম্মা ছাইয়েবান না-ফে'আন* (হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন)।[8] বৃষ্টিতে চাদর ভিজিয়ে আল্লাহর বিশেষ রহমত মনে করে আগ্রহের সাথে তা বরণ করে নিতে হবে। [9]

**পদ্ধতি-২ :** প্রথমে সংক্ষিপ্ত খুৎবা দিবেন। অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন।[10] অতঃপর দাঁড়িয়ে পূর্ব্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী দো'আ করতে থাকবেন।

**তাৎপর্য :** চাদর উল্টানোর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যেন খরা উল্টে গিয়ে বৃষ্টিপাত হয়।[11] এছাড়াও রয়েছে রাজাধিরাজ আল্লাহর সামনে বান্দার পরিবর্তিত অসহায় অবস্থার ইঙ্গিত। দাঁড়িয়ে দু'হাত উপুড় ও সোজাভাবে ধরে রাখার মধ্যে রয়েছে পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ ও একান্তভাবে আত্মনিবেদনের ইঙ্গিত। ময়দানে বেরিয়ে একত্রিত হয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার মধ্যে রয়েছে একই বিষয়ে হাযারো বান্দার ঐকান্তিক প্রার্থনার গুরুত্ববহ ইঙ্গিত।

**ছালাত ব্যতীত অন্যভাবে বৃষ্টি প্রার্থনা :**

**(ক)** জুম'আর খুৎবা দানের সময় খত্বীব দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহর নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করবেন। একই সাথে মুছল্লীগণ হাত উঠিয়ে দো'আ করবেন (অথবা 'আমীন' 'আমীন' বলবেন)। এ সময়ের সংক্ষিপ্ত দো'আ হ'ল اَللَّهُمَّ اَغِثْنَا *আল্লা-হুম্মা আগিছনা* (হে আল্লাহ! আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন) কমপক্ষে ৩ বার।[12] অথবা اَللَّهُمَّ اسْقِنَا আল্লা-হুম্মাস্কেনা (হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি পান করান) কমপক্ষে ৩ বার। [13]

**(খ)** জুম'আ ও ইস্তিসক্বার ছালাত ছাড়াই স্রেফ দো'আর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। এ সময় দু'হাত তুলে বর্ণিত ৩নং দো'আটি ও অন্যান্য দো'আ সমূহ পাঠ করবে। [14]

**অন্যান্য জ্ঞাতব্য :**

**(ক)** জীবিত কোন মুত্তাক্বী পরহেযগার ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর চাচা আববাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে ওমর (রাঃ) বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন।[15] কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তির দোহাই বা অসীলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা যাবেনা। কারণ এটি হ'ল সবচেয়ে বড় শিরক। **(খ)** ইস্তিস্ক্বার খুৎবা সাধারণ খুৎবার মত নয়। এটির সবটুকুই কেবল আকুতিভরা দো'আ আর তাকবীর মাত্র। [16] **(গ)** অতিবৃষ্টি হ'লে বলবে, اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا *আল্লা-হুম্মা ছাইয়েবান না-ফে'আন* (হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন)। [17] আর তাতে ব্যাপক ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে তা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করে বলবে, اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا *আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না অলা 'আলায়না* (হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না)। [18]

[1] . মির‘আত ৫/১৭০।

[2] . আবুদাঊদ হা/১১৬১, ৬৫; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৯৭; মির‘আত ৫/১৭৯।

[3] . আবুদাঊদ হা/১১৬৫, ইবনু আববাস (রাঃ) হ’তে; বুখারী হা/১০২২ ‘দাঁড়িয়ে ইস্তিস্কার দো‘আ পাঠ’ অনুচ্ছেদ-১৫; মির‘আত ৫/১৮৯।

[4] . আবুদাঊদ হা/১১৬৪, ৬৮; ঐ, মিশকাত হা/১৫০৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬১; মির‘আত ৫/১৭৬।

[5] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৫০৮, ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘ইস্তিস্কা’ অনুচ্ছেদ-৫২।।

[6] . মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৫০৬ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘ইস্তিস্ক্বা’ অনুচ্ছেদ-৫২।

[7] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৫০৭।

[8] . বুখারী হা/১০৩২, মিশকাত হা/১৫০০।

[9] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৫০১।

[10] . আবুদাঊদ হা/১১৬৫, ৭৩; মিশকাত হা/১৫০৮; মির‘আত ৫/১৭৮।

[11] . হাকেম, বায়হাক্বী, মির‘আত ৫/১৭৬।

[12] . বুখারী হা/১০১৪, ১০২৯ ‘ইস্তিসক্বা’ অধ্যায়-১৫, অনুচ্ছেদ-৭, ২১।

[13] . বুখারী হা/১০১৩, অনুচ্ছেদ-৬।

[14] . ইবনু মাজাহ হা/১২৬৯।

[15] . বুখারী হা/১০১০, মিশকাত হা/১৫০৯।

[16] . আবুদাঊদ হা/১১৬৫।

[17] . বুখারী হা/১০৩২, মিশকাত হা/১৫০০।

[18] . বুখারী হা/৯৩৩, ১০২১; আবুদাঊদ হা/১১৭৪; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯০২, অধ্যায়-২৯, অনুচ্ছেদ-৭ ।

### ১০. ছালাতুল হাজত (صلاة الحاجة)

বিশেষ কোন বৈধ চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে 'ছালাতুল হাজত' বলা হয়।[1] সঙ্গত কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য বান্দা স্বীয় প্রভুর নিকটে ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করবে' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। এজন্য শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে আশু প্রয়োজনীয় বিষয়টির কথা নিয়তের মধ্যে এনে নিম্নোক্ত সারগর্ভ দো'আটি পাঠ করবে। اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- *(আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খেরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র)*। 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দিন ও আখেরাতে মঙ্গল দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন'। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় এ দো'আটিই পড়তেন'।[2]

দো'আটি সিজদায় পড়লে বলবে, اَللَّهُمَّ آتِنَا... *আল্লা-হুম্মা আ-তিনা...*। কেননা রুকূ-সিজদায় কুরআনী দো'আ পড়া চলে না। [3]

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন সংকটে পড়তেন, তখন ছালাতে রত হ'তেন'।[4]

উক্ত বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা'র ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। যখন তিনি অপহৃত হয়ে মিসরের লম্পট সম্রাটের নিকটে নীত হলেন ও অত্যাচারী সম্রাট তার দিকে এগিয়ে গেল, তখন তিনি ওযূ করে ছালাতে রত হয়ে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেছিলেন, اَللَّهُمَّ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ 'হে আল্লাহ! এই কাফেরকে তুমি আমার উপর বিজয়ী করোনা'। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং উক্ত লম্পটের হাত-পা অবশ হয়ে পড়েছিল। তিন-তিনবার ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সে বিবি সারা-কে সসম্মানে মুক্তি দেয় এবং বহুমূল্যবান উপঢৌকনাদি সহ তার খিদমতের জন্য হাজেরাকে তার সাথে ইবরাহীমের নিকট পাঠিয়ে দেয়।[5]

---

[1] . ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৫, ছালাত অধ্যায়-২ অনুচ্ছেদ-১৮৯।

[2] . বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; ঐ, মিশকাত হা/২৪৮৭, মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩।

[3] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রুকূ' অনুচ্ছেদ-১৩; নায়ল ৩/১০৯।

[4] . আবুদাঊদ হা/১৩১৯ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৩১২; ছহীহুল জামে' হা/৪৭০৩; ঐ, মিশকাত হা/১৩১৫।

[5] . বুখারী হা/২২১৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়-৩৪, অনুচ্ছেদ-১০০; আহমাদ হা/৯২৩০, সনদ ছহীহ।

### ১১. ছালাতুত তাওবাহ (صلاة التوبة)

অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বিশেষভাবে যে নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে ‘ছালাতুত তাওবাহ’ বলা হয়। আবুবকর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন লোক যদি গোনাহ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়ায় ও পবিত্রতা অর্জন করে এবং দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।[1] ত্বাবারাণী কাবীরে ‘হাসান’ সনদে আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে ‘মরফূ’ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত ছালাত দুই বা চার রাক‘আত ফরয কিংবা নফল পূর্ণ ওযূ ও সুন্দর রুকূ-সিজদা সহকারে হ’তে হবে। [2] তওবার জন্য নিম্নের দো‘আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করা উচিত।-

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ-

**উচ্চারণ :** *আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে।* **অনুবাদ :** ‘আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহর নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং তাঁর দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি’।[3] ‘সাইয়েদুল ইস্তেগফার’ দো‘আটিও এর সাথে যোগ করা ভাল (দ্র: দো‘আ নং ১৩)।

---

[1] . আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, তিরমিযী, হাদীছ হাসান; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৯; মিশকাত হা/১৩২৪ ‘ঐচ্ছিক ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৩৯; আলে ইমরান ৩/১৩৫।

[2] . ত্বাবারাণী কাবীর, আহমাদ হা/২৭৫৮৬; ছহীহাহ হা/৩৩৯৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩০।

[3] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, ‘ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা’ অনুচ্ছেদ-৪।

## ১২. ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ (صلوة الإستخارة)

আল্লাহর নিকট থেকে কল্যাণ ইঙ্গিত প্রার্থনার জন্য যে নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে ‘ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ’ বলা হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন্ শুভ কাজটি করা মঙ্গলজনক হবে, সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে এই ছালাত আদায় করা হয়। কোন দিকে ঝোঁক না রেখে সম্পূর্ণ নিরাবেগ ও খোলা মনে ইস্তেখারার ছালাত আদায় করবে। অতঃপর যেদিকে মন টানবে, সেভাবেই কাজ করবে। এ জন্য ফরয ছালাত ব্যতীত ইস্তেখারার নিয়ত সহ দু’রাক‘আত নফল ছালাত দিনে বা রাতে যেকোন সময়ে পড়া যায়।

ইস্তেখারার দো‘আ এক রাক‘আত বিশিষ্ট বিতর ছালাতে পড়া উচিত নয়। বরং এক-এর অধিক রাক‘আত বিশিষ্ট বিতরে বা যে কোন সুন্নাত-নফলে পড়া যায়। [1]

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে ‘ইস্তেখা-রাহ’ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন, তোমদের কেউ যখন কোন কাজের সংকল্প করবে, তখন ফরয ব্যতীত দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর বলবে।-

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ، قَالَ: (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)- رواه البخارىُّ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি‘ইলমিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল ‘আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়া লা আক্বদিরু, ওয়া তা‘লামু ওয়া লা আ‘লামু, ওয়া আনতা ‘আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুনতা তা‘লামু আন্না হা-যাল আমরা খায়রুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা‘আ-শী ওয়া ‘আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাক্বদিরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী; ছুম্মা বা-রিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তা‘লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা‘আ-শী ওয়া ‘আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাছরিফহু ‘আন্নী ওয়াছরিফনী ‘আনহু, ওয়াক্বদির লিয়াল খায়রা হায়ছু কা-না, ছুম্মা আরযিনী বিহী।*

**অনুবাদ :** হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণের বিষয়টি প্রার্থনা করছি এবং তোমার শক্তির মাধ্যমে (সেটা অর্জন করার) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ। আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জানো, আমি জানি না। তুমিই যে অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী।

হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ’লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর।

আর যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ’লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর’।

এখানে *হা-যাল আম্রা* (এই কাজ) বলার সময় কাজের নাম উল্লেখ করা যায় বলে রাবী বর্ণনা করেন। যা উপরোক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত হয়েছে। [2]

**দো‘আর সময়কাল :**

এখানে দো‘আটি কখন পড়বে, সে বিষয়ে দু’টি বিষয় প্রতিভাত হয়। ১. জাবের (রাঃ) বর্ণিত বুখারীর হাদীছে এসেছে ثُمَّ لِيَقُلْ ‘অতঃপর সে যেন বলে’। এতে বুঝা যায় যে, সালাম ফিরানোর পরে দো‘আ করবে। ২. একই রাবী বর্ণিত আবুদাঊদের হাদীছে এসেছে وَلْيَقُلْ ‘এবং সে যেন বলে’। এতে বুঝা যায় যে, ছালাতের মধ্যে দো‘আ করবে। [3] অন্যান্য ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যেই বিশেষ করে সিজদায় এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষ দো‘আ সমূহ করতেন।[4] সে হিসাবে ইস্তেখারাহর দো‘আটিও শেষ বৈঠকে বসে ধীরে-সুস্থে করা বাঞ্ছনীয়। আর যদি সালাম ফিরানোর পরে উক্ত দো‘আ করেন, তাহ’লে বেশী দেরী না করে এবং অহেতুক কোন কথা না বলে সত্বর দু’হাত উঠিয়ে দো‘আ করবেন এবং শুরুতে হাম্দ ও দরূদ পাঠ করবেন। যেমন *আল-হামদুলিল্লাহি রবিবল ‘আ-লামীন, ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহিল কারীম,* অতঃপর দো‘আ পাঠ করবেন। [5]

ছাহেবে মির‘আত বলেন, ইস্তেখারাহর পরে যেটা প্রকাশিত হয় বা ঘটে যায়, সেটাই করা উচিত। এজন্য তাকে ঘুমিয়ে যাওয়া এবং স্বপ্ন দেখা বা কাশ্ফ হওয়া অর্থাৎ হৃদয় খুলে যাওয়া শর্ত নয়।[6]

একটি বিষয়ের জন্য একবার ব্যতীত একাধিকবার ‘ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ’ আদায়ের কথা স্পষ্টভাবে কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো দো‘আ করলে একই সময়ে তিনবার করে দো‘আ করতেন এবং কিছু চাইলে তিনবার করে চাইতেন।[7]

এই ছহীহ হাদীছের উপরে ভিত্তি করে ইস্তেখারাহর দো‘আ পাঠের উদ্দেশ্যে অত্র ছালাত ইস্তিসক্বার ছালাতের ন্যায় একাধিকবার পড়া যায় বলে ইমাম শাওকানী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নববী বলেন, উক্ত দো‘আ পাঠের সময় হৃদয়কে যাবতীয় ঝোঁক প্রবণতা হ’তে খালি করে নিতে হবে এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করতে হবে। নইলে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে কল্যাণপ্রার্থী না হয়ে বরং নিজের প্রবৃত্তির পূজারী হিসাবে গণ্য হবে। [8]

---

[1] . নায়লুল আওত্বার ৩/৩৫৪, ‘ইস্তেখা-রাহ’র ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

[2] . অথবা বলবে, (فِيْ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ অর্থাৎ আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য)। বুখারী, মিশকাত হা/১৩২৩ ‘ঐচ্ছিক ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৩৯; আবুদাঊদ হা/১৫৩৮; মির‘আত ৪/৩৬২।

[3] . বুখারী হা/১১৬২, আবুদাঊদ হা/১৫৩৮; মির‘আত ৪/৩৬২।

[4] . মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪, ৮১৩।

[5] . আবুদাঊদ হা/১৪৮১, ৮৮-৯০; নায়ল ৩/৩৫৪-৫৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৮; মির‘আত ৪/৩৬২, ৬৪।

[6] . মির‘আত ৪/৩৬৫।

[7] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪৭, ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়-২৯, অনুচ্ছেদ-৪।

[8] . নায়লুল আওত্বার ৩/৩৫৬, ‘ইস্তেখা-রাহর ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

## ১৩. ছালাতুত তাসবীহ (صلاة التسبيح)

অধিক তাসবীহ পাঠের কারণে এই ছালাতকে 'ছালাতুত তাসবীহ' বলা হয়। এটি ঐচ্ছিক ছালাত সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এ বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদীছকে কেউ 'মুরসাল' কেউ 'মওকূফ' কেউ 'যঈফ' কেউ 'মওযূ' বা জাল বলেছেন। সঊদী আরবের স্থায়ী ফৎওয়া কমিটি 'লাজনা দায়েমাহ' এই ছালাতকে বিদ'আত বলে ফৎওয়া দিয়েছে। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্র সমূহ পরস্পরকে শক্তিশালী করে মনে করে তাকে 'ছহীহ' বলেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ছাহেবে মির'আত একে 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। তবুও এরূপ বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোন ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা যায় না বিধায় 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-এর 'দারুল ইফতা' বিষয়টি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। [1]

---

[1] . দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর বিস্তারিত আলোচনা; আলবানী, মিশকাত পরিশিষ্ট, ৩ নং হাদীছ ৩/১৭৭৯-৮২ পৃঃ; আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৮ হাশিয়া; বায়হাক্বী ৩/৫২; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৩, ২/২৯৫ পৃঃ; মির'আত ৪/৩৭২-৭৫; রিয়াদ : লাজনা দায়েমাহ, (التسبيح بدعة، وحديثها ليس بثابت، بل هو منكر صلاة)। ফৎওয়া নং ২১৪১, ৮/১৬৪ পৃঃ।

**নিয়ম** : দিনে বা রাতে চার রাক'আত ছালাত এক সালামে আদায় করবে। ১ম রাক'আতে ক্বিরাআত শেষে *সুবহা-নাল্লা-হি, ওয়াল হামদুলিল্লা-হি, অলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লাহ-হু আকবর* ১৫ বার পড়বে। অতঃপর রুকূতে গিয়ে (দো'আ পাঠ শেষে) উক্ত তাসবীহ ১০ বার পড়বে। অতঃপর রুকূ থেকে উঠে *(সামি'আল্লাহু লেমান হামিদাহ* ও *রববানা লাকাল হামদ* বলার পর) ১০ বার পড়বে। অতঃপর সিজদায় গিয়ে (দো'আ পাঠের পর) ১০ বার পড়বে। অতঃপর সিজদা থেকে উঠে (দো'আ পাঠের পর) ১০ বার পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে (দো'আ পাঠের পর) ১০ বার পড়বে। অতঃপর উঠে দাঁড়ানোর পূর্বে বসা অবস্থায় ১০ বার পড়বে (মোট ৭৫ বার)। এইভাবে চার রাক'আতে সর্বমোট তাসবীহ ৪Î৭৫=৩০০ বার পড়বে। পারলে দিনে একবার, নইলে সপ্তাহে, নইলে মাসে, নইলে বছরে, নইলে জীবনে একবার পড়বে। তাতে আগে-পিছের, জানা-অজানা, ছোট-বড় সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে *(আবুদাঊদ হা/১২৯৭-৯৯, ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৬-৮৭; ঐ, মিশকাত হা/১৩২৮, 'ছালাতুত তাসবীহ' অনুচ্ছেদ-৪০)।*

## যরূরী দো‘আ সমূহ (الأدعية الضرورية)

**দো‘আর গুরুত্ব :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ‘দো‘আ হ’ল ইবাদত’।[1]

আল্লাহ বলেন, اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ- (غافر 60)- ‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকার বশে আমার ইবাদত হ’তে বিমুখ হয়, সত্বর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়’। এখানে ‘ইবাদত’ অর্থ দো‘আ।[2]

আল্লাহ আরও বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِي وَلْيُؤْمِنُوْا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ- (البقرة 186)-

‘আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করে, তখন বলে দাও যে, আমি তাদের অতীব নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিয়ে থাকি, যখন সে আমাকে আহবান করে। অতএব তারা যেন আমার আদেশ সমূহ পালন করে এবং আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। যাতে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ ‘যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ডাকে না, তিনি তার উপরে ক্রুদ্ধ হন’। [3] তিনি বলেন, لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ ‘মহান আল্লাহর নিকট দো‘আর চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ বিষয় আর কিছু নেই’।[4]

**দো‘আর ফযীলত :** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো‘আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকে না, আল্লাহ পাক উক্ত দো‘আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন। (১) তার দো‘আ দ্রুত কবুল করেন অথবা (২) তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা (৩) তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ উৎসাহিত হয়ে বললেন, তাহ’লে আমরা বেশী বেশী দো‘আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তার চাইতে আরও বেশী দো‘আ কবুলকারী’।[5] এজন্য সর্বদা পরস্পরের নিকট দো‘আ চাইতে হবে।

**দো‘আ কবুলের শর্তাবলী : (১)** শুরুতে এবং শেষে হাম্দ ও দরূদ পাঠ করা **(২)** দো‘আ আল্লাহর প্রতি খালেছ আনুগত্য সহকারে হওয়া **(৩)** দো‘আয় কোন পাপের কথা কিংবা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা না থাকা **(৪)** খাদ্য-পানীয় ও পোষাক হালাল ও পবিত্র হওয়া **(৫)** দো‘আ কবুলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া **(৬)** নিরাশ না হওয়া ও দো‘আ পরিত্যাগ না করা **(৭)** উদাসীনভাবে দো‘আ না করা এবং দো‘আ কবুলের ব্যাপারে সর্বদা দৃঢ় আশাবাদী থাকা।

তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কোন সময় যে কোন বান্দার এমনকি কাফের-মুশরিকের দো‘আও কবুল করে থাকেন, যদি সে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চায়।

**নিয়ম :** খোলা দু’হস্ততালু একত্রিত করে চেহারা বরাবর সামনে রেখে দো‘আ করবে।[6] দো‘আর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। অতঃপর বিভিন্ন দো‘আ পড়বে।[7] যেমন, *আল-হামদু লিল্লা-হি রবিবল ‘আ-লামীন, ওয়াছ্ছালাতু ওয়াসসালা-মু ‘আলা রাসূলিহিল কারীম’* বলার

পর বিভিন্ন দো'আ শেষে *'সুবহা-না রবিবকা রবিবল 'ইযযাতি 'আম্মা ইয়াছিফূন, ওয়া সালা-মুন 'আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি রবিবল 'আ-লামীন'* পাঠ অন্তে দো'আ শেষ করবে।

**দো'আর আদব :** (১) কাকুতি-মিনতি সহকারে ও গোপনে হওয়া।[8] (২) একমনে ভয় ও আকাংখা সহকারে এবং অনুচ্চ শব্দে অথবা মধ্যম স্বরে হওয়া।[9] (৩) সারগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া।[10]

**দো'আ কবুলের স্থান ও সময় :** আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব'।[11] এতে বুঝা যায় যে, যে কোন স্থানে যে কোন সময় যে কোন ভাষায় আল্লাহকে ডাকলে তিনি সাড়া দিবেন। তবে ছালাতের মধ্যে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় দো'আ করা যাবে না। দো'আর জন্য হাদীছে বিশেষ কিছু স্থান ও সময়ের ব্যাপারে তাকীদ এসেছে, যেগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হ'ল :

**(১)** কুরআনী দো'আ ব্যতিরেকে হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহের মাধ্যমে সিজদায় দো'আ করা (২) শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে **(৩)** জুম'আর দিনে ইমামের মিম্বরে বসা হ'তে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়কালে **(৪)** রাত্রির নফল ছালাতে **(৫)** ছিয়াম অবস্থায় **(৬)** রামাযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ বেজোড় রাত্রিগুলিতে **(৭)** ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে **(৮)** হজ্জের সময় আরাফা ময়দানে দু'হাত উঠিয়ে **(৯)** মাশ'আরুল হারাম অর্থাৎ মুযদালিফা মসজিদে অথবা বাইরে স্বীয় অবস্থান স্থলে ১০ই যিলহাজ্জ ফজরের ছালাতের পর হ'তে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত দো'আ করা **(১০)** ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ তারিখে মিনায় ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর একটু দূরে সরে গিয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করা **(১১)** কা'বাগৃহের ত্বাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে। **(১২)** 'কারু পিছনে থালেছ মনে দো'আ করলে, সে দো'আ কবুল হয়। সেখানে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন। যখনই ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য দো'আ করে, তখনই উক্ত ফেরেশতা 'আমীন' বলেন এবং বলেন তোমার জন্যও অনুরূপ হৌক'।[12] এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আরও কিছু স্থানে ও সময়ে।

**তিন ব্যক্তির দো'আ নিশ্চিত কবুল হয় :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির দো'আ নিশ্চিতভাবে কবুল হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই (১) মাযলূমের দো'আ (২) মুসাফিরের দো'আ (৩) সন্তানের জন্য পিতার দো'আ।[13] তিনি বলেন, ' তোমরা মাযলূমের দো'আ হ'তে সাবধান থাকো। কেননা তার দো'আ ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা নেই'। [14]

**বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ (الدعوات فى الأوقات)**

**১. শুভ কাজের শুরুতে : (ক)** খানাপিনা সহ সকল শুভ কাজের শুরুতে বলবে- بِسْمِ اللهِ *'বিসমিল্লা-হ'* (আল্লাহর নামে শুরু করছি)।[15] **(খ)** শেষে বলবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লা-হ'* (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।[16]

**(গ)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা *বিসমিল্লাহ* বল, যখন তোমরা দরজা-জানালা বন্ধ কর অথবা কোন খাদ্য ও পানীয়ের পাত্রে ঢাকনা দাও। যদি ঢাকনা দেওয়ার কিছু না পাও, তাহ'লে পাত্রের উপর কোন কাঠি বা কাষ্ঠখন্ড রেখে দাও। যার ফলে তা অনিষ্ট হ'তে নিরাপদ থাকবে। [17]

উল্লেখ্য যে, কোন অন্যায় কাজের শুরুতে ও শেষে *'বিসমিল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লা-হ'* বলা যাবে না বা আল্লাহর সাহায্য চাওয়া যাবে না। কেননা এগুলি শয়তানের কাজ। আর আল্লাহর অনুগ্রহ কেবল ন্যায় ও সৎ কাজের সাথে থাকে।

২. **(ক)** মঙ্গলজনক কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লা-হ'* **(খ)** পসন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ *'আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী বিনি'মাতিহি তাতিম্মুছ ছা-লিহা-ত'* (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার অনুগ্রহে সকল শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে)। **(গ)** অপসন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ *'আলহামদুলিল্লা-হি 'আলা কুল্লে হা-ল'* (সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা)।[18] **(ঘ)** বিস্ময়কর কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে, سُبْحَانَ اللهِ *'সুবহা-নাল্লা-হ'* (মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ!)। **অথবা** বলবে, اَللهُ أَكْبَرُ *'আল্লা-হু আকবার'* (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)।[19] **(ঙ)** ভয়ের কারণ ঘটলে বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)।[20] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ *'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহামদুলিল্লা-হ'* এ দু'টি বাক্য আসমান ও যমীনের মধ্যের ফাঁকা স্থানকে ছওয়াবে পূর্ণ করে দেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লা-হ'* মীযানের পাল্লাকে ছওয়াবে পরিপূর্ণ করে দেয়। [21]

৩. দুঃখজনক কিছু দেখলে, ঘটলে বা শুনলে বলবে, **(ক)** إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ *'ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'ঊন'* (আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী)।

**(খ)** অতঃপর নিজের ব্যাপারে হ'লে বলবে, اَللَّهُمَّ أْجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا-

*'আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলিফলী খায়রাম মিনহা'* (হে আল্লাহ! এই বিপদে তুমি আমাকে আশ্রয় দাও এবং আমাকে এর উত্তম বিনিময় দান কর)।[22] যদি বিপদ সর্বাত্মক হয়, তাহ'লে 'নী' (نِيْ)-এর স্থলে 'না' (نَا) বলবে।

**৪. হাঁচি বিষয়ে :**

**(ক)** হাঁচি দিলে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লা-হ'* (আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা =*বুখারী*)। **অথবা** বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *'আলহামদুলিল্লা-হি রবিবল 'আ-লামীন'* (বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা)। [23] **অথবা** বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ *'আলহামদুলিল্লা-হি 'আলা কুল্লে হা-ল'* (সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা)।[24]

**(খ)** হাঁচির জবাবে বলবে, يَرْحَمُكَ اللهُ *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন)।

**(গ)** হাঁচির জবাব শুনে বলবে, يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ *'ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম'* (আল্লাহ আপনাকে (বা আপনাদেরকে) হেদায়াত করুন এবং আপনার (বা আপনাদের) সংশোধন করুন)।[25] **অথবা** বলবে, يَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ *'ইয়াগফিরুল্লা-হু লী ওয়া লাকুম'* (আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে (বা আপনাদেরকে) ক্ষমা করুন)।[26]

**(ঘ)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি কেউ হাঁচির পরে *'আলহামদুলিল্লা-হ'* না বলে, তাহ'লে তুমি তাকে *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* বলো না। [27]

**(ঙ)** যদি কোন অমুসলিম হাঁচি দেয়, তখন কোন মুসলিম তাকে *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* বলবে না। কেবল তাকে *' ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম'* বলবে।[28]

**(চ)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ হাঁচি পসন্দ করেন এবং হাই তোলা অপসন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং *'আলহামদুলিল্লা-হ'* বলে, তখন যে মুসলিম তা শুনে, তার উপরে কর্তব্য হয়ে যায় ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* বলে দো'আ করা। তিনি বলেন, হাই তোলা

শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন সে যেন সাধ্যপক্ষে তা চাপা দেয়। কেননা তোমাদের কেউ হাই তুললে ও 'হা' করে মুখ খুলে শব্দ করলে শয়তান হাসে। [29] তিনি একথাও বলেছেন যে, তোমাদের যখন হাই আসে, তখন মুখে হাত দিয়ে তা চেপে রাখবে। নইলে শয়তান সেখানে ঢুকে পড়বে।[30]

**(ছ)** ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে *'আলহামদুলিল্লা-হ'* বলা যাবে। কিন্তু তার জওয়াবে মুখে *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* বলা যাবে না। [31]

**৫. সম্ভাষণ বিষয়ে :**

ইসলামে সম্ভাষণ রীতি হ'ল পরস্পরকে সালাম করা। 'সালাম' অর্থ 'শান্তি'। আল্লাহর অপর নাম 'সালাম'। জান্নাতকে বলা হয় 'দারুস সালাম' (শান্তির গৃহ)। ইসলাম শব্দের মাদ্দাহ হ'ল 'সালাম'। ইসলামের অনুসারীকে বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান। অতএব মুসলমানের জীবন ও সমাজ 'সালাম' তথা শান্তি দ্বারা পূর্ণ। তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল পরকালে দারুস সালামে প্রবেশ করা। অতএব মুসলিম সমাজে কেবলই থাকে সালাম আর সালাম অর্থাৎ শান্তি আর শান্তি। এই সম্ভাষণ দ্বারা মুসলমান তার পক্ষ হ'তে আগন্তুক ব্যক্তিকে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা বেশী বেশী সালাম কর। চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম কর। আরোহী পায়ে হাঁটা লোককে সালাম দিবে। কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। ছোটরা বড়দের সালাম দিবে। দলের পক্ষ থেকে একজন সালাম বা সালামের জবাব দিলে চলবে।[32] কোন গাছ, দেওয়াল বা পাথরের আড়াল পেরিয়ে দেখা হ'লে পুনরায় পরস্পরে সালাম দিবে।[33] কোন মজলিসে প্রবেশকালে ও বসার সময় এবং উঠে যাওয়ার সময় সালাম দিবে।[34] তিনি বলেন, আল্লাহর নিকটে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি প্রথমে সালাম দেন'।[35] কোন সম্মানী ব্যক্তিকে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানানো মুস্তাহাব। [36]

উল্লেখ্য যে, সম্ভাষণ কালে حَيَّاكَ اللهُ *হাইয়া-কাল্লা-হ* (আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন) বলার হাদীছ 'যঈফ'।[37] তবে حَفِظَكَ اللهُ *হাফেযাকাল্লা-হ* (আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন) বলার হাদীছ 'ছহীহ'।[38] কেউ আহবান করলে لَبَّيْكَ *লাববায়েক* (আমি হাযির) বলে জওয়াব দেওয়ার হাদীছ 'ছহীহ'। [39]

ফাসেক ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়াই ছিল সালাফে ছালেহীনের রীতি। যেমন ছাহাবী জাবের (রাঃ) ফাসেক গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সালাম দেননি। [40] রাষ্ট্রনেতাদেরকে ইসলামী সালাম ব্যতীত অতিরঞ্জিত কোন বিশেষণে সম্ভাষণ জানানো ঠিক নয়। ওছমান বিন হুনাইফ আনছারী (রাঃ) আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-কে স্রেফ ইসলামী সালাম দিয়েছিলেন, যেভাবে তিনি খলীফা আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে দিতেন। [41]

**(ক) সালাম :** اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ *'আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ'*। অর্থ : 'আপনার (বা আপনাদের) উপর শান্তি ও আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক'।

**(খ)** জওয়াবে বলবে- وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ *'ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ'*। অর্থ: 'আপনার (বা আপনাদের) উপরেও শান্তি এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া সমূহ বর্ষিত হৌক'। *'আসসালা-মু আলায়কুম'* বললে ১০ নেকী, *'ওয়া রাহমাতুল্লা-হ'* যোগ করলে ২০ নেকী এবং *'ওয়া বারাকা-তুহূ'* যোগ করলে ৩০ নেকী পাবে।[42] *'ওয়া মাগফিরাতুহূ'*- যোগ করার হাদীছটি 'যঈফ'।[43]

**(গ)** যদি কেউ কাউকে সালাম পাঠায়, তবে জওয়াবে বলবে– *'আলায়কা ওয়া আলাইহিস সালাম'* অর্থ : 'আপনার ও তাঁর উপরে শান্তি বর্ষিত হউক'। [44]

**(ঘ)** ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে মুখে জওয়াব দেওয়া যাবে না। কেবল (ডান হাতের) আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা যাবে।[45]

প্রকাশ থাকে যে, জাহেলী যুগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا *আন'আমাল্লা-হু বিকা 'আইনান'* (আল্লাহ আপনার চক্ষু শীতল করুন) এবং اَنْعِمْ صَبَاحًا *'আন'ইম ছাবা-হান'* 'সুপ্রভাত' (Good morning) বলা হ'ত। ইসলাম আসার পরে উক্ত প্রথা বাতিল হয় [46] এবং সালামের প্রচলন হয়।

**(ঘ)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম-অমুসলিম মিলিত মজলিস এবং মহিলা ও শিশুদেরকে সালাম দিতেন'।[47]

**(ঙ)** অমুসলিমরা সালাম দিলে উত্তরে বলবে *'ওয়া আলায়কুম'* (আপনার উপরেও)।[48]

**(চ)** অমুসলিমদের শিষ্টাচার মূলক সম্ভাষণ করা যাবে। কিন্তু আক্বীদা ও আমল বিরোধী কিছু বলা বা করা যাবে না। যেমন কোন হিন্দুকে 'নমস্কার' বলা যাবে না। কেননা এর অর্থ 'আমি আপনার সামনে মাথা ঝুঁকাচ্ছি। আপনি কবুল করুন'। অমনিভাবে 'নমস্তে' বলা যাবে না। কেননা এর অর্থ 'আমি আপনার সামনে ঝুঁকছি'। বরং উভয়ে উভয়কে 'আদাব' বলা উচিত। যার অর্থ 'আমি আপনার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করছি'।

**(ছ)** কথা বলার পূর্ব্বে সালাম দিবে'।[49] রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে শুরু করে না, তাকে অনুমতি দিয়ো না'।[50]

**(জ) মুছাফাহা :** অর্থ পরস্পরের হাতের তালু মিলানো (إلصاق صفح الكف بالكف)। মুছাফাহার সময় একে অপরের ডান হাতের তালু মিলিয়ে করমর্দন করতে হয়। ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে মুছাফাহা করতেন।[51] আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল শুভ কাজ ডান হাত দিয়ে করা পসন্দ করতেন'। [52] দুইজনের চার হাত মিলানো ও বুকে হাত লাগানোর প্রচলিত প্রথা সুন্নাত বিরোধী আমল। সাক্ষাতকালে মাথা ঝুঁকানো, বুকে জড়িয়ে ধরা, কোলাকুলি করা, হাতে বা কপালে চুমু খাওয়া নয়, কেবল সালাম ও মুছাফাহা করবে।[53] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দুইজন মুসলমান সাক্ষাতকালে যখন পরস্পরে মুছাফাহা করে, তখন তাদের উভয়কে ক্ষমা করা হয়, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়।[54] হাতে চুমু খাওয়া ও পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ 'যঈফ'। [55]

অতএব ঈদের দিন কোলাকুলি নয়, বরং পরস্পরে দো'আ করা আবশ্যক। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম ঈদের দিন পরস্পরে সাক্ষাতে বলতেন,*'তাক্বাববালাল্লা-হু মিন্না ওয়া মিনকা'* অথবা *'মিনকুম' (আল্লাহ আমাদের ও আপনার বা আপনাদের পক্ষ হ'তে কবুল করুন! -তামামুল মিন্নাহ ৩৫৪ পৃঃ)*। অতএব সালাম ও ঈদ মোবারক বললেও সাথে সাথে উক্ত দো'আটি পড়া উচিৎ।

**৬. সফর বিষয়ে :**

**(ক) ঘর হ'তে বের হওয়াকালীন দো'আ :**

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ-

***উচ্চারণ :*** *বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কাল্তু 'আলাল্লা-হি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'* ।

**অনুবাদ :** 'আল্লাহর নামে, (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'।[56]

**(খ) বিদায় দানকারীর দো'আ :** সফরের উদ্দেশ্যে কাউকে বিদায় দেবার সময় পরস্পরের উদ্দেশ্যে নিম্নের দো'আটি পাঠ করবেন। একা হ'লে পরস্পরের (ডান) হাত ধরে দো'আটি পড়বেন। বহুবচনে 'কুম' এবং একবচনে 'কা' উভয় লিঙ্গে বলা যাবে। সম্মানিত ব্যক্তিকে 'কুম' বলতে হয়।

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ-

**(১) উচ্চারণ :** *আসতাওদি'উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম'* ।

**অনুবাদ :** আমি (আপনার বা আপনাদের) দ্বীন, ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহর হেফাযতে ন্যস্ত করলাম।[57] এখানে 'আমানত সমূহ' বলতে তার পরিবারের দায়িত্ব ও সফরকালীন দায়-দায়িত্ব সমূহকে বুঝানো হয়েছে। 'শেষ আমল সমূহ' বলতে حسن الخاتمة অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তার শেষ নেক আমল সমূহকে বুঝানো হয়েছে *(মিরক্বাত)*।

বিদায় দানকারীগণ উপরের দো'আটির সাথে নিম্নের দো'আটি যোগ করতে পারেন,

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ-

**(২) উচ্চারণ:** *যাউয়াদাকাল্লা-হুত্ তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যাম্বাকা ওয়া ইয়াস্সারা লাকাল খায়রা হায়ছু মা কুন্তা'।*

**অনুবাদ :** আল্লাহ আপনাকে তাক্বওয়ার পুঁজি দান করুন! আপনার গোনাহ মাফ করুন এবং আপনি যেখানেই থাকুন আপনার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন'। [58]

উল্লেখ্য যে, *ফী আমা-নিল্লা-হ* বলে বিদায় দেওয়ার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই। বিদায় দানকালে তাঁর সাথে কিছুদূর সাথে হেঁটে যাওয়া মুস্তাহাব। [59] এ সময় পরস্পরে দো'আ চেয়ে বর্ণিত নিম্নের বহুল প্রচলিত হাদীছটি 'যঈফ'।- فِي دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا فِي دُعَائِكَ أَشْرِكْنَا يَا أُخَيُّ (হে আমার ভাই! আপনার দো'আয় আমাকে শরীক রাখবেন এবং আপনার দো'আয় আমাকে ভুলবেন না)। [60]

**(গ) কেউ দো'আ চাইলে তার জন্য দো'আ :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাদেম আনাস-এর জন্য তার মা উম্মে সুলায়েম দো'আ চাইলে তিনি তার জন্য দো'আ করেন, فِيمَا أَعْطَيْتَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ *আল্লা-হুম্মা আকছির মা-লাহূ ওয়া ওয়ালাদাহূ, ওয়া বা-রিক লাহূ ফীমা আ'ত্বায়তাহূ'* (হে আল্লাহ! তুমি তার মাল ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও এবং তাকে তুমি যা কিছু দিয়েছ, তাতে বরকত দাও)। আনাস (রাঃ) বলেন, এতে আমার সম্পদে ও সন্তানাদিতে খুবই প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল। [61]

উল্লেখ্য যে, উক্ত দো'আ ব্যক্তি বুঝে পড়া যাবে, সকলের ক্ষেত্রে নয়। কেননা রোগী ও বিপদগ্রস্তের জন্য পৃথক দো'আ রয়েছে। তবে বর্ণিত দো'আর শেষ অংশটি اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহূ ফীমা আ'ত্বায়তাহূ'* অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। **অথবা** বলবে, بَارَكَ اللهُ لَكَ *বা-রাকাল্লা-হু লাকা* অথবা বহুবচনে 'লাকুম' (আল্লাহ আপনার মধ্যে প্রবৃদ্ধি দান করুন)। **অথবা** بَارَكَ اللهُ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ *বা-রাকাল্লা-হু ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা'* অথবা বহুবচনে 'কুম' (আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে প্রবৃদ্ধি দান করুন)। [62]

**(ঘ)** অতঃপর *বিসমিল্লাহ* বলে (ডান) পা পরিবহনের উপর রাখবে এবং আরোহনের সময় নিম্নস্বরে '*আল্লাহু আকবার*' বলতে থাকবে। [63] অতঃপর সীটে বসে *আলহামদুলিল্লাহ* বলবে।[64] পরিবহন চলা শুরু করলে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে।-

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَ الْأَهْلِ-

**উচ্চারণ:** *আল্লাহু আকবার (৩ বার)। সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালিবূন। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা ওয়াত তাক্বওয়া ওয়া মিনাল 'আমালে মা তারযা; আল্লা-হুম্মা হাওভিন 'আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াত্বভে লানা বু'দাহূ, আল্লা-হুম্মা আনতাছ ছা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহ্লি ওয়াল মা-লি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন ওয়া'ছা-ইস সাফারি, ওয়া কাআ-বাতিল মানযারি, ওয়া সূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহ্লি* ।

**অর্থ:** 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (তিনবার)। মহা পবিত্র সেই সত্তা যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে অনুগত করার ক্ষমতা রাখি না। আর আমরা সবাই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'।[65] হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে আমাদের এই সফরে কল্যাণ ও তাক্বওয়া এবং এমন কাজ প্রার্থনা করি, যা আপনি পসন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের উপরে এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি এই সফরে আমাদের একমাত্র সাথী এবং পরিবারে ও মাল-সম্পদে আপনি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পানাহ চাই সফরের কষ্ট, খারাব দৃশ্য এবং মাল-সম্পদ ও পরিবারের নিকটে মন্দ প্রত্যাবর্তন হ'তে।[66]

**(ঙ)** নতুন গন্তব্য স্থলে পৌঁছে কিংবা কোন ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচার জন্য পড়বে- أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'* (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এই দো'আ পাঠ করলে, ঐ স্থান হ'তে প্রস্থান করা পর্যন্ত তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করবে না'।[67] তিনি বলেন, 'যদি এটা সন্ধ্যাবেলা পড়া হয়, তাহ'লে ঐ রাতে তাকে সাপ-বিচ্ছু দংশন করবে না'। [68]

### (চ) সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দো'আ :

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ...-

**উচ্চারণ :** *আল্লাহু আকবার (৩ বার)। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লিরবিবনা হা-মিদূনা* ।

**অর্থ :** 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (তিনবার), আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা কেবল তাঁর জন্যই। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী রূপে...'।[69] অতঃপর পরিবহন থেকে নামার সময় বলবে *'সুবহানাল্লাহ'* । [70]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর থেকে ফিরে সাধারণত: প্রথমে মসজিদে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন।[71]

**(ছ) গৃহে প্রবেশকালে দো'আ :**

প্রথমে *'বিসমিল্লাহ'* বলবে।[72] অতঃপর গৃহবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম দিবে *(নূর ২৪/৬১)*।

**(জ)** কারো গৃহে প্রবেশকালে অনুমতি প্রার্থনা করবে এবং দরজার বাইরে থেকে অনধিক তিনবার সরবে 'সালাম' দিবে। অনুমতি না পেলে ফিরে যাবে। [73] এই সময় নিজের নাম বলা উত্তম।[74] সালাম দেওয়ার পরে অনুমতি গ্রহণ করতে পারবে এবং গলায় শব্দ করবে।[75]

**৭. খানাপিনার আদব ও দো'আ :**

প্রথমে সতর্ক হতে হবে যে, খাদ্যটি হালাল ও পবিত্র (ত্বাইয়িব) কি-না *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। নইলে তা খাবে না। অতঃপর খাওয়ার আগে অবশ্যই ভালভাবে ডান হাত ধুয়ে নিবে। ধোয়া হাত দিয়ে অন্য কিছু ধরলে খাওয়ার শুরুতে পুনরায় হাত ধুবে। যেন অলক্ষ্যে সেখানে কিছু লেগে না থাকে। ঘুম থেকে উঠে এলে অবশ্যই আগে মিসওয়াক করে নিবে। অতঃপর খাওয়ার শেষে দাঁতে খিলাল করবে ও খাদ্য কণা বের করে ফেলে দিবে। কেননা এগুলি থাকলে পচে পোকা হয় এবং তা পেটে গিয়ে পেট নষ্ট করে। অবশেষে পেট ও দাঁত দু'টিই বিনষ্ট হয়। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।

**(ক)** খানাপিনার শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি খাওয়ার শুরুতে *'বিসমিল্লাহ'* বল। ডান হাত দিয়ে খাও ও নিকট থেকে খাও, মাঝখান থেকে নয়।[76] বাম হাতে খাবে না বা পান করবে না। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে। [77]

**(খ)** খাদ্য পড়ে গেলে সেটা ছাফ করে খাও। শয়তানের জন্য রেখে দিয়ো না। খাওয়া শেষে হাত ধোয়ার পূর্বে ভালভাবে প্লেট ও আঙ্গুল চেটে খাও। কেননা কোন খাদ্যে বরকত আছে, তোমরা তা জানো না'।[78] অনেকে প্লেট ধুয়ে খান। কেউ আঙ্গুল দিয়ে প্লেট না চেটে সরাসরি জিভ দিয়ে প্লেট চাটেন। এগুলি স্রেফ বাড়াবাড়ি। খাওয়ার শেষে ভালভাবে (সাবান ইত্যাদি দিয়ে) হাত ধুয়ে ফেলবে। যেন সেখানে কিছুই লেগে না থাকে। [79]

**(গ)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভান্ডের মুখে মুখ লাগিয়ে এবং দাঁড়িয়ে খেতে ও পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[80] তবে তিনি যমযমের পানি এবং ওযূ শেষে পাত্রে অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন।[81] পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলবে না বরং তিনবার বাইরে শ্বাস ফেলবে (ও ধীরে ধীরে পানি পান করবে)।[82]

**(ঘ)** খাদ্য পরিবেশনের সময় ডান দিক থেকে শুরু করবে।[83]

**(ঙ)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আদম সন্তানের জন্য কয়েক লোকমা খাদ্য যথেষ্ট, যা দিয়ে সে তার কোমর সোজা রাখতে পারে (ও আল্লাহর ইবাদত করতে পারে)। এরপরেও যদি খেতে হয়, তবে পেটের তিনভাগের এক ভাগ খাদ্য ও একভাগ পানি দিয়ে ভরবে এবং একভাগ খালি রাখবে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য'। [84] তিনি বলেন, এক মুমিনের খানা দুই মুমিনে খায়। দুই মুমিনের খানা চার মুমিনে খায় এবং চার মুমিনের খানা আট মুমিনে খায় (অর্থাৎ সর্বদা সে পরিমাণে কম খায়)।[85] কেননা মুমিন এক পেটে খায় ও কাফের সাত পেটে খায় (অর্থাৎ সে সর্বদা বেশী খায়)।[86]

**(চ)** কাত হয়ে বা ঠেস দিয়ে খেতে নেই।[87]

**(ছ)** খাওয়ার সময় *'বিসমিল্লাহ'* না বললে শয়তান তার সাথে খায়।[88]

**(জ)** খাওয়ার শুরুতে *'বিসমিল্লাহ'* বলতে ভুলে গেলে (শেষ হওয়ার আগেই) বলবে, بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ *'বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ'* (আল্লাহর নামে এর শুরু ও শেষ)।[89]

**(ঝ)** খাওয়া ও পানি পান শেষে বলবে, (১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লাহ'* (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। [90] **অথবা** বলবে, (2) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ-

(২) *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা ক্বুউওয়াতিন'* (সেই আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে আমার ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই এই খাবার খাইয়েছেন এবং এই রুযী দান করেছেন)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি খাওয়ার পরে এটি পাঠ করবে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হবে।[91]

**অথবা বলবে,** (3) اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ-

(৩) *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত্ব'ইমনা খায়রাম মিনহু'* ('হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই খাদ্যে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চাইতে উত্তম খাওয়াও')।[92]

(৪) দুধ পান শেষে বলবে, اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ-

*আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া ঝিদনা মিনহু'* (হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এই খাদ্যে বরকত দান কর এবং এর চাইতে আরো বৃদ্ধি করে দাও)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটা এ কারণে যে, দুগ্ধ ব্যতীত খাদ্য ও পানীয় উভয়টির জন্য যথেষ্ট হয়, এমন কোন খাদ্য নেই।[93]

এছাড়াও খানাপিনার অন্যান্য দো'আ রয়েছে।

**(ঞ)** খাওয়া শেষে প্লেট বা দস্তারখান উঠানোর সময় বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ *আলহামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি'...* (আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা, যা অগণিত, পবিত্র ও বরকত মন্ডিত...)। [94]

**(ট)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিষ্টি ও মধু পসন্দ করতেন।[95]

**৮. মেযবানের জন্য দো'আ :**

(1) اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ-

(ক) *আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী'* (হে আল্লাহ! তুমি তাকে খাওয়াও যিনি আমাকে খাইয়েছেন এবং তাকে পান করাও যিনি আমাকে পান করিয়েছেন)।[96] বহুবচনে 'না' বলবে। **অথবা** বলবে,

(২) أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ-

(খ) *আফত্বারা ইনদাকুমুছ ছা-য়েমূন, ওয়া আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-রু, ওয়া ছাল্লাত আলায়কুমুল মালা-য়েকাহ'* (ছায়েমগণ আপনার নিকট ইফতার করুন। নেককার ব্যক্তিগণ আপনার খাদ্য গ্রহণ করুন এবং ফেরেশতাগণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন)।[97] **অথবা বলবে,**

(৩) اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ-

(গ) *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাঝাক্বতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম'* (হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রুযী দান করেছ, তাতে প্রবৃদ্ধি দান কর। তুমি তাদের ক্ষমা কর ও তাদের উপর রহম কর)।[98]

**৯. ঘুমানোর সময় এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় দো'আ :**

**(ক)** ঘুমানোর সময় ডান কাতে শুয়ে বলবে, بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا *'বিসমিকাল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া'* (হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি'। অর্থাৎ তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হব)। **(খ)** ঘুম থেকে ওঠার সময় বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর'* (সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান)। [99]

**১০. ছিয়াম বিষয়ে :**

(ক) ইফতারের দো'আ : بِسْمِ اللهِ *'বিসমিল্লা-হ'* (আল্লাহর নামে শুরু করছি)।

(খ) ইফতার শেষে দো'আ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *আলহামদুলিল্লা-হ'* (আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)। **অথবা** (ঐ সাথে) বলবে,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَآءَ اللهُ-

*'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূক্ব ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ'* (তৃষ্ণা দূর হ'ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ'ল)।[100]

**(গ) লায়লাতুল ক্বদরের বিশেষ দো'আ :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে পড়ার জন্য নিম্নের দো'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।-

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي *আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তোহেব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'* (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর)।[101]

**১১. কারু থেকে ভয় থাকলে পড়বে :**

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

**(ক)** *আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম'* (হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে ওদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং ওদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।

[102] **(খ) অথবা বলবে,** اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ‘আমিলতু ওয়া শার্রি মা লাম আ‘মাল’* (হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ঐসব কাজের অনিষ্টকারিতা হ’তে, যা আমি করেছি এবং যা আমি করিনি)।[103]

### ১২. ছালাতে শয়তানী ধোঁকা হ’তে বাঁচার উপায় :

শয়তান ছালাতের মধ্যে ঢুকে ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এরা হ’ল ‘খিনযাব’ (শয়তানের একটি বিশেষ দল)। যখন তুমি এদের অস্তিত্ব বুঝতে পারবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ চেয়ে *আ‘ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির* বলে বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। রাবী ওছমান বিন আবুল ‘আছ বলেন, এরূপ করাতে আল্লাহ আমার থেকে ঐ শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেন।[104]

### ১৩. সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো‘আ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো‘আ পাঠ করবে, দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে’।

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা আনতা রববী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা ‘আবদুকা ওয়া আনা ‘আলা ‘আহদিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাসতাত্বা‘তু, আ‘ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা‘তু। আবূউ লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।*

**অর্থ :** ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ’তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই’। [105]

### ১৪. নতুন চাঁদ দেখার দো‘আ :

اَللهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللهُ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ ‘আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিববু ওয়া তারযা; রববী ওয়া রববুকাল্লা-হ* ।

**অর্থ :** আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ’।[106]

### ১৫. (ক) ঝড়ের সময় দো‘আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী; ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা ওয়া মিন শার্‌রি মা উরসিলাত বিহী’।*

**অনুবাদ :** হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে এর মঙ্গল, এর মধ্যকার মঙ্গল ও যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার মঙ্গল সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর অমঙ্গল হ’তে, এর মধ্যকার অমঙ্গল হ’তে এবং যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার অমঙ্গল সমূহ হ’তে’।[107] অন্য বর্ণনায় এসেছে, اَللَّهُمَّ لَقْحًا لاَ عَقِيْمًا *আল্লা-হুম্মা লাক্বহান লা ‘আক্বীমান’* (হে আল্লাহ! মঙ্গলপূর্ণ কর, মঙ্গলশূন্য নয়)।[108]

**(খ) বজ্রের আওয়ায শুনে দো‘আ :**

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ، ( الرعد 13)-

**উচ্চারণ :** *সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা‘দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি’।*

**অনুবাদ :** মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামন্ডলী সভয়ে’।[109]

**(গ)** ঝড়-বৃষ্টির ঘনঘটায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়তে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, এগুলিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে অন্য সবকিছু থেকে’।[110]

উল্লেখ্য যে, এই সময় *আল্লা-হুম্মা লা তাক্বতুলনা বিগাযাবিকা অলা তুহলিকনা বি‘আযাবিকা ওয়া ‘আ-ফিনা ক্বাবলা যালিকা* মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ‘যঈফ’। [111]

**১৬. রোগী পরিচর্যার দো‘আ :**

রোগীর মাথায় ডান হাত রেখে বা দেহে ডান হাত বুলিয়ে দো‘আ পড়বে-

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا-

**(১) উচ্চারণ :** *আযহিবিল বা’স, রববান না-স! ওয়াশ্‌ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আন লা ইউগা-দিরু সাক্বামা।*

**অনুবাদ :** ‘কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না’। [112]

**(২) অথবা** لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءَ اللهُ *‘লা বা’সা ত্বহূরুন ইনশা-আল্লাহ’*। ‘কষ্ট থাকবে না। আল্লাহ চাহে তো দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন’। [113]

**(৩) অথবা** দেহের ব্যথাতুর স্থানে (ডান) হাত রেখে রোগী তিনবার *‘বিসমিল্লাহ’* বলবে। অতঃপর সাতবার নিম্নের দো‘আটি পাঠ করবে,

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ *আ‘ঊযু বি‘ইযযাতিল্লা-হি ওয়া ক্বুদরাতিহি মিন শার্‌রি মা আজিদু ওয়া উহা-যিরু’* (আমি যে ব্যথা ভোগ করছি ও যে ভয়ের আশংকা করছি, তার অনিষ্ট হ’তে আমি আল্লাহর সম্মান ও শক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করছি)’।

রাবী ওছমান বিন আবুল 'আছ (রাঃ) বলেন, আমি এটা করি এবং আল্লাহ আমার দেহের বেদনা দূর করে দেন।[114]

**(৪) অথবা** সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে রোগী নিজে অথবা তার হাত ধরে অন্য কেউ যতদূর সম্ভব সারা দেহে বুলাবে। [115]

**১৭. নতুন কাপড় পরিধানকালে দো'আ :**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ-

**উচ্চারণ :** *আলহাম্দুলিল্লা-হিল্লাযি কাসা-নী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন।*

**অনুবাদ :** 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এটি প্রদান করেছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এটা পাঠ করে, আল্লাহ তার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দেন।[116]

**(ক)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, গোড়ালীর নিচে কাপড় যতটুক যাবে ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে। [117] কিন্তু মহিলারা গোড়ালীর নিচেও কাপড় পরিধান করতে পারবেন। [118]

**(খ)** তিনি বলেন, 'তোমরা সাদা পোষাক পরিধান কর। কেননা এটি তোমাদের উত্তম পোষাক সমূহের অন্যতম'...।[119]

**১৮. (ক) বিবাহের পর নবদম্পতির জন্য দো'আ :**

بَارَكَ اللهُ لَكُما وَبَارَكَ عَلَيْكُما وَجَمَعَ بَيْنَكُما فِيْ خَيْرٍ-

*বা-রাকাল্লা-হু লাকুমা ওয়া বা-রাকা 'আলাইকুমা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফী খায়রিন।* (এই বিবাহে আল্লাহ তোমাদের জন্য বরকত দান করুন ও তোমাদের উপর বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণের সাথে একত্রিত করুন)। [120] **অথবা বলবে,** اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম* (হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে বরকত দাও)। বিয়ের খবর শুনে **বরকে বলবে,** بَارَكَ اللهُ لَكَ *বা-রাকাল্লা-হু লাকা* (আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন!)। [121]

উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকে নবদম্পতির উদ্দেশ্যে উক্ত দো'আ পড়বেন। এ সময় দু'হাত তুলে সম্মিলিত ভাবে মুনাজাত করার প্রথাটি ভিত্তিহীন এবং এসময় বরের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার প্রথাটিও প্রমাণহীন।

**(খ) বিবাহের পর স্ত্রীর জন্য স্বামীর দো'আ :**

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জাবালতাহা 'আলাইহি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা 'আলাইহি।*

**অনুবাদ :** 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল চাই এবং তার সেই কল্যাণময় স্বভাব প্রার্থনা করি, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হ'তে এবং সেই মন্দ স্বভাবের অনিষ্ট হ'তে, যা দিয়ে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ'। এই সময় স্ত্রীর কপালের চুল ধরে স্বামী উক্ত বরকতের দো'আটি করবে। [122] এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল হয়ে দাম্পত্য জীবন যাপন করার ইঙ্গিত রয়েছে।

**১৯. সংকটকালীন দো'আ :**

**(ক)** يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ '*ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছ' (*হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বচরাচরের ধারক! আমি আপনার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন দুঃখ বা সংকটের সম্মুখীন হতেন, তখন এই দো'আটি পড়তেন। [123]

**(খ)** ভূমিকম্প বা যে কোন আকস্মিক বিপদে বলবে, لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ *লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'* (নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত)।[124] **অথবা** এর সাথে উপরের দো'আটি পড়বে। **অথবা** বলবে,*আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না অলা 'আলায়না* (হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না)। [125]

**(গ)** اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন জাহদিল বালা-ই, ওয়া দারাকিশ শাক্বা-ই, ওয়া সূ'ইল ক্বাযা-ই ওয়া শামা-তাতিল আ'দা-ই'।* (হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমকারী বিপদের কষ্ট হ'তে, দুর্ভোগের আক্রমণ হ'তে, মন্দ ফায়ছালা হ'তে এবং শত্রুর খুশী হওয়া থেকে)। [126]

**(ঘ)** اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন যাওয়া-লি নি'মাতিকা ওয়া তাহাউউলি 'আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-আতি নিক্বমাতিকা ওয়া জামী'ই সাখাত্বিকা'* (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার থেকে আপনার নে'মত চলে যাওয়া হ'তে, আপনার দেওয়া সুস্থতার পরিবর্তন হ'তে, আপনার শাস্তির আকস্মিক আক্রমণ হ'তে এবং আপনার যাবতীয় অসন্তুষ্টি হ'তে)।[127]

**(ঙ)** اَللهُ اللهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا *আল্লাহ আল্লাহ রববী লা উশরিকু বিহী শাইয়ান* (আল্লাহ আল্লাহ আমার প্রতিপালক! আমি তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না)'।[128]

**২০. তওবা ও ইস্তেগফার** (অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা):

আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন, وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে ফিরে যাও। তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে' *(নূর ২৪/৩১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাও। কেননা আমি দৈনিক একশ' বার তওবা করি।[129] তিনি বলেন, 'আল্লাহ সবচেয়ে খুশী হন বান্দা তওবা করলে'। [130] তিনি আরও বলেন, كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ 'সকল আদম সন্তান ভুলকারী। আর ভুলকারীদের মধ্যে সেরা তারাই, যারা তওবাকারী'।[131]

**তওবা শুদ্ধ হবার শর্তাবলী :** আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার বিষয় হ'লে তওবা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হ'ল তিনটি। (১) ঐ পাপ থেকে বিরত থাকবে (২) কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হবে (৩) ঐ পাপ পুনরায়

না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে। আর যদি পাপটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহ'লে তাকে ৪র্থ শর্ত হিসাবে বান্দার নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে। কোন হক বা কিছু পাওনা থাকলে তাকে তা বুঝে দিতে হবে। নইলে তার তওবা শুদ্ধ হবে না'।[132]

**তওবার দো'আ :**

**(১)** أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ *আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে'* (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)।[133]

**(২)** لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ *'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়া-লিমীন'* (হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন কোন মুসলিম কোন সমস্যায় এই দো'আর মাধ্যমে তার পালনকর্তাকে আহবান করে, যা ইউনুস মাছের পেটে গিয়ে করেছিলেন, তখন আল্লাহ তার আহবানে সাড়া দেন। [134]

**(৩)** رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ *রব্বিগফিরলী ওয়া তুব 'আলাইয়া, ইন্নাকা আনতাত তাউওয়া-বুর রহীম'* (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর ও আমার তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান) ১০০ বার।[135]

**২১. (ক) পিতামাতার জন্য দো'আ :**

-(رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً، (الإسراء 24 (1)

*'রব্বীরহাম্হুমা কামা রব্বাইয়া-নী ছগীরা'* (হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উপরে দয়া কর, যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়ার সাথে প্রতিপালন করেছিলেন)' *(ইসরা ১৭/২৪)*। কুরআনের আয়াত হওয়ার কারণে দো'আটি সিজদায় পড়া যাবে না। তবে শেষ বৈঠকে দো'আয়ে মাছূরাহর পরে পড়া যাবে।

(২) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ-

*রব্বানাগফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিলমু'মিনীনা ইয়াউমা ইয়াক্বূমুল হিসা-ব'* (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪১)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতে তার নেককার বান্দাদের মর্যাদার স্তর উন্নীত করবেন। তখন বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! কেন এটা আমার জন্য করা হচ্ছে? জবাবে আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে (بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ)'। [136]

**(খ) ঋণদাতা (বা যে কোন দাতার) জন্য দো'আ :**

بَارَكَ اللهُ تَعَالَى فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ *'বা-রাকাল্লা-হু তা'আলা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা'* (মহান আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন)। [137]

উল্লেখ্য যে, বহুল প্রচলিত দো‘আ (بَارَكَ اللهُ فِيْكَ (أَوْ فِيْكُمْ *‘বা-রাকাল্লা-হু ফীকা* বা *ফীকুম’* সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি ‘যঈফ’। [138] তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বরকতের দো‘আ করেছেন বলে ছহীহ হাদীছ সমূহে প্রমাণ রয়েছে। সে হিসাবে এটি বলা জায়েয।

**(গ) উপকারী ব্যক্তির জন্য দো‘আ :**

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا *জাযা-কাল্লা-হু খায়রান* (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন)।[139] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ ‘যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে ব্যক্তি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না’।[140] আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ’লে অবশ্যই আমি তোমাদের বেশী বেশী দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ’লে জেনো নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর’ *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

**(ঘ) নিজের জন্য দো‘আ** [সোলায়মান (আঃ)-এর দো‘আর ন্যায়] **:**

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ- (النمل 19)-

**উচ্চারণ :** *‘রব্বে আওঝি‘নী আন আশকুরা নি‘মাতাকাল্লাতী আন‘আমতা ‘আলাইয়া, ওয়া ‘আলা ওয়ালেদাইয়া, ওয়া আন আ‘মালা ছ-লেহান তারযা-হু, ওয়া আদখিলনী বি রহমাতিকা ফী ‘ইবা-দিকাছ ছ-লেহীন।*

**অনুবাদ :** ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে‘মত তুমি দান করেছ, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান কর এবং আমি যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণের অর্ন্তভুক্ত কর’ *(নমল ২৭/১৯)*।

**(ঙ) ৪০ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর নিজের ও সন্তানদের কল্যাণের জন্য দো‘আ :**

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- (الأحقاف 15)-

**উচ্চারণ :** *‘রব্বে আওঝি‘নী আন আশকুরা নি‘মাতাকাল্লাতি আন‘আমতা ‘আলাইয়া, ওয়া ‘আলা ওয়া-লেদাইয়া, ওয়া আন আ‘মালা ছ-লেহান তারযা-হু, ওয়া আছলিহ লী ফী যুররিইয়াতী, ইন্নী তুবতু ইলাইকা, ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন’।*

**অনুবাদ :** ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে‘মত তুমি দান করেছ, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান কর এবং আমি যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যে তুমি কল্যাণ দান কর। আমি তোমার দিকে ফিরে গেলাম এবং আমি তোমার একান্ত আজ্ঞাবহদের অর্ন্তভুক্ত’ *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)।*

আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এই দো‘আ আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) করেছিলেন, যখন তিনি ৪০ বছর বয়সে উপনীত হন। ফলে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যার সকল সন্তান ও পিতা-মাতা (পরবর্তীতে) ইসলাম কবুল করেছিলেন’ *(কুরতুবী)*। উল্লেখ্য যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাইতে বয়সে দু’বছরের ছোট ছিলেন।

**২২. (ক) কোন গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দো‘আ :**

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرِيْةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا-

**উচ্চারণ :** *‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস’আলুকা খায়রা হা-যিহিল ক্বারইয়াতি ওয়া খায়রা আহ্লিহা ওয়া খায়রা মা ফীহা। ওয়া না‘ঊযুবিকা মিন শার্রিহা ওয়া শার্রি আহলিহা ওয়া শার্রি মা ফীহা।*

**অনুবাদ :** হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে এই জনপদের ও এর অধিবাসীদের এবং এর মধ্যকার কল্যাণ সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি এই জনপদের ও এর অধিবাসীদের এবং এর মধ্যকার অনিষ্ট সমূহ হ’তে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[141]

**(খ) বাজারে প্রবেশকালে দো‘আ :**

হযরত ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দো‘আটি পাঠ করে, আল্লাহ তার জন্য ১ লক্ষ নেকী লিখেন, ১ লক্ষ ছগীরা গোনাহ দূর করে দেন, তার মর্যাদার স্তর ১ লক্ষ গুণ উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন’।-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

**উচ্চারণ :** *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু য়ুহ্য়ী ওয়া য়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়ুন লা ইয়ামূতু, বেইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর।*

**অনুবাদ :** নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক, যার কোন শরীক নেই। তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব ও তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। যিনি বাঁচান ও মারেন। যিনি চিরঞ্জীব, কখনোই মরেন না। তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান’।[142]

**২৩. সারগর্ভ দো‘আ :**

আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা সারগর্ভ দো‘আ পসন্দ করতেন এবং বাকী সব ছেড়ে দিতেন’।[143] নিম্নে উক্ত মর্মে কয়েকটি দো‘আ বর্ণিত হ’ল :

**(ক)** اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أو اَللَّهُمَّ آتِنَا فِى الدُّنْيَا... *আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র’।* **অথবা** *আল্লা-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া ...*।

‘হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও’। আনাস (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় এই দো‘আ পাঠ করতেন।[144] ইবাদতের নামে নিজের উপর সাধ্যাতীত কোন কষ্ট চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। যদি কেউ এটা করে, তবে তাকে ঐ কষ্টকর ইবাদত ছাড়তে হবে ও উপরোক্ত দো‘আটি পাঠ করতে হবে। তাতে সে ইনশাআল্লাহ স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। [145]

**(খ)** ‘ইসমে আ‘যম’ সহ দো‘আ করা। যেমন, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ’* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা

তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারু থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই)। জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'।[146]

**(গ)** দুই সিজদার মাঝখানে বৈঠকের দো'আটিও 'সারগর্ভ দো'আ' হিসাবে গণ্য।[147]

**২৪. সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো'আ :**

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

**(ক)** *'বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুরু মা'আ ইসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আরিয ওয়া লা ফিসসামা-ই ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম'* (আমি ঐ আল্লাহর নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে পড়ে, কোন বালা-মুছীবত তাকে স্পর্শ করবে না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপদ তার উপরে আপতিত হবে না'।[148]

**(খ)** اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আ-খিরাহ'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি)। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকালে ও সন্ধ্যায় এই দো'আ পড়া ছাড়তেন না। [149]

**(গ)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতের পর বলতেন,

-اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَرِزْقًا طَيِّباً

*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা 'ইলমান নাফে'আন, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাববালান, ওয়া রিঝক্বান ত্বাইয়েবান'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি)।[150]

**২৫. কুরআন তেলাওয়াত ও মজলিস শেষের দো'আ :**

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

**উচ্চারণ :** *'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'।*

**অনুবাদ :** 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মজলিস ভঙ্গের পূর্বে এই দো‘আ পাঠ করলে মজলিস চলাকালীন তার ভাল কথাগুলি তার জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত মোহরাংকিত থাকবে এবং অযথা বাক্যসমূহের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং এই দো‘আ উক্ত গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে’।[151]

উক্ত দো‘আ সকলে ব্যক্তিগতভাবে পড়বে। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত বা মজলিস শেষে দলবদ্ধভাবে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই।

***---o---***

হে আল্লাহ! দীন লেখকের ত্রুটিগুলি তুমি ক্ষমা কর এবং তোমার পথে এই ক্ষুদ্র খিদমতটুকু কবুল কর। হে আল্লাহ! এ বই পড়ে যত মুমিন নর-নারী আমল করবেন, তোমার রাসূল (ছাঃ)-এর ওয়াদা মোতাবেক এ নাচীয লেখকের আমলনামায় তার ছওয়াব পূর্ণরূপে যুক্ত কর এবং এর অসীলায় লেখক ও তার পিতামাতাকে ও তার পরিবারবর্গকে এবং তার সকল শুভাকাংখীকে কবরে ও হাশরে মুক্তি দান কর- আমীন!! *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বেহামদিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল ‘আযীম!*

````

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّي اللهُ تَعَالَي عَلَي نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَي يَوْمِ الدِّيْنِ- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ- رَبَّنَا اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ-

**\ সমাপ্ত \**

---

[1] . তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২২৩০ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, পরিচ্ছেদ-২।

[2] . গাফের/মুমিন ৪০/৬০; ‘আওনুল মা‘বূদ হা/১৪৬৬-এর ব্যাখ্যা, ‘দো‘আ’ অনুচ্ছেদ-৩৫২।

[3] . ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৭ ‘দো‘আ’ অধ্যায়-৩৪, ‘দো‘আর মর্যাদা’ অনুচ্ছেদ-১।

[4] . তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ হাসান, মিশকাত হা/২২৩২, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, পরিচ্ছেদ-২।

[5] . আহমাদ, হাকেম, মিশকাত হা/২২৫৯ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯; সনদ হাসান -আলবানী; হাদীছ ছহীহ, আহমাদ হাসান দেহলভী, তানক্বীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজি আহাদীছিল মিশকাত (লাহোর: দারুদ দা‘ওয়াতিস সালাফিইয়াহ, ১৯৮৩), ২/৬৯ পৃঃ।

[6] . আবুদাঊদ হা/১৪৮৬-৮৭, ৮৯; ঐ, মিশকাত হা/২২৫৬ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯।

[7] . আবুদাঊদ হা/১৪৮১; তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৩০-৩১ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-১৬; আলবানী, ছিফাত ১৬২ পৃঃ।

[8] . আ‘রাফ ৭/৫৫।
````

[9] . আ'রাফ ৭/৫৬, ২০৫; যুমার ৩৯/৫৩-৫৪; ইসরা ১৭/১১০।

[10] . আবুদাঊদ হা/১৪৮২; ঐ, মিশকাত হা/২২৪৬, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯।

[11] . গাফের/মুমিন ৪০/৬০।

[12] . মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৮, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, পরিচ্ছেদ-১।

[13] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৫০, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, পরিচ্ছেদ-২; ছহীহাহ হা/৫৯৬।

[14] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২, 'যাকাত' অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-১।

[15] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯, ৬১; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২০২। উল্লেখ্য যে, ঔষধ সেবনের সময় *'আল্লাহ শাফী, আল্লাহ কাফী'* বলা ভিত্তিহীন। ডাক্তার খানায় বা মেডিকেলে এগুলো লেখা দেখা যায়। যা বর্জনীয়।

[16] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯৯, ৪২০০, 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-২১, পরিচ্ছেদ-১।

[17] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৯৪-৯৬, 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-২১, অনুচ্ছেদ-৫।

[18] . ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-৩৩, অনুচ্ছেদ-৫৫; হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৫।

[19] . বুখারী হা/৬২১৮-১৯, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-৭৮, ১২১ অনুচ্ছেদ; ঐ, হা/৪৭৪১, 'তাফসীর' অধ্যায় সূরা হজ্জ (২২), অনুচ্ছেদ-১।

[20] . বুখারী হা/৩৫৯৮, 'মর্যাদা সমূহ' অধ্যায়-৬১, 'নবুঅতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ-২৫।

[21] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১, 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, পরিচ্ছেদ-১।

[22] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮, 'জানায়েয' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-৩।

[23] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৭৪১, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-২৫, 'হাঁচি ও হাই তোলা' অনুচ্ছেদ-৬।

[24] . তিরমিযী, দারেমী, হাকেম, মিশকাত হা/৪৭৩৯, ৪৭৪৪, অধ্যায়-২৫, অনুচ্ছেদ-৬।

[25] . বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩, অধ্যায়-২৫, অনুচ্ছেদ-৬।

[26] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৭৪১।

[27] . মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩৫।

[28] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৭৪০।

[29] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩২, অধ্যায়-২৫, অনুচ্ছেদ-৬।

[30] . মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩৭। উল্লেখ্য যে, এ সময় *‘লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ’* বলার কোন প্রমাণ নেই।

[31] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৯২; মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮।

[32] . বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি, মিশকাত হা/৪৬৩১, ২৯, ৩২, ৩৩, ৪৮, অধ্যায়-২৫, ‘সালাম’ অনুচ্ছেদ-১।

[33] . আবুদাঊদ হা/৫২০০, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-৩৫, অনুচ্ছেদ-১৪৯।

[34] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৬০, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-২৫, ‘সালাম’ অনুচ্ছেদ-১।

[35] . আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৪৬।

[36] . আবুদাঊদ হা/৫২১৫-১৭ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-৩৫, অনুচ্ছেদ-১৫৮।

[37] . বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০২৯, তাহকীক আলবানী।

[38] . আবুদাঊদ হা/৫২২৮ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-৩৫, অনুচ্ছেদ-১৬৭।

[39] . আবুদাঊদ হা/৫২৩৩ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-৩৫, অনুচ্ছেদ-১৭০।

[40] . বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০২৫।

[41] . বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০২৪।

[42] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪।

[43] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৫।

[44] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫৫।

[45] . তিরমিযী, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৯৯১, ১০১৩, ‘ছালাতে অসিদ্ধ ও সিদ্ধ কর্ম সমূহ’ অনুচ্ছেদ-১৯।

[46] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫৪, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-২৫, ‘সালাম’ অনুচ্ছেদ-১।

[47] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৪-৩৯; আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৪৭।

[48] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭।

[49] . তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৬।

[50] . বায়হাক্বী- শু‘আব; মিশকাত হা/৪৬৭৬, ‘অনুমতি প্রার্থনা’ অনুচ্ছেদ-২; ছহীহাহ হা/৮১৭।

[51] . বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৭৭, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-২৫, ‘মুছাফাহা ও মু‘আনাকা’ অনুচ্ছেদ-৩।

[52] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪০০ ‘তাহারৎ’ অধ্যায়-৩, ‘ওযূর সুন্নাত সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৪; বুখারী হা/১৬৮, ‘ওযূ’ অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৩১,(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ) মুসলিম হা/৬১৭ (২৬৮/৬৭), ‘ত্বাহারৎ’ অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১৯।

[53] . ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২; তিরমিযী হা/২৭২৮; ঐ, মিশকাত হা/৪৬৮০, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-২৫, ‘মুছাফাহা ও মু‘আনাকা’ অনুচ্ছেদ-৩।

[54] . আবুদাঊদ হা/৫২১২; আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬৭৯।

[55] . তিরমিযী হা/২৭৩৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০৪-০৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৭৫-৭৬, ‘কদমবুসি’ অনুচ্ছেদ।

[56] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৩, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭।

[57] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৫।

[58] . তিরমিযী হা/৩৪৪৪; মিশকাত হা/২৪৩৭।

[59] . আহমাদ হা/২২১০৫; ঐ, মিশকাত হা/৫২২৭ ‘হৃদয় গলানো’ অধ্যায়-২৬, পরিচ্ছেদ-৩।

[60] . আবুদাঊদ হা/২৪৯৮; তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৪৮ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯।

[61] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৯৯, ‘মর্যাদা সমূহ’ অধ্যায়-৩০, ‘সমষ্টিগত মর্যাদা সমূহ’ অনুচ্ছেদ-১২।

[62] . ইবনু মাজাহ হা/১৯০৬-০৭; নাসাঈ, মিশকাত হা/২৯২৬।

[63] . বুখারী, মিশকাত হা/২৪৫৩ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭।

[64] . আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৩৪ ‘দো‘আসমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭।

[65] . যুখরুফ ৪৩/১৩-১৪।

[66] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২০, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭।

[67] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২।

[68] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৩; তিরমিযী হা/৩৪৩৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪২৭।

[69] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২৪২৫, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭।

[70] . বুখারী, মিশকাত হা/২৪৫৩ ‘দো‘আসমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭।

[71] . বুখারী হা/৪৪৩, ‘ছালাত’ অধ্যায়-৮, অনুচ্ছেদ-৫৯; ঐ, হা/৪৬৭৭ ‘তাফসীর’ অধ্যায়-৬৫, অনুচ্ছেদ-১৮।

[72] . মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬১, ‘খাদ্য সমূহ’ অধ্যায়-২১, পরিচ্ছেদ-১।

[73] . নূর ২৪/২৭-২৮; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৬৭, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-২৫, অনুচ্ছেদ-২।

[74] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৬৯।

[75] . নূর ২৪/২৭; মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৬৬৮, ৪৬৭৫; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৭-১৮।

[76] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪২১১, ‘খাদ্য সমূহ’ অধ্যায়-২১।

[77] . মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৩।

[78] . মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৫, ৪১৬৭।

[79] . আবুদাঊদ হা/৩৮৫২, ‘খাদ্য সমূহ’ অধ্যায়-২১, অনুচ্ছেদ-৫৪।

[80] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৬৪, ৪২৬৬; ‘খাদ্য সমূহ’ অধ্যায়-২১, ‘পানীয় সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৩; মুসলিম হা/৫২৭৫ (২০২৪/১১৩) ‘পানীয় সমূহ’ অধ্যায়-৩৬, অনুচ্ছেদ-১৪; তিরমিযী হা/১৮৭৯।

[81] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪২৬৮-৬৯, ‘খাদ্য সমূহ’ অধ্যায়-২১, ‘পানীয় সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৩।

[82] . আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪২৭৭; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৩।

[83] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৭৩, ‘খাদ্য সমূহ’ অধ্যায়-২১, ‘পানীয় সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৩।

[84] . তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৯২, ‘হৃদয় গলানো’ অধ্যায়-২৬, পরিচ্ছেদ-২।

[85] . মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৭৮, ‘খাদ্য সমূহ’ অধ্যায়-২১, পরিচ্ছেদ-১।

[86] . বুখারী, মিশকাত হা/৪১৭৩।

[87] . বুখারী, মিশকাত হা/৪১৬৮।

[88] . মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬০, ৪২৩৭, ‘খাদ্য সমূহ’ অধ্যায়-২১, পরিচ্ছেদ-১ ও ৩।

[89] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, হা/৪২০২, ‘খাদ্য সমূহ’ অধ্যায়-২১, পরিচ্ছেদ-২।

[90] . মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০, 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-২১; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৪৩, 'পোষাক' অধ্যায়-২২।

[91] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৩; ইরওয়া হা/১৯৮৯; ছহীহুল জামে' হা/৬০৮৬। উল্লেখ্য যে, এ সময় *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানা ওয়া সাক্বা-না....* বলা মর্মে প্রচলিত দো'আটি যঈফ *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪২০৪,* 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-২১, পরিচ্ছেদ-২ *সনদ যঈফ)।*

[92] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২৮৩, 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-২১, 'পানীয় সমূহ' অনুচ্ছেদ-৩।

[93] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২৮৩, 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-২১, 'পানীয় সমূহ' অনুচ্ছেদ-৩; ছহীহাহ হা/২৩২০; ছহীহুল জামে' হা/৩৮১।

[94] . বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯, 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-২১।

[95] . বুখারী, মিশকাত হা/৪১৮২।

[96] . মুসলিম হা/৫৩৬২ (২০৫৫/১৭৪), 'পানীয় সমূহ' অধ্যায়-৩৬, অনুচ্ছেদ-৩২; আহমাদ হা/২৩৮৬০ 'সনদ ছহীহ'।

[97] . আবুদাঊদ হা/৩৮৫৪; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৭; শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪২৪৯।

[98] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৭, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

[99] . বুখারী হা/৬৩১৫, ৬৩২৪; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৮২, ২৩৮৪, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৬।

[100] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩, 'ছিয়াম' অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-২। উল্লেখ্য যে, *'আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমতু...* মর্মে প্রচলিত দো'আটির হাদীছ যঈফ। *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৪; যঈফুল জামে' হা/৬৩১)* *ও 'আল্লা-হুম্মা ছুমতু লাকা...'* মর্মে দো'আটির প্রমাণ পাওয়া যায় না।

[101] . আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২০৯১, 'ছিয়াম' অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-৮।

[102] . আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭।

[103] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬২, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৮।

[104] . মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭, 'ঈমান' অধ্যায়-১, পরিচ্ছেদ-৩।

[105] . বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ-৪।

[106] . দারেমী হা/১৬৮৭-৮৮; তিরমিযী হা/৩৪৫১; মিশকাত হা/২৪২৮; ছহীহাহ হা/১৮১৬।

[107] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৫১৩ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ঝড়-ঝঞ্ঝা' অনুচ্ছেদ-৫৩।

[108] . ছহীহ ইবনু হিববান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৫৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৬৭০।

[109] . রা‘দ ১৩/১৩; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৫২২, ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘ঝড়-ঝঞ্ঝা’ অনুচ্ছেদ-৫৩।

[110] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৬২-৬৩ ‘কুরআনের ফাযায়েল’ অধ্যায়-৮, পরিচ্ছেদ-২।

[111] . আহমাদ তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫২১, ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘ঝড়-ঝঞ্ঝা’ অনুচ্ছেদ-৫৩।

[112] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩০; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২, ‘চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক’ অধ্যায়-২৩।

[113] . বুখারী, মিশকাত হা/১৫২৯, ‘জানায়েয’ অধ্যায়-৫, ‘রোগী পরিচর্যা ও তার ছওয়াব’ অনুচ্ছেদ-১।

[114] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৩।

[115] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩২, ‘জানাযেয়’ অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-১।

[116] . আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৩, ‘পোষাক’ অধ্যায়-২২; ছহীহুল জামে‘ হা/৬০৮৬।

[117] . বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪, ‘পোষাক’ অধ্যায়-২২।

[118] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৩৩৪-৩৫, ‘পোষাক’ অধ্যায়-২২।

[119] . আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৩৮, ‘জানায়েয’ অধ্যায়-৫, ‘মাইয়েতকে গোসল করানো ও কাফন পরানো’ অনুচ্ছেদ-৪।

[120] . ইবনু মাজাহ হা/১৯০৫; আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪৫, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, ‘বিভিন্ন সময়ের দো‘আ সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৭ ।

[121] . ইবনু মাজাহ হা/১৯০৬-০৭।

[122] . আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৬, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭; মিরক্বাত ৫/২১৬।

[123] . তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৭৭৭।

[124] . তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৭৭৭; বায়হাক্বী হা/৩৫৯৮।

[125] . বুখারী হা/৯৩৩, ১০২১; আবুদাঊদ হা/১১৭৪; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯০২, অধ্যায়-২৯, অনুচ্ছেদ-৭ ।

[126] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৭, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ-৮।

[127] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬১।

[128] . আবুদাঊদ হা/১৫২৫ 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'ইস্তিগফার' অনুচ্ছেদ-৩৬১।

[129] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'তওবা ও ইস্তেগফার' অনুচ্ছেদ-৪।

[130] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩২।

[131] . তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/২৩৪১, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ-৪।

[132] . নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন 'তওবা' অনুচ্ছেদ।

[133] . তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৪; ছহীহাহ হা/২৭২৭।

[134] . আম্বিয়া ২১/৮৭; আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৯২, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'আল্লাহর নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ-২।

[135] . আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৫২, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৪।

[136] . আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৫৪ ' দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা' অনুচ্ছেদ-৪; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।

[137] . নাসাঈ, মিশকাত হা/২৯২৬, 'ব্যবসা-বাণিজ্য' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-৯।

[138] . বায়হাক্বী-দালায়েলুন নবুওয়াত, মিশকাত হা/১৮৮০; সনদ যঈফ, 'যাকাত' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-৫।

[139] . তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০২৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-১৭; বুখারী হা/৩৩৬ 'তায়াম্মুম' অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-২।

[140] . আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০২৫।

[141] . হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৫৯।

[142] . তিরমিযী হা/৩৪২৮, মিশকাত হা/২৪৩১, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'বিভিন্ন সময়ে দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

[143] . আবুদাঊদ হা/১৪৮২; ঐ, মিশকাত হা/২২৪৬ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, পরিচ্ছেদ-২।

[144] . বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; বাক্বারাহ ২/২০১; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৮৭ 'দো'আসমূহ' অধ্যায়-৯, 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯।

[145] . মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৫০২-০৩ 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯।

[146] . ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭ 'দো'আ' অধ্যায়-৩৪, 'আল্লাহর ইসমে আযম' অনুচ্ছেদ-৯; আবুদাঊদ হা/১৪৯৩; 'আওনুল মা'বূদ হা/১৪৮২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[147] . মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৬ 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯; অত্র বইয়ের 'দুই সিজদার মধ্যকার দো'আ' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৬।

[148] . তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৯১ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'সকাল-সন্ধ্যায় ও ঘুমানোর সময় যা পাঠ করতে হয়' অনুচ্ছেদ-৬।

[149] . ইবনু মাজাহ হা/৩৮৭১।

[150] . আহমাদ, ইবনু মাজাহ, ত্বাবারাণী ছাগীর, মিশকাত হা/২৪৯৮, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯।

[151] . তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০; 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

প্রকাশক ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

ফোন ও ফ্যাক্স (অনু)ঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ৭৬১৩৭৮, ৭৬১২৫৭